



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
March 2019

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা আর বাচ্চাদের কার্যকলাপের মধ্যে (এক্টিভিটিতে) যে পার্থক্য রয়েছে সেটাকে চেনো, বাবা তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের সাথে খেলতে পারেন, খেতে পারেন না"

প্রশ্ন : - সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে নরকবাস - এর ভাবার্থ কি ?

উত্তর : - তোমরা এখন সৎ এর সঙ্গে থাকো অর্থাৎ বাবার সাথে বুদ্ধিযোগ যুক্ত থাকে বলে পার হয়ে যাও। আবার ধীরে ধীরে কুসঙ্গ অর্থাৎ দেহের সঙ্গ-তে আসো, তাই ক্রমশ নীচে নামতে থাকো। কারণ সঙ্গের রঙ লেগে যায়, সেইজন্য বলা হয়- সৎ-সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে নরকবাস।

ওম্ শান্তি। এখন বাচ্চাদের দুটো ক্লাস হয়ে গেছে। এটা ভালোই হয়েছে, এক হল স্মরণের যাত্রা, যাতে পাপ কাটতে থাকে, আত্মা পবিত্র হতে থাকে আর দ্বিতীয় ক্লাস হল জ্ঞানের। জ্ঞানও সহজ। কঠিন কিছু নয়। তোমাদের সেন্টার আর এখানের পার্থক্য আছে। এখানে তো বাবা বসে আছেন আর বাচ্চারা আছে। এই মেলা হল বাবা আর বাচ্চাদের। আর তোমাদের সেন্টারে মেলা বসে বাচ্চাদের নিজেদের মধ্যে, সেইজন্য বাচ্চারা সামনে আসে। যদিও সেন্টারের বাচ্চারাও স্মরণ করে, কিন্তু এখানে তোমরা সামনে দেখো - তোমার সাথেই বসবো, তোমার সাথেই কথা বলব...। বাবা বুঝিয়েছেন বাবা আর বাচ্চাদের কার্যকলাপে (এক্টিভিটিতে) পার্থক্য আছে। খেয়াল করো, এতে বাবার কি ভূমিকা আর রথের কি ভূমিকা ? বাবা কি রথের দ্বারা খেলতে পারেন? হ্যাঁ খেলতে পারেন। যেমন তোমরা বলো - তোমার সাথেই উঠবো বসবো, সেইরকমই যদি বলো - তোমার সাথেই খাব, উনি নিজে তো আহাশ করেন না। বাচ্চাদের সাথে খেলা-ধূলা করেন সেটা তো বাবা নিজে বোঝেন, দুজনে খেলেন। সব কিছু তো এখানেই করেন তোমাদের সাথে, কারণ উনি সুপ্রিম টিচারও। টিচারের তো কাজই হলো বাচ্চাদের পরিবর্তন করা। ইনডোর গেমস হয় না! আজকাল তো গেমসও অনেক রকম, বিভিন্ন প্রকারের বেরিয়ে গেছে। সব থেকে নামজাদা খেলা হলো পাশা, যার বর্ণনা মহাভারতে আছে। কিন্তু সেটা জুয়ার রূপে আছে। জুয়ারিদের আটক করা হয়। এই সব কথা ভক্তি মার্গের বই থেকে বেরিয়েছে।

তোমরা জানো যে এই ব্রত উপোস ইত্যাদি সব ভক্তি মার্গের ব্যাপার। নির্জলা থাকা, খাবারও খায় না আর জলও পান করে না। যদি ভক্তি মার্গে প্রাপ্তি হয়ও তবে তা অল্প সময়ের। এখানে তো তোমাদের বাচ্চাদের সব বোঝানো হয়। ভক্তি মার্গে অনেক ধাক্কা খেতে হয়। জ্ঞান মার্গ হল সুখের মার্গ। তোমরা জেনে গেছো আমরা সুখের উত্তরাধিকার বাবার থেকে প্রাপ্ত করছি। ভক্তি মার্গেও স্মরণ করতে হয় এক জনকেই। একের পূজাও হল অব্যাভিচারী পূজা, সেটাও ভালো। ভক্তিও সত্য-রজো-তমো হয়। সব থেকে উঁচুর থেকেও উঁচুতে সত্যোত্তমী হল শিববাবার ভক্তি। শিববাবা এসেই সব বাচ্চাদের সুখধামে নিয়ে যান। যিনি সবচেয়ে বেশী বাচ্চাদের সেবা করেন, পবিত্র করেন তাঁকে ডাকেও। আবার বলে নুড়ি পাথরে (মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরো, পাথরের টুকরো) আছে, এটা গ্লানি হলো না! তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের বেহদের বাবার দ্বারা রাজ্য ভাগ্যের প্রাপ্তি হয়েছিল, আবার অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। তোমরা জ্ঞানকে আলাদা, ভক্তিকে আলাদা মনে করো। রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্য কি করে চলে- এটাও তোমরা নম্বরানুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে জান, সেইজন্য প্রচার পত্র

(পর্চা) ইত্যাদিও ছাপাতে থাকে। কারণ মানুষকে সঠিক ভাবে সত্যিকারের বোঝানোও তো দরকার, না ! তোমাদের সব কিছু হল সত্য।

বাস্তাদের সেবা(সার্ভিস) করা চাই। সেবা তো অনেক আছে। এই ব্যাজই কতো ভালো সেবার মাধ্যম । সবচেয়ে বড় শাস্ত্র হ'ল ব্যাজ। এখন এটা হল জ্ঞানের কথা, এতে বোঝাতে হয়। এই স্মরণের যাত্রা হল সম্পূর্ণ আলাদা। একে বলা হয় অজপাজপ। কিছু জপতে হবে না। মনে মনেও শিব-শিব বলতে নেই। শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এটা তো জান শিববাবা হলেন বাবা, আমরা আত্মারা হলাম তাঁর সন্তান। তিনিই সম্মুখে এসে বলেন - আমি হলাম পতিত-পাবন, আমি কল্প-কল্প আসি পবিত্র করতে। দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করো। আমাকে অর্থাৎ নিজের বাবাকে স্মরণ করো, তবে পবিত্র হয়ে যাবে। আমার ভূমিকাই হল পতিতকে পবিত্র করার। এটা হল বুদ্ধির যোগ বা বাবার সাথে সঙ্গ। সঙ্গ থেকে রঙ লাগে। বলা হয় সংসঙ্গে স্বর্গবাস, কুসঙ্গে নরকবাস...বাবার সাথে বুদ্ধি যোগ যুক্ত হওয়াতে পবিত্র হতে থাকে। আবার নামতে শুরু করে দাও। চার জন্যই গাওয়া হয় সং এর সঙ্গ পার করে...এর অর্থও ভক্তি মার্গের লোক জানে না। তোমরা মনে করো আমাদের আত্মা পতিত, সেই পতিত আত্মা পবিত্রতার সাথে বুদ্ধির যোগ যুক্ত করায় পবিত্র হতে থাকে। আত্মার পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করতে হয়। যখন আত্মা পবিত্র (পিওর) হয়, তখন শরীরও পবিত্র হয়, সত্যিকারের সোনা হয়। এটাই হল স্মরণের যাত্রা। যোগ অগ্নি দ্বারা বিকর্ম ভস্ম হয়, খাদ নির্গত হয়ে যায়। তোমরা জান সত্যযুগী নতুন দুনিয়াতে আমরা পবিত্র সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলাম, ১৬ কলা সম্পূর্ণও ছিলাম। এখন কোনো কলাই অবশিষ্ট নেই, একে বলা হয় রাহুর গ্রহণ। সমস্ত দুনিয়া, বিশেষতঃ ভারতে রাহুর গ্রহণ লেগেছে। দেহও কালো, আর যা কিছু তোমরা এই চোখে দেখছ সব হল কালো। যেইরকম রাজা রাণী সেইরকম প্রজা। শ্যাম সুন্দরের অর্থও কেউ জানে না। কত রকমের নাম এখন মানুষের। এখন বাবা এসে অর্থ বুঝিয়েছেন যে, তোমরাই প্রথমে সুন্দর, আবার শ্যাম হয়ে যাও। জ্ঞান চিতার উপরে বসার জন্য তোমরা সুন্দর হয়ে যাও। আবার এরকম হতে হবে- শ্যাম থেকে সুন্দর, সুন্দর থেকে শ্যাম। এর অর্থ বাবা আত্মাদের বুঝিয়েছেন। আমরা আত্মারা এক বাবাকেই স্মরণ করি। বুদ্ধিতে এসে গেছে আমরা হলাম বিন্দু। একে বলা হয় আত্মার অনুভূতি (সেন্স রিয়েলাইজেশন)। সেটা দেখার জন্য অর্ন্তদৃষ্টি (ইনসাইট) চাই । এটা তো হল বোঝার ব্যাপার। আত্মাকে বোঝাতে হবে। আমি হলাম আত্মা, এটা হল আমার শরীর। আমরা এখানে শরীরে এসে ভূমিকা পালন করি। ডামার প্ল্যান অনুযায়ী সর্বপ্রথম আমরা আসি। আত্মা তো সবাই, অনেক। কারও ভূমিকা বেশী, কারও কম। এটা অনেক বড় অসীমের (বেহদের) নাটক। এতে নম্বর অনুযায়ী কিভাবে আসে, কি করে ভূমিকা পালন করে- এসব তোমরা জান। সর্বপ্রথম হল দেবী-দেবতার বংশ (ঘরানা) । এই নলেজও তোমাদের এখনকার, এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের। পরবর্তী কালে আবার এর কিছুই স্মরণে থাকবে না। বাবা স্বয়ং বলেন এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যায়। কারোরই জানা নেই এই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা কিভাবে হয়েছে। চিত্র তো আছে কিন্তু সেটা কি ভাবে স্থাপন হয়েছে, কারোরই জানা নেই। তোমাদের বাস্তাদের জানা আছে আর তোমরা আবার অন্যান্যদের নিজের সমান করে নাও। অনেক হয়ে গেলে আবার অবশ্যই লাউড স্পিকারও রাখতে হবে। অবশ্যই কোন পদ্ধতি বেরোবে। অনেক বড় হলেরও দরকার পড়বে। যেমনটি পূর্ব কল্পে যা কিছু এক্ট করেছিল সেটাই আবার হবে। এটা বোঝা গেছে। বাস্তারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে। বাবা বুঝিয়েছেন বিবাহের জন্য যারা হল ইত্যাদি তৈরী করে তাদেরকেও বোঝাও। এখানেও বিবাহের জন্য ধর্মশালা ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে না! কেউ নিজের বংশের

হলে শীঘ্রই বুঝে যায়, যারা এই বংশের হবে না তারা বিদ্ব সৃষ্টি করবে। যারা এই বংশের হবে তারা মেনে নেবে যে এটা সত্যি বলছে, যারা এই ধর্মের নয় তারা লড়াই করবে, বলবে এই প্রথা তো চলে আসছে। এখন হলো অপবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ, বাবা আবার এসেছেন পবিত্র করে তুলতে। তোমরা পবিত্রতার উপর কতো জোর দাও, সেইজন্য কত বিদ্ব আসে। আগা খাঁ (শিয়া মুসলিম ইমাম), পোপ এদেরও কত সম্মান আছে। তোমরা জান পোপ কি করেন। চার্চে বহু মানুষের বিবাহ করান, অনেক বিবাহ হয়। পোপ চার হাত এক করায় । এটাকেই তারা অনেক সম্মানের বলে মনে করে। মহাত্মাদেরও বিবাহ উপলক্ষে আমন্ত্রণ জানায় । আজকাল তারা বিবাহের বাগদানের অনুষ্ঠানও সম্পন্ন করায়। বাবা বলেন কাম হল বড় শত্রু। এই রায় (অর্ডিন্যান্স) বের করা মাসীর বাড়ী যাওয়ার মতো সহজ নয়। এটা বোঝানোর জন্য খুব ভালো রকমের যুক্তি দেওয়ার দরকার। পরবর্তী কালে ক্রমশঃ বুঝতে পারবে। আদি সনাতন হিন্দু ধর্মের যারা তাদের বোঝাও। তারা শীঘ্রই বুঝতে পারে যে বরাবর আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, হিন্দু ধর্ম নয় । যেমন তোমরা বাবার দ্বারা বুঝে গেছ সেরকম অন্যরাও বুঝে নিয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এটাও পরিপক্ব ভাবে সুনিশ্চিত, এই কলম লাগতেই থাকবে। তোমরা বাবার শ্রীমতের দ্বারা দেবতায় পরিণত হচ্ছ। এরা হল নতুন দুনিয়ার বসবাসকারী। প্রথমে তো তোমাদের জানা ছিল না যে বাবা সঙ্গমযুগে এসে আমাদের স্থানান্তরিত (ট্রান্সফার) করবেন। একটুও জানা ছিল না। এখন তোমরা জান সত্যিকারের পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ এটাকে বলা হয়। আমরা পুরুষোত্তম তৈরী হচ্ছি। এখন যত পুরুষার্থ করবে ততই তৈরী হবে।

প্রত্যেকের নিজের মন থেকে প্রশ্ন করতে হবে। স্কুলে যে সাবজেক্টে কাঁচা থাকে তো বুঝে যায় যে আমি পাশ করব না। এটাও হলো পাঠশালা, স্কুল। গীতাপাঠশালা তো সুপরিচিত। আবার এর নাম কিছুটা ঘুরিয়ে দিয়েছে। তোমরা লেখ 'সত্য গীতা, মিথ্যা গীতা' এতেও খারাপ হয়। অবশ্যই থিটথিট হবে, এতে ভয়ের কোনো ব্যাপার নেই। আজকাল তো এটা ফ্যাশন হয়ে গেছে, বাস ইত্যাদি জ্বালায়, আগুণ লাগাতে থাকে। যে যা শেখাচ্ছে, সেটাই শেখে। আগের থেকেও বেশী সব শিখে গেছে। সবাই পিকেটিং ইত্যাদি করতে থাকে। প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্টেরও ঘাটতি পড়ে যায়, তাই আবার ট্যাক্স বাড়াতে থাকে। একদিন ব্যাক্স ইত্যাদি সবার ব্যাক্স খুলে দেবে। আনাজ ইত্যাদির জন্যও অনুসন্ধান চলে যে বেশী রাখনি তো! এই সব ব্যাপার থেকে তোমরা বেরিয়ে গেছ। তোমাদের জন্য মুখ্য হলই স্মরণের যাত্রা। বাবা বলেন আমার এই কথাতে কোন উদ্বিগ্ন নেই। আমার তো শুধু কাজ হল রাস্তা বলে দেওয়া। এতে তোমাদের দুঃখ সব দূর হয়ে যাবে। এই সময় তোমাদের কর্মের হিসাব পত্র মিটে থাকে। অবশিষ্ট রোগ ইত্যাদি সব বেরিয়ে আসবে। পুরানো কর্মের হিসাব পত্র মিটে যাবে। ভয় পেতে নেই। অসুস্থ মানুষকেও ভগবানের স্মরণ করানো হতে থাকে। তোমরা হাসপাতালে গিয়েও নলেজ দাও যে বাবাকে স্মরণ কর তো বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। শুধু এই জন্মের ব্যাপার নয়, ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, কখনো রোগ হবে না এক বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের আয়ুও বেড়ে যাবে। ভারতবাসীদের আয়ু বেশী ছিল, নিরোগী ছিল। এখন বাবা তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের শ্রীমত দিচ্ছেন শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য। পুরুষোত্তম শব্দটা কখনো বিস্মৃত হয়ো না। কল্প-কল্প তোমরাই হও। এরকম আর কেউ বলতে পারে না। তাই এ ধরনের সেবা (সার্ভিস) অনেক করতে পারো। ডাক্তারদের থেকে তো যে কোনো সময় সাফাফের সময় নির্ধারণ করতে পার। চাকুরিজীবীরাও অনেক সেবা করতে পারে। রোগীদের বলা-আমাদেরও বড় ডাক্তার আছে, অবিনাশী অসীমের সার্জন। আমরা ওঁনার হয়েছি, যার জন্য আমরা ২১জন্ম নিরোগী হয়ে যাই।

হেল্থ মিনিস্টারকে বোঝাও- মানুষ হেল্থ-এর জন্য কেন এত চিন্তা করে। সত্যযুগে মানুষের সংখ্যা খুব কম ছিল। শান্তি, সুখ, পবিত্রতা - সব ছিল।

সমগ্র দুনিয়ায়, তোমরাই সকলের কল্যাণ করে থাকো। তোমরা পান্ডা না ! তোমরা হলে পান্ডব সম্প্রদায়। এসব কারো বুদ্ধিতেই আসবে না। ফুড মিনিস্টারকে বোঝাও - সবার আগে সবচেয়ে বড় ফুড মিনিস্টার তো হলেন শিববাবা। এত আনাজ দেন যেস্বর্গেও কখনো কম হবে না। এখন তোমরা আছো সঙ্গমযুগে। সমস্ত চক্র তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, সেই জন্য তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী বলা হয়। এখন যদিও ভারত কাঙাল (ইনসলভেন্ট) হয়ে গেছে। বুদ্ধিমান এসে বুদ্ধি বা জ্ঞান শেখাতে থাকে, এটাও তোমরা বাচ্চারা জানো। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঔঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) এক বাবাকে সাথী করে তোমার সাথেই বসবো, তোমার থেকেই শুনবো, তোমার সাথেই থাকবো...এটা অনুভব করতে হবে। কুসঙ্গ ছেড়ে সং এর সঙ্গে থাকতে হবে।

২) কর্মের হিসাব পত্রকে স্মরণের যাত্রা আর কর্মযোগের দ্বারা মিটিয়ে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। সঙ্গমযুগে নিজেকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন (ট্রান্সফার) করতে হবে।

বরদান :- বিন্দু (পয়েন্ট) স্বরূপে স্থিত হয়ে মন বুদ্ধিকে নেগেটিভের প্রভাব থেকে সেফ রেখে বিশেষ আত্মা ভব

যেমন যখন ঋতু (সিজন) পরিবর্তনের সময় সেই ঋতুর (সিজন) থেকে বাঁচার জন্য বিশেষ খেয়াল রাখা হয়, বৃষ্টি এলে ছাতা, রেইনকোট ইত্যাদির অ্যাটেনশন রাখা হয়। সর্দি এলে গরম কাপড় রাখব...সেরকম বর্তমান সময়ে মন বুদ্ধিতে নেগেটিভ ভাব আর ভাবনা উৎপন্ন করার বিশেষ কাজ মায়া করছে, তাই বিশেষ নিরাপত্তার (সেকিউরি) ব্যবস্থা করো। এর সহজ পদ্ধতি হল - এক বিন্দু স্বরূপে স্থিত হওয়া। আশ্চর্য আর কোয়েশেন মার্কের বদলে বিন্দু লাগানো অর্থাৎ বিশেষ আত্মা হওয়া।

স্লোগান :- আঙ্গুকারী সে-ই, যে প্রত্যেক সংকল্প, বাণী আর কর্মে জী হজুর করে।

"মিষ্টি বাচ্চারা- মৃত্যুর মতো নীরবতায় (ডেড সাইলেন্স) যাওয়ার অভ্যাস কর, বুদ্ধি বাবার দিকে থাকলে বাবাও তোমাদের অশরীরী হওয়ার জন্য শক্তির প্রবাহ (সকাশ) দেবেন"

প্রশ্ন : - তোমরা বাচ্চারা যখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত কর তখন কি সাক্ষাত্কার হয় ?

উত্তর : - সত্য যুগের আদি থেকে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত আমরা কি-কি পার্ট প্লে করেছি-এসবই সম্পূর্ণরূপে সাক্ষাত্কার হয় । তোমরা সমগ্র বিশ্বকে আদি (সর্বপ্রথম শুরু) থেকে শেষ পর্যন্ত জেনে যাও । জ্ঞানকেই সাক্ষাত্কার বলা হয় । এখন তোমরা বুঝেছ যে আমরাই দৈবীগুণ সম্পন্ন দেবতা ছিলাম, এখন আসুরি গুণ সম্পন্ন হয়ে গেছি । পুনরায় দৈবীগুণ সম্পন্ন দেবতা হতে যাচ্ছি । এখন আমরা নতুন দুনিয়া, নতুন ঘরে যাব ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা স্মরণের যাত্রায় বসেছে । অসীম (বেহদের) বাবা তো এই যাত্রায় বসেন না । তিনি তো বাচ্চাদের শক্তির প্রবাহ (সকাশ) দিয়ে সাহায্য করেন, যাতে বাচ্চারা শরীরকে ভুলতে পারে । বাবা সকাশ দেন আত্মাদের, কেননা বাবা আত্মাকেই দেখেন । তোমাদের প্রত্যেকের বুদ্ধি বাবার দিকেই যায়, বাবার বুদ্ধি বা দৃষ্টিও তখন বাচ্চাদের প্রতি যায় । পার্থক্য আছে তাই না! মৃত্যুসম নীরবতায় যাওয়ার অভ্যাস তোমরা করছ । শরীর ছেড়ে আলাদা হতে চাইছ । আত্মা বুঝেছে যে যত স্মরণে থাকব ততই এই শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে পারব । যেমন সাপের দৃষ্টান্ত আছে, যা দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় তার মধ্যে বিশেষ কিছু অবশ্যই থাকে । তোমরা জান এই শরীর ছেড়ে ফিরে যাব তারপর আবার ফিরে আসব । এসব কথা আর কেউ জানেনা, এই ড্রামাকে ও কেউ জানেনা । কেউ-ই এমন গ্যারান্টি দেয় না যে এই স্মরণে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, এমন কথা কেউ-ই শোনায় না । তোমরা বাচ্চারা জান আমরা এখন ফিরে যাওয়ার জার্নিতে আছি । আত্মার বুদ্ধি-যোগ ঐ দিকেই রয়েছে । এখন নাটক শেষ হতে চলেছে ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, তিনিই পতিত পাবন । গঙ্গার জলকে তো মুক্তি দাতা আর গাইড বলা যায় না । এক বাবাই লিবরেটর আর গাইড হতে পারেন। এও বড় বোঝার আর বোঝানোর বিষয় । সেটা হল ভক্তি, তাতে কোনও কল্যাণ হতে পারে না। বাচ্চারা জানে জল হল স্নানের জন্য, জল কখনও পবিত্র করে তুলতে পারে না । এমনও নয় যে ভক্তির জন্য কোনও রিটার্ন বা ফল প্রাপ্তি হয়ে থাকে । ভক্তি মার্গে এরই মহত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । একেই বলে অন্ধশ্রদ্ধা । এই শ্রদ্ধা পালন করতে-করতেই মানুষ এই উপাধিতে ভূষিত হয়েছে-অন্ধের সন্তান অন্ধই । ভগবানুবাচ তাই না ! কে অন্ধ আর কার দৃষ্টি আছে তা তোমরা জান । এখন সম্পূর্ণ বিশ্বের আদি-মধ্য অন্তকে তোমরা বাবার কাছ থেকে জেনেছ । তোমরা বাবাকে জেনেছ, সুতরাং সৃষ্টির আদি-মধ্য অন্তের সময়কালকেও জেনেছ। প্রতিটি বিষয়ে বিচার সাগর মন্বন করে নিজেকেই সমাধান করে নেওয়া উচিত । ভক্তি আর জ্ঞানের কন্ড্রাস্ট । জ্ঞান সম্পূর্ণ আলাদা । এই নলেজ প্রসিদ্ধ । এ হল রাজযোগের অধ্যয়ন । বাচ্চারা এটাও জেনেছে - দেবতার সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল । রচয়িতা বাবাই বসে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকেন। তিনি হলেন পরম আত্মা। পরম আত্মাকেই পরমাত্মা বলা হয় । ইংরেজিতে বলে সুপ্রিম সোল । সোল অর্থাৎ আত্মা । বাবার আত্মাও বড়ো হয়না, বাবার আত্মাও তোমরা বাচ্চাদের মতোই । এমন নয় যে, বাচ্চাদের ছোট আর বড় । না । সুপ্রিম নলেজফুল বাবা অত্যন্ত স্নেহের সাথে বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকেন । পার্ট প্লে করে আত্মা, নিশ্চয়ই শরীর ধারণ করেই রোল প্লে করবে

। আত্মার বাসস্থান হল শান্তিধাম । বাচ্চারা জানে আত্মারা ব্রহ্ম মহাতত্ত্ব বাস করে। যেমন হিন্দুস্তান নিবাসী তারা নিজেদের হিন্দু বলে থাকে, তেমনই ব্রহ্মাণ্ড নিবাসীদের ঈশ্বর ভেবে বসে আছে । পতন হওয়ার কারণও ড্রামায় নির্ধারিত । ফিরে যেতে তো পারবে না কেউ-ই, যতই চেষ্টা করুক । নাটক যখন সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখনই সব কুশীলবরা একত্রে সমবেত হয় । ক্রিয়েটর, প্রধান চরিত্রাভিনেতাও এসে দাঁড়ায় । বাচ্চারা জানে এখন এই নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে । এসব কথা কোনও সাধু সন্ত ইত্যাদি জানতে পারে না । আত্মার এই নলেজ কারও মধ্যেই নেই । পরমাত্মা বাবা একবারই এখানে আসেন । বাকী সবাইকে তো এখানে পার্ট প্লে করতেই হবে। বুদ্ধি তো হতেই থাকে না! আত্মারা সব কোথা থেকে এসেছে ? যদি কেউ ফিরে যেতে পারে তবে ঐ নিয়মই চালু হয়ে যাবে, একজন আসবে আরেকজন যাবে । একে তো পুনর্জন্ম বলা যাবে না । পুনর্জন্ম তো শুরু থেকেই চলে আসছে । প্রথম নম্বর হল লক্ষ্মী-নারায়ণ । বাবা বুঝিয়েছেন পুনর্জন্ম নিতে নিতে যখন পিছনে চলে আসে তখনই আবার প্রথম নম্বরে যেতে হয় । এর মধ্যে সংশয়ের কোনও প্রশ্নই নেই । আত্মাদের পিতা স্বয়ং এসে বোঝান । কি বোঝান তিনি ? নিজের পরিচয় দেন । সুপ্রিম আত্মা সম্পর্কে তোমরা আগে কি কিছুই জানতে ! শুধু তোমরা শিব মন্দিরে যেতে, যেখানে অসংখ্য মন্দির থাকে । সত্য যুগে মন্দির পূজা ইত্যাদি হয়-ই না । ওখানে তোমরা পূজ্য দেবী-দেবতা হয়ে ওঠো। তারপর অর্ধকল্প পরে পূজারী হয়ে যাও তখন তাদের দেবী-দেবতা বলা হয় না । তারপর বাবাই এসে পূজ্য করে তোলেন । আর কোনো দেশে এই মহিমা নেই । রাম রাজ্য, রাবণ রাজ্য - এখন তোমরা বুঝে গেছ । রাম রাজ্যের সময়কাল কত - প্রমাণ করা উচিত । এ হল নাটক, একেই বোঝাতে হবে । উচ্চ থেকে উচ্চতর বাবা, তিনিই নলেজফুল । আমরা এঁনার দ্বারাই উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে উঠি। উচ্চ থেকে উচ্চতর পদ প্রাপ্ত করি। বাবা আমাদের পড়ান, দৈবীগুণও ধারণ করতে হয় ।

বাচ্চারা বর্ণনা করে তুমি এইরকম, আমরা এইরকম । এই সময় তোমরা জেনেছ আমাদেরও ওঁনার মতোই সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে । বাবাকে স্মরণ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও উপায় নেই । যদি কেউ জেনে থাকে বলুক । এমন তো বলতেই পারে না যে, ব্রহ্ম বা তত্ত্ব নির্বিকারী । না, আত্মাই নির্বিকারী হয় । ব্রহ্ম বা তত্ত্বকে আত্মা বলা হয় না । ওটা তো হল আত্মাদের থাকার জায়গা । বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে আত্মার মধ্যেই বুদ্ধি থাকে । আত্মা যখন তমোপ্রধান হয়ে পড়ে তখন অবুঝ হয়ে যায় । বুঝদার আর অবুঝ আছে না! তোমাদের বুদ্ধি কত স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, তারপর আবার স্লেচ্ছ (অপবিত্র, ময়লা) হয়ে যায় । তোমাদের পিউরিটি (পবিত্রতা) আর ইমপিউরিটি(অপবিত্রতা) কন্ট্রাস্ট তোমরা বুঝে গেছ । অপবিত্র আত্মা ফিরে যেতে পারে না । এখন অপবিত্র থেকে পবিত্র কিভাবে হবে তারজন্য মাথা ঠুকতে থাকে, এটাও ড্রামায় নির্ধারিত । এখন তোমরা জেনেছ- এ হলো সঙ্গম যুগ । বাবা একবারই আসেন নিয়ে যাবার জন্য । সবাই তো নতুন দুনিয়াতে যাবে না । যার পার্ট নেই সে শান্তিধামে থাকে, আর সেজন্যই চিত্রেও দেখানো হয়েছে । বাকি সব চিত্র ইত্যাদি যা কিছু আছে সবই ভক্তি মার্গের । এ হল জ্ঞান মার্গ । যেখানে বোঝান হয়-সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরছে । আমরা কিভাবে নিচে নেমে আসি (অধঃগতি হতে থাকে) । ১৪ কলা থেকে ১২ কলা হয়ে যায় । এখন কোনও কলা নেই । নম্বরানুসার আছে না! অ্যাক্টসও নম্বরানুসারে হয় । কারও বেতন ১ হাজার, কারো ১৫০০, কারও বা ১০০ । কতটা তফাত হয়ে যায় । পঠন-পাঠনেও দিন-রাতের পার্থক্য আছে । লৌকিক স্কুলে পাশ না করলে তাকে আবার পড়তে হয় । এখানে তো আবার পড়ার প্রশ্নই নেই, পদ কম হয়ে যায় । তারপর আর

কখনও এই পঠন-পাঠ হবে না । একবারই পঠন-পাঠ হয় । বাবাও একবারই আসেন । বাচ্চারাও জানে প্রথমে একটাই রাজধানী ছিল । একথা তোমরা কাউকে বোঝালে মানবে। খ্রিস্টানরা সায়েন্সে প্রচন্ড তীক্ষ্ণ হয়, আর সবাই তাদের কাছ থেকেই শেখে । ওরা না পারসবুদ্ধির হয়, না পাথরবুদ্ধির হয় । এই সময় ওদের বুদ্ধি হতবাক করে দিচ্ছে । সায়েন্সের প্রচার সম্পূর্ণরূপে খ্রিস্টিয়ানদের থেকেই এসেছে । সেটাও সুখের জন্যই । তোমরা জান এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো হবেই, তারপর তোমরা শান্তিধাম –সুখধামে চলে যাবে । তা না হলে এতো মনুষ্য আত্মা ঘরে কিভাবে ফিরবে ? সায়েন্স দ্বারাই বিনাশ হবে । সব আত্মা শরীর ছেড়ে ঘরে ফিরে যাবে । এই বিনাশের মুক্তি অন্তরে শক্তি প্রদান করে । অর্ধকল্প ধরে মুক্তির জন্যই পরিশ্রম করে এসেছ না! সুতরাং সায়েন্স আর প্রাকৃতিক বিপর্যয় যাকে ভাগ্যের পরিহাস বলে, এটাই হওয়া উচিত। বোঝা উচিত এই লড়াই মুক্তিধামে নিয়ে যাওয়ার নিমিত্ত । সবাইকে মুক্তিধামে যেতে হবে । যদিও তোমরা অনেক পরিশ্রম করেছে, গুরু করেছে, হঠযোগ শিখেছে, কিন্তু কেউ-ই মুক্তিধামে যেতে পারবে না । সায়েন্সের এতো গোলা বারুদ ইত্যাদি তৈরি হয়েছে, বোঝা উচিত বিনাশ অবশ্যই হবে। নতুন দুনিয়াতে নিশ্চয়ই অল্প সংখ্যক থাকবে । বাকি সবাই মুক্তিধামে চলে যাবে । ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠের শক্তি দ্বারাই জীবনমুক্তিতে আসবে । তোমরা সেখানে অটুট, অখণ্ড রাজ্য পালন করে থাক । এখানে দেখ সব খন্ড টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে । বাবা তোমাদের অটুট, অখণ্ড সারা বিশ্বের রাজধানীর মালিক করে তোলেন । অসীম এই বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার হল অবিনাশী বাদশাহী । এমন বর্সা কবে আর কে দিয়ে থাকেন ? এ কারও বুদ্ধিতেই আসে না । শুধুমাত্র তোমরা জান । জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করে আত্মা জ্ঞান স্বরূপ হয়ে ওঠে । সেটাও জ্ঞানের সাগর বাবার কাছ থেকেই প্রাপ্ত হয় । বাবাই এসে রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ দিয়ে থাকেন । মাত্র এক সেকেন্ডের বিষয় । সেকেন্ডে জীবনমুক্তি । বাকি সবাই মুক্তি লাভ করে । এভাবেই ড্রামা তৈরি হয়েছে । রাবণের বন্ধন থেকে সবাই মুক্ত হয়ে যায় । ওরা বিশ্বে শান্তি আনার জন্য কত পরিশ্রম করে । এটা শুধু তোমরা বাচ্চাই জান বিশ্ব আর ব্রহ্মাণ্ডে শান্তি কবে ফিরে আসে । ব্রহ্মাণ্ডে শান্তি বলা হয় তারপর বিশ্বে শান্তি আর সুখ দুই-ই থাকে । বিশ্ব আলাদা, ব্রহ্মাণ্ডও আলাদা । চন্দ্র-নক্ষত্রেরও উর্ধ্বে হল ব্রহ্মাণ্ড । ওখানে শব্দ, কোলাহল এসব কিছুই হয় না । তাকে বলাই হয় সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড । তোমরাও শরীর ত্যাগ করে সাইলেন্সে চলে যাবে । তোমরা বাচ্চাদের সেটাও স্মরণে আছে । এই সময় তোমরা ওখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছ । আর কেউ এটা জানেনা । তোমাদের তৈরি করানো হয় । প্রকৃতপক্ষে এই লড়াই হল কল্যাণকারী, সবার হিসেব-পত্র মেটাতে হবে । সবাই পবিত্র হয়ে যাবে । যোগ-অগ্নি না! অগ্নিতে সমস্ত জিনিস পবিত্র হয়ে যায় । যেমন বাবা ড্রামার আদি-মধ্য অন্তকে জানেন, তেমনই তোমরা অ্যাক্টেরা ড্রামার আদি-মধ্য অন্তকে জান । এই জানাকেই সাক্ষাত্কার বলা হয় ।

এখন তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র খুলে গেছে । একইভাবে পুনরায় আমরা সারা বিশ্বকে সত্য যুগের আদি থেকে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে জেনে গেছি । দ্বিতীয় কোনও মানুষ এটা জানেনা । তোমরা বুঝেছ যে, আমরা দৈবীগুণ সম্পন্ন ছিলাম, আমরাই আবার আসুরি গুণে পরিণত হয়ে পড়ি । তারপর আবার বাবা এসে দৈবীগুণ সম্পন্ন করে তোলেন । বাবা আসেনই পতিতকে পাবন করে তুলতে । দুনিয়ার আর কারও জানা নেই যে, এই দেবী-দেবতা পরিবারবর্গই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। পাবনই পতিত হয়ে পড়ে । এটা কারও বুদ্ধিতে নেই। এখন তোমরা বুঝেছ এ সবই জড় চিত্র । অবিকল চিত্র তো তাদের বের করতে পারবে না । ওরা তো স্বাভাবিক ভাবেই

সুন্দর । পিওর প্রকৃতিতে শরীরও পিওর হয় । এখানে তো ইমপিওর (অপবিত্র) । এমন রঙ-বেরঙের দুনিয়া সত্য যুগে হবে না । কৃষ্ণকে বলা হয় শ্যামসুন্দর । সত্যযুগে হয় সুন্দর, কলিযুগে শ্যাম । সত্যযুগ থেকে কলিযুগে কিভাবে আসেন তোমরা নস্বরনুসারে জেনেছ । কৃষ্ণ গর্ভ থেকে বেরিয়েই নাম পেয়েছে । নাম তো অবশ্যই চাই না ! সুতরাং তোমরা বলবে কৃষ্ণের আত্মা সুন্দর ছিল (সত্যযুগে) তারপর শ্যাম হয়ে গেছে (কলিযুগে) । এই জন্যই তাকে শ্যামসুন্দর বলা হয় । কৃষ্ণের জন্মপরিচয় পাওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ চক্রকে পাওয়া । কত রহস্যময় যা তোমরাই বুঝেছ আর কেউ জানে না । তোমাদের এখন নতুন দুনিয়া, নতুন ঘরে ফিরে যেতে হবে । যারা ভালো করে অধ্যয়ন করবে তারাই নতুন দুনিয়াতে যেতে পারবে । বাবা হলেন সম্পূর্ণ বেহদের মালিক, সমস্ত আত্মাদের পিতা । এ হল ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠ । এর মধ্যে কোনও সংশয় বা প্রশ্ন উঠতেই পারে না । এর মধ্যে শাস্ত্রের তর্কবিতর্ক করার প্রয়োজন নেই । একজন টিচার, যিনি উচ্চতর তিনিই বসে পড়ান । এটাই সত্য । সত্য নারায়ণের সত্য কথা শিক্ষা রূপে শুনিয়ে থাকেন । আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের সমস্ত হিসেব-পত্র মিটিয়ে দিয়ে সাইলেন্স ওয়ার্ডে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে । স্মরণের বল দ্বারা আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করে তুলতে হবে ।

২) জ্ঞান সাগরের জ্ঞানকে স্বরূপে নিয়ে আসতে হবে । বিচার সাগর মন্বন করে নিজের সমস্যা নিজেকেই সমাধান করতে হবে । জীবনমুক্তিতে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত করার জন্য দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে ।

বরদান :- সময়ের মহত্বকে জেনে অতি দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে সমর্থ তীর গতির পুরুষাৰ্থী ভব

সাকার পাট শেষ হওয়ার পরে, অব্যক্ত পাটে আসা আত্মাদের শেষে এসেও প্রথম হওয়ার (অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হওয়ার) বরদান রয়েছে । সুতরাং সময়ের মহত্বকে জেনে প্রাপ্ত বরদানকে স্বরূপে নিয়ে আসতে হবে । এই অব্যক্ত পালনা সহজেই শক্তিশালী করে তুলতে সক্ষম, সেইজন্য যতদূর অগ্রসর হতে চাও, এগিয়ে যেতে পার । বাপদাদা আর নিমিত্ত আত্মাদের, সকলের প্রতি সবসময় আগে ওড়ার আশীষ থাকার কারণে তীর গতির পুরুষাৰ্থ হওয়ার ভাগ্য সহজেই প্রাপ্ত হয়েছে ।

স্লোগান :- "নিরাকার তথা সাকার" এই মহামন্ত্রের স্মৃতির দ্বারা নিরন্তর যোগী হয়ে ওঠো ।

'বিন্দু' (Point) আর ফোঁটার (Drop) তাৎপর্য

আজ ভোলানাথ বাবা তাঁর নিজের বাচ্চাদের তথা বাবার অবতরণ দিবস অর্থাৎ অলৌকিক (রুহানী) জয়ন্তী উদযাপন করতে এসেছেন। যারা ভোলানাথ বাবাকে সর্বাধিক ভালোবাসে তারা ভোলা বাচ্চা। ভোলা অর্থাৎ সদা যাদের সরল স্বভাব, শুভ ভাব এবং স্বচ্ছতা সম্পন্ন মন ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রেই সততা আর নির্মলতা থাকে, সেইরকম ভোলা বাচ্চারা ভোলাবাবাকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করে। ভোলানাথ বাবা এমন স্বচ্ছমণি ভোলা বাচ্চাদের গুণের মালা সদাসর্বদা জপ করতে থাকেন। তোমরা সকলে অনেক জন্ম ধরে বাবার নামের মালা জপ করেছ আর এখন সঙ্গমযুগে তোমরা সব বাচ্চাকে বাবা রিটার্ণ দিচ্ছেন। তিনি বাচ্চাদের গুণমালা জপ করেন। ভোলা বাচ্চারা ভোলানাথের কত প্রিয়! যতটাই তোমরা জ্ঞানস্বরূপ, নলেজফুল, পাওয়ারফুল ততটাই ভোলা! ভগবানেরও সহজ-সরলতা ভালো লাগে। তোমাদের এই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে তোমরা তো জান, তাই না? যে ভাগ্যে ভগবানকে তোমরা তোমাদের অনুরাগী করে নিয়েছ, নিজেদের বানিয়ে দিয়েছ।

আজ ভক্ত আর বাচ্চাদের উভয়ের বিশেষভাবে উদযাপনের দিন। ভক্তগণ প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাঁকে আহ্বান করছে আর তোমরা সামনে বসে আছ। ভক্তদের লীলা দেখে বাবা মৃদু হাসেন এবং বাচ্চাদের মিলন লীলা দেখে পুলকিত হন। একদিকে বিয়োগী ভক্ত আত্মারা, অন্যদিকে সহজ যোগী বাচ্চারা। তাদের নিজেদের আকর্ষণের ফলস্বরূপ উভয়েই প্রিয়। ভক্তরাও কিছু কম নয়। আগামীকাল ইষ্ট দেবতার আকারী রূপে চারিদিকে পরিক্রমা করে সবকিছু দেখ। বাবার সাথে শালগ্রাম বাচ্চাদেরও বিশেষ রূপে পূজা হবে। ভক্তরা বাবার সাথে তোমরা সব বাচ্চারও পূজন করছে দেখ। এমনকি, এখনও, শেষ সময় পর্যন্তও এমন কোনো কোনো নবধা ভক্ত আছে, যারা প্রকৃত স্নেহের সাথে ভক্তি করে ভক্তির ভাবনার অল্প সময়ের ফল অনুভব করে। বুঝেছ তোমরা!

সবাই তোমরা বাবার জন্ম-জয়ন্তী পালন করবে নাকি নিজেদের? সারা কল্পে বাবা আর বাচ্চাদের বার্থ-ডে একই দিনে হতে পারে? দিন এক হলেও হতে পারে, কিন্তু বছর এক হতে পারে না। বাবা আর বাচ্চাদের মধ্যে ফারাক তো হবে, তাই না! কিন্তু বাবা আর বাচ্চাদের অলৌকিক জন্মদিন একই সময়ে হয়। তোমরা বলবে যে তোমরা বাবার বার্থ-ডে পালন করছ আর বাবা বলবেন, তিনি বাচ্চাদের বার্থ-ডে পালন করছেন। সুতরাং এটা ওয়ান্ডারফুল বার্থ-ডে, তাই না! তোমরা নিজেদের জয়ন্তী উদযাপনের সাথে সাথে বাবারও জয়ন্তী উদযাপন করছ। এই থেকেই জানছ যে ভোলানাথ বাবার বাচ্চাদের প্রতি কত স্নেহ যে জন্মদিবসও এক সময়ে। সুতরাং ভোলানাথকে তোমরা এতটাই আকৃষ্ট করেছ! ভক্তরা তাদের ভক্তির নেশায় মাতোয়ারা হয়ে যায়, সেখানে তোমরা সবকিছু পাওয়ার খুশিতে তাঁর সাথে উদযাপন কর, গাও আর নাচ। যে স্মরণিক বানানো হয়েছে তার মধ্যে অনেক তাৎপর্য আছে।

তাদের পূজাতে এবং চিত্রে দুটো বিশেষ বিশেষ আছে। এক তো আছে বিন্দুর বিশেষ আরেক হলো প্রতিটা ফোঁটার (বিন্দু) বিশেষ। পূজার বিধিতে বিন্দুমাট্রেই মহত্ব। এই সময় তোমরা বাচ্চারা বিন্দুর সঙ্কল্পে স্থিত থাক। সমগ্র জ্ঞানের সার বিশেষভাবে 'বিন্দু' শব্দে সমাহিত। বাবা বিন্দু, তোমরা আত্মারাও বিন্দু এবং ড্রামার জ্ঞান ধারণ হেতু, যা হয়েছে তা ফিনিশ অর্থাৎ ফুলস্টপ

লাগিয়েছ তোমরা । পরম আত্মা, আত্মা এবং প্রকৃতির যেন একটা খেলা অর্থাৎ এই তিনের ড্রামার জ্ঞান বিন্দু হিসেবেই তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে অনুভব কর, তাই না ! এইজন্য ভক্তিতেও প্রতিমার মাঝখানে বিন্দুকে মহত্ব দেওয়া হয়েছে । দ্বিতীয়তঃ, ফোঁটার মহত্ব। যখন তোমরা সকলে স্মরণে বসো অথবা কাউকে স্মরণে বসাও, কোন্ বিধি প্রয়োগ কর ? ফোঁটা ফোঁটা সঙ্কল্পের - প্রথম ফোঁটা তোমরা সিঙ্কন কর, আমি আত্মা । দ্বিতীয় ফোঁটা, আমি বাবার বাচ্চা । এইরকম শুদ্ধ সঙ্কল্পের কণা থেকে তোমরা মিলনের সিদ্ধির অনুভব কর, তাই না ! সুতরাং প্রথম হল শুদ্ধ সঙ্কল্পের স্মৃতির ফোঁটা আর দ্বিতীয় হল, যখন তোমরা অন্তরঙ্গভাবে আলাপচারিতা (রুহ-রিহান) করো, বাবার এবং প্রাপ্তির সকল প্রকার মহিমার শুদ্ধ সঙ্কল্প ফোঁটায় ফোঁটায় সিঙ্কন কর । "তুমি এইরকম, তুমিই আমাকে এমন বানিয়েছ !" এমনই মিষ্টি মিষ্টি শীতল ফোঁটা বাবার ওপরে সিঙ্কন কর, অর্থাৎ বাবার সঙ্গে মনখোলা অন্তরঙ্গ আলাপন কর । বিচার্য বিষয়াদির নির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে ব'লে তারপর তোমরা ভাব, সবকিছু একসাথে ভাব না । তৃতীয় ব্যাপার হল, বাচ্চার সকলে তাদের তন, মন, ধন দ্বারা কণা কণা সহযোগ অর্পণ করে । এই কারণে তোমরা বিশেষভাবে বল, বিন্দু বিন্দুতেই সিঙ্ক অর্থাৎ ফোঁটা ফোঁটা করেই সাগর হয় । বিশ্ব পরিবর্তনের এত বড় কাজের জন্য, সর্বশক্তিমানের অসীম কাজের জন্য তোমরা সকলে যে সহযোগিতা কর, সেটা তো কণাসমূহ সহযোগ বলা যাবে ! যেমনই হোক, সকলের ফোঁটা ফোঁটা ক'রে সহযোগ দ্বারা সহযোগের বিশাল সাগর তৈরি হয়ে যায় । সেইজন্য পূজার বিধিতে তারা ফোঁটার মহত্ব দেখিয়েছে ।

তারা ব্রত পালনের জন্য পূজার বিশেষ বিধি প্রদর্শন করে । তোমরা ব্রত গ্রহণ কর, তাই না ! সবাই তোমরা বাবার সহযোগী হওয়ায় ব্যর্থ সঙ্কল্পের কোনও ভোজন না নেওয়ার ব্রত পালন কর, তোমরা কখনও তোমাদের বুদ্ধিতে অশুদ্ধ বা ব্যর্থ সঙ্কল্প স্বীকার কর না । তোমরা এই ব্রত নাও অর্থাৎ তোমরা দূঢ় সঙ্কল্প নাও, সেক্ষেত্রে ভক্তগণ অশুদ্ধ ভোজন গ্রহণ না করার ব্রত নেয় । এর সাথে সাথে তোমরা সবসময়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠো, আর তারা এই অগ্নিমানের স্মরণিক হিসেবে সারারাত আগরণে থাকে । তোমরা সব বাচ্চার অবিনাশী, রুহানী, অন্তর্মুখী বিধি ভক্তগণ স্কুল বহিমুখী বিধি হিসেবে নিয়েছে । যতই হোক, তারা তোমরা সব বাচ্চাকেই কপি করেছে । তাদের তমোপ্রধান বুদ্ধির কারণে যা কিছু তাদের দ্বারা টাচ্ হয়েছে তা' থেকেই তারা এইরকমই বিধি বানিয়ে দিয়েছে । এমনকি, রজঃগুণী নাস্ত্রার ওয়ান ভক্ত আর ভক্তির হিসেব অনুযায়ী, সতঃগুণী ভক্ত তো ব্রহ্মা এবং তোমরা সব বিশেষ আত্মারা এর জন্য নিমিত্ত হয়েছে । যাই হোক, প্রথমতঃ, তোমাদের মন্সা স্নেহ আর মন্সা শক্তি থাকার কারণে মানসিক অনুভূতির ভক্তি প্রথম শুরু হয় । এই সমস্ত স্কুল বিধি পরে ধীরে ধীরে অধিকমাত্রায় শুরু হয় । তথাপি, রচয়িতা বাবা তাঁর নিজের ভক্ত আত্মাদের রচনা আর তাদের বিধি দেখে বলেন, এই ভক্তদের বুদ্ধির টাচিংয়ের এটা বিস্ময় ! তবুও, এই বিধিতে তাদের বুদ্ধি বিজি রেখে বিকারে অসংযত হওয়া থেকে সামান্য হলেও তো সুরক্ষিত করেছে, তাই না ! বুঝেছ তোমরা, তোমাদের প্রকৃত সাফল্যের বিধি ভক্তিতে কিরকম অব্যাহত আছে ! এটা স্মৃতিচিহ্নের মহত্ব ।

ডবল বিদেশি বাচ্চার ভক্তি দেখার সুযোগ পায় না । কিন্তু তোমাদের ভক্ত রয়েছে । সুতরাং ভক্তের লীলা তোমরা বাচ্চার অনুভব কর যে তোমরা সব পূজ্য আত্মার এখনও ভক্ত আত্মারা কিভাবে পূজনও করছে আবার আহ্বানও করছে ! এইরকম অনুভব কর তোমরা ? ভক্তের ডাক কখনও অনুভব কর ? ভক্তদের জন্য দয়া অনুভূত হয় ? ভক্তদের বিষয়েও তোমরা ভালোভাবে জানো, তাই না ? ভক্তরা ডাকল আর তোমরা বুঝতে পারলে না, তাহলে, ভক্তদের কি হবে ! সেইজন্য ভক্ত কি,

পূজারী কি, পূজ্য আত্মা কি সেই তাৎপর্য তোমাদের স্পষ্টভাবে জানা উচিত। পূজ্য হওয়ার রহস্য আর পূজারী হওয়ার রহস্য তোমরা জান, তাই না ? আত্মা । কখনও ভক্তদের ডাক অনুভব করেছ তোমরা ? তোমরা পাগুরাও সেই আহ্বান শোন নাকি শুধুই শক্তির তা' শোনে ? শালগ্রাম তো অনেক হয়, আনুমানিক লাখ লাখ । কিন্তু দেবতাগণ লাখ লাখ হয় না । দেবী-দেবতা আনুমানিক হাজারে হবে, লক্ষ লক্ষ নয় । আত্মা - এর রহস্য বাবা তোমাদের আবার কখনো শোনাবেন । ডবল বিদেশিদের মধ্যে যারা আদিতে এসেছে, যারা শুরুতেই একজাম্পল হয়েছে, তারা শক্তি হোক বা পাগুর, তাদেরও বিশেষত্ব আছে, তাই না ! সবার আগে তো বাবাই সর্বাধিক বিদেশি । সবচেয়ে বেশি সময় বিদেশে কে থাকেন ? বাবা থাকেন, তাই না !

এখন দিনানুদিন যেমন তোমাদের অগ্রগতি হবে, ততই ভক্তদের আহ্বানের আওয়াজ, তাদের ভাবনা অতি স্পষ্টরূপে তোমরা অনুভব করবে । কে তাদের ইষ্ট দেবী বা দেবতা, সেটাও তোমরা জানবে । খানিক পাকাপোক্ত হয়ে যাও, তারপরে দিব্য বুদ্ধির টাচিং দ্বারা তোমাদের এমন অনুভব হবে যেন দিব্য দৃষ্টিতে স্পষ্টরূপে তোমরা সব দেখছ । এখন তোমরা অলঙ্কৃত হচ্ছে, সেইজন্য প্রত্যক্ষতার পর্দা খুলছে না । যখন তোমরা সজ্জিত হয়ে উঠবে তখনই পর্দা সরে যাবে আর তখনই নিজেকে দেখতে সমর্থ হবে । সবার মুখ থেকে তখন এটাই বার হবে, অমুক দেবীও এসে গেছেন, অমুক দেবতাও এসে গেছেন । আত্মা !

সদা ভোলানাথ বাবার সরলচিত্ত, সহজ স্বভাবযুক্ত সহজ যোগী ভোলা বাচ্চাদের, যারা বিন্দু এবং ফোঁটার মর্মার্থ তাদের জীবনে সদা ধারণ ক'রে ধারণার প্রতিমূর্তি হয়, প্রস্ফলিত আত্মারা, যারা সদা তাদের সঙ্কল্পে, বাণীতে এবং কর্মে দৃঢ়তার ব্রত নিয়ে 'জ্ঞানী আত্মা', যারা সদা নিজেদের পূজ্যস্বরূপ হওয়ার স্থিতিতে স্থিত থাকে, সেইরকম পূজ্য আত্মাদের ভোলানাথ, বরদাতা, বিধাতা বাবার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

পতাকা উত্তোলনের পরে বাবার মধুর মহাবাক্য

বাবা বলেন, বাচ্চাদের পতাকা সদা মহান । বাচ্চার না থাকলে বাবা কি করতেন ! তোমরা বল, বাবার পতাকা সদা মহান . . . (গীত বাজছিল) আর বাবা বলেন, বাচ্চাদের পতাকা সদা মহান । বিজয় পতাকা সদাসর্বদা বাচ্চাদের ললাটে উদ্ভীয়মান । সকলের নয়নে, সকলের ললাটে বিজয় পতাকা উত্তোলিত হয়ে আছে । বাপদাদা দেখেন এটা একটা পতাকার উত্তোলন নয়, বরং বিজয়ের অবিনাশী পতাকা সকলের ললাটে উত্তোলিত হয়েছে ।

বাবা এবং বাচ্চাদের ওয়ান্ডারফুল বার্থডে'র জন্য অভিনন্দন

চতুর্দিকের অতি স্নেহী, সেবার সাথী, সদা কদমে কদম রেখে চলা সব বাচ্চাকে এই অলৌকিক ব্রাহ্মণ জীবনের বার্থডে'র অভিনন্দন । তোমরা সব বাচ্চার স্নেহ, স্মরণ, অভিনন্দনের রিটার্নে বাপদাদা তাঁর স্নেহভরা হাতে বাচ্চাদের মাল্যদান করে অভিনন্দিত করছেন । সব বাচ্চার স্মরণিক হিসেবে এই অলৌকিক বার্থডে বিশ্বের প্রত্যেক আত্মা উদযাপন ক'রে আসছে, কারণ বাবার সাথে সাথে বাচ্চাদেরও ব্রাহ্মণ জীবন থেকে সকল আত্মা অনেক অনেক অনেক সুখ-শান্তি, খুশি আর শক্তির সহযোগ লাভ করে । এই সহযোগের কারণে সবাই অন্তর থেকে শিব এবং শালগ্রাম উভয়ের বার্থডে, শিবজয়ন্তী উদযাপন করে । সুতরাং এইরকম সব শালগ্রাম বাচ্চাকে শিববাবা আর ব্রহ্মাবাবা উভয়ের অবিরত

লক্ষ-কোটি গুণ অভিনন্দন, অভিনন্দন । প্রতিনিয়ত তোমরা বন্দিত হও, সদা তোমাদের উল্লসিত হোক এবং সদা বিধিপূর্বক সিদ্ধিলাভ করতে থাক ।

বিদায়ের সময়:- গুড মর্নিং তো সবাই বলে, কিন্তু তোমাদের মর্নিং গডের সাথে, সুতরাং এটা গডলি মর্নিং হয়ে গেল, তাই না ! গডের সাথে রাত্রিযাপন কর আর এখন গডের সাথে মর্নিং উদযাপন করছ । সুতরাং সদা গড আর গুড মনে রেখ । নিরন্তর গডের স্মরণই তোমায় গুড বানায় । যদি গডের স্মরণ না থাকে, তবে গুড হতে পারবে না । তোমাদের সকলের সদাই গডলি লাইফ, এই কারণে তোমাদের প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা সঙ্কল্প গুড । সুতরাং এটা শুধু গুড মর্নিং, গুড ইভনিং, গুড নাইট নয়, বরং প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা সঙ্কল্প গডের স্মরণের কারণে গুড । এইরকম অনুভব কর তোমরা ? তোমাদের জীবনই গুড, কারণ গডের সাথেই তোমাদের জীবন । সব কর্মই তোমরা বাবার সাথে কর, তাই না? কোনকিছু একা কর না, নয় কি ? তোমরা তো বাবার সাথেই থাও নাকি একাই খেয়ে নাও ? সদা গড আর গুডের সম্বন্ধ স্মরণে রাখ আর তোমাদের জীবনে সংযোজিত কর । বুঝেছ তোমরা ? আচ্ছা । সকলকে বাপদাদার অমৃতবেলার বিশেষ অমর স্মরণ -স্নেহ আর নমস্কার ।

বরদান:- মহাদানী হয়ে উদারভাবে খুশির ভাণ্ডার বন্টন করে মাস্টার দয়াশীল ভব লোকে অল্পকালের খুশি প্রাপ্ত করার জন্য কত সময় আর ধন ব্যয় করে, তবুও প্রকৃত খুশির প্রাপ্তি হয় না, এইরকম আবশ্যিক সময়ে তোমাদের সব আত্মাকে মহাদানী হয়ে উদার চিত্তে খুশির দান দিতে হবে । সেইজন্য ঐশ্বরিক করুণার গুণ উদ্ভাসিত (ইমার্জ) কর । তোমাদের জড় চিত্র বরদান দিচ্ছে, সুতরাং তোমাদেরও চৈতন্য রূপে দয়াশীল হয়ে সদা বিলিয়ে দিতে হবে, কারণ সেই আত্মারা অন্যের প্রভাবে প্রভাবিত অর্থাৎ পরবশ হয়ে আছে । কখনও এটা ভেব না যে এই ব্যক্তি তো শোনেই না, তোমাদের কেবল দয়াশীল হয়ে নিরন্তর দিয়ে যেতে হবে । তোমাদের শুভ ভাবনা তাদের অবশ্যই ফল দেবে ।

স্নোগান:- যারা যোগের শক্তি দিয়ে সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়কে তাদের নিজের অর্ডারে চালিত করে, তারাই স্বরাজ্য অধিকারী হয় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সম্পূর্ণ দুনিয়ায় তোমাদের মতন লক্ষ কোটি গুণ (পদ্ম গুণ) ভাগ্যশালী স্টুডেন্ট আর কেউ নেই, তোমাদের স্বয়ং জ্ঞান সাগর পিতা শিক্ষক রূপে পড়াচ্ছেন"

প্রশ্ন :- কোন্ শখটি সর্বদা থাকলে মোহ মমতার তার ছিন্ন হয়ে যাবে ?

উত্তর :- সার্ভিস করার শখ থাকলে মোহ মমতার তার ছিন্ন যাবে। সদা বুদ্ধিতে যেন স্মরণ থাকে যে এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখা যাচ্ছে সেসব হল বিনাশী। এইসব কিছু দেখেও দেখবে না। বাবার শ্রীমং হল - হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল অর্থাৎ খারাপ শুনবেনা, খারাপ দেখবেনা ।

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ মিষ্টি শালিগ্রাম বা আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি। এই কথা তো বাচ্চারা বুঝেছে আমরা সত্যযুগী আদি সনাতন পবিত্র দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম, অতএব এই কথাটি স্মরণে রাখতে হবে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মকে তো অনেকেই মানে কিন্তু দেবতা ধর্মের নাম বদলে হিন্দু নাম রেখে দিয়েছে। তোমরা জানো আমরা আদি সনাতন কারা ছিলাম ? তারপরে পুনর্জন্ম নিয়ে এই রূপ ধারণ হয়েছে ? এইসব ভগবান বসে বোঝাচ্ছেন। ভগবান কোনও দেহধারী মানুষ নয়। সবার নিজের নিজের দেহ আছে, কিন্তু শিববাবাকে বলা হয় বিদেহী। তাঁর নিজের দেহ নেই , আর সকলের নিজস্ব দেহ আছে, তো নিজেকেও এমন বিদেহী নিশ্চয় করলে খুব মিষ্টি অনুভব হয়। আমরা কি ছিলাম, এখন কি হতে চলেছি। এই ড্রামা যে পূর্ব থেকেই রচিত রয়েছে - সেসব তোমরা এখন বুঝেছ। এই দেবী-দেবতা ধর্মই পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম ছিল। এখন আশ্রম নেই। তোমরা জানো এখন আমরা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছি। হিন্দু নাম তো এখন রাখা হয়েছে। আদি সনাতন হিন্দু ধর্ম তো নেই। বাবা অনেকবার বলেছেন - আদি সনাতন ধর্মের মানুষদের বোঝাও। বলো, এতে লেখো আদি সনাতন দেবী-দেবতা পবিত্র ধর্মের, না হিন্দু ধর্মের ? তখন তাদের ৮৪ জন্মের জ্ঞান অর্জন হবে। এই জ্ঞান তো খুবই সহজ। শুধুমাত্র লক্ষ বছর বলে দেওয়াতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে। এইসবও ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হওয়ার পার্ট ড্রামাতে আছে। দেবতা ধর্মের মানুষরা-ই ৮৪ জন্ম নিয়ে এমন ছিঃ ছিঃ হয়েছে। প্রথমে ভারত কত উঁচু ছিল। ভারতেরই মহিমা করা উচিত। এখন আবার তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান, পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় অবশ্যই পরিণত হতে হবে। ভবিষ্যতে তোমাদের কথা নিশ্চয়ই বুঝবে। বলো, ঘোর নিদ্রা থেকে জাগো। বাবা এবং বর্সা কে স্মরণ করো। বাচ্চারা তোমাদের সারা দিন খুশীতে থাকা উচিত। সম্পূর্ণ দুনিয়ায়, পুরো ভারতে তোমাদের মতন পদ্ম গুণ ভাগ্যশালী স্টুডেন্ট কেউ নেই। তোমরা বুঝেছ আমরা যা ছিলাম তাই আবার হতে চলেছি। খুঁজে খুঁজে তারাই আবার আসবে। এতে তোমরা বিভ্রান্ত হয়োনা। প্রদর্শনীতে একটু শুনে গেলেও তারা প্রজা হয়ে যায়, কারণ অবিনাশী জ্ঞান ধনের বিনাশ হয় না। দিন দিন তোমাদের সংস্থা ভরতে থাকবে, তখন অনেকে তোমাদের কাছে আসবে। ধীরে ধীরে ধর্মের স্থাপনা হয়। যখন কোনও বড়লোক মানুষ বাইরে থেকে আসে তখন তাকে দেখতে অনেক মানুষ যায়। এখানে তো সে কথা নেই। তোমরা জানো এই দুনিয়ায় যা কিছু আছে, সবই হল বিনাশী। সেসব দেখবে না। সী নো ইভিল অর্থাৎ খারাপ দেখবে না...এই আবর্জনা তো ভস্ম হবে। যা কিছু দেখতে পাও মানুষ ইত্যাদি, বুঝতে পারো যে এইসবই হল কলিযুগী। তোমরা হলে সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ। সঙ্গম-যুগকে কেউ জানে না। শুধু এইটুকু স্মরণ করো - এই হল সঙ্গম যুগ, এখন ঘরে ফিরতে হবে। পবিত্রও অবশ্যই হতে হবে। এখন বাবা বলেন এই কাম বিকার

আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেয়, কাম বিকারকে জয় করো। বিশ্বের জন্যে কত কষ্ট দেয়। বাবা বলেন কাম হল মহা শত্রু, তাকে জয় করতে হবে। এখন এই সময় অনেক মানুষ আছে দুনিয়ায়। তোমরা এক একজনকে কত বোঝাবে। একজনকে বোঝাও তো অন্যজন বলবে জাদু আছে, তারপরে পড়াশোনা ছেড়ে দেয় তাই বাবা বলেন আদি সনাতন ধর্মের মানুষদের বোঝাও। আদি সনাতন হলই দেবী দেবতা ধর্ম। তোমরা বোঝাও লক্ষ্মী-নারায়ণ এই পদ মর্যাদা কিভাবে প্রাপ্ত করেন ? মানুষ থেকে দেবতায় কিভাবে পরিণত হন ? নিশ্চয়ই শেষ জন্ম হবে। ৮৪ জন্ম পূর্ণ করে এমন পদের অধিকারী হয়েছেন। যাদের সার্ভিস করার শখ থাকে তারা তো সার্ভিসে ব্যস্ত থাকে। অন্য সব দিক থেকে মোহ মমতা কেটে যায়। আমরা এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখি সে সব ভুলতে হবে। যেন কিছুই দেখিনি। খারাপ দেখবে না (সী নো ইভিল)....। মানুষ তো বানরের চিত্র বানিয়ে দেয়। কিছু বুঝতে পারে না। ছোট কন্যারা কত পরিশ্রম করে। বাবা তাদের আশীর্বাদ করেন, যারা বুঝিয়ে উপযুক্ত করে। পুরস্কারও তারাই পায়, যারা কাজ করে দেখায়। তোমরা জানো বাবা আমাদের কত প্রাইজ দেবেন। প্রথম প্রাইজ হল সূর্যবংশী রাজধানীর প্রাইজ। সেকেন্ড নম্বরে হল চন্দ্রবংশীর প্রাইজ। নম্বর অনুযায়ী তো আছেই। ভক্তি মার্গের অনেক শাস্ত্রও বসে তৈরি করে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন এই শাস্ত্র পাঠ করে, যজ্ঞ - তপ করে আমার সঙ্গে কারো মিলন হয় না। দিন দিন কত পাপ আত্মা তৈরি হয়। পুণ্য আত্মা কেউ হতে পারে না। বাবা এসে পুণ্য আত্মায় পরিণত করেন। এক হল হদের দান-পুণ্য, দ্বিতীয় হল বেহদের। ভক্তিমার্গে ইন্ডাইরেক্ট ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান-পুণ্য করে কিন্তু ঈশ্বর কে সে কথা জানে না। এখন তোমরা জানো। তোমরা বল যে শিববাবা আমাদের কি থেকে কি করে দিয়েছেন ! ভগবান তো একজন - ই। ওঁনাকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। তো তাদের বোঝানো উচিত যে তোমরা কি করেছ। তোমাদের কাছে আসে, একটু শুনে বাইরে গেলেই, শেষ। এখানকার সব এখানেই রয়ে যায়। সবকিছু ভুলে যায়। তোমাদের বলে জ্ঞান খুব ভালো, আমরা আবার আসব। কিন্তু মোহ মমতার তার ছিল হয় না। মোহজিত রাজার কত সুন্দর গল্প রয়েছে। ফার্স্টক্লাস মোহজিত রাজা হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে না। আশ্চর্য। রাবণের রাজ্যে সিঁড়ি বেয়ে নেমে একেবারে নীচে এসে পড়েছে। বাচ্চাদের খেলা হয় কিনা। উপরে গিয়ে আবার নীচে নেমে আসে। তোমাদের খেলাও খুব সহজ। বাবা বলেন ভালো রীতি ধারণ করো। কোনোরকম অপকর্ম (ছিঃ ছিঃ কর্ম) করো না।

বাবা বলেন আমি হলাম বীজ রূপ - সং চিত্ আনন্দ স্বরূপ। জ্ঞানের সাগর। এবার জ্ঞানের সাগর কি উপরে বসে থাকবে ? নিশ্চয়ই কখনও এসে জ্ঞান দিয়েছেন। জ্ঞান কি, তাও কেউ জানে না। এখন বাবা বলছেন আমি তোমাদের পড়াতে আসি তাই রেগুলার পড়া উচিত। এক দিনও পড়াশোনা মিস করা উচিত নয়। কোনো পয়েন্ট তো ভালো পাবে। মুরলি না পড়লে নিশ্চয়ই পয়েন্টস মিস হয়ে যাবে। অগাধ পয়েন্টস আছে কিনা। এই কথাও তোমাদের বোঝাতে হবে যে তোমরা ভারতবাসীরা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলে। এখন অনেক ধর্ম আছে। এর পরে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে (হিস্ট্রি মাস্ট রিপিট)। এই হল উপরে ওঠার এবং নীচে নেমে আসার সিঁড়ি। যেমন জিন কে আদেশ করা হয় - সিঁড়ি বেয়ে ওঠো এবং নামো। তোমরা সবাই হলে জিন তাইনা। ৮৪-র সিঁড়ি বেয়ে ওঠো আর নামো। অনেক মানুষ আছে। প্রত্যেক কে কতরকমের পার্ট প্লে করতে হয়। বাচ্চাদের আশ্চর্য অনুভব হওয়া উচিত। তোমাদের বেহদের নাটকের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছে। সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্ত কে এখন তোমরাই জানো। কোনো মানুষ জানতে পারে না। সত্যযুগে কারো মুখ দিয়ে কু-বচন নির্গত হয় না। এখানে তো একে অপরকে গালমন্দ করে। এ হল

বিষয় বৈতরণী নদী, ঘোর নরক। সব মানুষ ঘোর নরকে বাস করছে। এখানে তো আছে যথা রাজা রানী, তথা প্রজা। তোমাদের বিজয় হবেই শেষ সময়ে, যখন বুঝবে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা কে করেছেন ? এক নম্বর মুখ্য কথা হল এটাই, যা কেউ জানে না।

বাবা বলেন আমি হলাম গরিব নিবাজ অর্থাৎ দীনের নাথ। এই কথা পরে বুঝবে, যখন অনেক দেরি হয়ে যাবে। এখন তোমরা তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত কর। সুইট হোম এবং সুইট রাজস্ব বুদ্ধিতে স্মরণে আছে। বাবা বলেন এখন শান্তিধাম - সুখধামে ফিরে যেতে হবে। তোমরা যে ভূমিকা পালন করেছ এখন বুদ্ধিতে আসে তাইনা। অন্যরা সবাই মৃত, তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া। ব্রাহ্মণরা রয় যাবে। ব্রাহ্মণরাই দেবতায় পরিণত হবে। এই "এক" ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। অন্য ধর্ম গুলি কিভাবে স্থাপন হয়, সেসবও বুদ্ধিতে আছে। যিনি বোঝান তিনি হলেন একমাত্র বাবা। এমন বাবাকে ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করা উচিত। ব্যবসা ইত্যাদি করতে থাকো শুধু পবিত্র হও। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম পবিত্র ছিল। এখন আবার পবিত্র হতে হবে। চলতে-ফিরতে আমি পিতা, আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। শক্তি তখন আসবে যখন সতোপ্রধান হবে। স্মরণের যাত্রা ব্যতীত তোমরা সর্বোচ্চ পদ মর্যাদা কখনোই প্রাপ্ত করতে পারবে না। যখন সতোপ্রধান স্টেজে পৌঁছাবে তখনই পাপ ভস্ম হবে। এই হল যোগ-অগ্নি, এটি হল গীতার শব্দ। যোগ-যোগ বলে মাথা ঘামায়। বিদেশ থেকেও ধরে নিয়ে আসে - যোগ শেখাবে বলে। এবারে তোমাদের কথা যদি কেউ বোঝে। পরমাত্মা সুপ্রিম সোল তো একজন-ই। তিনিই এসে সবাইকে সুপ্রিম করেন। একদিন খবরের কাগজে এমন কথা লেখা হবে। এই কথাটি তো সঠিক। রাজ যোগ এক পরমপিতা পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কেউ শেখাতে পারবে না। এমন কথা বড়-বড় অক্ষরে লেখা উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। ঈশ্বরীয় পিতা ঔনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) সূর্যবংশী রাজধানীর পুরস্কার প্রাপ্ত করতে হলে বাপদাদার আশীর্বাদ নিতে হবে। সার্ভিস করে দেখাতে হবে। মোহ মমতার তার ছিন্ন করতে হবে।

২) জ্ঞান সাগর বিদেহী বাবা স্বয়ং পড়াতে এসেছেন তাই রোজ পড়া করতে হবে। একদিনও পড়া মিস করবে না। বাবার মতন বিদেহী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান :- শ্রেষ্ঠ বৃত্তির ব্রত নিয়ে সত্য প্রকৃত শিব রাত্রি পালনকারী বিশ্ব পরিবর্তক ভব

ব্যাখ্যা : ভক্তরা তো স্কুল বস্তুর ব্রত রাখে কিন্তু তোমরা নিজেদের দুর্বল বৃত্তি গুলিকে সদাকালের জন্য নির্মূল করবার ব্রত নাও, কারণ যে কোনো রকমের ভালো বা খারাপ কথা সর্ব প্রথমে বৃত্তিতে ধারণ হয় তারপরে বাণী ও কর্মে পরিলক্ষিত হয়। তোমাদের শুভ বৃত্তি দ্বারা যে শ্রেষ্ঠ বোল ও কর্ম নিষ্পাদিত হয় তার দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনের মহান কার্য সম্পন্ন হয়। এই শ্রেষ্ঠ বৃত্তির ব্রত ধারণ করা-ই হল শিব রাত্রি পালন করা।

স্লোগান - খুশীতে ভরপুর সে-ই, যার হৃদয়ে সর্বদা খুশীর সূর্য উদিত থাকে।

মাতেশ্বরী দেবীর অমূল্য মহাবাক্য

১ - "নেত্রহীন অর্থাৎ জ্ঞানের নেত্রহীনকে পথ বলে দেন পরমাত্মা"

নেত্রহীনকে পথ দেখাও প্রভু ... এখন এই যে মানুষ গায় - নেত্রহীনকে পথ বলে দাও, তো এর অর্থ হল পথ বলে দেন যিনি তিনি হলেন একমাত্র পরমাত্মা, তবেই তো পরমাত্মার আহ্বান করা হয় এবং যে সময়ে বলা হয় প্রভু পথ বলে দাও তখন নিশ্চয়ই মানুষকে পথ বলে দিতে স্বয়ং পরমাত্মাকে নিরাকার রূপ ত্যাগ করে সাকার রূপে অবশ্যই আসতে হবে, তবে তো স্থূল রূপে এসে পথ বলে দেবেন, না এসে কিভাবে পথ বলবেন। এখন যে সব মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে, সেই বিভ্রান্ত মানুষদের পথ চাই, তাই তারা পরমাত্মাকে বলে নেত্রহীন কে পথ বলে দাও প্রভু তাঁকেই তো কান্ডারী বলা হয়, যিনি সেই পারে অর্থাৎ এই পাঁচ তত্ত্বের দুনিয়া থেকে পার করিয়ে ঐ পারে অর্থাৎ পাঁচ তত্ত্বের ওপারে ষষ্ঠ তত্ত্ব অখন্ড জ্যোতি আছে সেখানে নিয়ে যাবেন। অতএব পরমাত্মা যখন ঐ পার থেকে আসবেন তখন তো নিয়ে যাবেন। অর্থাৎ পরমাত্মাকেও নিজের ধাম থেকে আসতে হয়, তাই তো ওঁনাকে কান্ডারী বলা হয়। তিনিই আমাদের নৌকো অর্থাৎ আত্মা রূপী নৌকো ঐ পারে নিয়ে যান। এখন যে পরমাত্মার সঙ্গে যোগ যুক্ত থাকে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বাকিরা ধর্মরাজার দন্ড ভোগ করে পরে মুক্ত হয়।

২ - "কাঁটা অর্থাৎ দুঃখের দুনিয়া থেকে ফুলের ছায়া অর্থাৎ সুখের দুনিয়ায় নিয়ে যান পরমাত্মা"

কাঁটার দুনিয়া থেকে নিয়ে চলো ফুলের ছায়ায়, এবারে এই আহ্বান শুধুমাত্র পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য করে করা হয়। যখন মানুষ অতি দুঃখে থাকে তখন পরমাত্মা কে স্মরণ করে, পরমাত্মা এই কাঁটার দুনিয়া থেকে নিয়ে যান ফুলের ছায়ায়, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় নিশ্চয়ই সেই রূপ কোনো দুনিয়া আছে। এখন এই কথা তো সব মানুষ জানে যে বর্তমানের সংসার কাঁটায় ভরা আছে। সেই কারণে মানুষ দুঃখ অশান্তি প্রাপ্ত করছে এবং স্মরণ করছে ফুলের দুনিয়াকে। সুতরাং তেমন কোনও দুনিয়া আছে নিশ্চয়ই যেখানকার সংস্কার আত্মাতে ভরা আছে। এখন আমরা তো জানি যে দুঃখ অশান্তি এইসবই হল কর্ম বন্ধনের হিসাব নিকাশ। রাজা থেকে প্রজা প্রত্যেকটি মানুষ এই হিসাবের বন্ধনে আবদ্ধ আছে তাই পরমাত্মা যিনি স্বয়ং বলেন বর্তমান সংসার হল কলিযুগ, অতএব সম্পূর্ণ ভাবে কর্মবন্ধন দ্বারা নির্মিত এবং পূর্বের সংসার ছিল সত্যযুগ যাকে ফুলের দুনিয়া বলা হয়। সেই দুনিয়া হল কর্মবন্ধন মুক্ত দেবী দেবতাদের রাজস্ব, যা এখন নেই। এখন যে আমরা জীবনমুক্ত বলি, তো এর মানে এই নয় যে আমরা দেহ-মুক্ত ছিলাম, তাঁদের দেহ ভান ছিল না, কিন্তু তাঁরা দেহে বাস করেও দুঃখ প্রাপ্ত করত না, অর্থাৎ সেখানে কোনো কর্মবন্ধনের সমস্যা নেই। তাঁরা জীবন গ্রহণ ও জীবন ত্যাগ আদি মধ্য অন্ত সুখ ভোগ করতেন। অতএব জীবনমুক্তির অর্থ হল জীবনে থেকে কর্মাতীত অবস্থা, এখন এই সম্পূর্ণ দুনিয়া হল পূর্ণ রূপে ৫ টি বিকারে বশীভূত, ৫ টি বিকারের সম্পূর্ণ নিবাস রয়েছে, কিন্তু মানুষের এত শক্তি নেই যে এই ৫টি ভূতকে পরাজিত করতে পারে, তখনই পরমাত্মা নিজে এসে আমাদের ৫টি ভূতের হাত থেকে মুক্ত করেন এবং ভবিষ্যতের প্রালঙ্ক দেবী দেবতা পদ মর্যাদা প্রদান করেন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা কখনোই পড়া মিস্ করবে না, এই পড়াতেই স্কলারশিপ পাওয়া যায়, তাই বাবার কাছে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তা গ্রহণ করো"

প্রশ্ন :-- যোগ্য ব্রাহ্মণ কাকে বলা হবে ? তার নিদর্শন শোনাও ?

উত্তর :-- ১) সুযোগ্য ব্রাহ্মণ তিনিই, যার মুখে সর্বদা গীতা জ্ঞান থাকবে,

২) যিনি অনেককেই নিজ তুল্য বানাবেন ।

৩) যিনি অনেককেই জ্ঞান ধনের দান পুণ্য করবেন,

৪) কখনোই নিজেদের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে মতভেদে আসবে না,

৫) কোনো দেহধারীর প্রতিই বুদ্ধি আটকে থাকবে না,

৬) ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ যার মধ্যে কোনো ভুল থাকবে না, যিনি দেহ অহংকারকে ত্যাগ করে দেহী - অভিমানী থাকার পুরুষার্থ করেন ।

ওম শান্তি । বাবা তাঁর নিজের এবং সৃষ্টিচক্রের পরিচয় তো দিয়েছেনই । এ তো বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসেই গেছে যে, এই সৃষ্টিচক্র হুবহু পুনরাবৃত্তি হয় । নাটক যেমন বানানো হয়, তাতে মডেল বানানো হয় । এরপর তা রিপিট হয় । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এই চক্র চলা উচিত । তোমাদের নামও হল স্বদর্শন চক্রধারী । তাই বুদ্ধিতে এই কথা ঘোরা উচিত । বাবার কাছে যে জ্ঞান পাচ্ছো তা গ্রহণ করা উচিত । এমন গ্রহণ যেন করতে পারো যে, পরের দিকে বাবা আর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্ত যেন স্মরণে থাকে । বাচ্চাদের খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে হবে । এ হলো শিক্ষা । বাচ্চারা জানে যে এই শিক্ষা তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কেউই জানে না । বর্ণের তফাত ত আছে, তাই না । মানুষ বোঝে যে, আমরা সবাই মিলেমিশে এক হয়ে যাবো । এখন এতো বড় দুনিয়া, সবাই তো এক হতে পারবে না । এখানে সম্পূর্ণ বিশ্বে এক রাজ্য, এক ধর্ম, এক ভাষা প্রয়োজন । সে তো সত্যযুগে ছিল । সেই সময় বিশ্বের বাদশাহী ছিল, যার মালিক ছিল এই লক্ষ্মী - নারায়ণ । তোমাদের এই কথা বুলিয়ে বলতে হবে যে, বিশ্বে শান্তির রাজ্য হল সেটা । এ কেবল ভারতেরই কথা, যখন এদের রাজ্য থাকে, তখনই বিশ্বে শান্তি থাকে । তোমরা ছাড়া এই কথা কেউই জানে না । সকলেই হলো ভক্ত । তফাতও তোমরাই দেখতে পাও । ভক্তি আলাদা আর জ্ঞান আলাদা । এমন নয় যে ভক্তি না করলে কোনো ভূত - প্রেত খেয়ে ফেলবে । তা নয় । তোমরা তো বাবার হয়েই গেছ । তোমাদের মধ্যে যে ভূত (বিকার) আছে, সে সব বের হয়ে যাবে । প্রথম নশ্বরের ভূত হলো দেহ - অহংকার । একে দূর করার জন্যই বাবা দেহী - অভিমানী বানান । বাবাকে স্মরণ করলে কোনো ভূতই সামনে আসবে না । ২১ জন্মের জন্য কোনো ভূতই আসবে না । এই ভূত (বিকার) হলো রাবণ সম্প্রদায়ের । তাই রাবণ রাজ্য বলা হয় । রাম রাজ্য আলাদা আর রাবণ রাজ্য আলাদা । রাবণ রাজ্যে ব্রহ্মচারী আর রামরাজ্যে শ্রেষ্ঠাচারীরা থাকে । এর তফাতও তোমরা ছাড়া কেউই জানে না । তোমাদের মধ্যেও যারা খুবই হুঁশিয়ার তারা ভালোভাবে বুঝতে পারে যে, এই মায়া বিড়ালও কম নয় । কখনো - কখনো পড়া ছেড়ে দেয়, সেন্টারেও যায় না, দৈবী গুণও ধারণ করে না । এই চোখও ধোঁকা দিয়ে দেয় । কোনো জিনিস ভালো লাগলে তা খেয়ে ফেলে । বাবা এখন বোঝাচ্ছেন যে, এই লক্ষ্মী - নারায়ণ হল তোমাদের এইম অবজেক্ট । তোমাদের এমন হতে হবে । এমন দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে যে, যথা রাজা - রাণী তথা প্রজা সবার মধ্যেই যেমন দৈবী গুণ থাকে । ওখানে আসুরী

গুণ থাকে না। অসুর সেখানে থাকে না। তোমরা ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী ছাড়া আর কেউই নেই যারা এইসব কথা বুঝতে পারে। তোমাদের শূদ্র অহংকার ছিল, এখন তোমরা আস্তিক হয়েছ, কারণ তোমরা মিষ্টি - মিষ্টি রুহানী বাবার হয়েছ। তোমরা এও জানো যে, কোনো দেহধারীই রাজযোগের জ্ঞান বা স্মরণের যাত্রা শেখাতে পারে না। এক বাবাই তা শেখান। তোমরা শিখে তারপর অন্যদের তা শেখাও। মানুষ তোমাদের জিজ্ঞেস করবে যে, এই জ্ঞান তোমাদের কে শিখিয়েছে? তোমাদের গুরু কে? কেননা শিক্ষক তো আর আধ্যাত্মিক বিষয় শেখান না, এ তো গুরুই শেখান। একথা বাচ্চারা জানে যে, আমাদের কোনো গুরু নেই, আমাদের হল সন্ন্যাস, তাঁকে সুপ্রীম বলা হয়। ড্রামা অনুসারে সন্ন্যাস নিজে এসেই পরিচয় দেন, আর তিনি যা কিছুই শোনান, সে সব সত্যই বুঝিয়ে বলেন, আর তিনি সত্যথও নিয়ে যান। সত্য হলেন একজনই। বাকি কোনো দেহধারীকে স্মরণ করা হলো মিথ্যা। এখানে তো তোমাদের এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। সব আত্মারা যেমন জ্যোতি বিন্দু, বাবাও তেমনই জ্যোতিবিন্দু। বাকি সমস্ত আত্মার সংস্কার এবং কর্ম তার নিজের নিজের। সকলের একরকম সংস্কার হতে পারে না। যদি এক ধরনের সংস্কার হবে তাহলে চেহারাও একইরকম হবে। কখনোই কিন্তু এক রকমের চেহারা হতে পারে না। অবশ্যই সমান্য হলেও তফাৎ থাকে।

এই নাটক তো একটাই। সৃষ্টিও অনেক নয়, একটাই। মানুষ এই গল্পকথা করে যে, উপর আর নীচে আলাদা দুনিয়া আছে। উপরে তারাদের দুনিয়ায় দুনিয়া আছে। বাবা বলেন যে, এ কথা কে বলেছে? তখন শাস্ত্রের নাম নেয়। শাস্ত্র তো অবশ্যই কোনো মানুষ লিখেছে। তোমরা জানো যে, এ তো এক বানানো খেলা। প্রতি সেকেন্ডে সম্পূর্ণ দুনিয়ায় যে অভিনয় চলছে, এও এই নাটকের বানানো খেলা। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে - এই চক্র কিভাবে ঘুরছে, সমস্ত মানুষ যারা এখানে আছে, তারা কিভাবে অভিনয় করছে? বাবা বলেছেন যে, সত্যযুগে কেবল তোমাদেরই পার্ট থাকে। তোমরা নম্বর অনুসারে আসো এই অভিনয় করতে। বাবা কতো ভালোভাবে এই কথা বুঝিয়ে বলেন। বাচ্চারা, তোমাদের আবার তা অন্যদের বোঝাতে হয়। তোমরা বড় - বড় সেন্টার খুললে, বড় - বড় মানুষ সেখানে যাবে। গরীবরাও আসবে। বেশীরভাগ সময় গরীবদের বুদ্ধিতে চট করে বসে যায়। বড় - বড় মানুষ যদিও বা আসেন কিন্তু কাজ পড়ে গেলে তারা বলবে, সময় নেই। মানুষ প্রতিজ্ঞা করে যে, খুব ভালোভাবে পড়বে, কিন্তু পড়তে না পারলে তখন ধাক্কা লাগে। মায়া আরো বেশী করে নিজের দিকে টেনে নেয়। অনেক বাচ্চাই আছে যারা পড়া বন্ধ করে দেয়। পড়া যদি মিস্ করে তাহলে অবশ্যই ফেল করে যাবে। স্কুলেও যারা ভালো ভালো বাচ্চা থাকে, তারাও কখনো কারোর বিষয়ে উপলক্ষে বা অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য ছুটি নেয় না। তাদের বুদ্ধিতে থাকে যে, আমরা খুব ভালোভাবে পড়লে স্কলারশিপ পাবো, তাই তারা ভালোভাবে পড়ে। পড়া মিস্ করার কোনো চিন্তাও মাথায় রাখে না। তাদের পড়া ছাড়া অন্য কিছুই মিষ্টি লাগে না। তারা মনে করে অকারণে সময় নষ্ট হবে। এখানে একজন টিচারই পড়ান, তাই পড়া কখনো মিস্ করা উচিত নয়। এতেও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারেই হয়। যে পড়ে সে যদি ভালো হয়, তাহলে যিনি পড়ান তাঁরও পড়ানোতে মন লাগে। টিচারের নামও উজ্জ্বল হয়, গ্রেডও বৃদ্ধি পায়। উচ্চ পদ পাওয়া যায়। এখানেও বাচ্চারা যে যেমন পড়ে, তেমনই উঁচু পদ পায়। একই ক্লাসে পড়ে কেউ উঁচু পদ পায়, কেউ আবার কম। সবার অর্জন একরকম হয় না। বুদ্ধির উপরই সবকিছু। ওখানে তো মানুষ মানুষকে পড়ায়। তোমরা জানো যে, বেহদের বাবা আমাদের পড়ান, তাই খুব ভালোভাবে পড়া উচিত। গাফিলতি করা উচিত নয়। এই পড়াকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। উল্টাপাল্টা কথা শুনিয়া একে অপরের বিশ্বাসঘাতকও হয়ে যায়। পরমতে চলা উচিত নয়। শ্রীমতের জন্য যে যা খুশীই বলুক না কেন,

তোমরা তো নিশ্চিত যে, বাবা আমাদের পড়ান তাই এই পড়া ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় । বাচ্চারা তো নম্বর অনুসারে, বাবা এক নম্বরে । এই পড়া ছেড়ে আর কোথায় যাবে ? আর কোথাও এই পড়া পাবে না । তোমাদের শিববারার কাছেই পড়তে হবে । কামাইও শিববারার থেকেই করতে হবে । কেউ কেউ উল্টাপাল্টা কথা শুনিয়ে অন্যদের মুখ ঘুরিয়ে দেয় । এই ব্যাঙ্ক হলো শিববারার । মনে করো কেউ যদি বাইরে সংসঙ্গ শুরু করে, আর ভাবে শিববারার ব্যাঙ্কে জমা করবে তাহলে তা কিভাবে করবে ? যে বাচ্চারা আসে তারা শিববারার ব্যাঙ্কেই জমা করে । এক পয়সাও যদি দান করে তাহলে তার শতগুণ ফেরৎ পায় । শিববাবা বলেন, তোমরা এর পরিবর্তে মহল পাবে । এই সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । ধনবান ব্যক্তিও অনেক আসে । এমন কেউই বলে না যে, আমাদের শিববারার ভাণ্ডার থেকে পালন হয় না । এখানে সকলেরই পালন হচ্ছে । তার মধ্যে কেউ গরীব, কেউ আবার ধনবান । ধনবান ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে গরীবদেরও পালন করা হয়, এতে ভয়ের কোনো কথা নেই । অনেকেই চায় যে, আমরা বাবার হয়ে যাই কিন্তু তারজন্য উপযুক্ত তো হতে হবে । স্বাস্থ্যবানও চাই । জ্ঞানও যেন তারা শোনাতে পারে । গভর্নমেন্টও অনেক পরীক্ষা করে নেয় । তেমন এখানেও সবকিছু দেখা হয় । সার্ভিস করতে পারে কিনা । নম্বরের ক্রম অনুযায়ী তো হবেই । সকলেই তার নিজের নিজের পুরুষার্থ করছে । কেউ আবার ভালো পুরুষার্থ করতে করতে অনুপস্থিত (অ্যাবসেন্ট) হয়ে যায় । কারণে বা অকারণে আসা বন্ধ করে দেয়, তখন স্বাস্থ্যও তেমন হয়ে যায় । চিরসুস্থ হওয়ার জন্য এই সব শেখানো হয় । যার শখ আছে, যে মনে করে এই স্মরণের দ্বারাই আমাদের পাপ কেটে যাবে, তারা খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করে । কেউ আবার এমনিই সময় নষ্ট করে । তাই নিজেদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে । বাবা বোঝান যে, তোমরা যদি গাফিলতি করো, সেই খবর জানা যাবে -- ইনি (ব্রহ্মা) কাউকেই পড়ান না ।

বাবা বলেন যে, সাত দিনে তোমাদের সুযোগ্য ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী হয়ে যেতে হবে । কেবল নামমাত্র ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণীর প্রয়োজন নেই । তারাই ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী, যাদের গীতা জ্ঞান কণ্ঠস্থ থাকে । ব্রাহ্মণদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসার হয় । এখানেও তেমনই । পড়াতে মনোযোগ না থাকলে তোমরা ওখানে গিয়ে কি হবে ? প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের পুরুষার্থ করতে হবে । সার্ভিসের প্রমাণ দেওয়া চাই, তখনই বোঝা যাবে যে, এ এমন পদ পাবে । তখন তা কল্প - কল্পান্তরের জন্য হয়ে যাবে । পড়া বা পড়ানো যদি না হয় তাহলে মনে করতে হবে যে, আমরা সম্পূর্ণ পড়িনি তাই পড়াতে পারছি না । বাবা বলেন যে, তোমরা পড়ানোর যোগ্য কেন হও না । কিসের জন্য একজন ব্রাহ্মণীকে পাঠাবো ? তোমাদের সকলকে নিজের সমান তৈরী করতে হবে । যেখানে সবাই ভালোভাবে পড়াশোনা করে, তাদের সাহায্য করা প্রয়োজন । অনেকেরই নিজেদের মধ্যে মতভেদ থাকে । কেউ আবার একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়া ছেড়ে দেয় । তোমরা যেমন করবে, তেমনই পাবে । একে অপরের কথা শুনে তোমরা পড়া কেন ছেড়ে দাও ? এ হলো ড্রামা । ভাগ্যে হয়তো নেই । দিনে দিনে এই পড়া আরো জোর হয়ে যাবে । সেন্টার খুলতে থাকবে । এ শিববারার খরচ নয় । সম্পূর্ণই বাচ্চাদের খরচ । এই দান হলো সবথেকে ভালো । ওই দানে অল্পসময়ের সুখ পাওয়া যায় আর এই দানে ২১ জন্মের প্রালব্ধ পাওয়া যায় । তোমরা জানো যে, আমরা এখানে আসি নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য । তাই যে খুব ভালোভাবে পড়ে তাকে অনুসরণ করো । কত নিয়মিত ভাবে পড়ার প্রয়োজন । বেশীরভাগ দেহ - ভাবে এসে মানুষ লড়াই করে । নিজের ভাগ্যের প্রতি বিরক্ত হয় তাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মায়েরাই ভূমিকা নেয় । মায়েদের নামই তো উজ্জ্বল হয় । ড্রামাতে মায়েদের উল্লিখিতও লিপিবদ্ধ আছে ।

বাবা তাই তাঁর মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো । আত্মা - অভিমানী হয়ে থাকো । তোমাদের শরীরই নেই তাহলে অন্যেরটা শুনবে কি করে । এই কথা দুটোভাবে অভ্যাস করো যে, আমরা আত্মা, আমাদের ফিরে যেতে হবে । বাবা বলেন যে, এই সবকিছু ত্যাগ করো, বাবাকে স্মরণ করো । এই স্মরণের উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে । বাবা বলেন, কাজ কারবার যদিও বা করো, আট ঘণ্টা কাজ, আট ঘণ্টা আরাম আর বাকি আট ঘণ্টা এই গভর্ণমেন্টের সার্ভিস করো । এও তোমরা আমার নয়, সম্পূর্ণ বিশ্বের সেবা করো, এর জন্য সময় বের করো । মুখ্য হলো স্মরণের যাত্রা । সময় নষ্ট করা উচিত নয় । ওই গভর্ণমেন্টের আট ঘণ্টা সার্ভিস করো, ওতে তোমরা কি পাও । দুই হাজার বা পাঁচ হাজার ----এই গভর্ণমেন্টের সার্ভিস করলে তোমরা পদ্মপতি হয়ে যাও । তাই কতটা মন থেকে সেবা করা উচিত । আট রত্ন যদি হও তাহলে অবশ্যই আট ঘণ্টা বাবাকে স্মরণ করবে । ভক্তি মার্গে মানুষ অনেক স্মরণ করে, সময় নষ্ট করে, কিন্তু কিছুই পায় না । গঙ্গাস্নান, জপ - তপ ইত্যাদি করলে বাবাকে পাওয়া যায় না যে তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকার পাবে । এখানে তো তোমরা বাবার কাছ থেকে আশীর্বাদী বর্ষা পাও । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) শ্রীমত ছেড়ে কখনো পরমতে চলবে না । উল্টোপাল্টা কথা শুনে কখনো পড়া থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেবে না । কখনো মতভেদে আসবে না ।

২) নিজেকে যাচাই করো যে, আমরা কোনো গাফিলতি করছি না তো ? পড়াতে সম্পূর্ণ মনোযোগ আছে তো ? সময় ব্যর্থ নষ্ট করিনা তো ? আমরা কি আত্মা - অভিমানী হয়েছি ? মন থেকে রুহানী সেবা করি কি ?

বরদান :-- পুরানো সংস্কার এবং সংসারের সম্পর্কের আকর্ষণ থেকে মুক্ত থেকে ডবল লাইট ফরিস্তা ভব

ফরিস্তা অর্থাৎ পুরানো সংসারের আকর্ষণ মুক্ত, না সম্বন্ধ - রূপে আকর্ষণ থাকবে, না নিজের দেহের প্রতি বা কোনো দেহধারী ব্যক্তি অথবা বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থাকবে, এমনই পুরানো সংস্কারের আকর্ষণ থেকেও মুক্ত - সঙ্কল্প, বৃত্তি বা বাণীর রূপে কোনো সংস্কারের আকর্ষণ যেন না থাকে । যখন এমন সর্ব আকর্ষণ থেকে, অথবা ব্যর্থ সময়, ব্যর্থ সঙ্গ, ব্যর্থ পরিবেশ থেকে মুক্ত হতে পারবে তখন বলা হবে ডবল লাইট ফরিস্তা ।

স্লোগান :-- শান্তির শক্তি দ্বারা সর্ব আত্মার পালনাকারীই হলেন রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞান সাগর বাবা থালা ভরে-ভরে রন্ধরাজি দেন তোমাদের। যত খুশী নিজেদের খলিতে তা ভরে নাও আর সব চিন্তা থেকে রেহাই পাও"

প্রশ্ন :- জ্ঞান-মার্গের কোন বিষয়টিকে ভক্তি-মার্গও পছন্দ করে ?

উত্তর :- স্বচ্ছতা ! বাচ্চারা, জ্ঞান-মার্গে তোমরা স্বচ্ছ থাকো। তোমাদের ময়লা কাপড়কে স্বচ্ছ বানাবার জন্যই বাবা এসেছেন। আপন ঘরে ফেরার লক্ষ্যে আত্মা যখন স্বচ্ছ অর্থাৎ পবিত্র (হাঙ্কা) হয়, তখনই সে 'উড়ুকু-ডানা' পায় উড়ার জন্য। ভক্তি-মার্গও স্বচ্ছতাকে খুবই পছন্দ করে। স্বচ্ছ হবার জন্য তারা গঙ্গায় স্নানও করে। কিন্তু জলের দ্বারা তো আর আত্মা স্বচ্ছ হতে পারে না।

ওঁ শান্তি! মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, স্মরণের যোগে থাকতে কখনওই যেন ভুলে যেও না। প্রত্যুষে যখন তা অভ্যাস করবে, তখন যেন কোনও কথা বা বাণী না চলে। নির্বাণধামে পৌঁছবার এটা একটা যুক্তি। পবিত্র হতে না পারলে যে উড়তেই পারবে না- ফলে আপন ঘরে পৌঁছতেই পারবে না তোমরা। একথা তো তোমাদের জানা আছে, সত্যযুগের শুরুতে অনেক সংখ্যক আত্মাই উড়ে পৌঁছায় সেখানে। আর এখানে এখন কত কোটি কোটি আত্মার সমাবেশ। সত্যযুগে মাত্র কয়েক লক্ষ যাবে সেখানে (স্বর্গ-ধামে)। বাকীরা সবাই তখন উড়ে যাবে আপন ঘরে। তাদের এই ওড়ার ডানা অবশ্যই কেউ এসে দেবেন। স্মরণের এই যাত্রার দ্বারাই আত্মা পবিত্র হয়। একমাত্র এই পদ্ধতি ছাড়া, পবিত্র হওয়ার আর অন্য কোনও উপায়ও নেই। পতিত-পাবনও কেবল এই একজন বাবাই। এঁনাকেই কেউ 'ঈশ্বর' বলে, কেউ বা বলে 'পরমাত্মা' আবার 'ভগবান'ও বলে কেউ কেউ। যদিও এত বিভিন্ন নাম সেই একজনেরই। এঁনারা কেউ ভিন্ন ভিন্ন নয়। সব আত্মাদেরই পিতা তো এই একজনই। লৌকিকে বাবা হয় সবার নিজের নিজের, কিন্তু পারলৌকিক বাবা সবারই এই একজনই। সেই এক ও একমাত্র বাবা যখন আসেন, সবারই সুখের ব্যবস্থা করে তবেই তিনি ঘরে ফিরে যান। সেই সুখের দিনের পর তো আর ওঁনাকে স্মরণ করার প্রয়োজনই পড়ে না। যেহেতু তখন তা অতীত হয়ে যায়। এবার বাবা সেই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের রহস্যগুলি ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন। যেমন, বৃক্ষের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের বিষয়টা খুবই সহজ। বাচ্চারা জানো, কিভাবে বীজ থেকে বৃক্ষ হয়, তারপর তা বৃদ্ধি পেতে পেতে একসময় তার অগ্নিম-দশাও আসে। একেই বলা আদি, মধ্য, অন্ত। তেমনি কল্পবৃক্ষও নানা ধর্মের ডাল-পালার বিস্তারে অদ্ভুত এক বৃক্ষ। কত বৈচিত্র্যে ভরা এই বৃক্ষ। এক একটি বৈচিত্র্য তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের। যদি ফুলের ব্যাপারটাই ধরো, তোমরা দেখবে যেমন যেমন বৃক্ষ, তেমন তেমন তার ফুলের বৈচিত্র্য। যদিও ফুলদের বৈশিষ্ট্য সবই একই প্রকারের। মনুষ্য সৃষ্টির কল্পবৃক্ষের ঝাড় নানা বৈচিত্র্যে ভরা। যেখানে ঝাড়ের প্রত্যেকটি ডাল-পালার শোভাই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। এই ঝাড়-বৃক্ষও অনেক প্রকারের শোভাবর্ধন করে। উদাহরণে বাবা জানাচ্ছেন - যেমন শ্যাম-সুন্দর (কুংসিত ও সৌম্য), যা ঘটে কেবল দেবী-দেবতাদের ক্ষেত্রে। তেমনি তোমরাও এই কুংসিত অবয়ব-এর পরিবর্তন ঘটিয়ে সৌম্য অবয়ব পেতে চলেছ। এমন শ্যাম-সুন্দর অবস্থা অন্য কোনও ধর্মে ঘটে না। তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করো। জাপানীদের, ইউরোপীয়দের, চীনাদের অবয়বের বৈচিত্র্যগুলি লক্ষ্য করো, তেমন বদল হয় না। অবয়বের বদল যা হয় তা কেবল এই ভারত ভূ-খণ্ডেই। আর তাই সেই শ্যাম-সুন্দরেরই এত প্রশস্তি গাওয়া হয়। এমনটি আর কোনও ধর্মেই হয় না। এমনই বিচিত্রে ভরা মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড়-বৃক্ষ। যেখানে বিভিন্ন

ধর্মের সমাবেশ। তারা একে-একে তাদের সময় অনুসারে এখানে কিভাবে আসতে থাকে, তা তোমাদেরকে জানা আছে। জগতের লোকেরা এসব কিছু বুঝতেই পারবে না।

কল্পের আয়ু ৫-হাজার বছর। তাকে বৃষ্টিই বলা বা জগৎ বলা, যার অর্ধেক হল ভক্তি-মার্গের অর্থাৎ যাকে রাবণ-রাজ্য বলা হয়। ৫-বিকারের সাহায্যে চলে যে রাজ্য। ফলে লোকেরা কাম-চিন্তায় বসে বসে পতিত ও কুৎসিত হয়ে যায়। রাবণ সম্প্রদায়ের লোকদের এবং দৈবী সম্প্রদায়ের চাল-চলনে রাত-দিনের তফাৎ। তাই তো মনুষ্যরা দেব-দেবীদের এত মহিমা ও গুণ-কীর্তন করে আর নিজেদেরকে পাপী বলে অভিহিত করে। বাচ্চারাও তো অনেক ভক্তি করেছে। পুনর্জন্ম নিতে নিতে ভক্তি-মার্গে ভক্তিও করেছে তোমরা। এই ভক্তি-মার্গ শুরু হয় অব্যভিচারী ভক্তি দিয়ে। অব্যভিচারী ভক্তি দিয়ে শুরু হলেও, ক্রমে সেই ভক্তি ব্যভিচারীতে পরিণত হয়। অন্তিম দিকে তা সম্পূর্ণ রূপে ব্যভিচারী হয়ে ওঠে। এমন সময়ে বাবা এসে তোমাদেরকে অব্যভিচারী হওয়ার জ্ঞান শোনান। যে জ্ঞানের দ্বারা মনুষ্যের সদগতি হয়। ভক্তরা যতদিন না তা জানতে পারে-ততদিন তাদের ভক্তির দাঙ্কিতা থাকে। তারা তো এটাও জানে না যে, জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মা এক ও একমাত্র একজনই। ভক্তি-মার্গে বেদ-শাস্ত্রের শ্লোকগুলি মনে রেখে সেগুলিই শোনানো হয় ভক্তদের। এভাবেই ভক্তি-মার্গের বিস্তার ঘটে। এটাই ভক্তি-মার্গের শোভা। তাই বাবা বলেন- এসব শোভা আসলে মৃগতৃষ্ণার শোভা। যা মরুভূমির বালুকারাশিতে দূর থেকে রূপোর মতন চমক অর্থাৎ জল মনে হয়। হরিণের তৃষ্ণা লাগলে জল ভেবে ঐ মরীচিকা বালুকারশির পানে ছুটতে-ছুটতে সেই ফাঁদে আটকে পড়ে। ভক্তি-মার্গে এমন ভাবেই লোকেরা ভক্তির ফাঁদে পড়ে। যেখান থেকে বেরোনোও খুব মুশ্কিল। যদিও এখানে তাদের অনেক প্রকার বিঘ্ন আসে, তাই বাবা এসে তাদেরকে পবিত্র বানায়। যেমন দ্রৌপদী নিজের রক্ষার জন্য কতই না আকৃতি জানিয়েছিল। বর্তমানের এই দুনিয়া তো দ্রৌপদী আর দুর্যোধনে ভরা। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা অবশ্যই তাদের বলবে - তোমরাই সেই পার্বতী, যারা মুরলীরূপী এই অমরকথা শোনো। বাবা স্বয়ং সেই অমরকথা শুনিয়ে, বি.কে.-দেরকে অমরলোকের উপযুক্ত করে গড়ে তুলছেন। এই দুনিয়াটা তো মৃত্যুলোক। অকালেই মৃত্যু ঘটে এখানে। বসে-বসেই হার্টফেল হয়ে যায়। তাই হাসপাতালে গিয়েও লোকদের এই জ্ঞান শোনাতে পারো। তাদের কত কম আয়ু, কত রোগ ভোগ করতে হয়-কিন্তু সেখানে রোগের নামগন্ধ পর্যন্ত নেই।

ভগবানুবাচ- নিজেকে আত্মা ভেবে, এই বাবাকে স্মরণ করো। অন্যদের প্রতি মমতা (আকর্ষণ) মিটিয়ে দিতে পারলেই বিকর্মগুলি বিনাশ হতে থাকবে। রোগ-ভোগ হবে না কখনও, অকালে মৃত্যু হবে না, আয়ুও অনেক বেড়ে যাবে। দেবতাদের আয়ু কত বেশী। অনেক আয়ুর লোকেরা এখন আর কোথায়? তারাই পুনঃ-পুনঃ জন্ম নিতে নিতে তাদের আয়ু এখন এত কম। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই খেলাটাই যে সুখ আর দুঃখের। যা লোকেরা জানেই না- কত প্রকারের মেলা ও খেলার সমাবেশ এখানে। যেমন, কুস্তি-মেলায় কত লোক একত্রিত হয় স্নানের উদ্দেশ্যে। যদিও তাতে লাভের লাভ কিছুই হয় না। লোকেরা তো রোজই স্নান করে, সেই জল তো সাগর থেকেই যায় সর্বত্র। তবুও তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো কুয়োর জল। নদীর জলে কত প্রকারের নোংরাও তো থাকে। কুয়োর জল ওঠে প্রাকৃতিক ভাবে- যা শুদ্ধ। তাতেই বরং স্নান করাটা সবচেয়ে ভালো। আগে তো এই ব্যবস্থাই চালু ছিল। আজকাল যা নদীতে স্নানের প্রচলন হয়েছে। ভক্তি-মার্গেও স্বচ্ছতাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখন তারা পরমাত্মাকে ডাকে, তিনি এসে যেন সবাইকে স্বচ্ছ বানান। গুরু নানকও পরমাত্মার এই মহিমাকে এভাবে জানিয়েছেন- (★ টীকা ~-) "মৃত পলীতী কাপড় ধোয়ে..."- বাবা এসে যেন

বাস্তাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদের স্বচ্ছ বানান। যদিও তারা আত্মাকে নির্লেপ (যাতে কোনও দাগ লাগে না) ভাবে। বাবা বলছেন- এই দুনিয়াটাই হল রাবণের রাজ্য। যা সৃষ্টির একেবারেই অধোগতির সময় এটা। একথারও প্রচলন তো আছে- আমার চড়তি কলা হলে সমগ্র জগতও তার সুফল পাবে ("চড়তি কলা তেরে ভানে সর্ব কা ভালা") (★★টীকা ২)।" অর্থাৎ বাবার দ্বারাই সবারই সদগতি হয়। তারাও বলে- বাবা, তোমার দ্বারাই যে সবার মঙ্গল হয়। অর্থাৎ উল্লতির সোপানে, সেখানে সবারই কুশল-মঙ্গল। সবাই খুব শান্তিতেই থাকে। সমগ্র বিশ্বে তখন কেবল একটিই রাজ্য। অন্যেরা তখন থাকে শান্তিধামে।

লোকেরা এখন কতই না মাথা ঘামাচ্ছে, কিভাবে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা যায়। তাদের কাছে জানতে চাও- পূর্বে বিশ্বে কি কখনও শান্তি ছিল, যা এখন তোমরা চাইছ ? তারা তো আবার এমনও বলে- কলিযুগের আয়ু এখনও ৪০-হাজার বছর অবশিষ্ট আছে। সত্যি, লোকেরা প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে কত ঘোর-অন্ধকারে রয়েছে। কোথায় সম্পূর্ণ কল্পের মোট আয়ু ৫-হাজার বছর, সেখানে তারা বলে- কলিযুগের আয়ু এখনও অবশিষ্ট ৪০-হাজার বছর। এদের মধ্যেও আবার বহু মত রয়েছে। বাবা এসে সবাইকে সত্য তথ্য জানাচ্ছেন। কল্পে মানুষের জন্ম হয় সর্বাধিক ৮৪-বার। যদি তা লক্ষ-লক্ষ বর্ষই হতো, তবে তো মানুষেরা পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ -এসবও হতে পারতো। কিন্তু নিয়মানুসারে তা তো আর হবার নয়। মানুষেরা কেবল ৮৪-জন্মই নিতে পারে। তার হিসেব বাবা তো জানিয়েছেন। এইসব জ্ঞানগুলিকে খুব ভালভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। ঋষি-মুনিরাও "নেতী-নেতী" অর্থাৎ সঠিক ভাবে তাঁকে (পরমাত্মাকে) জানি না বলে থাকে, তবে তো তারা নাস্তিকই হলো। অতএব আস্তিক কেউ না কেউ তো হবে। আস্তিক হলো দেবতারা আর নাস্তিক হলো রাবণ-রাজ্যের যারা। প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারা বি.কে.-রাই আস্তিকে পরিণত হতে পারলেই আগামী ২১-জন্মের আশীর্বাদী-বর্ষার অধিকারী হয়। এরপর আর জ্ঞানের প্রয়োজনই পড়ে না। বর্তমান সময়টা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ, আর এই সময়েই তোমরা উত্তম থেকেও অতি উত্তম পুরুষ হয়ে স্বর্গ-রাজ্যের মালিক হতে পারো। যে যেমন জ্ঞানের পাঠ যতটা ধারণ করতে পারবে, সে ততই উচ্চ পদে আসীন হতে পারবে। প্রবাদও আছে-লেখা পড়া করলেই তো বিশ্বের মালিক হতে পারবে, তাছাড়া তো হেলাফেলা পদই। তবুও স্বর্গ-রাজ্য তো- অর্থাৎ সুখের রাজ্য। সেখানে দুঃখ-কষ্টের নামগন্ধও নেই। আর এই রাজ্য যে কেবলই দুঃখের। এখন যখন তোমরা আস্তিক হয়েইছো, সুখের রাজত্ব তো করবেই তোমরা। কিন্তু আবার যখন রাবণ রাজত্ব আসবে, নাস্তিক হয়ে দুঃখের মধ্যে পড়বে। ভারত যখন সর্ব-স্তরে অতি ধনী ছিল, সেই সময়কালের সোমনাথের মন্দির কি বিশাল ধন-সম্পদ, রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ ছিল। কি সুন্দর তার গঠনশৈলী। মন্দির বানাবার জন্য যদি এত বিশাল ধন-সম্পদ খরচ করতে পারে, তবে তাদের নিজেদের কাছে নিশ্চয়ই প্রচুর ধন-সম্পদ থেকে থাকবে। কিন্তু এত অনেক ধন-সম্পদ তারা পেল কোথেকে? শাস্ত্রে তা লেখা আছে- সাগর খলি-খলি ভরে তা দিয়েছে। অর্থাৎ জ্ঞান-সাগর তোমাদেরকে এই জ্ঞান-রত্ন থালা ভরে ভরে দিচ্ছেন এখন। যতটা পারো নিজেদের খলিতে তা ভরে নাও। অজ্ঞানী ভক্তরা শংকরের সামনে গিয়ে ধন-সম্পদের জন্য প্রার্থনা করে, যেহেতু তারা প্রকৃত বাবাকেই যে জানে না। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা তা জানো- তাই বাবাও তোমাদেরকে খলি ভরে ভরে জ্ঞান-ধনরত্ন দিতে থাকেন। যে যতটা নিতে চাইবে, সে ততটাই ভরে নিতে পারবে। যে যত মনোযোগের সাথে পড়বে, সে তত উঁচু স্কলারশিপ পাবে। অর্থাৎ চাইলে 'ডাবল -রাজ মুকুট'-এর অধিকারী হতে পারো, নতুবা গরীব প্রজা বা দাস-দাসীও হতে পারো। অনেকে আবার বাবাকে ছেড়েও চলে যায় - যেমনটি আছে অবিনাশী ড্রামার চিত্রপটে। তাই বাবা এসবের জন্য কোনও

দুশ্চিন্তা করেন না। উনি সবকিছু থেকেই চিন্তামুক্ত থাকেন। বাচ্চাদেরও উনি তেমন ভাবেই গড়ে তুলছেন। এ যেন দুশ্চিন্তা থেকে চিন্তামুক্ত, যার ভরসা একমাত্র সদগুরু - যিনি স্বামী অর্থাৎ সবারই বাবা, যিনি সবকিছুরই মালিক।

এবার বাবা বলছেন- বাচ্চারা, আমি তোমাদের বেহদের টিচার। ভক্তিমার্গে থাকাকালীন তোমরা অনেক টিচারের কাছে অনেক বিদ্যা অধ্যয়ন করেছো। কিন্তু বাবা এখন যা পড়াচ্ছেন তা সব স্কুল-কলেজের পড়াশোনা থেকে একেবারেই অন্য ধরনের। তোমাদের এই বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, কিন্তু ওঁনাকে 'জানী জাননহার' (যে মনের কথা জানে) বলা চলে না। অনেকেই এমন বলে থাকে- আপনি তো আমার মনের কথা সব জানেন। বাবা জানান- আমি সেসবের কিছুই জানি না। আমি তো কেবল তোমাদেরকে এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ পড়াবার জন্য আসি, তোমরা আত্মারা তোমাদের স্ব-আসনে বিরাজমান থাকো। আমিও আমার নিজের আসনে বিরাজমান হই। আত্মা অতি ক্ষুদ্র বিন্দু স্বরূপ - যা কেউই জানে না। এই কারণেই বাবা বলেন- আগে আত্মাকে জানো, তবেই বাবাকে জানতে পারবে। তাই বাবা শুরুতেই আত্মার বিষয়ে জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করে তারপরে বাবার পরিচয় জানাতে বলেন। ভক্তি-মার্গে শালিগ্রাম বানিয়ে তাকে পূজা করার পর তা নষ্টও করে দেওয়ার রীতি। তাই তো বাবা বলেন- তবে তো তা শিশুদের পুতুল খেলাই হলো। যারা এই বিষয়গুলিকে খুব ভালভাবে বুঝতে পারবে, একমাত্র তারাই অন্যদের কল্যাণ করতে পারবে। কল্যাণকারী বাবার বাচ্চাদের তো কল্যাণকারী হতে হবে। কেউ কেউ আবার অন্যদেরকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেরাই সেই পাঁকে আটকে যায়। ফলে তারাও অপবিত্র হয়ে যায়। পুণ্য করতে গিয়ে উল্টে পাপের বোঝা বাড়ায়। তাই বাবা বারবার সতর্ক করতে থাকেন। কাম-চিতায় বসতে বসতে তোমরা কালিমালিপ্ত হয়ে পড়ো। তখন আফসোস করে বলতে হবে, যে আমি এত স্বচ্ছ ছিলাম, সেই আমি আজ এত কালিমালিপ্ত হয়েছি। যে আমি কখনও দেবতার মতন এত পবিত্র ছিলাম, সেখানে আজ আমার এত অবনতি। অবশ্য এমনটা না হলে কি আর ৮৪-জন্মের চক্রে আসতে হয়। তার হিসাবও বাবা বুঝিয়ে দেন। তবে বাচ্চাদেরও অনেক পরিশ্রম করতে হয় এর জন্য। এই যে অর্ধেক কল্প ধরে বিষয় সাগরের মোহে পড়ে থেকে, তার থেকে বেরিয়ে আসাটা এত সহজ ব্যাপার (মাসীর বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ নয়) নয় মোটেই।

কেউ যদি অল্প একটুও জ্ঞানের পাঠ পড়ে, তার বিনাশ হয় না। এই মুরলী যে সত্য নারায়ণের মতন হওয়ার জন্য, তাই নিদেনপক্ষে প্রজা তো হবেই সে। আবার কেউ হয়তো সামান্য কিছু শুনেই চলে যায়, পরে আবার আসবে, জানার আগ্রহে। (অন্তিম) সময় যতই এগোতে থাকবে, মানুষের মধ্যে বৈরাগ্যও ততই আসতে থাকবে। যেমন শ্মশানের পরিবেশে গেলে মনে বৈরাগ্যের ভাব প্রকট হয়। আবার বাইরে বেরোলেই তা দূর হয়ে যায় ধীরে ধীরে। তেমনি তোমরাও যখন কারওকে বোঝাতে থাকো, তখন তা খুব ভাল, ভাল বলে- কিন্তু বাইরে বেরিয়েই সেই ভাব উধাও হয়ে যায় ধীরে ধীরে। বেরোবার আগে জানিয়ে যায়, তাদের কাজকর্ম সেরে আবার আসবে এখানে। কিন্তু বাইরে বেরোনের সাথে সাথেই মায়া তাদের মাথা চিবাতে থাকে ক্রমান্বয়ে, ফলে তারা আর এমুখো হয় না। তাই তো বলা হয়, কোটির মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকই তা ধারণ করতে পারবে। তার উপরে রাজার পদের জন্য তো অনেক পরিশ্রমের পুরুষার্থ দরকার। তোমরা প্রত্যেকে নিজেই নিজের মনের কাছে জানতে চাও- বেহদের এই বাবার সাথে তোমরা কে কত সময় স্মরণের যোগে থাকো। বাবাকেই যে স্মরণ করতে ভুলে যাও তোমরা। নিজেরাই তা বলো। কিন্তু, যখন তোমরা অজ্ঞান ছিলে, তখন কি

কখনও এমন বলেছো, বাবা আমাদের ভুলে গেছে? তাই বাবা বলছেন- ঝড়-ঝঞ্ঝা যা কিছুই আসুক না কেন, তুমি যেন নড়বড়ে হয়ো না কোনওমতেই। ঝড়-তুফান তো আসবেই, কিন্তু কর্ম-ইন্দ্রিয় দ্বারা এমন কোনও ভুল বা অন্যায় কর্ম যেন করে ফেলো না তখন। কেউ কেউ বলো- বাবা মায়া তার জাদুর ছড়িতে বশ করে নেয় যো। তখন বাবা বলেন- মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, স্মরণের যোগে থাকতে পারলেই তো সেই কালিমার জং ভুল হয়ে বেরিয়ে যাবে। এই কালিমার জং-এর প্রলেপ পড়ে তো আত্মাতেই। তা ভুল হয় যোগ-অগ্নিতে। বাবা বিন্দু স্বরূপ। একমাত্র এই বাবাকে স্মরণ করে জং-কে বের করা ছাড়া আর কোনও উপায়ও যে নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ ও ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঊঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) আমরা কল্যাণকারী বাবার বাচ্চা, অতএব নিজের এবং সবারই কল্যাণ করতে হবে। এমন কোনও কর্ম যাতে না হয় আমাদের দ্বারা যার ফলে আমাদের অর্জিত পুণ্যও শেষ হয়ে যায়, এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

২) জ্ঞানের এই পাঠ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে জ্ঞান-রত্নে নিজের ঝুলি ভরতে হবে। স্কলারশিপ নেওয়ার লক্ষ্যে পুরুষার্থ করতে হবে। বাবার মতন দুঃশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে, নিশ্চিন্ত হতে হবে।

বরদান :- ব্রাহ্মণ জন্মের বিশেষত্বকে স্বাভাবিক স্বভাব বানিয়ে নিয়ে সহজ পুরুষার্থী ভব

ব্যাখ্যা:- ব্রাহ্মণ জন্ম হল বিশেষ জন্ম। তেমনি ব্রাহ্মণ ধর্ম আর ব্রাহ্মণ কর্মও বিশেষ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই ব্রাহ্মণ কর্মে ফলো (অনুসরণ) সাকার ব্রহ্মা বাবাকে করা হয়। ব্রাহ্মণের স্বভাব হল বিশেষ স্বভাব। সাধারণ বা মায়াবী স্বভাব ব্রাহ্মণের স্বভাব নয়। কেবলমাত্র এটুকুতেই স্মৃতি স্বরূপে রাখতে হবে যে, আমি বিশেষ আত্মা। এই স্বভাব যখন স্বাভাবিক স্বভাবে পরিণত হয়ে যাবে, তখনই বাবার সমান হওয়ার সহজ অনুভব হবে। স্মৃতি স্বরূপ অর্থাৎ সমর্থী স্বরূপ হয়ে যাবে- এটাই হল সহজ পুরুষার্থ।

স্লোগান :- যে চতুর্দিকে পবিত্রতা আর শান্তির লাইটের প্রকাশ ছড়ায় সে-ই হল লাইট-হাউস।

★ টীকা :- "মুত পালিতী কাপড় ধোয়ে, দে সাবুন লাই ও ধোয়ে। ভরিয়ে মন পাপো কে সঙ্গ, ও ধোবে নাবে কে সঙ্গ!!" (গুরুগ্রন্থ) - ব্যাখ্যা: পোশাক যখন ময়লা হয়, সাবানে তা পরিষ্কার করা হয়। তেমনি বিকারে যখন মন মলিন হয়, পরমাত্মার স্মরণ-যোগাগ্নিতে তা স্বচ্ছ বানাতে হয়।

★★টীকা :- চড়তী কলা তেরে ভানে সর্ব কা ভাল।" (গুরুগ্রন্থ সাহেব)- ব্যাখ্যা :- এই স্থিতিতে নিজের সদগতি করার সাথে সাথে জগতের সব আত্মাদেরই গতি অর্থাৎ মুক্তি হয়। নিজের চড়তি কলায় অন্যেরও মঙ্গল হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞানের ডিপার্টমেন্ট আলাদা, যোগের আলাদা। যোগের দ্বারাই আত্মা সতোপ্রধান হয়, যোগের জন্য একান্তের প্রয়োজন"

প্রশ্ন :- স্থায়ী স্মরণে থাকার আধার কি ?

উত্তর :- তোমাদের কাছে যা কিছু আছে, তা ভুলে যাও, শরীরও যেন স্মরণে না থাকে। সবকিছু ঈশ্বরীয় সেবায় অর্পণ কর। এটাই হলো তোমাদের পরিশ্রম। এই বলির(সমর্পণ) দ্বারাই স্মরণ স্থায়ী হতে পারে। বাচ্চারা, তোমরা যদি প্রেম-পূর্বক বাবাকে স্মরণ কর তবেই তোমার স্মরণ তাঁর স্মরণকে টানবে। তখন বাবাও কারেন্ট দেবেন। আর সেই কারেন্টেই আয়ু বৃদ্ধি হবে। আত্মা এভারহেল্দি (সদাসুস্থ) হতে পারবে।

ওম শান্তি । এখন যোগ আর জ্ঞান -- এ হল দুটি বিষয়। বাবার কাছে এই অনেক বড় সম্পদ(খাজানা) রয়েছে যা তিনি বাচ্চাদেরকে দেন। বাবাকে যারা অনেক স্মরণ করে তারা অনেক বেশী কারেন্ট পায় কারণ স্মরণের সাথে স্মরণ স্মরণকে টানে -- এটাই নিয়ম, কারণ মূখ্য বিষয় হল স্মরণ। এমন নয় যে, অনেক জ্ঞান রয়েছে তার মানে অনেক স্মরণ করে, না। জ্ঞানের ডিপার্টমেন্ট আলাদা। যোগের সাবজেক্ট-ই অনেক বড়, জ্ঞানের তার থেকে কম। যোগের দ্বারাই আত্মা সতোপ্রধান হয়ে যায়। কারণ অনেক স্মরণ করে। স্মরণ ব্যতীত সতোপ্রধান হওয়া অসম্ভব। বাচ্চারা যদি সারাদিনে বাবাকে স্মরণ না করে তাহলে বাবাও স্মরণ করবে না। বাচ্চারা যদি সঠিক ভাবে বাবাকে স্মরণ করে তবে বাবারও স্মরণের সঙ্গে স্মরণ মিলিত হয়। তখন বাবাকে আকর্ষণ করে। এই খেলাও পূর্ব নির্ধারিত। যা ভালভাবে বুঝতে হবে। স্মরণের জন্য অনেক একান্তের প্রয়োজন। পরে এসে যারা উচ্চপদ লাভ করে তার আধারই(ভিত্তি) হল স্মরণ। তারা অনেক বেশী স্মরণে থাকে। স্মরণের সাথে স্মরণ মিলে যায়। বাচ্চারা যখন খুব স্মরণ করে তখন বাবাও স্মরণ করে। তারা আকর্ষণ করে। তারা বলেও তো, তাই না -- বাবা, দয়া করো, কৃপা করো। এতেও স্মরণ চাই। সঠিকভাবে স্মরণ করলে তখন স্বাভাবিকভাবেই আকর্ষণ থাকবে, আর কারেন্টও পাবে। আত্মা অন্তর থেকে জানে যে, যখন আমি বাবাকে স্মরণ করি তখন সেই স্মরণ আমাকে সম্পূর্ণ ভরপুর করে দেয়। জ্ঞান হল ধন। স্মরণের সাথেই স্মরণ পুনরায় মিলিত হয়, ফলস্বরূপ হেল্দি(সুস্থ) হয়ে যায়, পবিত্র হয়ে যায়। এতো শক্তি আসে, যার ফলে সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র করে দেওয়া যায়। তাই আহ্বান করা হয় -- বাবা এসো আর পতিতদের পবিত্র বানাও।

মানুষ তো কিছুই জানে না, শুধুই চিৎকার-চঁচামেচি করে আর সময় নষ্ট করতে থাকে, কারণ বাবাকে জানে না। যদিও প্রগাঢ় ভক্তি(নৌধা ভক্তি) করে। কিন্তু তাতে কিছুই প্রাপ্ত হয় না। কাশীতে শিবের মন্দিরে গিয়ে নিজেকে সমর্পণ(কাশী কলবট) করে, কিন্তু তাতে কিছুই প্রাপ্ত হয় না। তারা আবারও বিকর্ম করতে শুরু করে। অতি শীঘ্রই মায়া তাদেরকে ফাঁদে ফেলে দেয়। প্রাপ্তি কিছুই নেই। এখন তোমরা জানো যে -- পতিত-পাবন হলেন একমাত্র বাবা। তাই তোমাদের তাঁর কাছে নিজেদের সমর্পণ(বলি) করা উচিত। লোকেরা মনে করে -- শিব-শঙ্কর একই। এও অজ্ঞানতা। এখানে বাবা বার-বার বলেন যে, 'মন্মানাভব'। আমাকে স্মরণ কর। তাহলেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। তোমরা কালের উপর বিজয়লাভ কর, এতে তোমরা যত প্রচেষ্টা করবে মায়াও

ততই বিঘ্ন সৃষ্টি করবে কারণ মায়া জানে যে -- বাবাকে স্মরণ করলে আমাকে ছেড়ে দেবে ; কারণ যেহেতু তোমরা আমার হয়ে গেছ, তাই তোমাদের সবকিছুই ত্যাগ করতে হয়। মিত্র, সম্বন্ধী, ধন ইত্যাদি কোনো কিছুই যেন স্মরণে না আসে। একটি গল্প রয়েছে যে, লাঠিও ছেড়ে দাও (অর্থাৎ বাবাই যেন একমাত্র অবলম্বন হয়)। অন্যেরা সব জিনিস ত্যাগ করতে বলে, কিন্তু তারা কখনো একথা বলে না যে, শরীরকেও কখনও স্মরণ কোরো না। বাবা বলেন, এই শরীর তো পুরানো, তাই একেও ভুলে যাও। ভক্তিমার্গের কথাও ছেড়ে দাও। সবকিছুই সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাও অথবা যা কিছু আছে তা কার্যে লাগিয়ে দাও, তবেই স্মরণে স্থিতিশীল থাকতে পারবে। যদি উষ্ণপদ লাভ করতে হয় তবে অনেক পরিশ্রম করা উচিত। শরীরও যেন স্মরণে না আসে। অশরীরী এসেছিলে, অশরীরী হয়েই যেতে হবে।

বাবা বাচ্চাদের পড়ান, ওঁনার কোনো কিছুই কোনো বাসনা নেই। তিনি তো সার্ভিস(সেবা) করেন। বাবার কাছেই তো জ্ঞান রয়েছে, তাই না। এ হল বাবা আর বাচ্চাদের একত্রিত একটি খেলা। বাচ্চারাও স্মরণ করে আবার বাবাও এখানে বসে সার্চলাইট দেয়। কেউ যদি অধিক আকর্ষণ করে তখন বাবাও বসে লাইট দেন। যদি তারা বাবাকে অধিক আকর্ষণ না করে তখন এই বাবা (ব্রহ্মা বাবা) বসে শিব পিতাকে স্মরণ করেন। কোনো সময় যদি কাউকে কারেন্ট দিতে হয় তখন ব্রহ্মা বাবার চোখে ঘুম থাকে না। এই চিন্তাই চলতে থাকে যে অমুককে কারেন্ট দিতে হবে। পড়াশোনার দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি হয় না, কারেন্টের জন্য আয়ু বৃদ্ধি হয়। সদা নিরোগী(এভারহেল্দি) হয়ে যায়। দুনিয়ায় কারো বয়স যদি ১২৫ বা দেড়শ (১৫০) বছর হয়, তবে সে অবশ্যই সুস্থ। ভক্তিও নিশ্চয়ই অনেক করে। ভক্তিতেও কিছু লাভ অবশ্যই রয়েছে, ক্ষতি নেই। যারা ভক্তিও করে না তাদের ম্যানার্সও ভাল হয় না। ভক্তিতে ভগবানের উপর বিশ্বাস থাকে। তাই তারা কাজ-কর্মে মিথ্যা বা পাপাচার করে না, ক্রোধ করে না। ভক্তিরও মহিমা রয়েছে। মানুষ একথা জানে না যে, ভক্তি কবে থেকে শুরু হয়েছে। জ্ঞানের কথা তো জানাই নেই। ভক্তিও শক্তিশালী হতে থাকে কিন্তু যখন আবার জ্ঞানের প্রভাব পড়ে, তখন ভক্তি একদমই ছেড়ে যায়। এ হল সুখ-দুঃখ, ভক্তি আর জ্ঞানের খেলা, যা তৈরী হয়েই রয়েছে।

মানুষ তো একথা বলে দেয় যে -- দুঃখ-সুখ সব ভগবানই দেন আবার ওঁনাকে সর্বব্যাপীও বলে দেয়। কিন্তু সুখ-দুঃখ তো আলাদা জিনিস। ড্রামাকে না জানার কারণে কিছুই বুঝতে পারে না। এতসব আত্মারা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নেয়, একথা তোমরাই জানো। এমন বলবে না যে, সত্যযুগে তোমরা দেহী-অভিমানী থাকো। এই সব তো এখন বাবা শেখান -- এইরকম দেহী-অভিমানী হও।

নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। পবিত্র হতে হবে। সত্যযুগ হলই পবিত্র সুখধাম। সুখের সময় কেউ স্মরণ করে না। ভগবানকে স্মরণ করে দুঃখে। দেখো, ড্রামা কত ওয়ান্ডারফুল (বিচিত্র)। যাকে তোমরাই নম্বরের ক্রমানুসারে জানো। এই যে সমস্ত পয়েন্টস্ লেখা হয় সেগুলো ভাষণের সময় রিভাইজ করার জন্য। ডাক্তার, উকিলরাও পয়েন্টস্ নোট করে। এখন তোমরা বাবার মত পাও, তবে তা ভাষণের সময় রিভাইজ করা উচিত। এঁনার মধ্যে তো বাবা প্রবেশ করেন। বাবা তোমাদের বোঝান যে, তাহলে ইনিও(ব্রহ্মা) শুনবেন। যদি তিনি তোমাদের পয়েন্টস্ না শোনান তবে আমি কিভাবে জানবো যে তোমাদের বোঝাব ? বাবা বলেন -- এ হল

ব্রহ্মার অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম। ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর চিত্রও রয়েছে। তোমরা নশ্বরের ক্রমানুসারেই তোমাদের রাজ্যে চলে যাও। যত স্মরণ করবে, ধারণা করবে ততই উচ্চপদ পাবে। বাবা বলেন -- আমি সূক্ষ্ম থেকেও অতি সূক্ষ্ম কথা শোনাই। তোমরা নতুন-নতুন পয়েন্টস্ নোট কর। পুরানো পয়েন্টস্ কাজে লাগবে না। ভাষণের পর আবার একথা স্মরণে আসবে যে, যদি এই পয়েন্টস্ বোঝাতাম তাহলে হয়তো বুদ্ধিতে ঠিক বসে যেতো। তোমরা সবাই হলে জ্ঞানের স্পীকার, কিন্তু নশ্বরের ক্রমানুসারে। সর্বাপেক্ষা উত্তম হল মহারথীরা। বাবার কথা আলাদা। এই বাপদাদা দুজনেই হল কস্মাইন্ড। মাম্মা সর্বাপেক্ষা ভালো বোঝাতেন। বাচ্চারা মাম্মার সম্পূর্ণরূপের সাক্ষাৎকারও করত। যখন কোথাও প্রয়োজন হত তখন বাবাও প্রবেশ করে নিজের কাজ করে নিতেন। এ হল বড়ই বোঝার মতো বিষয়। অবসর সময়ে পড়াশোনা করা হয়। সারাদিন তো কাজ-কর্ম ইত্যাদি করা হয়। বিচার সাগর মন্থন করার জন্য অবসর চাই, শান্তি চাই। মনে কর, কেউ ভালো সেবাধারী বাচ্চা, তাকে কারেন্ট দিতে হবে, তখন তাকে সাহায্য করতে হবে। তখন তার আত্মাকে স্মরণ করতে হবে। শরীরকে স্মরণ করে তারপর আত্মাকে স্মরণ করতে হবে। এভাবে সব যুক্তি রচনা করতে হবে। সার্ভিসেবেল(সেবাধারী) বাচ্চাদের যদি কোনো অসুবিধা হয় তবে তাদের সাহায্য কর। বাবাকে স্মরণ করতে হবে, আবার নিজেকে আত্মা মনে করে সেই আত্মাকেও কিছুটা স্মরণ করতে হবে (তাকে বাবার কারেন্ট দিতে হবে)। এ তেমনই, যেমনভাবে সার্চলাইট দেওয়া হয়। এমন নয় যে একই স্থানে বসে স্মরণ করতে হবে। চলতে-ফিরতে, ভোজন খেতে-খেতেও বাবাকে স্মরণ কর। অন্যকে যদি কারেন্ট দিতে হয় তবে রাত্রিও জাগো। বাচ্চাদের বোঝান হয় -- সকালে উঠে যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই আকর্ষিত হবে, তখন বাবাও সার্চলাইট দেবেন। বাবার এটাই কাজ -- বাচ্চাদের সার্চলাইট দেওয়া, যখন অনেক সার্চলাইট দিতে হয় তখন বাবাকেও অনেক স্মরণ করতে হয়। তখন বাবাও সার্চলাইট দেন। আত্মাকে স্মরণ করে সার্চলাইট দিতে হয়। এই বাবাও সার্চলাইট দেন, এবার একে কৃপা বল, আশীর্বাদ বল, বা যা কিছু বল। সেবাধারী অসুস্থ হলে তো তার প্রতি সদয় হবে। রাত জেগেও সেই আত্মাকে স্মরণ করবে। কারণ তার শক্তির প্রয়োজন। আত্মা যখন বাবাকে স্মরণ করে তখন বাবাও তাদের স্মরণের রিটার্ন দেয়। বাচ্চাদের প্রতি বাবার ভালোবাসা অফুরন্ত। তাই তাঁর স্মরণও আত্মাদের কাছে পৌঁছায়। এছাড়া জ্ঞান তো অতি সহজ বিষয়, এতে মায়া বিঘ্ন ঘটায় না। মুখ্য হলো স্মরণ, এতেই বিঘ্ন আসে। স্মরণের দ্বারাই বুদ্ধি স্বর্ণ-পাত্রে পরিণত হয়, যা জ্ঞানকে ধারণ করতে সক্ষম হয়। কথিত আছে যে, সিংহীর দুধ স্বর্ণ-পাত্রের রাখে হয় (এত শক্তিশালী যে পাত্রই ফেটে যায়)। বাবার এই জ্ঞান-ধনকেও রাখার জন্য (বুদ্ধীরূপী) স্বর্ণ-পাত্রই চাই। আর তা তখনই হবে যখন স্মরণের যাত্রায় থাকবে। স্মরণ না করলে ধারণাও হবে না। এমন মনে করো না যে বাবা অন্তর্যামী। কিছু বলা হল আর সেটাই হয়ে গেল -- এ তো ভক্তিমার্গে এরকম হয়। সন্তান জন্মালে বলে গুরুর কৃপা। আর যদি না হয় তখন বলে ঈশ্বরের ইচ্ছা। দেখো, ওদের কথার মধ্যে কেমন রাত-দিনের পার্থক্য। বাচ্চারা, বাবা তো তোমাদের ডামার রহস্য ভালভাবে বুঝিয়েছেন। তোমরাও তো পূর্বে জানতে না। এ হল তোমাদের মরজীবা জন্ম★। এখন তোমরা জানো যে, আমরা দেবতায় পরিণত হচ্ছি। তোমরা এই টপিকের উপর বোঝাতে পার, যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ কিভাবে রাজত্ব পেয়েছে ? আর আবার তা কিভাবে হারিয়েছে ? সমগ্র হিন্দি-জিওগ্রাফী আমরা তোমাদের বোঝাব। এই ব্রহ্মাও বলেন যে, আমিও লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করতাম, গীতা পড়তাম। বাবা যখন প্রবেশ করেন তখন থেকে সব পরিত্যাগ করেছেন। সাক্ষাৎকারও হয়েছে। বাবা বলেন -- আমাকে স্মরণ কর তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। এরমধ্যে গীতা ইত্যাদি পড়ার কোনো কথাই নেই। বাবা এঁনার মধ্যেই বসে রয়েছেন, সবকিছু ত্যাগ করিয়েছেন। আর

কখনও শিবের মন্দিরে যান নি। ভক্তির কথা তো সম্পূর্ণ উধাও(ভুলে) হয়ে গেছে। এই নলেজে বুদ্ধি পরিপূর্ণ -- রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান। বাবাকে জানলেই তোমরা সবকিছু জেনে যাও। তোমরা ওয়ান্ডারফুল টপিক(বিষয়) লেখো, যাতে মানুষ বিস্ময়বোধ করে, শোনার জন্য ছুটে আসে। মন্দিরে গিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা কর, যখন লক্ষ্মী-নারায়ণ এই বিশ্বের মালিক ছিল তখন আর কোনো ধর্ম ছিল না। একমাত্র ভারতই ছিল তাহলে তোমরা সত্যযুগকে লক্ষ-লক্ষ বছর কিভাবে বলতে পার ? যখন একথা বলা হয় যে, ক্রাইস্টের জন্মের ৩ হাজার বছর পূর্বে এখানে স্বর্গ(প্যারাডাইস) ছিল, তাহলে লক্ষ-লক্ষ বছর হল কিভাবে ? লক্ষ-লক্ষ বছরে তো প্রচুর সংখ্যক মশা-সদৃশ অগণিত জনসংখ্যা হয়ে যাবে। জ্ঞানের কথা এতটুকুও যদি কথা শোনা, তারাও আশ্চর্য হয়ে যাবে। কিন্তু যারা এই কুলের হবে, তাদের বুদ্ধিতেই এই জ্ঞান বসবে। আর তা নাহলে বলবে যে, ব্রহ্মাকুমারীদের জ্ঞান ওয়ান্ডারফুল, এ বোঝার জন্য বুদ্ধি চাই। মুখ্য বিষয়ই হল স্মরণ। স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে স্মরণ করে। আর এই আত্মা স্মরণ করে পরমাত্মাকে। এই সময় সকলেই রুগী, নিরোগী হতে হবে। এই বিষয়টিও রাখ। বলা -- তোমরা যে এত ঘন-ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ো তাই আমরা তোমাদের এমন সঙ্গীভবনী বুটি দেব যে তোমরা আর অসুস্থ হবে না, যদি তোমরা আমাদের ওষুধ সঠিকভাবে কার্যে লাগাতে পারো তবেই। কত সস্তার ওষুধ জানো কি ? ২১ জন্ম, সত্যযুগ-ত্রৈতা পর্যন্ত রোগগ্রস্ত হবে না। ওটা হল স্বর্গ। এমন-এমন পয়েন্ট নোট করে লেখো। এখানকার সব সার্জেনদের থেকেও বড় অবিনাশী সার্জেন তোমাদের এমন ওষুধ দেবে যে তোমরা ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য কখনো অসুস্থ হবে না। এখন হল সঙ্গম। এমন কথা শুনে মানুষ খুশী হবে। ভগবানও বলেন -- আমি অবিনাশী সার্জেন। স্মরণও করে -- হে পতিত-পাবন, অবিনাশী সার্জেন এসো। এখন আমি এসেছি। তোমরা সবাইকে বোঝাতে থাকো, শেষ পর্যন্ত অন্তিম সময়ে সকলেই অবশ্য বুঝতে পারবে। বাবা যুক্তি তো বলতেই থাকেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রুপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) বাবার কাছ থেকে সার্চলাইট নেওয়ার জন্য সকাল-সকাল উঠে বাবাকে স্মরণ করতে বসতে হবে। রাত্রিতে অন্যদেরকে কারেন্ট দিয়ে বাবার সাহায্যকারী হয়ে উঠতে হবে।

২) নিজের সবকিছু ঈশ্বরীয় সেবায় সফল করে, এই পুরানো শরীরকেও ভুলে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। সম্পূর্ণরূপে নিজেকে অর্পণ করতে হবে। দেহী-অভিমানী হয়ে থাকার জন্য পরিশ্রম করতে হবে।

বরদান:- 'তোমার- আমার' - এর আলোড়নকে সমাপ্ত করে দয়ার ভাবনাকে উদিত(ইমার্জ) করা মার্সীফুল ভব।

বিস্তার:- মাঝে-মাঝে কত আত্মারা দুঃখের ঢেউয়ের মধ্যে পড়ে যায়। প্রকৃতিতে একটু আলোড়ন হলে, বিপর্যয় এলে তখন অনেক আত্মারা ছটফট করতে থাকে। ক্ষমা, দয়া- ভিক্ষা করে। তাই এমন আত্মাদের ডাক শুনে করুণার ভাবনা ইমার্জ কর। নিজেকে সম্পন্ন বানাও, তবেই এই দুঃখের দুনিয়া

সম্পন্ন হয়ে যাবে। এখন পরিবর্তনের শুভ ভাবনার ঢেউ তীরগতিতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দাও তবেই 'তোমার-আমার' -- এই আলোড়ন সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগান :- ব্যর্থ সঙ্কল্পের হাতুড়ী দ্বারা সমস্যার পাথরকে ভাঙার পরিবর্তে হাই-জাম্প দিয়ে সমস্যা-রূপী পাহাড়ের অতিক্রমকারী হও।

★ কাশী কলবট থাওয়া - ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে কাশীতে একটি স্থানে একটি মন্দিরে ৩০ ফুট গভীর একটি কুঁয়ো আছে, তাতে একটি শিবলিঙ্গ আছে, আর আছে প্রচুর পাথরের ধারালো ফলা। মোক্ষ লাভের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসীরা তাতে ঝাঁপ দিত।

★ মরজীবা জন্ম - এই জগৎ তোমার কাছে মৃত, তাই তুমিও মৃত। ব্রাহ্মণ জন্ম নব জন্ম । তাই একে মরজীবা জন্ম বলা হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বিচার সাগর মন্থন করে একটা এমন বিষয় (টপিক) বের করো যে সব জায়গায় একই টপিকের উপর ভাষণ চলবে, এটাই হল তোমাদের ইউনিটি"

প্রশ্ন -: কি ধরনের পরিশ্রম করতে করতে তোমরা বাচ্চারা পাশ উইথ অনার হয়ে যেতে পারো?

উত্তর:- কর্ম-বন্ধনের উর্ধ্বে থাকো। যখন কারোর সঙ্গে কথা বলা তো আত্মা ভাই মনে করে ভাইকে দেখো। বাবার থেকে শুনলেও বাবাকে ভ্রুকুটিতে দেখো। ভাই-ভাই এর দৃষ্টিতে সেই স্নেহ আর সম্বন্ধ পরিপক্ব হয়ে যাবে। এটাই পরিশ্রমের কাজ, এতেই পাশ উইথ অনার হবে। উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে যে বাচ্চারা, এই পুরুষার্থ তারা অবশ্যই করবে।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে এটা হল মৃত্যুলোক, এর প্রতি তুলনা রূপে অমরলোকও আছে। ভক্তি মার্গে দেখানো হয় শঙ্কর পার্বতীকে অমরকথা শুনিয়েছিল। এখন অমরলোকে তো তোমরা যাও। শঙ্কর তো আখ্যান শোনায় না। আখ্যান শোনান জ্ঞান সাগর কেবল এক শিববাবা। শঙ্কর কোনো জ্ঞান সাগর নয়, যে আখ্যান শোনাবে। এই রকম সব বিষয়ের উপরে বাচ্চারা, তোমাদের বোঝাতে হবে। মৃত্যুর উপর কি ভাবে বিজয় প্রাপ্ত করা হয়, এই যে জ্ঞান (নলেজ) এটাই অমর করে, এতে আয়ু বাড়তে থাকে, ওখানে মৃত্যু হয় না। এখানে তোমরা ৫ বিকার বা রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করলে রাম রাজ্য বা অমরলোকের মালিক হও। মৃত্যুলোকে হল রাবণ রাজ্য, অমরলোকে হল রাম রাজ্য। দেবতাদের কখনো মৃত্যু গ্রাস করে না। ওখানে মৃত্যুর মিছিল হয় না। তাই এই টপিকও খুবই ভালো- মানুষ মৃত্যুর উপর কি করে বিজয় পেতে পারে। এ সবই হল জ্ঞানের কথা। ভারত অমরলোক ছিল, কত লম্বা আয়ু ছিল। সর্পের উদাহরণও সত্যযুগের জন্য। তারা এক চামড়ার খোলস ছেড়ে স্বাভাবিক ভাবে আরেকটি নেয়, একে বলা হয় বেহদের বৈরাগ্য। এখানে জানা আছে যে সম্পূর্ণ দুনিয়ার বিনাশ হবে। এই পুরোনো শরীরও ছাড়তে হবে। এটা ৮৪ জন্মের পুরানো চামড়া। অমরলোকে এরকম হয় না। ওখানে আবার মনে করে এখন শরীর বড়, জরাজীর্ণ হয়ে গেছে, একে ছেড়ে নতুন শরীর নেবে। আবার সাক্ষাৎকারও হয়, বুঝতে পারাটাকেই সাক্ষাৎকার বলা হয়ে থাকে। আমাদের এখন নতুন চামড়া তৈরী হচ্ছে। পুরানোটা এখন ছাড়তে হবে। সত্যযুগেও ঐরকমই হয়। সেটাকে বলা হয় অমরলোক, যেখানে মৃত্যু আসে না। নিজের থেকেই সময় মতো শরীর ছেড়ে দেয়। কচ্ছপের উদাহরণও এখানকার। কর্ম করে আবার অন্তর্মুখী হয়ে যায়। এই সময়ের উদাহরণ আবার ভক্তি মার্গেও কপি করে, কিন্তু শুধুই নাম মাত্র। তারা কিছুই বোঝে না। এখন তো তোমরা বোঝো রাখী বন্ধন উৎসব, দশহরা, দীপমালা, হোলি ইত্যাদি সব হল এই সময়ের। যা ভক্তি মার্গে চলে এসেছে। এই রকম ব্যাপার সত্যযুগে ছিল না। এখন এই ধরনের টপিক লেখো। মানুষ মৃত্যুর উপর বিজয় কি ভাবে প্রাপ্ত করতে পারে ? মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে কি ভাবে যেতে পারে ? এই ধরনের কথার উপর বোঝানোর জন্য প্রথমে লেখার দরকার হয়। যে রকম নাটকের স্টোরি লেখা হয়- আজ অমুক নাটক আছে। তোমাদেরও পয়েন্টসের লিস্ট থাকবে, আজ এই টপিকের উপর বোঝানো হবে। রাবণ রাজ্য থেকে দৈবী রাজ্যে কিভাবে যাওয়া যায় ? এই ব্যাখ্যা যদিও একই। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের টপিক শুনলে মানুষ খুশী হবে যে বেহদের বাবার থেকে অনন্তের উত্তরাধিকার কিভাবে পাওয়া যায় ? যেরকম সন্ন্যাসীদের খবর কাগজে পড়ে - আজ ১২৫ জন সন্ন্যাসী যুক্ত রচনা করেছেন, তাতে এটা-ওটা শোনাবে। এখানে তো বাবা বলেন -

আমি এক-ই বার যজ্ঞ রচনা করি, যাতে সমস্ত পুরানো দুনিয়া অর্পণ হয়ে যায়। তারা তো অনেক যজ্ঞ রচনা করে। অনেক শোভা যাত্রা ইত্যাদি করে। এখানে তো তোমরা জানো, এই রুদ্র শিববাবার একটাই যজ্ঞ, যাতে সমস্ত পুরানো দুনিয়া অর্পিত হয়ে যায়, নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হয়ে যায় আর তোমরা গিয়ে দেবতা হয়ে যাও। এটাও বাবা তোমাদের বোঝান। রচয়িতা বাবা এসেই নিজের আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের সমস্ত নলেজ দেন আর রাজযোগও শেখান। সত্যযুগে থাকেই পবিত্র দেবতারা। তারা রাজস্বও করেন। সেটাকে বলা হয় আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। এটাও টপিক রাখতে পারো যে আদি সনাতন সত্যযুগী দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা কিভাবে হচ্ছে, বিশ্বে শান্তি কিভাবে স্থাপন হচ্ছে- এসে বোঝো। পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া বিশ্বে শান্তি স্থাপন করার রায় আর কেউ দিতে পারে না। এখানে রায় যিনি দেন সেও প্রাইজ পায়। বিশ্বে শান্তি স্থাপন করার প্রাইজ কিভাবে আর কে দেন, এটাও হলো টপিক। ঐরকম বিচার সাগর মন্থন করে টপিক বের করা চাই। এইরকম ব্যবস্থা করা হোক যে সব জায়গায় একই টপিক নেওয়া হবে, সকলের মধ্যে কানেকশন থাকবে। ঐরকম লিস্ট তৈরী করে প্রথমে নির্দেশ দিতে হবে। তারপর সংবাদ দিল্লিতেও যেন পৌঁছায়। সবাই যাতে জানতে পারবে যে, সব জায়গায় ঐরকম ভাষণ হচ্ছে, একেই বলা হয় ইউনিটি। সমস্ত দুনিয়াতে ডিস্-ইউনিটি। রাম রাজ্যের মহিমা আছে- বাঘে-গরুতে একসাথে জল পান করে। ত্রেতাতে ঐরকম মহিমা আছে, তো সত্যযুগে কি না হবে ! এছাড়া শাস্ত্রে তো নানান রকমের কথা লিখে দিয়েছে। তোমরা তো বাবার থেকে একই কথা শোনো। দুনিয়াতে অনেক কথা বলা হতে থাকে। দ্বাপর থেকে শুরু করে কলিযুগ পর্যন্ত যা কিছু শাস্ত্র ইত্যাদি চলে এসেছে, ওখানে তো (সত্যযুগে) ওসব হয় না। ভক্তি মার্গের সব কথা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এখানে তোমরা যা কিছু দেখছো, সে সব হলো ইবিল। ওসব দেখেও দেখো না, শুনেও শুনো না। এখন বাবা যা বোঝাচ্ছেন সেটাই বুদ্ধিতে রাখো।

আমরা সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণরা কত উচ্চ। দেবতাদের থেকেও উচ্চতম। এই সময় আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান, ধীরে ধীরে সংখ্যায় ক্রমশ বাড়তে থাকি। এত সহজ কথাও কারও বুদ্ধিতে আসে না। আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান, তাই অবশ্যই স্বর্গের মালিক হওয়া চাই। কারণ সেই বাবা-ই স্বর্গের স্থাপনা করেন। কোটি কোটি বছর বলে দেওয়ার জন্য কোন কথা স্মরণে থাকে না। বাবা এসে স্মরণ করান, এটা তো ৫ হাজার বছরের ব্যাপার। তোমরা দেবী-দেবতা ছিলে। এখন আবার তোমাদের সেটাই তৈরী করছি। সামনে শোনার জন্য কতো খুশী আর রিফ্রেশমেন্ট আসে। যে বাচ্চারা গুণানী, বুঝদার তাদের বুদ্ধিতে আসে- আমার তো বাবার থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার নিতে হবে। বাবা নতুন দুনিয়া রচনা করলে বাচ্চাদের অবশ্যই নতুন দুনিয়াতে থাকা চাই। এক বাবারই তো বাচ্চা সবাই। সবার ধর্ম, সবার বাসস্থান, আসা-যাওয়া সব আলাদা রকমের। কি করে মূলবতনে গিয়ে বাস করবে, এটাও বুদ্ধিতে আছে। মূলবতনে আত্মাদের শ্রেণীবদ্ধ সারণী (সিজরা) আছে, সূক্ষ্ম বতনে শ্রেণীবদ্ধ সারণী দেখানো যায় না। ওখানে যা কিছু দেখানো হয় সে সব হলো সাক্ষাৎকারের কথা। এই সব ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে। সূক্ষ্মবতনেও যায়। ওখানে মুভি চলে। মাঝে, মুভিরও ড্রামা বানানো হয়েছিল। তারপর টকী বানানো হয়। সাইলেন্সের তো ড্রামা হতে পারে না। বাচ্চারা জানে আমরা সাইলেন্সে কি ভাবে থাকি। যেরকম ওখানে (মূলবতনে) আত্মাদের বংশানুক্রমিক বৃক্ষ-ঝাড় আছে, সেরকম এখানে মানুষের আছে। তো ঐরকম কথা বুদ্ধিতে রেখে তোমরা ভাষণ করতে পার। তবুও এই ঈশ্বরীয় পড়াতে টাইম লাগে। পড়তে পড়তে হয়ত এ সব বুঝেও যাবে, কিন্তু স্মরণের যাত্রা কোথায় ? যাতে ধারণা আর খুশী থাকবে ? এখন তোমরা যথার্থ নিয়মে যোগ শিখ। বাচ্চাদের বুঝিয়েছি-

সবাইকে ভাই-ভাই দেখো। আত্মার আসন তো এটাই, তাই ভগীরথ বাবার সিংহাসনও প্রসিদ্ধ। যখন কাউকে বোঝাবে, তখন ভাবো যে, আমি ভাইদের বোঝাচ্ছি। এই দৃষ্টিই থাকবে - এতেই অনেক পরিশ্রম। পরিশ্রমের দ্বারাই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়। বাবাও ঐরকম দেখবে, বাবার নজরও ক্রকুটির মাঝখানে যাবে। আত্মা তো ছোট বিন্দু। আত্মাই তো শোনে। বাবাও এখানে আছেন তো ভাইও (ব্রহ্মার আত্মা) এখানে আছেন। এই রকম বুদ্ধিতে থাকলে, তোমরাও যেন জ্ঞান সাগরের সন্তান, জ্ঞান সাগর হয়ে যাও। তোমাদের জন্য তো এটা খুবই সহজ। গৃহস্থ ব্যবহারে যারা থাকে তাদের জন্য এই অবস্থায় আসা কিছুটা শক্ত। এখানে বসে শুনে তারপর বাড়ি ফিরে গেলে, সেখানকার পরিবেশ আবার ভিন্ন। এখানে সহজ। বাবা খুব যুক্তি বলে দেন - নিজেকে আত্মা মনে করো, বাবাকে স্মরণ করো। ইনিও ভাই, এই দৃষ্টি দ্বারা কর্মবন্ধনের থেকে অতীত হয়ে যাবে। শরীরেরও বিস্মরণ ঘটে, শুধু বাবাই স্মরণে থাকে। এর জন্য পরিশ্রম করতে থাকলে তবে পাশ উইথ অনার হবে। ঐরকম অবস্থা খুব কমেরই থাকে। বিশ্বের মালিকও সে-ই হয়। অষ্ট রত্নের মালা বলে কথা। তাই পুরুষার্থ করতে হবে। উচ্চ পদ যারা পাবে যে কোনো প্রকারে তারা পুরুষার্থ অবশ্যই করতে থাকবে। এতে দ্বিতীয় কোনো বিকল্প নেই। ভাই-ভাই এর দৃষ্টি, স্নেহের সম্বন্ধ হয়ে যায়। কুদৃষ্টি সেখানে থেমে যায়, সেই জন্য বাবা বলেন তোমাদের গৃহ্য গৃহ্য বিষয় শোনাচ্ছি। এতে অভ্যাস করা পরিশ্রমের কাজ। এখানেও বসে আছ তো নিজেকে আত্মা মনে করো। আত্মাই শ্রবণ করে। শ্রবণে সক্ষম আত্মাকে তোমরা দেখো। মানুষ তো বলে দেয় আত্মা নির্লিপ। তবে কি শরীর শোনে? শরীর শোনে - এটা তো ভুল। বাবা তোমাদের গৃহ্য গৃহ্য বিষয় শোনান। বাচ্চাদের তো পরিশ্রম করতে হবে। যে পূর্ব কল্পে তৈরী হয়েছিল সে অবশ্যই পরিশ্রম করবে। নিজের অনুভবও শোনাবে- ঐরকম ভাবে শুনতে শুনতে আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। আমি আত্মাকেই শোনাই- "তোমার মন আমাতে নিযুক্ত করো ("মন্মনাভব")। আবার সে ওকে, ও তাকে বলে--" মন্মনাভব" অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। এটা হল গুপ্ত পরিশ্রম। যেরকম পড়াশুনাও একান্তে বৃক্ষের নীচে গিয়ে অভ্যাস করে, সেটা হল স্থূল ব্যাপার। এটা তো প্রাকৃতিক করার ব্যাপার। প্রতিদিন তোমাদের এই প্রাকৃতিক বাড়তে থাকবে। তোমরা নতুন নতুন কথা শোনাও না। যেটা তোমরা এখন শুনছ সেটা আবার নতুন নতুন এসে শুনবে। কেউ বলে আমি দেবীতে এসেছি। আরে তুমি তো আরো-ই ফার্স্টক্লাস গৃহ্য সব কথা শুনছ, যাতে পুরুষার্থ করলেই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়। আরোই ভালো। মায়া তো শেষ পর্যন্ত ছাড়ে না। মায়ার লড়াই চলতে থাকে। যতক্ষণ না তোমাদের বিজয় প্রাপ্ত হচ্ছে। আবার অনায়াসেই তোমরা চলে যাবে। যে যত স্মরণ করবে, মনে করবে আমি বাবার কাছে যাচ্ছি, শরীর ছেড়ে দেয়। বাবা দেখেছেন ঐরকম ব্রহ্মতে লীন হওয়ার লক্ষ্য যারা রাখে তারা যখন শরীর ছাড়ে তো একদম নীরব হয়ে যায়। এছাড়া মোক্ষ তো কেউ পায় না, ফিরেও যেতে পারে না। নাটকে তো সব অ্যাক্টার্স দরকার। শেষে সবাই এসে যায়। যখন একজনও থাকবে না তখন ফিরে যাবে। যে কোনো মানুষ, সবাই চলে যাবে। তবে কিছু বাঁচবে। তারা বলবে সবাইকে সী-অফ করেছি। এই সময় সত্যযুগের স্থাপনা হচ্ছে। কতো শতকোটি মানুষ। সবাইকে আমরা সী-অফ করে আবার নিজের রাজধানীতে চলে যাব। জাগতিক দুনিয়ায় মানুষ বড়জোর ৪০-৫০ জনকে সী-অফ করবে। তোমরা কত জনকে সী-অফ করো। সব আত্মারা মশার ঝাঁকের মতো শান্তিধামে চলে যাবে। তুমি এসেছ সাথে নিয়ে যেতে আর সবাই কে পাঠানোর জন্য। তোমার ব্যাপার হলো ওয়ান্ডারফুল। এ তো কোটি কোটি মানুষ যাবে। ওদের সী-অফ করবে। সবাই মূলবতনে ফিরে যাবে। তোমরা মূলধামে গেলে, সেখানকার সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকবে। বংশ বৃক্ষ (সিজরা) ক্রমাগত বড় হয়ে যাবে। তারপর রুন্ড মালা (বিশুর মালা), রুন্ডমালাতে (শিবের মালা) পরিণত হবে। এও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে,

রুদ্র মালা কি ভাবে রুদ্র মালা হয়। তোমাদের মধ্যে যাদের বিশাল বুদ্ধি তারাই এসব বুঝতে পারবে। বাবাকে যাতে বাচ্চারা স্মরণ করতে পারে তার জন্য রকম নানা রকম ভাবে বাবা বোঝাতে থাকেন। আমরা রুদ্রমালাতে গিয়ে রুদ্র মালাতে আসব (সুখধামে)। তারপর নম্বর অনুযায়ী আসতে থাকবে। কতো বড় রুদ্র মালা তৈরী হতে থাকে। এই জ্ঞানকে কেউই জানে না। কোথা থেকে এর আদি, এ বিষয়ে, এই জ্ঞানের বিষয়ে কেউই জানে না। একমাত্র তোমরা সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণরাই জানো। এই সঙ্গম যুগকে স্মরণ করলে সমস্ত নলেজ বুদ্ধিতে এসে যাবে।

তোমরা তো লাইট হাউস। সবাইকে নির্দিষ্ট ঠিকানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। তোমরা কি ভাবে ভালো লাইট হাউস হয়ে ওঠে? এরকম কোনো কথাই নেই যা তোমাদের বোধগম্য নয়। তোমরা একাধারে সার্জেন, মহাজন, আবার ধোপাও। তোমাদের মধ্যে সব বিশেষত্বই এসে যায়। তোমাদেরও মহিমা হয়ে যায়, কিন্তু তা হয় নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। যেমন যেমন কর্তব্য করতে থাকো তেমন তেমন খ্যাতি হয়। বাবা যে ডাইরেকশন দেন, তার উপর চিন্তন করা, সেমিনার করা বাচ্চারা, এ হল তোমাদের কাজ। বাবা কিছু বারণ করেন না। আচ্ছা, বেশী বলে কি লাভ? বাবা বলেন "মন্মনাভব"। বাবা তোমাদের কতো পুষ্টিকর জিনিস খাওয়াচ্ছেন। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) সর্বদা এই নেশা যেন থাকে যে, আমরা সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ, দেবতাদের থেকেও উচ্চ, কারণ এখন আমরা ঐশ্বরীয় সন্তান, আমরা হলাম মাষ্টার জ্ঞান সাগর। সব রকমের বিশেষত্বে আমরা পরিপূর্ণ হয়ে উঠি।

২) যা বাবা বোঝান সেটাই বুদ্ধিতে রাখতে হবে, এছাড়া আর কোনো কিছুই শুনেও শুনো না, দেখেও দেখো না। হিরণ্য নো ইভিল, সী নো ইভিল।

বরদান :- মায়ার ছায়া থেকে বেরিয়ে স্মরণের ছত্রছায়ায় থাকা চিন্তা মুক্ত বাদশাহ ভব

যে সর্বদা বাবার স্মরণের ছত্রছায়ার নীচে থাকে, সে নিজেকে সর্বদা সেফ অনুভব করে। মায়ার ছত্রছায়ার থেকে বাঁচার উপায় হল বাবার ছত্রছায়া। ছত্রছায়ায় থাকে যে, সে সদা চিন্তা মুক্ত বাদশাহ হবে। যদি কোনো চিন্তা থাকে, তবে খুশী চলে যায়। খুশী চলে গেলে, দুর্বল হলে, মায়ার ছত্রছায়ার প্রভাব পড়ে যায়। কারণ দুর্বলতাই মায়াকে আহ্বান করে। মায়ার ছায়া স্বপ্নতেও পড়ে গেল তো খুবই দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়, তাই সর্বদা ছত্রছায়ার নীচে থাকো।

শ্লোগান :- বোধশক্তির স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে অলসতার লুজ স্ক্রুকে টাইট করে সর্বদা অ্যালাইট থাকো।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বারে বারে বাবা আর তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর, বাবা হলেন আত্মিক (রুহানী) সার্জেন, তোমাদের নিরোগ হওয়ার ওষুধ বলে দেন -- বাচ্চারা আমাকে স্মরণ কর"

প্রশ্ন :- নিজের সাথে নিজে কোন্ কথা বললে খুব আনন্দ হবে ?

উত্তর :- নিজের সাথে কথা বল- এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছ সব শেষ হয়ে যাবে । শুধুমাত্র আমি আর বাবাই থাকব । মিষ্টি বাবা আমাকে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন । এমন এমন সব কথা বলো। একান্তে চলে যাও, তাতে খুব আনন্দ হবে ।

ওম্ শান্তি । পরমপিতা শিব ভগবানুবাচ। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের সঙ্গম যুগ প্রতিটি পদক্ষেপে স্মরণে থাকা উচিত । এও তোমরা বাচ্চারাই জান, নশ্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে । বুদ্ধিতে স্মরণ থাকা চাই - আমরা এখন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে পুরুষোত্তম হয়ে উঠছি । আর এই যে রাবণের শিকল তা থেকে বাবা আমাদের মুক্ত করতে এসেছেন । যেমন কোনও পাখিকে যদি খাঁচা থেকে বের করে দেওয়া হয়, তবে সে খুব খুশিতে উড়ে সুখ অনুভব করতে থাকে । তোমরা, বাচ্চারাও জান এ হল রাবণের খাঁচা । এখানে অনেক রকমের দুঃখ । এখন বাবা এসেছেন এই খাঁচা থেকে বের করার জন্য । মানুষই শাস্ত্রে লিখেছে দেবতা আর অসুরদের মধ্যে লড়াই হয়েছিল, তারপর দেবতারাই জয়ী হয় । প্রকৃতপক্ষে লড়াইয়ের কোনও প্রশ্নই নেই । তোমরা এখন অসুর থেকে দেবতা হয়ে উঠছ। আসুরি রাবণ অর্থাৎ ৫ বিকারের উপর জয়লাভ করছ, রাবণ সম্প্রদায়ের উপরে নয়। ৫ বিকারকেই রাবণ বলা হয় । অন্য কাউকে পোড়ানোর ব্যাপার নেই । তোমরা বাচ্চারা খুব উৎফুল্ল হয়ে ওঠো যে, আমরা এখন এমন এক দুনিয়াতে যেতে চলেছি, যেখানে না আছে গরম, না আছে ঠান্ডা । সেখানে সবসময়ই বসন্ত ঋতু বিরাজ করে । সত্য যুগ - স্বর্গের বসন্ত ঋতু এখনই আসতে চলেছে। এখানে (হৃদ) বসন্ত ঋতু তো অল্প সময়ের জন্য আসে । ওখানে বসন্ত ঋতু তোমাদের জন্য অর্ধকল্পের জন্য আসবে । ওখানে গরম ইত্যাদি নেই । গরমে মানুষ কত কষ্ট পায়, মারাও যায় । এই সব দুঃখজনক পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের অবিনাশী সার্জন খুব সহজ ওষুধ বলে দেন । এই জগতের সার্জেনদের (হৃদের) কাছে গেলে অনেক রকমের ওষুধ ইত্যাদির কথা মনে আসবে । এখানে এই সার্জেনের কাছে কোনও ওষুধ নেই । ওঁনাকে শুধু স্মরণ করলেই সব রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায় আর কোনো ওষুধ ইত্যাদি কিছুই নেই ।

বাচ্চারা বলে আজ সেমিনার করব- কিভাবে চার্ট লেখা উচিত, বাবাকে কিভাবে স্মরণ করা উচিত এই বিষয়ের উপরই সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে । বাবা তো কোন রকম কষ্ট দেন না যে বসে বসে লেখ, কাগজ নষ্ট কর । প্রয়োজনই নেই । বাবা শুধু বলেন বুদ্ধি দিয়ে বাবাকে স্মরণ কর । অজ্ঞান কালে লৌকিক বাবাকে স্মরণ করার জন্য চার্ট তৈরি করা হয় কী ! এর মধ্যে (স্মরণের জন্য) লেখালেখির কোনও প্রয়োজন নেই । বাবাকে বাচ্চারা বলে-- বাবা, আমরা তোমাকে ভুলে যাই, কেউ শুনলে কি বলবে ? তোমরাই তো বলে থাক, বেঁচে থাকতেই আমরা বাবার হয়ে গেছি । কেন হয়েছ ? বাবার কাছ থেকে বিশ্বের বাদশাহী পাওয়ার জন্য অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে । তারপরও এমন বাবাকে তোমরা কি করে ভুলে যাও ? বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ

করতে হলে তাঁকে স্মরণ করতে হবে, দৈবীগুণও ধারণ করতে হবে । এর মধ্যে লেখার কি আছে ? প্রত্যেকে নিজের অন্তর্মনকে কাছে প্রশ্ন কর। নারদের দৃষ্টান্ত আছে, নারদ নিজেই বলে থাকে যে অনেক বড় ভক্ত । তোমরাও জান, জন্ম-জন্মান্তরের আমরা ছিলাম পুরানো ভক্ত । এমন মিষ্টি বাবাকে স্মরণ করে আমরা কতটা খুশি হয়ে উঠি। যে যত স্মরণ করবে সে-ই লক্ষ্মী-নারায়ণকে বরণ করার যোগ্যতা অর্জন করবে । কোনও গরিবের সন্তান বিত্তবানের কোলে দত্তক রূপে গেলে কত খুশি হয়ে ওঠে । বাবাকে আর তার সম্পত্তিকেই স্মরণ করতে থাকে । এখানে তো এমন অনেকেই আছে যাদের বেহদের বাবার বাচ্চা হয়েও রাজ্য ভাগ্য ভোগ করার মতো বুদ্ধিই নেই । আশ্চর্যজনক । যে বাবা স্বর্গের মালিক করে তোলেন, তাঁকেই স্মরণ করতে পারেনা । বাবা বাচ্চাদের দত্তক নিয়ে থাকেন, এমন বাবাকে স্মরণ না করা, এতো আশ্চর্যের ব্যাপার । বারে বারে বাবা আর তাঁর প্রপাটি স্মরণে আসা উচিত ।

বাবা বলেন- মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা, তোমরা আমাকে ডেকেছ তোমাদের অ্যাডস্ট করার জন্য । বাবাকে আহ্বান করা হয়, তাই না! বাবাই স্বর্গের স্থাপনা করেন, স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন । তোমরাই ডেকে বল -- বাবা, আমরা পতিত, আমাদের এসে তুমি কোলে তুলে নাও । নিজেরাই বলে থাক আমরা পতিত, কাঙাল, ছিঃ ছিঃ, কানাকড়ির মতো মূল্যহীন । বেহদের বাবাকে তোমরা ভক্তি মার্গ থেকে ডাক । (ভক্তি দ্বাপর থেকে শুরু)। এখন বাবা বলেন ভক্তি মার্গেও তোমরা এতো দুঃখে ছিলে না । এখন দেখো মানুষের কত দুঃখ । বাবা এসেছেন যখন, তবে নিশ্চয়ই এখন বিনাশের সময় । তোমরা জান এই লড়াই-এর পর কত জন্ম, কত বছর আর লড়াইয়ের কোনও নামই থাকবে না, আর কখনোই লড়াই হবে না । না কোনও দুঃখ, রোগ ইত্যাদির নাম থাকবে । এখন তো কত রকমের অসুখ-বিসুখ ।

বাবা বলেন-- মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের সব দুঃখ থেকে মুক্তি দেব । তোমরা স্মরণ করে বল -- হে ভগবান, তুমি এসে আমাদের দুঃখ হরণ করে সুখ, শান্তি প্রদান কর । এই দুটি জিনিস সবাই কামনা করে । এখানে হল অশান্তি । শান্তির জন্য যে রায়(পরামর্শ) দিয়ে থাকে তাকে পুরস্কৃত করা হয় । বিচারক তো নিজেই জানেনা শান্তি কাকে বলে। শান্তি তো মিষ্টি বাবা ছাড়া আর কারও দ্বারাই প্রাপ্ত হবে না । তোমরা কত পরিশ্রম কর বোঝানোর জন্য, তারপরও বোঝেনা । তোমরা গভর্নমেন্টকে লিখতে পার -- শুধু শুধু টাকা পয়সার অপচয় কেন করছ ? শান্তির সাগর একজনই বাবা, উনিই এসে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করেন । গভর্নমেন্টের উচ্চ পদাধিকারীকে ভালো কাগজে সত্যতার সাথে চিঠি লেখা উচিত । কেউ ভালো কাগজ দেখে বোঝে যে নিশ্চয়ই এটা কোনও বড় (নামীদামি, প্রতিষ্ঠিত) মানুষের লেখা চিঠি । তাদের বল, বিশ্বে শান্তির জন্য যা তোমরা বলছ, আগে কবে সেটা হয়েছে, যা পুনরায় ঐ ভাবেই ফিরে আসবে ? নিশ্চয়ই কখনও পাওয়া গিয়েছিল । তোমাদের তা জানা আছে, তোমরা তিথি, তারিখ সব লিখতে পার, বাবাই এসে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করেছিলেন, সে সময় ছিল সত্য যুগ । এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হচ্ছে রাজবংশের চিহ্ন । ব্রহ্মা আর তোমরা ব্রাহ্মণদের পার্ট কারও জানা নেই। প্রধান পার্ট তো ব্রহ্মার তাই না! তিনিই রথ, যে রথ অবলম্বন করে বাবা এত কার্য সম্পন্ন করেন । তার নামই হল পদ্মগুণ ভাগ্যশালী রথ । ভাবনা চিন্তা কর - কিভাবে কাকে বোঝাবে ? মানুষের তো কত রকম নেশা থাকে । এখন তোমাদের, সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে । জ্ঞান তো আছে শুধুই জ্ঞানের সাগর বাবার কাছে । উনি যখন আসেন তখনই এই জ্ঞান প্রদান করেন । তাঁর আগে এই জ্ঞান কেউ -ই দিতে পারে না । ভক্তি তো সব ভক্তই করে থাকে কিন্তু জ্ঞান একজন বাবাই দিয়ে থাকেন । জ্ঞানের জন্য কোনও স্থায়ী পুস্তক তৈরি হয় না । জ্ঞান তো কান দ্বারাই শুনতে হয় । যে সব বই ইত্যাদি

তোমরা রাখ সবই অস্থায়ী । এ সবই শেষ হয়ে যাবে । তোমরা নোটস -এ ও লিখে থাক এ সবই শেষ হয়ে যাবে । এসব লেখ শুধুমাত্র নিজের পুরুষার্থের জন্য । বাবা বলেন টপিক্স (পয়েন্টস) এর লিস্ট তৈরি করলে স্মরণে আসবে কিন্তু এটা তো জান যে এই পুস্তক ইত্যাদি কিছুই থাকবে না । তোমাদের বুদ্ধিতে শুধুমাত্র স্মরণ চলবে । আল্লা সম্পূর্ণরূপে বাবার মতো পরিপূর্ণ হয়ে যাবে (গুণ ও শক্তিতে) । আর যা কিছু পুরনো জিনিস - এই চোখ দিয়ে দেখছ সব শেষ হয়ে যাবে । শেষে গিয়ে কিছুই থাকবে না ।

বাবা হলেন অবিনাশী সার্জন, আল্লাও অবিনাশী । এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে । আল্লা যে শরীরই গ্রহণ করুক না কেন ছিঃ ছিঃ শরীরই প্রাপ্ত হবে (পতিত,বিকারগ্রস্ত) । এখন তোমরা জান আমরা শ্রেষ্ঠাচারী হচ্ছি । বাবা-ই করে তোলেন । সাধু-সন্ত ইত্যাদিরা কখনোই শ্রেষ্ঠাচারী করে তুলতে পারে না । বাবাই তোমাদের শ্রেষ্ঠাচারী করে তোলেন । বাবা বলেন-- মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের চোখের ওপরে বসিয়ে নিয়ে যাব । আল্লাও এখানে এসে নয়নে বসে । বাবা বলেন, হে আল্লারা - তোমাদের সবাইকে আমি প্রসন্ন করে নিয়ে যাব । অল্প সময় বাকী আছে । এখন পরিশ্রম (পুরুষার্থ) কর । নিজের অন্তর্মনকে জিজ্ঞাসা কর - আমি মিষ্টি বাবাকে কতটুকু স্মরণ করি ? হীর আর রশ্মির (পাঞ্জাবের এক ট্র্যাজিক রোমান্স আখ্যান) মধ্যে বিকারের ভালোবাসা ছিল না । ছিল পবিত্র ভালোবাসা । একে অপরকে স্মরণ করত আর সামনে এসে হাজির হতো, দুজনে দুজনের সাথে মিলিত হতো । বাবা বলেন তোমরাও এমন হয়ে ওঠো । ওরা হল এক জন্মের প্রেমিক প্রেমিকা, তোমরা হলে জন্ম -জন্মান্তরের জন্য । এসব কথা এ সময়ের জন্যই । আশিক -মাশুক এই শব্দ স্বর্গে নেই । ওরা পবিত্র থাকে, মন্সা দ্বারাই মনে করে । সামনে দেখে খুশি হয়ে ওঠে । তোমরা বাচ্চাদের এই সময় দেখার মতো কিছুই নেই । এই সময় তোমরা শুধু নিজেকে আল্লা মনে কর আর প্রিয়তম বাবাকে স্মরণ কর । আল্লা মনে করে বাবাকে অত্যন্ত খুশির সাথে স্মরণ করতে হবে । বাবা বুঝিয়েছেন ভক্তি মার্গে তোমরা এমনই আশিক ছিলে যে মাশুকের প্রতি সমর্পিত হয়ে যেতে। বলতে তুমি এলেই তোমার প্রতি সমর্পিত হব । এখন মাশুক এসেছেন, সবাইকে সুন্দর করে তুলতে । যে যেমন তেমনই তৈরি করার চেষ্টা করে । তোমরা সুন্দর হলে শরীরও সুন্দর পাবে । আল্লাতেই খাদ পড়ে । এখন তোমরা আমাকে স্মরণ করলে আল্লা থেকে খাদ বেড়িয়ে যাবে । এইজন্য তোমরা বাচ্চারা আসো । পাদ্রিরা যখন হেঁটে যায় সম্পূর্ণ সাইলেন্সে থাকে । হাতে মালা কাউকে দেখায় না । ধীরে ধীরে চলতে থাকে । ওরা ক্রাইস্টকে স্মরণ করে । বাবাকে তো জানে না । আমার জন্য বলে দেয় নাম-রূপ হীন । বিন্দুকে কিভাবে দেখবে! কিভাবে স্মরণ করবে কেউ জানেনা । তোমরা এখন জেনেছ তাই এখানে আসছ। মধুবনের মহিমা আছে । এ হল সত্য-সত্য মধুবন, যেখানে তোমরা আসো। যতটা সম্ভব একান্তে বসে স্মরণ কর। কাউকে দেখ না । উপরে তো ছাদ আছে, বাবাকে স্মরণ করতে ভোরবেলায় ছাদে চলে যাও । খুব ভালো লাগবে । চেষ্টা কর রাতে ১টা ২ টার সময় উঠে যাওয়ার । তোমরা নিদ্রাকে জয় করতে প্রসিদ্ধ । রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়, তারপর ১টায় বা ২টায় উঠে ছাদে গিয়ে একান্তে বসে স্মরণের যাত্রা করতে থাক। অনেক জমা করতে হবে । বাবাকে স্মরণ করতে, বাবার মহিমা করতে ব্যস্ত হয়ে পড় । নিজেদের মধ্যেও এ নিয়ে মতামত না। বাবা কত মিষ্টি, ওঁনার স্মরণেই পাপ বিনষ্ট হবে । অনেক সঞ্চয় করতে পার । সুযোগও এখানে ভালো পাওয়া যায় । ঘরে তোমরা করতে পারবে না । সময়ই পাওয়া যায় না । দুনিয়ার ভাইব্রেশন আর পরিবেশ অত্যন্ত খারাপ । ওখানে এতো স্মরণের যাত্রা হবে না । এখন এর মধ্যে বিশেষ আর কি লেখার আছে । প্রেমিক-প্রেমিকারা কি কিছু লেখে

! অন্তর্মনে দেখ আমি কাউকে দুঃখ দিই নি তো ! কতজনকে স্মরণ করিয়েছি ? এখানে আমরা আসি সঞ্চয় করতে সুতরাং এটাই চেষ্টা কর । উপরে ছাদে গিয়ে একান্তে বস । খাজানা জমা কর । এ সময় হল জমা করার । ৫-৭ দিনের জন্য আসো তোমরা। মুরলী শুনে একান্তে গিয়ে বস । এখানে তো ঘরেই বসে আছ, বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের কিছু না কিছু জমা হয়ে যাবে । অনেক মাতারা বন্ধনে জড়িয়ে আছে । স্মরণ করে বলে- শিব বাবা এই বন্ধন থেকে মুক্ত কর । বিকার পরিপূর্ণ করতে কত অত্যাচার করে । খেলায় দেখানো হয়েছে না- দ্রোপদীর বস্ত্র হরণ করেছে । তোমরা সবাই দ্রোপদী, তাইনা! সুতরাং বাবাকে স্মরণ করতে থাক । বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন । এর মধ্যে স্নান ইত্যাদির কোনও ব্যাপার নেই । তবে হ্যা, ল্যাট্রিনে গেলে স্নান অবশ্যই করা উচিত । মানুষ তো স্নান করার সময়ও কোনও দেবতা বা ভগবানকে স্মরণ করে। প্রধান কথাই হল স্মরণ । জ্ঞান তো অনেক প্রাপ্ত হয়েছে । ৮৪ চক্রের জ্ঞান । নিজের অন্তর্মনে বসে দেখ, নিজেকে জিজ্ঞাসা কর-- এমন মিষ্টি বাবা যিনি আমাদের স্বর্গের মালিক করে তোলেন তাঁকে সারাদিনে কতটা স্মরণ করেছি ? মন ছুটে বেড়ায়নি তো ! কোথায় ছুটবে, দুনিয়া তো নেই-ই । এ সবই শেষ হয়ে যাবে । আমি আর বাবাই থাকব । এমন সব কথা অন্তর্মনে বললে খুব মজা লাগবে । এখানে সে-ই আসে, যে অনেক পুরানো ভক্ত, যে আসেনা সে বুঝে নাও এখনকার ভক্ত । সে দেরিতে আসবে । শুরু থেকেই ভক্তি করছে যারা তারা অবশ্যই বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে আসবে । এ হল গুপ্ত পরিশ্রম । যে ধারণা করতে সক্ষম নয় তার দ্বারা কোনও পরিশ্রম হয় না । এখানে তোমরা আসো রিফ্রেশ হতে । নিজেই পরিশ্রম কর (স্মরণের যাত্রায় থাকা) । এক সপ্তাহেই এত সঞ্চয় করতে পার যে, যা ১২ মাসেও হবে না । এখানে ৭ দিনে সম্পূর্ণ পরিশ্রমের ফসল প্রাপ্ত করতে পার । বাবা পরামর্শ দেন । আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) একান্তে বসে বাবার স্মরণে উপার্জন জমা করতে হবে। নিজের অন্তর্মনকে চেক করতে হবে-- স্মরণ করার সময় মন ছুটে বেড়ায়নি তো ?
আমরা কত সময় মিষ্টি বাবাকে স্মরণ করি ?

২) সবসময় এই খুশিতে থাকতে হবে যে আমাকে বাবা রাবণের শিকল থেকে মুক্ত করেছেন । এখন আমি এমন দুনিয়াতে যেতে চলেছি যেখানে না আছে গরম না আছে ঠান্ডা । সেখানে চির বসন্ত ঋতু বিরাজ করে ।

বরদান :- আধ্যাত্মিক (রুহানী) নেশা দ্বারা পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যেতে সমর্থ স্বরাজ্য তথা বিশ্ব রাজ্য অধিকারী ভব ।

সঙ্গম যুগে যে বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী, সে-ই স্বরাজ্য আর বিশ্ব রাজ্যের অধিকারী হতে পারে। আজ স্বরাজ্য, কাল বিশ্বের রাজত্ব হবে । এ তো আজ - কালেরই কথা। এমন অধিকারী আত্মা আধ্যাত্মিক (রুহানী) নেশায় থাকে আর এই নেশা পুরানো দুনিয়াকে সহজেই

ভুলিয়ে দেয় । অধিকারী কখনোই কোনও বস্তু, কোনও ব্যক্তি বা সংস্কারের অধীন হতে পারে না ।
তাকে এই জগতের (হৃদের) কিছু ছাড়তে হয় না, খুব সহজেই তা ছেড়ে যায় ।

স্লোগান :- প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি শ্বাস, প্রতিটি ঈশ্বরীয় খাজানাকে সফল করে তুলতে সমর্থ যে, সে-
ই সফলতার প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে।

বিস্তারে সারের সৌন্দর্য

বাপদাদা বিস্তারও দেখছেন এবং বিস্তারে সারস্বরূপ বাচ্চাদেরও দেখছেন। বিস্তার এই ঈশ্বরীয় বৃক্ষের সৌন্দর্য আর সারস্বরূপ বাচ্চারা এই বৃক্ষের ফলস্বরূপ। বিস্তার সদা ভ্যারাইটি রূপে হয় এবং প্রত্যেকে ভ্যারাইটি স্বরূপের সমারোহ সবসময় পছন্দ করে। ভ্যারাইটির জাঁকজমক অবশ্যই বৃক্ষের শোভা, কিন্তু সারস্বরূপ ফল শক্তিশালী হয়। বিস্তার দেখে তোমরা খুশি হও, কিন্তু যখন ফল দেখ তখন নিরন্তর শক্তিশালী হওয়ার শুভ আশা জাগ্রত হয়। বাপদাদাও বিস্তারের অভ্যন্তরে সারই দেখেছেন। বিস্তারের অন্তরে সার কত সুন্দর লাগে ! তোমরা সকলেই তো এর অনুভাবী। সারের পার্সেন্টেজ আর বিস্তারের পার্সেন্টেজে কত প্রভেদ, তোমরাও এটা জান, তাই না ! বিস্তারের বিশেষত্ব এর নিজের আর বিস্তার আবশ্যকও বটে, কিন্তু সারস্বরূপ ফল মূল্যবান। সেইজন্য বাপদাদা উভয়কে দেখেই উৎফুল্ল হন। বিস্তাররূপী সব পাতাকেও তিনি ভালোবাসেন। তিনি ফুলও ভালোবাসেন আর পাতাও, এইজন্য বাপদাদাকেও তোমরা সব বাচ্চার মতন সেবাপ্রার্থী হয়ে তোমাদের সাথে মিলিত হতে আসতেই হয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি তোমাদের সমরূপ হন, ততক্ষণ সাকাররূপে মিলনোৎসব পালন করা যায় না। বিস্তাররূপী আত্মাই হোক বা সারস্বরূপ আত্মা, উভয়েই বাবার হয়েছে অর্থাৎ উভয়েই তাঁর বাচ্চা হয়েছে, সেই কারণে নম্বরানুক্রমে সকল বাচ্চাকে তাদের মিলনের আকাঙ্ক্ষার ফল বাবাকে দিতেই হয়। যখন ভক্তরাও তাদের ভক্তির স্বল্পকালীন ফল অবশ্যই লাভ করে, তখন তোমরা সব বাচ্চার অধিকার বাচ্চা হিসেবে অবশ্যই প্রাপ্ত হবে।

আজ বাবা মুরলি শোনাতে আসেননি। তোমরা সবাই দূর-দূরান্ত থেকে এসেছ, তাই বাবা মিলনোৎসবের প্রতিশ্রুতি পালন করতে এসেছেন। কেউ শুধু ভালোবাসার সাথে মিলিত হয়, কেউ জ্ঞানের সাথে আর কেউ সমান স্বরূপ হয়ে মিলিত হয়। যতই হোক, বাবাকে তো সবার সাথে মিলন উদযাপন করতেই হবে। আজ বাবা চারিদিক থেকে আসা বাচ্চাদের বিশেষত্ব দেখছিলেন। প্রথমে, বাবা দিল্লির বিশেষত্ব লক্ষ্য করছিলেন। এই স্থান সেবার আদি স্থান, এমনকি প্রারম্ভেও তোমরা সেবাপ্রার্থীরা সেবা শুরু করতে যমুনা নদীর তীরেই প্রাপ্ত করেছিলে। যমুনা তীরে তোমরা তো সেবা করেছিলে, তাই না ! সেবার বীজও দিল্লিতে যমুনা তীরে বোনা হয়েছিল, সুতরাং রাজ্যের মহলও যমুনা নদীর তীরেই হবে, এই কারণে গোপী বল্লভ এবং গোপ-গোপীদের সাথে যমুনা তীরেরও গায়ন আছে। বাপদাদা স্থাপনের সেই শক্তিশালী বাচ্চাদের টি. ভি. নিরীক্ষণ করছিলেন। সুতরাং দিল্লি নিবাসীদের বিশেষত্ব বর্তমান সময়েও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এই স্থান সেবার ফাউন্ডেশনেরও স্থান আবার রাজ্য ফাউন্ডেশনেরও।

ফাউন্ডেশন স্থানের নিবাসী তোমরা এতই শক্তিশালী, তাই না ? যারা দিল্লির অধিবাসী তাদের সদাসর্বদা শক্তিশালী থাকার দায়িত্ব থাকে। তোমরা দিল্লি নিবাসী নিমিত্ত আত্মারা সদা এই দায়িত্বের রাজমুকুট পরিহিত, তাই না ? রাজমুকুট কখনও অপসৃত হয় না তো ? দিল্লির অধিবাসী হওয়া অর্থাৎ সদা দায়িত্বের রাজমুকুটধারী। বুঝেছ তোমরা, দিল্লির বিশেষত্ব ! সদা এই বিশেষত্ব কর্মে প্রয়োগ করতে হবে।

আত্মা -

অন্য হারানিধি বাচ্চারা কর্ণটকের । তারা নিষ্ঠা এবং স্নেহ খুব ভালোভাবে কার্যে পরিণত করে । একদিকে গভীর নিষ্ঠা আর অতীব অনুরাগী আত্মারা, আরেকদিকে দুনিয়ার হিসেবে সুপরিচিত এডুকেটেড আত্মারাও কর্ণটকে আছে । সুতরাং সেখানে উভয়ই আছে, স্নেহশীল অনুভূতি এবং পদ অধিকারীও, এইজন্য কর্ণটক থেকে আওয়াজ ছড়িয়ে পড়তে পারে । ভূমি উচ্চরবে আওয়াজ তুলেছে, কারণ সেই সকল আত্মা ভি. আই. পি. হওয়া সত্ত্বেও নিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধার ভূমি হওয়ার কারণে তারা নির্মান অর্থাৎ তারা নিরহঙ্কারী, আর তাই তারা সহজভাবে কার্যাদি সাধনের উপায় হতে পারে । কর্ণটকের ভূমি এই বিশেষ কার্যের জন্য নিমিত্ত । শুধু নিজেদের ভাবনা এবং নম্রতার এই বিশেষত্ব সেবাতে সদা তোমাদের সাথে রাখ । বাতাবরণ যেমনই হোক না কেন, এই বিশেষত্ব কখনও যেতে দিও না । এই দুটোই কর্ণটকের নৌকার দাঁড় । এই দুটোই সবসময় একসাথে রেখ, একটা সামনে, আরেকটা পিছনে এমন নয় । তারপরে সেবার নৌকা এই ভূমির বিশেষত্বের সাফল্য দেখাবে । দুইয়ের ব্যালেন্স তোমাদের মহিমাম্বিত করবে । আচ্ছা -

যারা সদা নিজেদের সারস্বরূপ বানায় অর্থাৎ ফলস্বরূপ বানায়, যারা সারস্বরূপে স্থিত হয়ে অন্যদেরও সারের স্থিতিতে স্থিত হতে সমর্থ বানায়, সদা শক্তিশালী আত্মা, শক্তিশালী স্মরণের প্রতিমূর্তি শক্তিশালী সেবাদারী, সমান হওয়ার স্বরূপে মিলন উদযাপন করে এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

১০-০৩-১৯ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা"

রিভাইসঃ ০৩-০৫-৮৪ মধুবন

পরমাত্মার সর্বাপেক্ষা প্রথম রচনা - ব্রাহ্মণ

আজ রচয়িতা বাবা তাঁর নিজের রচনা দেখছেন অর্থাৎ তাঁর প্রথম রচনা ব্রাহ্মণ আত্মাদের দেখছেন । তোমরা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মারা সর্বাপেক্ষা প্রথম রচনা, আর এইজন্য বাকি রচনার থেকে তোমরা অধিক প্রিয় । ব্রহ্মা দ্বারা সবচেয়ে উচ্চ থেকেও উচ্চতম রচনা তোমরা মুখ-বংশাবলী মহান আত্মা, ব্রাহ্মণ আত্মারা । দেবতার থেকেও অধিক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মা, এমন গায়ন আছে । ব্রাহ্মণই ফরিস্তা তথা দেবতা হয় । যাই হোক, আদি পিতা দ্বারা ব্রাহ্মণ জীবন প্রথম সঙ্গমযুগী জীবন । আদি সঙ্গমবাসী ব্রাহ্মণ আত্মারা জ্ঞানস্বরূপ, ত্রিকালদর্শী এবং ত্রিনেত্রী । যে আত্মারা সাকার সৃষ্টিতে সাকার রূপে পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়, তারা সর্ব সন্মুখে আকর্ষণ এবং পরমাত্মার অবিনাশী ভান্ডারের অধিকারের দায়িত্ব প্রতিপালনের অনুভব করে । "আমরা ব্রহ্মা বাবা দ্বারা শিববাবাকে দেখেছি, পেয়েছি" - সাকারস্বরূপে ব্রাহ্মণ-সকল এই গীত গেয়েছে, এটা দৈবী জীবনের গীত নয় । সাকার সৃষ্টিতে তোমাদের স্থূল নেত্র দিয়ে পিতৃদ্বয়কে দেখা, তাঁদের সঙ্গে ভোজন গ্রহণ, তাঁদের সঙ্গে চলা, তাঁদের সঙ্গে কথা বলা, তাঁদের থেকে শোনা, প্রতিটা চরিত্র অর্থাৎ দিব্য কার্যকলাপ অনুভব করা, বিচিত্রকে চিত্রে দেখার এই শ্রেষ্ঠ ভাগ্য ব্রাহ্মণ জীবনের ।

শুধুমাত্র ব্রাহ্মণই বলে, বাবার রূপে আমরা ভগবানকে দেখেছি । মাতা, সখা, বন্ধু, পতিরূপে আমরা তাঁকে দেখেছি । ঋষি, মুনি, তপস্বী, বিদ্বান, আচার্য, শাস্ত্রী শুধু মহিমাই গেয়েছে । তারা পলকমাত্র দর্শনের অভিলাষী হয়ে থেকে গেছে, তিনি কবে আসবেন, কবে তাঁর সাফা হবে, তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার অপেক্ষায় বহু জন্মের চক্রে তারা চলতেই থেকেছে । যতই হোক, ব্রাহ্মণ আত্মারা আনন্দ-উচ্ছলতার

সাথে, প্রত্যয়ের সাথে, তাদের হৃদয়ের খুশি আর নেশার সাথে বলে, "আমাদের বাবাকে আমরা পেয়ে গেছি।" তাঁকে পাওয়ার জন্য তারা তৃষ্ণার্ত আর তোমরা সেখানে মিলন উদযাপন কর।

- ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ অবিনাশী, অক্ষয়, অচল, অনড় সর্বপ্রাপ্তিস্বরূপ জীবন।
- ব্রাহ্মণ জীবন এই কল্প বৃক্ষের ফাউন্ডেশন, মূল।
- ব্রাহ্মণ জীবনের আধারে এই বৃক্ষের বৃদ্ধি প্রাপ্তি ঘটে।
- ব্রাহ্মণ জীবনের মূল দ্বারা সমস্ত ভ্যারাইটি আত্মারা বীজ থেকে মুক্তি এবং জীবন মুক্তির প্রাপ্তির জল গ্রহণ করে।
- ব্রাহ্মণ জীবনের আনুকূল্যে ডালপালা বিস্তৃত হয়।
- সুতরাং ব্রাহ্মণ আত্মারা বংশাবলীর সকল ভ্যারাইটির পূর্বজ।
- ব্রাহ্মণ আত্মারা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্যের নবীকরণের সূচনা করে।
- ব্রাহ্মণ আত্মারাই অশ্বমেধ রাজস্ব যজ্ঞ, জ্ঞান যজ্ঞ রচনাকারী শ্রেষ্ঠ আত্মা।
- ব্রাহ্মণ আত্মারা সকল আত্মার ৮৪ জন্মের জন্মপত্রিকা জানে।
- ব্রাহ্মণ আত্মারা ভাগ্যবিধাতার থেকে সকল আত্মার শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের শ্রেষ্ঠ রেখা টেনে আনে।
- ব্রাহ্মণ আত্মারা মুক্তি এবং জীবনমুক্তির অভিমুখে মহান যাত্রায় আত্মাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার নিমিত্ত।
- ব্রাহ্মণ আত্মারা সকল আত্মাকে বাবার সাথে গণবিবাহ করায়।
- ব্রাহ্মণ আত্মারা তাদের হাত পরমাত্ম হাতে রেখে বন্ধনী বাঁধে।
- ব্রাহ্মণ আত্মারা জন্মের পর জন্ম ধরে সদা পবিত্রতার বন্ধনে বেঁধে যায়।
- ব্রাহ্মণ আত্মারা আমরকথা শুনিয়ে সকলকে অমর বানায়।

বুঝেছ, কত মহান আর কত দায়িত্বশীল আত্মা তোমরা ! তোমরা পূর্বজ। পূর্বজ যেমন হয়, তেমনই তাদের বংশাবলী তৈরি হয়। তোমরা সাধারণ নও। তোমরা শুধু তোমাদের পরিবারের বা কোন সেবাস্থানের জন্য দায়বদ্ধ নও, এইরকম সীমিত পরিসরের (হৃদের) জন্য তোমাদের দায়বদ্ধতা নেই। বিশ্বের আত্মাদের আধারমূর্ত, উদ্ধারমূর্ত তোমরা। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার বেহদের দায়িত্ব থাকে। যদি কেউ বেহদের দায়িত্ব পালন না করে, তবে নিজের লৌকিক প্রবৃত্তি বা অলৌকিক প্রবৃত্তিতে কখনো উড়তি কলা, কখনো আরোহণ কলা, কখনো চলমান কলা, কখনো নিরস্ত কলা- এইরকম কলাবাজিতেই সময় ব্যয় করে দেবে, সুতরাং সে ব্রাহ্মণ নয়, বরং ক্ষত্রিয় আত্মা। এমন আত্মারা তাদের পুরুষার্থের চমৎকৃত ভাবের কথা বলতে থাকে, "আমি এটা করব, এইভাবে করব", আর 'করব'-র তিরে তাদের লক্ষ্যকে বিদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। লক্ষ্যবস্তুর দিকে শুধুমাত্র নিশানা করা আর নিশানা বিদ্ধ করার মধ্যে ফারাক আছে। তারা শুধু লক্ষ্যের দিকে নিশানা লাগানোর চেষ্টাতেই থেকে যায়। "এখন আমি এটা করব, এইভাবে করব", এইরকমভাবে তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেষ্টা করতে থাকে। এমন আত্মাদের বলা হয় ক্ষত্রিয় আত্মা। ব্রাহ্মণ আত্মারা লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা বানায় না, তারা তাদের অতীষ্ট লক্ষ্যে স্থিত হয়। সবসময় তাদের বুদ্ধিতে সতর্ক নিশানা থাকে। সেকেন্ডের সঙ্কল্পে তারা বিজয়ী হয়ে যায়। বাপদাদা ব্রাহ্মণ বাচ্চা আর ক্ষত্রিয় বাচ্চা উভয়ের খেলা দেখতে থাকেন। ব্রাহ্মণদের বিজয়ের খেলা আর ক্ষত্রিয়দের সদা তির ধনুকের বোঝা ওঠানোর খেলা। তাদের পুরুষার্থে পরিশ্রমের ধনুক সবসময়ই থাকে। তারা একটা সমস্যা সমাধান করার সাথে সাথে আরেকটা সমস্যা দাঁড়িয়ে যায়, সেখানে ব্রাহ্মণ সমাধান স্বরূপ। ক্ষত্রিয় বারবার সমস্যা সমাধান করাতেই লেগে থাকে। সাকাররূপে বাবা যেমন তোমাদের মজাদার গল্প শোনাতেন, ক্ষত্রিয়রা কি করছে ! একটা কাহিনী আছে না যে তুমি ইঁদুর সরালে তো বিড়াল এসে গেল ... ! আজ ধনের

সমস্যা, কাল মনের সমস্যা, পরশু শারীরিক অথবা সম্বন্ধ-সম্পর্কের সমস্যা । তারা পরিশ্রমেই ব্যাপ্ত থাকে । তাদের একটা না একটা কম্পলেন্ট অবশ্যই থাকবে, সেটা নিজেদেরই হোক বা অন্য কারও । এইভাবে সময়-সময়ে কোনও না কোনও পরিশ্রমে নিযুক্ত বাচ্চাদের দেখে বাপদাদা তাঁর সক্রিয় দয়ালু রূপে তাদের ক্ষমাও করে দেন ।

সপ্তমযুগের ব্রাহ্মণ জীবন দিলারামের হৃদয়ে আরাম করার সময় । তাঁর হৃদয়ে আরামে ব'সো । ব্রহ্মা ভোজন খাও আর জ্ঞানামৃত পান কর । শক্তিশালী সেবা কর আর হৃদয় সিংহাসনে আরামে সুখানুভবে থাক । কেন ব্যর্থ পরিশ্রমে ক্লান্ত হচ্ছে ? "হায় রাম!" বলতে নেই, কিন্তু ও বাবা অথবা ও দাদী দিদি তো বলো, নয় কি ? ও বাবা, ও দাদী দিদি আমারটা শোন, কিছু কর ...এটা অধোগামী হওয়া । এই যুগ আরামে থাকার যুগ । রুহানী আনন্দে থাক । এই সুন্দর দিনগুলো রুহানী আনন্দে অতিবাহিত কর । বিনাশী জিনিসের আনন্দ ক'রনা । গাও, নাচো, কিন্তু নিস্তেজ হয়ো না । পরমাত্ম আনন্দে এখন কালাতিপাত করবে না তো, আর কবে করবে ! রুহানী গরিমায় ব'সো । কেন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছ ? বাবার আশ্চর্য লাগে, পিঁপড়ের মতো ছোট বিষয়ও তোমাদের বুদ্ধি পর্যন্ত পৌঁছে যায়, বুদ্ধিযোগ বিচলিত করে । পিঁপড়ে কামড়ালে যেমন তোমাদের শরীর অস্থির হয়, উসখুস করে, ঠিক একইভাবে, ক্ষুদ্র বিষয়ও তোমাদের বুদ্ধিকে বিচলিত করে দেয় । পিঁপড়ে যদি হাতির কানে যায় তো সেটা হাতিকেও অচেতন করে দেয়, নয় কি ! একইভাবে ব্রাহ্মণ আত্মাও অচেতন হয়ে ক্ষত্রিয় অবস্থায় উপনীত হয় । বুঝেছ, কি খেলা খেল তোমরা ? ক্ষত্রিয় হয়ো না । নয়তো, ত্রেতাযুগী রাজস্বই তোমরা পাবে । সত্যযুগী দেবতারা ভোজনপান করে অবশিষ্ট যা থাকবে, তা' ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয় পাবে । কর্ম-ক্ষেতের প্রথম ফসল ব্রাহ্মণ তথা দেবতাদের লাভ হয়, আর দ্বিতীয় ফসল ক্ষত্রিয়ের । প্রথম ফসলের আর দ্বিতীয় ফসলের স্বাদের মধ্যে কি পার্থক্য হয় সে তো তোমরা জান, নয় কি ! আচ্ছা !

মহারাষ্ট্র আর ইউ.পি.জোন:- মহারাষ্ট্রের বিশেষত্ব আছে, নাম যেমন মহারাষ্ট্র সেইরকম মহান আত্মারূপী সুন্দর ফুলের তোড়া বাপদাদাকে উপহার দেবে । মহারাষ্ট্রের রাজধানী সুন্দর আর সম্পন্ন । সুতরাং মহারাষ্ট্রকে এমন গণ্যমান্য এবং বিশুদ্ধ চরিত্র আত্মাদের সম্পর্কে নিয়ে আসতে হবে । এই কারণে তোমরা বলেছ, আত্মাদের মহান আত্মায় পরিপক্ব করে সুন্দর ফুলের তোড়া বানিয়ে বাবার সামনে উপস্থাপিত করবে । এখন অন্তিম সময়ে সেই সম্পদেরও পার্ট আছে । তোমাদের সম্বন্ধিতদের পার্ট নেই, কিন্তু তোমাদের সম্পর্কিতদের পার্ট আছে । বুঝেছ তোমরা !

ইউ.পি.তে সপ্তম আশ্চর্যের একটি আশ্চর্য (ওয়ান্ডার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড) তাজমহল আছে যা দেশে বিদেশে প্রসিদ্ধ । ইউ.পি. তে যেমন বিশ্বের অন্যতম ওয়ান্ডারফুল জিনিস আছে, সেইরকম যারা ইউ.পি.র তাদের সেবার ওয়ান্ডারফুল প্রত্যক্ষ ফল প্রতীয়মান হতে হবে । যাতে ওয়ান্ডারফুল কাজ করার জন্য এবং ওয়ান্ডার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হওয়ার জন্য দেশে বিদেশে, ব্রাহ্মণ সংসারে তোমরা সুপরিচিত হও । এইরকমই ওয়ান্ডারফুল কাজ তোমাদের করতে হবে । শুধু গীতা পাঠশালা, সেন্টার থাকাই ওয়ান্ডারফুল নয়, যা এখনও কেউ করতে পারেনি, সেটা যদি করে তোমরা দেখাতে পার, একমাত্র তখনই বলা যাবে কিছু ওয়ান্ডারফুল করেছে ! বুঝেছ ! বিদেশীরাও এখন প্রত্যেক সিজনে উপস্থিত হয়ে যায় । যারা বিদেশে রয়েছে, তারা বিদেশের উপকরণের দ্বারা বিশ্বে দুই পিতাকে উপস্থিত করাবে । দৃষ্টিগোচর হওয়া অর্থাৎ এই স্থূল নজরে তারা তাঁদের দেখতে সমর্থ হবে । সুতরাং, বিশ্বের সামনে

তোমরা এমন বাবাকে নয়নগোচরে আনবে। বিদেশের তোমরা বুঝেছ, কি করতে হবে তোমাদের ? আচ্ছা - আগামীকাল সমস্ত বরযাত্রী(ডবল বিদেশিরা) চলে যাচ্ছে ! অবশেষে, সেই দিনও আসবে, যখন হেলিকপ্টারও এখানে অবতরণ করবে। সব সাধনই তোমাদের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সত্যযুগে যেমন বিমান লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, এখানে এখন বাস জীপ লাইন দিয়ে তৈরি থাকে। অবশেষে বিমানেরও লাইন হবে। সবাই ভয় পেয়ে এখানে ছুটে আসবে। তারা সবকিছু তোমাদের দিয়ে চলে যাবে। তারা শঙ্কিত হবে আর তোমরা উড়বে। মরণের ভয় তোমাদের নেই ! তোমরা তো আগে থেকেই মৃত। পাকিস্তানে (পার্টিশানের সময়) তোমরা স্যাম্পল দেখেছ, তাই না ? সবাই চাবি দিয়ে চলে গেছে। সুতরাং সমস্ত চাবি তোমরাই নিতে যাচ্ছ। সেসব শুধু তোমরা তত্ত্বাবধান করবে। আচ্ছা !

যারা তাদের জীবনে ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব রাখে, যারা শুধু স্থূল আরাম করে না, বরং দিলারাম বাবার হৃদয় সিংহাসনে রুহানী খুশি, রুহানী আরাম করে, সদা সঙ্গমযুগের শ্রেষ্ঠ গৌরব বজায় রেখে, যারা ততটাই ভালোবাসায় ডুবে যায় যে তাদের পরিশ্রমই ভালোবাসায় পরিণত হয়ে যায়, সেইরকম শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ- স্নেহ আর নমস্কার।

বরদান:- গুণানরত্ত ধারণপূর্বক ব্যর্থকে সমাপ্ত ক'রে হোলিহংস ভব
হোলিহংসের দু'টো বিশেষত্ব আছে। এক, গুণানরত্ত কুড়ানো আর দুই, নির্ণয় শক্তি দ্বারা দুধ আর জল আলাদা করা। দুধ আর জলের অর্থ - সমর্থ আর ব্যর্থের নির্ণয়। ব্যর্থকে বলা হয় জলের মতন আর সমর্থ দুগ্ধসম। সুতরাং ব্যর্থকে সমাপ্ত করা অর্থাৎ হোলিহংস হওয়া। সর্বদা বুদ্ধিতে গুণানরত্ত থাকতে দাও। যখন তোমাদের মনন অবিচ্ছিন্নভাবে চলবে, তখন রত্নরাজিতে তোমরা ভরপুর হবে।

স্লোগান:- সদা যারা নিজের শ্রেষ্ঠ পজিশনে স্থিত থেকে অপজিশন (বিরুদ্ধাচরণ) সমাপ্ত করে তারাই বিজয়ী আত্মা।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের মনে গুপ্ত খুশী অনুভব হওয়া উচিত যে আমরা পরমাত্মা পিতার ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট, ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্তির জন্যে পড়াশোনা করছি"

প্রশ্ন :- সদা কোন্ স্মৃতিতে থাকলে দৈব গুণ ধারণ হতে থাকবে ?

উত্তর :- আমরা আত্মারা শিববাবার সন্তান, বাবা আমাদের কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করতে এসেছেন - সদা এই স্মৃতি থাকলে দৈবগুণ ধারণ হবে। যে সময় কোনও বিকারের আক্রমণ হয় তখন বুঝতে হবে - আমি কাঁটা, আমাকে ফুলে পরিণত হতে হবে ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা রুহানী ইউনিভার্সিটিতে বসে আছি। এই নেশাটি থাকা উচিত। সাধারণ রীতি অনুযায়ী স্কুলে যেমন বসে, তেমন করে এখানে বোধহীন হয়ে বসবে না। অনেক বাচ্চারা বুদ্ধি হয়ে বসে। স্মরণে থাকা উচিত - এটা হল উঁচু থেকে উঁচু পরম পিতা পরমাত্মার ইউনিভার্সিটি। আমরা তাঁর স্টুডেন্ট। অতএব তোমাদের কত গর্ব হওয়া উচিত। এ হল গুপ্ত খুশী, গুপ্ত জ্ঞান। প্রত্যেকটি কথা হল গুপ্ত । অনেক বাচ্চাদের এখানে বসেও বাইরের নোংরা চিন্তন আসে। এখানে তোমরা পড়া কর ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়া প্রাপ্তির জন্যে। তাই তোমাদের অনেক খুশী হওয়া উচিত। দৈবগুণও হওয়া উচিত। যদিও এখানে সব রকমের ব্রাহ্মণরাই আসে। তোমরা বাইরের নোংরা জগত থেকে বেরিয়ে এখানে আসো। তাই বাচ্চারা, তোমাদের অনেক খুশীতে থাকা উচিত। সমস্ত দুনিয়া এই সময় হল নোংরা। কোথায় কলিযুগী আবর্জনা, কোথায় সত্যযুগী ফুলের বাগান। কলিযুগে একে অপরকে কাঁটা বিদ্ধ করতে থাকে। তোমাদের তো এখন ফুল হতে হবে। অতএব কত খুশীতে থাকা উচিত। আমরা এখন ফুলে পরিণত হচ্ছি। এ হল বাগান। বাবাকে বাগানের মালিক বলা হয়। বাগানের মালিক এসে কাঁটাদের ফুলে পরিণত করেন। এই কথাটি বাচ্চাদের বোঝা উচিত যে আমরা কি রকমের ফুল তৈরি হচ্ছি। এখানে বাগানও আছে । মুরলী শুনে বাগানে গিয়ে ফুলের সঙ্গে নিজের তুলনা করো। আমরা কোন্ ফুল ! আমরা কাঁটা নই তো ? যে সময়ে ক্রোধের আক্রমণ হয় তখন বোঝা উচিত যে আমি কাঁটা, আমার ভিতরে ভূত আছে। এতখানি ঘৃণা অনুভব হওয়া উচিত। ক্রোধ তো সবার সামনে এসে যায়। কাম বিকার সবার সামনে হয় না । সে তো লুকিয়ে করে । ক্রোধ তো বাইরে বেরিয়ে আসে। ক্রোধ করলে তার প্রভাব অনেক দিন থাকে। ক্রোধের নেশা থাকে, লোভেরও নেশা থাকে। নিজের প্রতি নিজে থেকেই ঘৃণা অনুভব হওয়া উচিত। তোমরা জানো, বোঝো আমাদের বাবা ফুলে পরিণত করেন। কাম ও ক্রোধ দুই-ই খুব খারাপ। মানুষের সম্পূর্ণ শোভা নষ্ট হয়ে যায়। এখানে সুন্দর থাকবে তো সেখানে শোভনীয় হয়ে থাকবে। বাবা রোজ বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন যে দৈবীগুণ ধারণ করো। স্বর্গে যেতে হবে, তাই না। এই লক্ষ্মী নারায়ণ হলেন অনেক গুণবান। তাঁদের সামনে মানুষ মহিমা গায় - আমরা হলাম তুচ্ছ, পাপী, কাম বিকারে বশীভূত। আপনি সর্বগুণ সম্পন্ন। তোমরাও বোঝাও স্বর্গ হল ফুলের বাগান এবং নরক হল কাঁটার জঙ্গল। শিববাবা স্বর্গ স্থাপন করেন, রাবণ নরকে পরিণত করে। বিচার করা উচিত আমরা আত্মারা বাবার সন্তান। আমাদের মধ্যে এত আবর্জনা এল কোথা থেকে ? যদি (বিকার রূপী) নোংরা আবর্জনা থাকবে তো বাবার নাম খারাপ করবে। ক্রোধ করবে তাহলে বাবার নিন্দা করানো হবে। ক্রোধের ভূত আসা মাত্রই বাবা বিস্মৃত হবে। বাবার

স্মৃতি থাকলে কোনও ভূত আসবে না। যদি কারো মনে দুঃখ দেবে তাতেও প্রভাব পড়ে যায়। একবার ক্রোধ করলে ৬ মাস পর্যন্ত সবার বুদ্ধিতে থাকে যে এই মানুষটি হল ক্রোধী। ফলে সবার দৃষ্টিতে নীচে নেমে যায়। বাপদাদার হৃদয় আসন থেকেও নীচে নেমে যায়। এই দাদাও (ব্রহ্মবাবা) বিশ্বের মালিক হন, ওনার মধ্যেও নিশ্চয়ই বিশেষত্ব রয়েছে। কিন্তু কারো ভাগ্যে না থাকলে কোনো উপায় বের করার চেষ্টাও করে না। এ হল কত সহজ উপায়, শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো তো আত্মা স্বচ্ছ হয়ে যাবে। আর কোনো উপায় নেই। এই সময় রাজস্বামি তো কেউ নেই, রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করেন একমাত্র বাবা। মানুষ, মানুষকে শোধরাতে পারে না। বাবা এসে সবাইকে সঠিক করেন। যারা খুব ভালোভাবে সঠিক পথে চলতে থাকে, তারা সত্যযুগের আদিতে আসে। অতএব কোনোরকম খারাপ স্বভাব থাকলে একদম ত্যাগ করা উচিত। পড়াশোনায়, যোগে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই কথাও জানা আছে যে সবাই তো আর একরকম উঁচু পদের অধিকারী হবে না। কিন্তু বাবা তো পুরুষার্থ করাবেন। যত খানি সম্ভব পুরুষার্থ করে উঁচু পদের অধিকারী হও। তা নাহলে কল্প-কল্পান্তর প্রাপ্ত হবে না। বাবা বার-বার বোঝাতে থাকেন বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে আবর্জনা বেরিয়ে যাবে। জাগতিক সন্ন্যাসীরা হঠযোগ শেখান। এমন ভেবো না হঠযোগ করলে সুস্থ থাকা যায়, তারা কখনও অসুস্থ হয় না। না, তারাও অসুস্থ হয়। ভারতে যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল তো সকলে লক্ষ্মী আয়ুর অধিকারী ছিল, সুস্থ-সবল ছিল। এখন তো সবারই আয়ু ছোট হয়েছে। ভারতকে এমন কে করেছে? সেই কথা কেউ জানে না। একেবারে ঘোর অন্ধকারে আছে। তোমরা যতই বোঝাও কিন্তু তাদেরকে বোঝানো খুব কঠিন কাজ। তবুও গরিব সাধারণ মানুষ বুঝবার চেষ্টা করে। এখানে কোনো লাখপতি আছে কি? আজকাল লাখ টাকাও কোনো বড় ব্যাপার নয়। আজ লক্ষপতি তো অনেকেই আছে। তাদেরও বাবা সাধারণ ভাবেন। আজ তো কোটিপতিদের কথা হয়। বিবাহ ইত্যাদিতে কত টাকা খরচ করে। বাচ্চারা, তোমাদের খুব যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে যাতে তাদের জ্ঞানের তীর লাগে। বড় বড় মানুষ এম পি ইত্যাদি এলে তারা খুশী মনে এখান থেকে যায়। কিন্তু কারো এত শক্তি নেই যে আওয়াজ ছড়ায়। তোমরা তাদের বোঝাও, কিন্তু যথা যথ ভাবে বুঝতে পারে না। উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান, উঁচু থেকে উঁচু হল এই অবিনাশী উত্তরাধিকার। লক্ষ্মী-নারায়ণকে এমন স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার কে প্রদান করেছে? তাঁরা কোথাকার নিবাসী? এইসব অনেকেই জানতে পারে না। মিউজিয়ামে অনেকেই আসে, বুঝবার জন্যে। সেবার অনেক চান্স আছে কিন্তু যোগ নেই। বাবাকে স্মরণ করলে প্রফুল্লতার অনুভব হবে। আমরা কারসন্তান। অনেক বাচ্চারা নিয়ম অনুযায়ী পড়া করেন। বাবার সঙ্গে যোগ নেই। সম্পূর্ণ তো কেউ নেই। নম্বর অনুযায়ী আছে। বাচ্চাদের একান্তে বসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এমন বাবার কাছে আমরা স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। এই দুনিয়ায় আমরা-ই সবচেয়ে পতিত হয়েছি, তাই আমাদেরই আবার পবিত্র হতে হবে। এই কথা ভালোভাবে স্মরণ করতে হবে। বাবা সব রকমের পরামর্শ দেন - এমন এমন করো। যেমন রানী ভিক্টোরিয়ার মন্ত্রী গরিব ছিল, রাস্তার আলোয় পড়াশোনা করে উঁচু পদের অধিকারী হয়েছিল। তার উচ্চাশা ছিল। এই পড়াশোনাও গরিবদের জন্যে। বাবা হলেন দীনের নাথ (গরিব নিবাজ)। ধনী বিত্তবান কি ভগবানকে স্মরণ করতে পারবে। তারা বলবে আমাদের জন্য এটাই হল স্বর্গ। আরে, বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন নি। এখন করছেন। বাবাকে স্মরণ করো, পবিত্র তো নিশ্চয়ই হতে হবে। বাচ্চাদের যুক্তি রচনা করা উচিত - কাকে কিভাবে বোঝানো যায় যে ভারতের প্রাচীন যোগ পরম পিতা পরমাত্মা ব্যতীত কেউ শেখাতে পারে না। হঠযোগ হল নিবৃত্তি মার্গের মানুষের জন্যে। বাবা বোঝাতে থাকেন যখন কারো কল্যাণ হওয়ার সময় হবে তখন এমন কথা লিখবে। এখনও সময় আছে তাই এই কথা কারো বুদ্ধিতে নেই।

তোমাদের হল ঈশ্বরীয় মিশন। তোমাদের মানুষকে দেবতায় পরিণত করার সেবা করতে হবে। দুনিয়ায় অনেক রকমের মতামত বেরোয়, তাই সেসবের প্রদর্শনও অনেক হয়। কতখানি অন্ধশ্রদ্ধা আছে। রাত-দিনের তফাৎ। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মধ্যেও রাত-দিনের তফাৎ আছে। অনেকে তো কিছুই জানে না। কথা তো খুবই সহজ, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, বাবাকে স্মরণ করো তো পাপ বিনষ্ট হবে। দৈব গুণ ধারণ করো তো এমন স্বরূপে পরিণত হবে। ঢাক ঢোল বাজিয়ে সংবাদ ছড়াও। দেহ-অভিমান না থাকলে গলায় ঢোল ঝুলিয়ে সবাইকে জানান দিতে থাকো যে বাবা এসেছেন। তিনি বলেন আমাকে স্মরণ করো তো তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। প্রতিটি ঘরে এই সংবাদ পৌঁছে দিতে হবে। সকলের অবস্থা এখন মরচে ধরা। এই দুনিয়া হল তমোপ্রধান, সবাইকে বাবার সংবাদ পৌঁছে দিতে হবে। শেষ কালে তোমাদের বাহবা হবে। বলবে এরা কামাল করেছে ! এরা এত জাগিয়েছে তবু আমরা কোনো কথা শুনি নি। যারা জেগেছে তারা পেয়েছে, যারা ঘুমিয়েছে তারা হারিয়েছে। বাবা বাদশাহী প্রদান করতে আসেন, তবুও ভাগ্য প্রাপ্তি হয় না। সার্ভিসের যুক্তি রচনা করা উচিত। বাবা এসেছেন তিনি বলেন মামেকম্ স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে, পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। স্মরণ না করলে পাপ ভস্ম হবে না। কোনো রকম কাট না থাকলে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করতে পারবে। নাহলে পদও কম হবে, সাজাও ভোগ করতে হবে। সার্ভিসের মার্জিন ভালো আছে। চিত্র সঙ্গে নিয়ে গেলে সার্ভিস করতে পারবে। চিত্র এমন ভালো করে তৈরি করা উচিত যাতে খারাপ না হয়। এই চিত্র গুলি ভালো জিনিস। বাকি মডেল তো সব খেলনা। বিখ্যাত ব্যক্তিদের বড় সাইজের চিত্র থাকে। হাজার বছর চলে। তোমাদের এই ৬-টি চিত্র যথেষ্ট। বলো- এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে - আমরা তোমাদের বোঝাব। এই চক্র কে স্মরণ করলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হবে। ব্যাজও খুব ভালো। কিন্তু বাচ্চাদের কাছে এর কোনও মূল্য নেই। এই বিষয়ে তোমরা বোঝাতে থাকলেও তোমাদের অনেক উপার্জন জমা হবে। এই ব্যাজ এমন যে সবসময় নিজের বুকের কাছে রাখবে। এই বাবা (শিববাবা) ব্রহ্মা বাবার দ্বারা এই বর্সা টি প্রদান করছেন। ট্রেনেও যাত্রা করার সময়ে বোঝাতে থাকো। ছোট বাচ্চারাও করতে পারে। তোমাদের কেউ বারণ করবে না। এই ব্যাজ হল এমনই এক জিনিস, হীরে জহরাত, ফুল-ফুল, মহল সবকিছু এতেই নিহিত আছে। কিন্তু বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই কথা থাকে না। বাবা অনেকবার বুঝিয়েছেন -সঙ্গে চিত্র অবশ্যই রাখো। তোমাদের কেউ উল্টো কথাও বলবে। কৃষ্ণের সম্বন্ধেও কতো কুকথা বলে দিয়েছে - অপহরণ করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যাদের অপহরণ করেছে বলেছে, কৃষ্ণ তাদেরকে পাটরানীও তো করেছে, তাইনা। বিশ্বের মালিক হয়ে এমন কাজ কি আর করবে। এই জ্ঞানে খুব নেশা থাকা উচিত। আমরা চাই শীঘ্র বিনাশ হোক। এরকমও বলা হয় এখন তো বাবা সঙ্গে আছেন। বাবাকে ত্যাগ করলে তো বাবা আবার ৫ হাজার বছর পরে মিলবেন। এমন বাবাকে আমরা কিভাবে ত্যাগ করব। বাবার কাছে তো আমরা পড়া করি। এই হল ব্রাহ্মণদের উঁচু থেকে উঁচু জন্ম। এমন বাবা যিনি আমাদের রাজত্ব দিচ্ছেন, এর পরে তো আমরা তাঁর সঙ্গে আর মিলব না। কিন্তু গঙ্গার ধারে যারা বাস করে তারা এত গুরুত্ব দেয় না। যারা বাইরে থাকে তারা গুরুত্ব দেয়। এখানেও বাইরের মানুষ সমর্পণ করে। যদি যোগের বল নেই তো কাউকে বোঝালেও সে কিছুই বুঝবে না। অনেকে আসে, লিখে দেয় এমনভাবে বোঝানো হয়েছে, বলে যায় খুব ভালো। বাবা বোঝেন এমনভাবে শুনেছে যা না শোনার মতন। কিছুই বোঝেনি। বাবাকেই জানল না। যদি কিছু বোঝে তো এমন বাবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে, চিঠি লিখবে। তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে তোমরা

এমন বাবাকে কিভাবে চিঠি লেখো, বলো। শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা। একদম লেখা আরম্ভ করবে। ব্রহ্মা হলেন রথ তাইনা। কিন্তু বেশি দাম হল তাঁর যিনি এনার মধ্যে প্রবেশ করেন।

সার্ভিস করতে করতে অনেক বাচ্চাদের গলা ক্লান্ত হয়ে যায়। কিন্তু যোগ না থাকলে তীর লাগবে না। একেই ড্রামা বলা হবে। বাবাকে চিনে নিলে বাবার সঙ্গে মিলন না করে থাকতে পারবেনা। ট্রেনে করে আসবে যোগযুক্ত হয়ে, আমরা যাই বাবার কাছে। যেমন বিদেশ থেকে এলে স্ত্রী, সন্তানের কথা মনে পড়ে। এখানে তো আমরা কার কাছে যাই! অতএব যাত্রার পথে কত খুশী অনুভব হওয়া উচিত। সার্ভিস করতে করতে বাবার কাছে যাওয়া উচিত। বাবা হলেন সাগর, তিনি দেখেন বাচ্চারা ফলো করছে। জ্ঞানের ঢেউ উঠলে দেখে খুশী হন। এই বাচ্চা তো সুপুত্র। সকালে স্মরণের যাত্রায় ব্যস্ত থাকলে খুব লাভ। এমনও নয়, শুধু সকালেই স্মরণ করবে। উঠতে-বসতে, খাওয়া-দাওয়া করতে স্মরণ করবে, তোমরা তো সার্ভিসের যাত্রায় আছো। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) কারো মনে দুঃখ দেবে না। অন্তরে কোনও ভূত থাকলে পরীক্ষণ করে তাকে বাইরে বের করতে হবে, ফুল রূপে সবাইকে সুখ দিতে হবে।

২) আমরা জ্ঞান সাগরের সন্তান অতএব বুদ্ধিতে যেন জ্ঞানের ঢেউ অবিরাম খেলতে থাকে। সার্ভিস করার যুক্তি রচনা করতে হবে, ট্রেনেও সার্ভিস করতে হবে। তার সাথে পবিত্র হওয়ার জন্যে স্মরণের যাত্রায়ও থাকতে হবে।

বরদান :- যোগবলের দ্বারা মায়ার শক্তিকে জয় করে সদা বিজয়ী ভব

ব্যাখা: জ্ঞান বল এবং যোগ বল হল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বল। যেমন বিজ্ঞানের বল অন্ধকারকে পরাজিত করে আলোকিত করে দেয়। তেমনি যোগবল সদাকালের জন্যে মায়াকে জয় করে বিজয়ী করে দেয়। যোগবল এতই শ্রেষ্ঠ বল যে মায়ার শক্তি এর সামনে কিছুই নয়। যোগবল যুক্ত আত্মারা স্বপ্নেও মায়ার কাছে পরাজিত হয় না। স্বপ্নেও কোনও দুর্বলতা আসতে পারে না। এমন বিজয় তিলক তোমাদের কপালে অঙ্কিত আছে।

স্লোগান - প্রথম নম্বরে আসতে হলে ব্যর্থকে সমর্থ্যে পরিবর্তন করে দাও।

"মিষ্টি বাচ্চারা :-- অন্তর্মুখী হয়ে স্মরণের অভ্যাস করো, চেক করো যে, কতক্ষণ আত্ম - অভিমানী আর পরমাত্ম অভিমানী থাকতে পারো ?"

প্রশ্ন :-- যে বাচ্চারা একান্তে গিয়ে আত্ম - অভিমানী থাকার অভ্যাস করে, তাদের নিদর্শন কি ?

উত্তর :-- তাদের মুখ থেকে কখনোই উল্টাপাল্টা কথা বের হবে না ।

১) ভাই - ভাইয়ের সম্পর্কে খুবই প্রেম থাকবে । সদা ক্ষীরখণ্ড হয়ে থাকবে ।

৩) ধারণা খুব সুন্দর হবে ।

৪) তাদের দৃষ্টি খুব মিষ্টি হবে । কখনোই দেহ - অভিমান আসবে না ।

৫) তারা কাউকেই দুঃখ দেবে না ।

ওম শান্তি । রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাবা বোঝাচ্ছেন, কেবলমাত্র রুহ বা আত্মা বললে জীব মনে হত না, তাই বাবা বলছেন, নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে । আমরা আত্মারা বাবার থেকে এই জ্ঞান পাই । বাচ্চাদের দেহী - অভিমানী হয়ে থাকতে হবে । বাবা আসেনই বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য । যদিও তোমরা সত্যযুগে আত্ম - অভিমানী হও কিন্তু পরমাত্ম - অভিমানী হও না । এখানে তোমরা আত্ম - অভিমানীও হও আবার পরমাত্ম - অভিমানীও হও অর্থাৎ আমরা বাবার সন্তান । এখানে আর ওখানকার মধ্যে অনেক ফারাক । এখানে আছে ঈশ্বরীয় পড়া আর ওখানে পড়ার কোনো কথাই নেই । এখানে প্রত্যেককেই নিজেদের আত্মা মনে করতে হবে আর বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন, এই নিশ্চয়তার সঙ্গে শুনলে খুব সুন্দর ধারণা হবে । তোমরা তখন আত্ম - অভিমানী হতে থাকবে । এই অবস্থায় টিকে থাকার লক্ষ্যই খুব বড় । যদিও তা শুনতে খুব সহজ মনে হয় । বাচ্চাদের এই অনুভব শোনাতে হবে যে, আমরা কিভাবে নিজেদের আত্মা আর অন্যদেরও আত্মা মনে করে কথা বলি । বাবা বলেন যে, আমি যদিও এই শরীরে আছি কিন্তু এই আমার প্রকৃত অভ্যাস । আমি বাচ্চাদের আত্মাই মনে করি । আমি আত্মাদের পড়াই । ভক্তিমার্গেও আত্মাই অভিনয় করে এসেছে । এই অভিনয় করতে করতে পতিত হয়ে গেছে । এখন আবার আত্মাকে পবিত্র হতে হবে । তাই যতক্ষণ বাবাকে পরমাত্মা মনে করে স্মরণ না করবে, তাহলে পবিত্র কিভাবে হবে ? এর উপর বাচ্চাদের খুব অন্তর্মুখী হয়ে স্মরণের অভ্যাস করতে হবে । জ্ঞান হলো সহজ । বাকি এই নিশ্চয়তা যেন পাকা থাকে যে, আমি আত্মাই পড়ি, বাবা আমাদের পড়ান, তখন ধারণাও হবে আর কোনো বিকর্ম হবে না । এমন নয় যে, এখন আমাদের কোনো বিকর্ম হয় না । বিকর্মজিত তো অন্তিম সময়ে হবে । ভাই - ভাইয়ের দৃষ্টি খুবই মিষ্টি থাকে । এতে কখনোই দেহ - অভিমান আসবে না । বাচ্চারা বোঝে যে, বাবার এই জ্ঞান খুবই গভীর । উঁচুর থেকে উঁচু যদি হতে হয় তাহলে এই অভ্যাস খুব ভালোভাবে করতে হবে । এই প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত । অন্তর্মুখী হওয়ার জন্য একান্তেরও প্রয়োজন । ঘরের কাজের মধ্যে একান্ত সময় পাওয়া যায় না । এখানে তোমরা খুব ভালোভাবে এই অভ্যাস করতে পারো । আত্মাকেই দেখার অভ্যাস করতে হবে । নিজেকেই আত্মা মনে করতে হবে, এখানে এই অভ্যাস করলে তা অভ্যাসে পরিণত হবে । তারপর নিজের অভিনয়ও দেখা উচিত -- আমি কতো পর্যন্ত আত্ম - অভিমানী হয়েছি ? আমরা আত্মাকেই শোনাই, তার সঙ্গেই কথা বলি । খুব ভালোভাবে এই অভ্যাসের প্রয়োজন । বাচ্চারা বোঝে যে, এই অভ্যাস তো ঠিক । আমাদের দেহ ভাব যেন দূর হয়ে যায়, আমরা যেন আত্মা অভিমানী হয়ে যাই, নিজে যেন ধারণা করতে পারি আর অন্যদেরও তা করাতে পারি । চেষ্টা

করে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করা - এই চাটপট খুব গভীর । বড় - বড় মহারথীরাও বুঝতে পারেন -- বাবা বিচার সাগর মন্ডনের জন্য দিনে - দিনে যে সাবজেক্ট দিচ্ছেন,এ তো খুবই বড় পয়েন্টস । এরপর কখনোই মুখ থেকে কোনো আজোবাজে শব্দ বের হবে না । ভাই - ভাইয়ের মধ্যে খুবই স্নেহের সম্পর্ক তৈরী হয়ে যাবে । আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান । তোমরা তো বাবার মহিমাকে জানোই । কৃষ্ণের মহিমা আলাদা, তাঁকে বলা হয় সর্বগুণ সম্পন্ন --- কিন্তু কৃষ্ণের কাছে গুণ কোথা থেকে আসবে ? যদিও তাঁর মহিমা আলাদা, তবুও সর্বগুণ সম্পন্ন তো জ্ঞানের সাগর বাবার থেকেই হয়েছেন,তাই না । তাই নিজেকে খুব পর্যবেক্ষণ করতে হবে, প্রতি পদে সম্পূর্ণ পোতামেল রাখতে হবে । ব্যবসায়ীরা সম্পূর্ণ দিনের হিসেব রাতে করেন । তোমাদেরও তো এ হল ব্যবসা । রাত্রে নিজেকে দেখতে হবে যে, সারাদিন আমরা সবাইকে ভাই - ভাই মনে করে কথা বলেছি কি ? কাউকে দুঃখ দিই নি তো ? কেননা তোমরা জানো যে, আমরা সব ভাইরা এখন ক্ষীর -সাগরের দিকে যাচ্ছি । এ হলো বিষয় সাগর । তোমরা এখন না রাবণ রাজ্যে আর না রাম রাজ্যে আছো । তোমরা মাঝখানে আছো তাই নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । দেখতে হবে, কতো পর্যন্ত আমাদের এই ভাই - ভাইয়ের দৃষ্টির অবস্থা রয়েছে ? আমরা সকল আত্মারাই নিজেদের মধ্যে ভাই - ভাই, আমরা এই শরীরের দ্বারা অভিনয় করি । আত্মা অবিনাশী, শরীর বিনাশী, আমরা ৮৪ জন্মের অভিনয় করেছি । বাবা এখন এসেছেন, তিনি বলছেন, আমাকে স্মরণ করো, নিজেকে আত্মা মনে করো । আত্মা মনে করলে ভাই - ভাই হয়ে যাবে । এ কথা বাবাই বুঝিয়ে বলেন । বাবা ছাড়া আর কারোরই এই পার্ট নেই । এ প্রেরণা ইত্যাদির কথা নয় । টিচার যেমন বসে বোঝান, বাবাও তেমনি বাচ্চাদের বোঝান । এ বিচার করার কথা, এতে সময়ও দিতে হয় । বাবা কাজ - করবার করার জন্য অনুমতি তো দিয়েছেন, কিন্তু স্মরণের যাত্রাও জরুরী । তার জন্যও সময় বের করার দরকার । সার্ভিসও সকলের আলাদা - আলাদা । কেউ অনেক সময় বের করতে পারে । ম্যাগাজিনেও যুক্তির সঙ্গে লিখতে হয় যে, এখানে এমন বাবাকে স্মরণ করতে হয় । একে অপরকে ভাই - ভাই মনে করতে হয় ।

বাবা এসে সমস্ত আত্মাদের পড়ান । আত্মার মধ্যে দৈবী গুণের সংস্কার তিনি এখনই ভরেন । মানুষ জিজ্ঞেস করে, ভারতের প্রাচীন যোগ কি ? তোমরা বোঝাতে পারো কিন্তু তোমরা এখনো খুব অল্প, তোমাদের নাম এখনো মানুষ জানতে পারে নি । ঈশ্বর যোগ শেখান । অবশ্যই তাঁর বাচ্চারা থাকবে । তারাও জানে যে, এ কথা কেউই জানে না । নিরাকার বাবা কিভাবে এসে পড়ান, তিনি নিজেই বোঝান, আমি কল্পে - কল্পে সঙ্গম যুগে এসে নিজেই বলি, আমি কিভাবে আসি । আমি কার শরীরে আসে এতে দ্বিধার কোনো কথা নেই । এ এক বানানো ড্রামা । আমি এই একজনের মধ্যেই আসি । প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারাই স্থাপনা । ওই বাচ্চাই প্রথমে মূরুঝী হয় । সেই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করে । তারপর সেই প্রথম নম্বরে আসে । এই চিত্রের উপরে বোঝানো খুব ভালো । ব্রহ্মার থেকে বিষ্ণু আর বিষ্ণুর থেকে ব্রহ্মা কিভাবে হয় ---একথা আর কেউই বোঝাতে পারে না । এই বোঝানোর জন্য যুক্তির প্রয়োজন । তোমরা এখন জানো যে, বাবা কিভাবে দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন, এই চক্র কিভাবে ঘোরে, একথা আর কেউই জানতে পারে না । বাবা তাই বলেন, এমন - এমন করে যুক্তি দিয়ে লেখো । যথার্থ যোগ কে শেখাতে পারে ---এ যদি জানতে পারে তাহলে তোমাদের কাছে অনেকেই এসে যাবে । এতো যে অনেক আশ্রম আছে, সবই টালমাটাল হতে থাকবে । এ সবই পরের দিকে হবে, তখন আশ্চর্য হয়ে যাবে যে, এতো সব যে ভক্তি মার্গের সংস্থা, জ্ঞান মার্গের একটাও নেই, তখনই তোমাদের বিজয় হবে । এও তোমরাই জানো যে, প্রতি পাঁচ হাজার বছর

অন্তর বাবা আসেন । বাবার কাছে তোমরা শেখো এবং অন্যদেরও শেখাও । কিভাবে কাউকে লিখে বোঝাতে হবে -- এ সবই কল্পে কল্পে যুক্তির সঙ্গে বের হয়, যা অনেকেই জানতে পেরে যায় । বাবা ছাড়া এক ধর্মের স্থাপনা অন্য কেউই করতে পারে না । তোমরা জানো যে - ওই দিকে রাবণ আর এই দিকে রাম । তোমরা রাবণকে জয় করো । ওরা সব হল রাবণ সম্প্রদায় । তোমরা ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় খুবই অল্প । ভক্তির কতো শো হয় । যেখানে যেখানে জল আছে, সেখানে মেলা বসে । মানুষ কতো খরচ করে । কত মানুষ ডুবে মারা যায় । এখানে তো এমন কোনো ব্যাপার নেই । তাও বাবা বলেন, আশ্চর্যভাবে আমাকে চেনে, শোনে, শোনায়, পবিত্র থাকে তাও অহো মায়া, তোমার কাছে হার খেয়ে যায় । কল্প - কল্প এমন হয় । অনেকে হেরেও যায় । এ হলো মায়ার সাথে যুদ্ধ । মায়ারও অনেক প্রভাব । ভক্তিকে তো হেলতেই হবে । অর্ধেক কল্প তোমরা প্রালঙ্ক ভোগ করো তারপর রাবণ রাজ্য থেকে ভক্তি শুরু হয় । তাদের নমুনাও আছে, বিকারে যায় তাহলে তো দেবতা থাকলো না । কিভাবে বিকারী হয়, এই দুনিয়াতে কেউই তা জানে না । শাস্ত্রে লিখে দিয়েছে বাম মার্গে গেছে কিন্তু কখন গেছে এ কেউই বোঝে না । এই সব কথা খুব ভালোভাবে বুঝতে এবং বোঝাতে হবে । এও তখনই বুঝবে যখন নিশ্চয়বুদ্ধি হতে পারবে । তাদের তখন চেষ্টাও হবে, তারা বলবে, এমন বাবার সঙ্গে আমাদের মিলন করাও কিন্তু প্রথমে তোমরা দেখো যে, ঘরে যাওয়ার পরে এমন নেশা থাকে কি ? নিশ্চয় বুদ্ধি কি থাকে ? যদিও বাবার চিন্তা তাদের থাকে, তারা চিঠিও লেখতে থাকে, আপনিই আমাদের প্রকৃত বাবা, আপনার থেকে আমরা সর্বোচ্চ আশীর্বাদী বর্সা পাই, আপনার সঙ্গে মিলিত না হয়ে আমরা থাকতে পারি না । বিবাহ চুক্তির পরই মিলিত হতে হয় । বিবাহ চুক্তির পরেই বাবার জন্য ছটফট করতে থাকে । তোমরা জানো যে, আমাদের বেহদের বাবা টিচার, সজন ইত্যাদি সবকিছুই । আর সকলের থেকেই তোমরা দুঃখ পেয়েছো, ওদের তুলনায় বাবা সুখ দেন । ওখানেও সবাই সুখ দেয় । এইসময় তোমরা সুখের সম্বন্ধে আবদ্ধ হচ্ছে ।

এ হল পুরুষোত্তম হওয়ার পুরুষোত্তম যুগ । এখানে মূল বিষয়ই হল - নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে, বাবাকেও ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে । এই স্মরণেই খুশীর পারদ উর্ধ্বে উঠতে থাকবে । আমরা সবথেকে বেশী ভক্তি করেছিলাম । অনেক ধাক্কা খেয়েছিলাম । এখন বাবা এসেছেন আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তাই অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । দৈবীগুণও ধারণ করতে হবে । পোতামেল রাখতে হবে যে - সারাদিনে কতজনকে বাবার পরিচয় দিয়েছি ? বাবার পরিচয় না দিলে সুখ আসবে না, এই পরিচয় দেওয়ার জন্য উৎসাহ লেগে যায় । এই যজ্ঞতে অনেক বিঘ্নও আসে, অনেকে মারও খায় । আর কোনো সংসঙ্গ নেই যেখানে পবিত্রতার কথা বলা হয় । এখানে তোমরা পবিত্র হও তাই অসুররা বিঘ্ন সৃষ্টি করে । তোমাদের পবিত্র হয়ে ঘরে যেতে হবে । আত্মা সংস্কারই সঙ্গে নিয়ে যায় । মানুষ বলে যে, যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যু হলে স্বর্গে যায়, তাই মানুষ খুশীর সঙ্গে যুদ্ধে যায় । তোমাদের কাছে কমান্ডার, মেজর, সিপাহী ইত্যাদি কোথা থেকে না আসে । স্বর্গে তা কিভাবে আসবে ? যুদ্ধের ময়দানে মানুষের মিত্র - সম্বন্ধী স্মরণে আসে । বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে । নিজেকে আত্মা মনে করো । ভাই - ভাই মনে করো । বাবাকে স্মরণ করো । যে যতো পুরুষার্থ করবে, ততোই উঁচু পদ পাবে । ওরা বলে যে, আমরা ভাই - ভাই কিন্তু অর্থ কিছুই জানে না । বাবাকেই ওরা জানে না ।

মানুষ মনে করে যে, আমরা নিষ্কাম সেবা করি । আমাদের ফলের কোনো ইচ্ছা নেই কিন্তু ফল তো অবশ্যই প্রাপ্ত হয় । নিষ্কাম সেবা তো একমাত্র বাবাই করেন । বাচ্চারা জানে যে, আমরা বাবার কতো

গ্লানি করেছি। দেবতাদেরও গ্লানি করেছি। দেবতারা তো কখনোই কারোর প্রতি হিংসা করেন না। তোমরা তো এখানে ডবল অহিংসক হচ্ছে। না তোমরা কাম কাটারি চালাবে আর না ক্রোধ করবে। ক্রোধও অনেক বড় বিকার। অনেকে বলে বাচ্চাদের উপর খুব ক্রোধ করেছি। বাবা বোঝান যে, খাপ্পড় ইত্যাদি কখনোই মারবে না। সেও তোমাদের ভাই, তার মধ্যেও আত্মা আছে। আত্মা কখনোই ছোটো বা বড় হয় না। এ তোমাদের সন্তান নয় বরং ছোটো ভাই। তোমাদের তাকে আত্মা মনে করতে হবে। ছোটো ভাইকে মারা উচিত নয়, তাই কৃষ্ণের জন্য দেখানো হয়েছে, দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতো। বাস্তবে এমন কথাই নেই। এ হলো ভিন্ন - ভিন্ন শিক্ষা। বাকি কৃষ্ণের কি প্রয়োজন পড়েছে মাখনের। উল্টে তারা আবার চুরির মহিমাও করে। তোমরা ভালো মহিমা করবে, তোমরা বলবে, তিনি তো সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ কিন্তু এই গ্লানিও ড্রামায় লিখিত। এখন তোমরা তমোপ্রধান হয়ে গেছো। বাবা এসে তোমাদের সতোপ্রধান করেন। তোমাদের পড়ান বেহদের বাবা। তাঁর মতেই তোমাদের চলতে হবে। এই বিষয় খুবই শক্ত। তোমরা তেমন কতো উঁচু পদও পাও। সহজই যদি হতো তাহলে সবাই এই পরীক্ষাতেই লেগে যেতো। এতে অনেক পরিশ্রম। দেহ - অভিমান এলে বিকর্ম হয়ে যায় তাই লজ্জাবতীর দৃষ্টান্ত আছে। বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা উঠতে পারবে। আর ভুলে গেলে কিছু না কিছু ভুলেই যাবে। তখন পদও কম হয়ে যায়। শিক্ষা তো সবাইকেই দেওয়া হয়েছিলো যা দিয়ে পরবর্তীতে গীতা লিখিত হয়েছে। গরুড় পুরাণে মুখরোচক কাহিনী লেখা হয়েছে, যাতে মানুষ ভয় পায়। রাবণ রাজ্যে পাপ তো হয়ই কেননা এ হলো কাঁটার জঙ্গল। বাবা বলেন যে, দৃষ্টিরই পরিবর্তন করতে হবে। দীর্ঘ সময় ধরে তোমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছো তাই শরীরের প্রতি ভালোবাসা চলে যায়। বিনাশী জিনিসের প্রতি ভালোবাসা রেখে কি লাভ? অবিনাশীর প্রতি প্রেম রাখলে অবিনাশী হয়ে যায়। বাচ্চাদের প্রতি বাবার এই নির্দেশ যে, উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো। আত্মা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) শরীর হল বিনাশী, এর প্রতি ভালোবাসার পরিবর্তে অবিনাশী আত্মার প্রতি প্রেম রাখতে হবে। অবিনাশী বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আত্মা - আত্মা, ভাই - ভাই, আমরা ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছি - এই অভ্যাস করতে হবে।

২) বিচার সাগর মন্বন করে নিজের এমন অবস্থা বানাতে হবে যে, মুখ থেকে যেন আজোবাজে কথা বের না হয়। প্রতি পদে নিজের জমা খরচের খতিয়ান (পোতামেল) চেক করতে হবে।

বরদান :-- ঈশ্বরীয় সঙ্গে থেকে, উল্টো সঙ্গে আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে সদা সদসঙ্গী ভব

যতই খারাপ সঙ্গ হোক না কেন, কিন্তু তোমাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্গ তার সামনে অনেক গুণ বেশী শক্তিশালী। ঈশ্বরীয় সঙ্গের সামনে ওইসব সঙ্গ কিছুই নয়। সবই দুর্বল, কিন্তু যখন নিজে দুর্বল হয়ে যাও তখনই উল্টো সঙ্গের আঘাত আসে। যে সর্বদা বাবার সঙ্গে থাকে অর্থাৎ সদা সতসঙ্গী, সে আর কোনো

সপ্নের রঙে প্রভাবিত হতে পারবে না । ব্যর্থ কথা, ব্যর্থ সঙ্গ অর্থাৎ কুসঙ্গ তাদের আকৃষ্ট করতে পারবে না ।

স্লোগান :-- খারাপকে ভালোতে পরিবর্তনকারীই সদা প্রসন্নচিত্ত থাকতে পারে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - যত বেশী সম্ভব অন্তর্মুখী হয়ে থাকার পুরুষার্থ করবে, বহির্মুখিতায় যেও না, তবেই তোমার পাপ ভস্মীভূত হবে"

প্রশ্ন :- চড়তী (উর্ধ্বারোহী) কলার পুরুষার্থ কি - যা প্রত্যেক বাচ্চাকেই শিখিয়ে থাকেন বাবা ?

উত্তর :- (১) বাচ্চারা, চড়তী কলায় আরোহণ করতে হলে বুদ্ধির যোগ একমাত্র বাবার সাথেই রাখতে হবে। অমুকে তেমন, সে তো এমন করে, তার মধ্যে এত সব অবগুণ - এসব ব্যাপারে যাবার প্রয়োজন নেই। অন্যের অবগুণ দেখেও মুখ ঘুরিয়ে নেবে।

(২) পঠন-পাঠনের প্রতি অপ্রসন্ন হবে না। মুরলীর ভাল-ভাল পয়েন্টগুলি ধারণ করতে থাকো, তবেই চড়তী কলা হতে থাকবে।

ওঁম শান্তি! এখন হচ্ছে জ্ঞানের ক্লাস আর প্রত্যুষে হয় যোগের ক্লাস। কিন্তু কি সেই যোগ ? -তা খুব ভালভাবে (ব্যখ্যা করে) বোঝাতে হবে। প্রকৃত ধারণার অভাবে লোকেরা হঠ-যোগের ফাঁদে ফেঁসে যায়। এই হঠ-যোগ মানুষই মানুষকে শেখায়। কিন্তু এখানে শেখানো হয় রাজযোগ, যা স্বয়ং পরমাত্মা শিখিয়ে থাকেন। রাজযোগ শেখাবার মতন এমন কোনও রাজা-ই নেই যে রাজ-যোগ শেখাতে পারে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণই হলেন ভগবতী-ভগবান, আর ওনারা এমন হতে পেরেছেন, যেহেতু আগে (তেমন মনোযোগ সহকারে) রাজযোগ শিখেছেন, তাই তো ভবিষ্যতের ভগবতী-ভগবান হয়েছেন। একমাত্র এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই এই জ্ঞান বোঝানো হয়। তাই ওনাদেরকে বলা হয় পুরুষোত্তম। যা পুরোনো আর নতুন দুনিয়ার মধ্যবর্তী সময়। পুরোনো অর্থাৎ বর্তমানের মনুষ্য-জগৎ আর নতুন অর্থাৎ দেবতাদের জগৎ। বর্তমানের শিশু থেকে বৃদ্ধ, মনুষ্য মাত্র সবাই এখন পুরোনো। নতুন দুনিয়ায়, নতুন আত্মারা- যারা দেবতা হন। ওনাদেরকে তখন আর মনুষ্য বলা হয় না। যদিও ওনারা মনুষ্যই কিন্তু দৈবী-গুণধারী। তাই তো ওনাদের দেবী-দেবতা বলা হয়। যারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন - "কাম-বিকারই মনুষ্যের মহাশত্রু। রাবণের বিকারগুলির মধ্যে এটাই প্রথম ও প্রধান ভূত। কেউ ক্রোধ বশতঃ রেগে গিয়ে কিছু বললে, লোকেরা বলে ঘেউ-ঘেউ করছে কেন ? বিকারগুলির মধ্যে কাম আর ক্রোধ সবচেয়ে বড় শত্রু মানুষের। লোভ-মোহের বেলায় কিন্তু বলে না যে, ভেউ-ভেউ করছ। বিজ্ঞানের কারণেও মানুষের মধ্যে অহংকার আর ক্রোধ বাড়ে- কখনও যা খুব ক্ষতিকারকও হয়ে ওঠে। কাম-বিকারের ভূত যা আদি-মধ্য-অন্তকেও দুঃখ দেয়। একে অন্যের প্রতি কামের কাটারি চালাতেই থাকে। এইসব বিষয়গুলিকে ভালভাবে বুঝে নিয়ে অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে।

বাচ্চারা, প্রকৃত বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়ার প্রকৃত দিশা একমাত্র তোমরা বি.কে.-রা ছাড়া আর কেউই তা জানাতে পারবে না। একমাত্র তোমরাই সে দিশা দেখাতে পারো, কিভাবে অসীম-বেহদের এই বাবার কাছ থেকে এই অমূল্য অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। আর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ সঠিক ভাবে বোঝাতে না পারো, বুঝতে হবে এই জ্ঞানের পঠন-পাঠনে সে মনোযোগী নয় আদৌ। তার বুদ্ধির যোগ এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরিতে ব্যস্ত থাকে। এটাও একটা যুদ্ধক্ষেত্র। এমনটা মোটেই ভেবো না যেন - এটা আর এমন কি ব্যাপার! তুমি না চাইলেও, মনে যেমন ঝড়-তুফান আসবে তেমনি বিকল্প চিন্তাভাবনাও জড়ো হতে থাকবে মনের কোণে। তখন কিন্তু

হতাশ হলে চলবে না। যোগের বল দ্বারাই মায়াবাণী পালাবে, যদিও তার জন্য অনেক পুরুষার্থ করতে হয়। নিজেদের কাজকর্ম নিয়ে কত ক্লান্ত হয়ে পড়ো তোমরা, যেহেতু সেই সময় নিজেরা দেহ-অভিমাণে থাকো। আবার দেহ-অভিমানের কারণেই অনেক বেশী কথাবার্তায় অর্থাৎ বিস্তারে যেতে হয়। তাই বাবা জানাচ্ছেন- "দেহী-অভিমানী হও।" দেহী-অভিমানী হতে পারলেই, বাবা যেমন ভাবে বোঝাচ্ছেন, তুমিও অন্যকে ঠিক তেমন ভাবেই বোঝাতে পারবে। তবে আগে নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করবে। তাই তো বাবা শেখান, বহির্জগতের বাতাবরণে যেও না, অন্তর্মুখী হয়ে থাকো। যদিও বিশেষ কারণে বহির্মুখী হওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তবুও যখনই সময় পাবে চেষ্টা করবে অন্তর্মুখী হয়ে থাকবার - এমন ভাবে চলতে পারলে, তবেই পাপের কালিমার-জং ভাঙ হবে। আর পাপ ভাঙ না হলে, উচ্চ-পদের অধিকারী হওয়া যায় না। জন্ম-জন্মান্তরের পাপ জমা হয়ে আছে যে। সবচেয়ে বেশী পাপ ব্রাহ্মণদের, তার মধ্যেও আবার ক্রমিকানুসার আছে। সে তত উচ্চতায় পৌঁছোবে, যে যত নীচে ছিল। আগামীতে যে রাজকুমার হবে, তাকেই এখন ভিত্তারী হতে হয়। ড্রামার চিত্রপটকে খুব ভালভাবে জানা উচিত। যে সর্বপ্রথম এসেছে, তাকেই সর্বশেষে যেতে হয়। যে সর্বাগ্রে পবিত্র হয়, সেই আবার সর্বাগ্রে পতিত হয়। বাবা স্বয়ং তখনই আসেন, ওনার (ব্রহ্মার) অনেক জন্মের পরে অন্তিম জন্মে, যখন ওনার বাণপ্রস্থ অবস্থা। যদিও বর্তমান সময়কালটা শিশু থেকে বৃদ্ধ, ছোট-বড় সবারই বাণপ্রস্থ অবস্থা। বাবার উদ্দেশ্যেই তো বলা হয়-"সবার সদগতিদাতা।" আর তা ঘটে একমাত্র এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই। একথা বি.কে.-দের সর্বদাই যেন স্মরণে থাকে বর্তমান সময়টা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। যেমন জাগতিক লোকদের জন্য এখন কলিযুগ। সঙ্গমযুগ কেবলমাত্র তোমাদের স্মরণে রাখার জন্য, যদিও ক্রমিক অনুসারেই।

বাচ্চারা, জাগতিক কাজকর্মের মধ্যে ব্যস্ত থাকতে হয় তোমাদের অনেকেরই। বাইরের জগৎ থেকে মুখ সরাতে পারলে তবেই প্রকৃত ধারণা আসে। যেমন বলা হয়, মৃত্যুকালে যার যেমন মনের স্থিতি থাকে, তার আগামী জন্ম হয় সেই অনুযায়ী। তাই তো মৃত্যু-পথযাত্রীকে কত ভাল ভাল গীত ও শ্লোক শোনানো হয়। জ্ঞান মার্গেও বলা হয়, তেমনটি করা উচিত। তা না হলে তো সেই ছিঃ ছিঃ দুনিয়াতেই আবার যেতে হবে। কিন্তু - অন্ধকে দিশা দেখাও প্রভু, এই ধরনের গীত নিজের নিজেদের ঘরে রাখা উচিত। যদিও এসব মনুষ্য দ্বারাই রচিত, অথচ তাদের কিন্তু সঙ্গমযুগের বিষয়ে কোনও ধারণাই নেই। বর্তমানে সবাই জ্ঞান নেত্রহীন অন্ধ। পরমাত্মা এসে তাদেরকে দিশা দেখায়। পরমাত্মা কেবলমাত্র দু-একজনকে তো আর দিশা দেখাবেন না - পুরো শিবশক্তি সেনাকেই সে দিশা জানাবেন। কিন্তু এই শক্তি সেনাদের (বি.কে.) কাজটা কি? - এরাই বাবার শ্রীমৎ অনুসারে নতুন দুনিয়া স্থাপন করে। তোমরা যে রাজযোগ শেখো, তা একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কেউই তা শেখাতে পারে না। অথচ ভগবান কিন্তু নিরাকার। ওঁনার নিজের কোনও শরীর নেই, যেখানে অন্যেরা সবাই শরীরধারী। উচ্চতমেরও উচ্চে একমাত্র এই বাবা। যিনি স্বয়ং শিক্ষক হয়ে তোমাদেরকে পড়ান। তোমরা নিজেরাও তা জানো। তোমাদের মধ্যেও এই জানার ক্রমিক অনুসার আছে, তাই তাদেরকেও এ বিষয়ে সতর্ক করা উচিত। নামী-দামী সংবাদপত্রেও বিজ্ঞাপন আকারে তা প্রকাশিত হওয়া উচিত যে - মনুষ্য অর্থাৎ লোকেরা যে যোগ শেখায়, তা হলো হঠযোগ। এক ও একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা বাবাই প্রকৃত রাজযোগ শেখাতে পারেন, যার দ্বারা মুক্তি ও জীবনমুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু, হঠ-যোগের দ্বারা দুটি পাওয়া যায় না। হঠ-যোগ যা পরম্পরায় চলে আসছে, যথেষ্ট প্রাচীনও। আর এই রাজযোগ, কেবলমাত্র এই সঙ্গমযুগেই বাবা এসে শেখান।

এবার বাবা বলছেন - ভাষণ দেওয়ার আগে টপিক (বিষয়) নির্বাচন করো। কিন্তু তোমরা তা করো না। যেহেতু তোমরা খুব কম সংখ্যকই এমন আছো, যারা শ্রীমৎ অনুসারেই চলো। প্রথমে ভাষণ লিখে, তারপর তা ফাইনাল করে, খুব ভালভাবে স্মরণে রাখবে। যেহেতু বক্তৃতার মতন করে তা ভাষণ করতে হয়। কাগজের লেখা দেখে পড়ে শোনাতে না অবশ্যই। এভাবে বিচার সাগর মন্ডন করে ভাষণ করার সাহস কেবল তারই হয়, যে নিজেকে আত্মা মনে করে তারপর ভাষণ করতে শুরু করে। তখন যেন এই ভাব থাকে যে, আমি আমার আত্মা ভাইকেই তা শোনাচ্ছি, তবেই তা শক্তিশালী ভাষণ হবে। তেমন ভাবে ভাষণ করাটাও অনেক উল্লতির দিশা। যেমন পান-সাজানোও তেমন সহজ কাজ (মাসীর ঘর) নয় মোটেই। এমনি করে যতই তুমি পারদর্শী হতে থাকবে, মায়াও তোমাকে ততই আক্রমণ করতে থাকবে। অঙ্গদ, মহাবীর - এরাও তো পরাক্রমশালী বীর ছিলেন, তাই তো তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে বলতে পেরেছিলো- রাবণ দেখাক দেখি তাদেরকে একচুলও নাড়াতে পারে নাকি। এটা অবশ্য স্থূল কিছু দেখাবার ব্যাপার নয়। এগুলি উপমা দেওয়া হয়, যা পরে শাস্ত্রের গল্প হয়ে যায়। এই কান'-ই একদা পরমাত্মা বাবার সুবর্ণ-রঞ্জিত প্রকৃত জ্ঞান শুনে জ্ঞানী হওয়ার পরে আবার ভক্তি-মার্গের আজব সব লোকগাঁথা শুনে শুনে একদম নির্বোধে পরিণত হয়। ভক্তি-মার্গে যেমন মাথাও ঠুকতে হয় - তেমনি আবার টাকা-পয়সাও খোয়াতে হয়। অধোগতিই হতে থাকে কেবল। এটাই হলো ৮৪-জন্মের সিঁড়ির কাহিনী। ভক্তি মার্গের ধারা কেবলই অধোগতির। বাবা এসে এখন ঊর্ধ্বগতির দিশা দেখাচ্ছেন, অর্থাৎ বি.কে.-দের এখন ঊর্ধ্বারোহীর চড়তী কলা। তবে বুদ্ধির যোগ যদি বাবার সাথে না থাকে, তবে কিন্তু অধোগতিতে নামতেই থাকবে। বাবাকে স্মরণ করতে থাকলেই তো ঊর্ধ্বগতিতে এগোতে পারবে। অবশ্য পরিশ্রমও করতে হবে এর জন্য - কিন্তু অনেক বাচ্চাই যে অমনোযোগী। নিজের কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে বাবাকে আর বাবার জ্ঞানকেই ভুলে যায়। ফলে মায়াও তাদের মনে নানাভাবে তুফানে তুলতে থাকে - অমুকে এমন, সে এমন সব কাজ করে, এই ব্রাহ্মণী এরকম, তার মধ্যে এতসব অবগুণ আছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু, তোমার তাতে কি? সর্বগুণ সম্পন্ন তো কেউই নয়। কারও অবগুণকে না দেখে, কেবল গুণ-টুকুই তো গ্রহণ করতে হবে। অবগুণ দেখলে সেদিক থেকে মুখ ঘুড়িয়ে নিতে হবে। কেবলমাত্র বাবার মুরলী শোনো আর তা ধারণ করতে থাকো। তুমি তোমার বুদ্ধিতে এই ভাবকে দূত করে নাও, মুরলী হলো বাবার বাক্য অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে সঠিক। তবুও যা সঠিক মনে হবে না, তা ছেড়ে দিলেই হলো। কিন্তু এই পার্ঠের প্রতি অবহেলা করবে না কখনও। ব্রাহ্মণীর বা পার্ঠের প্রতি বিমুখ হওয়া মানেই বাবার প্রতি বিমুখ হওয়া। এমন অনেক বাচ্চাই আছে, যারা আর সেন্টারেই যায় না। তা সে যে যেমনই হোক না কেন, তোমার সম্পর্ক তো কেবল মুরলীর সাথে। যে কেউই মুরলী পড়ুক না কেন, মুরলী থেকে ভাল-ভাল পয়েন্ট ধারণা করে তা ধারণ করবে। কারও সাথে কথা বলার ইচ্ছা না থাকলে, চুপচাপ মুরলী শুনে চলে যেতে পারো। কিন্তু এমন বিমুখ হবে না যেন, সেন্টারে যাওয়াই বন্ধ করে দিলে। এসবেও কিন্তু ক্রমিক অনুসার আছে।

মিষ্টি বাচ্চারা, এটা খুবই ভাল, খুব ভোরে উঠেই তোমরা স্মরণের যোগে বসো। তখন বাবা আসেন তোমাদেরকে সার্চ-লাইটের আলোর পরশ দিতে। বাবা (ব্রহ্মা) ওনার অনুভবের কথা শোনাচ্ছেন - উনি যখন যোগে বসেন, যে বাচ্চা অনন্য সেই বাচ্চার কথাই প্রথমে মনে পড়ে। তা সে বিদেশেই থাকুক বা কলকাতাতেই থাকুক। সর্বাগ্রে অনন্য বাচ্চাকেই স্মরণ করে তাকে সার্চ-লাইটের পরশ দেন বাবা। যদিও তোমরা বাবার সামনেই বসে আছো, তবুও বাবা আগে তাকেই স্মরণ করেন, যে কখনও সেবার কাজে সর্বদাই ব্যস্ত থাকতো। সেই আত্মা অবশ্যই এখানকার বা আশেপাশের কোনও ঘরে

জন্ম নিয়ে থাকবে। তাই তাকে স্মরণ করে বাবা সর্বাগ্রে সার্চ-লাইটের আলোর পরশ তো দেবেনই। যদিও সবাই বাবার বাচ্চা। কিন্তু যারা খুব মনোযোগ সহকারে বেশী করে সেবার কার্য করে - সেসব তো বাবা জানবেনই। তাই তখন বাবা বলেন- আগে এখানে সার্চ-লাইটের আলো দাও, তো তেমনই করা হয়। এখানে বাবা যে ডবল ইঞ্জিনের (শিববাবা + ব্রহ্মাবাবা)। ব্রহ্মাবাবা যে এত উচ্চ-পদ পান, নিশ্চয়ই এনার মধ্যেও অনেক শক্তি আছে। যদিও ব্রহ্মা বলেন- সর্বদাই তোমরা ভাববে যে, শিববাবাই তোমাদের পড়াচ্ছেন। অতএব ওনাকেই স্মরণ করা উচিত। অবশ্য এটাও তোমরা বুঝতে পারো এটা একটা দুই আত্মার শক্তিশালী প্রদীপ। যা আর কারও মধ্যে এমন দুটি আত্মা একত্রে নেই। তাই তো এই দুই আত্মা-প্রদীপের সামনে এলেই, তেজ ও শক্তিতে ভরপুর হয়ে তরতাজা হও তোমরা। প্রভাতের এই সময়টাও খুব কার্যকরী। প্রাতঃস্নান সেরে ছাদে গিয়ে শান্ত পরিবেশে একান্তে গিয়ে বসে পড়ো। তোমাদের জন্যই তো বাবা এত বড় বড় ছাদের ব্যবস্থা করেছেন। পাদরীরাও এমন সাইলেঞ্চে গিয়ে বসে। যদিও তারা যীশুখৃষ্টকেই স্মরণ করবে। যেহেতু প্রকৃত গড-কে জানে না তারা। প্রকৃত গড-কে স্মরণ করলে তো শিবলিপ্সের বিষয়টাও বুদ্ধিতে এসে যেতো। তারা তাদের মতন করে তাতেই আনন্দ পায়। তোমাদের কিন্তু তাদের গুণগুলিকেও ধারণ করা উচিত। যেমন দত্তাত্রেয় সবার গুণগুলিকেই গ্রহণ করতো। বাচ্চারা, তোমরাও এক একজন দত্তাত্রেয়, যদিও তা ক্রমিক অনুসারে। একান্তে সাধনার জন্য এই জায়গাটা খুবই ভাল। অতএব যতটা পারো নিজেদের জন্য (পুণ্য) অর্জন করে নাও। বাইরে বেরোলেই তো জাগতিক সবকিছু স্মরণে আসবে। ভোর চারটার সময়টা খুব ভাল সময়। বাইরে যাবার প্রয়োজনই পড়ে না তখন। ঘরেও বসা হবে আবার পাহারাও দেওয়া হবে। যজ্ঞের প্রতিটি বস্তুকেই রক্ষা করতে হবে, যেহেতু যজ্ঞের এক-একটি সামান্য বস্তুও অনেক মূল্যবান, তাই সতর্কতা সর্বাগ্রে। যদিও এখানে তেমন কেউ আসবে না। লোকেরা জানে, এখানে গয়না-গাঁটি, টাকা-পয়সা কিছুই নেই। এমন কি এটা কোনও মন্দিরও নয়। তবুও চুরি তো আজকাল সর্বত্রই হয়। পুরোনো জিনিসপত্র চুরি করে বিদেশেও নিয়ে যায় আজকাল। জগৎ-টাই এমন নোংরা হয়ে গেছে যে। কাম-বিকারই মানুষের মহাশত্রু। এই কাম-বিকার মানুষকে সবকিছুই ভুলিয়ে দেয়।

বাচ্চারা, খুব প্রত্যুষে তোমাদের একটা ক্লাস হয়- এভারহেল্দি (সুস্বাস্থ্য গঠনের জন্য যোগ) হওয়ার, তারপর এই আর একটা ক্লাস হচ্ছে এভার-ওয়েলদী/জ্ঞান-রত্নে ধনবান হওয়ার (মুরলী ক্লাস) । অর্থাৎ বাবার সাথে যেমন স্মরণের যোগে যোগযুক্ত হতে হবে, তেমনি এই জ্ঞানের পাঠের বিচার-সাগরও নিরন্তর মন্বন করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করার সময় অবিনাশী উত্তরাধিকার যেন স্মরণে আসে। এটাই সহজ সরল যুক্তি। বাবা যেহেতু বীজরূপ, তাই কল্পবৃক্ষের আদি-মধ্য-অন্ত সবই ওঁনার জানা। যা তোমরাও জেনেছো এখন। এই বীজরূপকেই স্মরণ করলে পবিত্র হওয়া যায়, আর স্বদর্শন-চক্রের স্মরণ দ্বারা চক্রবর্তী রাজা হওয়া যায় অর্থাৎ ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ রাজা হওয়া যায়। লোকেরা তো রাজা বিক্রম আর রাজা বিকর্মাজীত দুজনের দুই সময়কালের ক্যালেন্ডারকে একত্রে মিশিয়ে এক করে দিয়েছে। রাবণের আগমন থেকে বিক্রম সংবৎ শুরু হলো, তারিখও বদলে গেল। ১ থেকে ২৫০০ বছর পর্যন্ত প্রথম ক্যালেন্ডারে। এরপরে সেখান থেকে আবার ২৫০০ বছর । এই দুয়ে মিলে মোট ৫ হাজার পর্যন্ত। হিন্দুরা তাদের নিজেদের প্রকৃত ধর্মকেই জানে না। একমাত্র এই একটাই ধর্ম-যারা নিজের প্রকৃত ধর্মকে ভুলে অধর্মী বা বিধর্মী হয়। এমনকি ধর্ম-স্থাপকেও ভুলে যায় তারা। তোমরা বি.কে.-রা তাদেরকে বোঝাতে পারো, কবে থেকে শুরু এই আর্ষ-সমাজের। আর্ষ অর্থাৎ সত্যযুগের, যারা সংশোধিত। এখনকার যারা, তারা সবাই অনার্য (অজ্ঞানী)! বাবা এসে

পুনরায় সবার কু-সংস্কারগুলির সংশোধন করান। যা বি.কে.-দের বুদ্ধিতে পুরো চক্রটাই বর্তমান। ভাল বাচ্চারা, যারা খুব ভালভাবে পুরুষার্থ করে, তারা নিজেরাও তা জানে। তাই তো তারা অন্যদের পুরুষার্থে সাহায্যও করে। আমাদের এই বাবা যে দীনবন্ধু-কৃপাসিদ্ধ (গরীব নিবাজ)! দূর-দূরান্তের গ্রামগুলিতেও এই সংবাদ যেন পৌঁছে যায়। মাত্র ৬-খানা চিত্র থাকলেই চলবে। ৮৪-জন্ম চক্রের চিত্রটি খুবই সুন্দর। এই বিষয়ের উপরেই খুব ভাল করে বোঝাবে। কিন্তু মায়া এতই প্রবল যে, সবকিছুই ভুলিয়ে দেয়। অবশ্য এখানে তো ডবল-লাইট (শিব+ব্রহ্মা) একত্রিত হয়ে বসে আছে। বাবার অর্থাৎ শিবের আর এনার অর্থাৎ ব্রহ্মার - যেখানে দু-জনেরই লাইট খুব পাওয়ারফুল। কিন্তু ব্রহ্মাবাবা বলেন- তোমরা কেবল শিববাবার পাওয়ারফুল লাইটকে ধরে থাকো। তবুও বাচ্চারা এনার দিকেই আসতে চায়। তাদের ধারণা, ব্রহ্মার কাছেই তো ডাবল পাওয়ারফুল লাইট পাওয়া যাবে। কিন্তু বাবা স্বয়ং যেখানে বলছেন। এমনও তো প্রবাদ আছে- "তুমি যা বলবে কেবল তাই শুনবো, তুমি যা বলতে বলবে কেবল তাই বলবো।" এর অর্থ এমন নয় যে, এখানেই বসে থাকতে হবে। যদিও ধারণার জন্য শুরুতে ৮-দিনই যথেষ্ট। আর বসাতেই যদি চাও, তবে তো এখানে অনেক বিশাল সংখ্যায় তা হয়ে যাবে তখন।

বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে যা কিছুই ঘটে চলেছে সবকিছুই ড্রামার চিত্রপট অনুসারে। এতে তোমাদের আন্তরিক খুশি-ই হওয়া উচিত। আর সেই খুশী অনুভব করতে পারে তারাই, যারা অন্যকেও নিজের মতন করে তৈরি করায়। প্রজার বন্দোবস্ত করতে পারলে, তবেই তো তুমি রাজা হতে পারবে। অবশ্য পাসপোর্টেরও প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে বাবার কাছে জানতে চাইলে, বাবার চট-জলদি উত্তর - আগে নিজেকে বিচার করো- কোনও অবগুণ নেই তো তোমার মধ্যে? স্তুতি বা নিন্দা সবকিছুই সহ্য করতে হবে। যন্তে যা পাওয়া যাবে, তাতেই নিজেকে খুশীতে রাখতে হবে। যন্তের ভোজনকেই মনের আনন্দে পছন্দ করতে হবে। সন্ন্যাসীরা তো ভোজনের পর থালা ধুয়েও জল খায়, যেহেতু ভোজনের মহত্ব তাদের কাছে অনেক। আগামীতে এমনও দিন আসবে, যখন আনাজ-পত্র পাওয়াই যাবে না। অতএব সবকিছুরই সহ্য শক্তি থাকতে হবে। তবেই তো সফলকাম হতে পারবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কারও কোনও অবগুণ দেখলে মুখ ঘুড়িয়ে নেবে। পঠন-পাঠনের প্রতি বিমুখ হবে না। ★ দত্তাত্রেয়র মতন সবার গুণটুকুকেই ধারণ করবে।

২) জাগতিক সবকিছু থেকে বুদ্ধিকে সরিয়ে নিয়ে অন্তর্মুখী হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে। জাগতিক কাজকর্মের মধ্যে থেকেও দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে। বেশী কথাবার্তার মধ্যে থাকবে না।

বরদান :- নিজে সুখ স্বরূপ হয়ে প্রত্যেক আত্মাকেই সুখী করে মাস্টার সুখদাতা হও

বিস্তার :- যে বাচ্চারা সদা যথার্থ কর্মই করে, তারা সেই কর্মের প্রত্যক্ষফল, খুশী আর শক্তি পায়। ফলে তাদের মনেও খুশী থাকে, সংকল্প মাত্রও তাদের মনে দুঃখের লহর আসতে পারে না। সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যাদের দুঃখের নাম-গন্ধও থাকে না- যেহেতু তারা যে সুখদাতার বাচ্চা। এরূপ সুখদাতার বাচ্চারা স্বয়ং মাস্টার-সুখদাতাই হয়। তারা প্রত্যেক আত্মাকেই সদা সুখই দেবে। কখনোই তারা কারওকে দুঃখ দেবে না এবং নিজেরাও কোনও দুঃখ নেবে না।

স্লোগান :- মাস্টার দাতা হয়ে সহযোগ, স্নেহ আর সহানুভূতি প্রদান করাই হল - ঋমাশীল আত্মার লক্ষণ ।

★দত্তাত্রেয় - দত্তাত্রেয় জয়ন্তী বা দত্ত জয়ন্তী হল একটি হিন্দু উৎসব। এই দিনটি হিন্দু দেবমণ্ডলীর তিন প্রধান দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণুও শিবের সম্মিলিত অবতার দত্তাত্রেয়ের জন্মজয়ন্তী উৎসব হিসেবে পালিত হয়। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব পালিত হয়। ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যে এই উৎসব বিশেষ জনপ্রিয়। কথিত আছে তিনি ২৪ জন গুরু করেছিলেন এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে কিছু না কিছু গুণ গ্রহণ করেছিলেন।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- যেমন বাবা আর দাদা দু'জনেই নিরহংকারী, নিষ্কাম সেবা করেন, নিজের কোনো লোভ নেই -- বাচ্চারা, তোমরাও এমনই বাবার সমান হও"

প্রশ্ন :- দীনদয়াল (গরীব নিবাজ) বাবা গরীব বাচ্চাদের ভাগ্য কিসের আধারে উচ্চ বানান ?

উত্তর :- বাবা বলেন -- বাচ্চারা, ঘরে থেকে সবকিছু সামলাও, সাথে সাথে সর্বদা বুদ্ধিতে এটাই রেখো যে এই সবকিছুই বাবার। ট্রাস্টী হয়ে থাকো তবেই ভাগ্য উঁচু হবে। এতে অনেক সততা চাই। সম্পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে তবেই যন্ত্রের থেকে পালনা হতে থাকবে। ঘরেও ট্রাস্টী হয়ে শিববাবার ভান্ডারা থেকেই খাই। বাবাকে সব সত্য বলতে হবে।

ওম শান্তি । ভক্তিমার্গের সংসঙ্গ থেকে এই জ্ঞানমার্গের সংসঙ্গ বিচিত্র। তোমাদের ভক্তির অনুভব তো রয়েছে। জানো যে, অনেকানেক সাধু-সন্ত রয়েছে যারা ভক্তিমার্গের শাস্ত্র ইত্যাদি শোনায়। এখানে তো সম্পূর্ণ এর থেকে আলাদা। এখানে তোমরা কার সামনে বসে রয়েছ ? ডবল বাবা আর মা। ওখানে তো এমন হয় না। তোমরা জানো, এখানে তো অসীম জগতের পিতাও রয়েছেন, মাঝ্মাও রয়েছেন, ছোটো মাঝ্মাও রয়েছেন। এতসব সম্বন্ধ হয়ে যায়। ওখানে তো এমন কোনো সম্বন্ধ নেই। বাবা, মাঝ্মা এনারা কারো ফলোয়ার্সও (শিষ্য) নন। ওটা হলো নিবৃত্তিমার্গ। ওদের ধর্মই আলাদা। তোমাদের ধর্মও আলাদা। রাত-দিনের প্রভেদ । এটাও তোমরা জানো যে, লৌকিক পিতার কাছ থেকে এক জন্মের জন্য অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখ পাওয়া যায়। আবার (পরজন্মে) নতুন পিতা, নতুন বিষয় । এখানে তো লৌকিকও রয়েছেন, পারলৌকিকও রয়েছেন, আবার অলৌকিকও রয়েছেন । লৌকিকের কাছ থেকেও উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ পাওয়া যায় আর পারলৌকিকের কাছ থেকেও উত্তরাধিকার সূত্রে অবিনাশী সম্পদ পাওয়া যায়। বাকী এই অলৌকিক পিতা হলেন ওয়ান্ডারফুল, এঁনার থেকে কোনো উত্তরাধিকারের আশীর্বাদ পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, এঁনার দ্বারা শিববাবা অবিনাশী সম্পদ দেন, তাই সেই পারলৌকিক পিতাকে অনেক স্মরণ করা হয়। লৌকিককেও স্মরণ করে। কিন্তু এই অলৌকিক ব্রহ্মাবাবাকে কেউ স্মরণ করে না। তোমরা জানো যে, ইনি হলেন প্রজাপিতা, ইনি কোনো একজনের পিতা নন। প্রজাপিতা গ্রেট গ্রেট গ্রান্ড ফাদার। শিববাবাকে গ্রেট গ্রেট গ্রান্ড ফাদার বলা হয় না। লৌকিক সম্বন্ধে লৌকিক ফাদার আর গ্রান্ড ফাদার(পিতামহ) হয়। ইনি (ব্রহ্মা বাবা) হলেন গ্রেট গ্রেট গ্রান্ড ফাদার। এমন না লৌকিককে, না পারলৌকিককে বলা হবে। গ্রেট গ্রেট গ্রান্ড ফাদারের থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না। এইসব কথা বাবা বসে বোঝান। ভক্তিমার্গের তো কথাই আলাদা। ড্রামায় সেই পার্টও রয়েছে যা পুনরায় চলতে থাকবে। বাবা বলে দেন যে, তোমরা কিভাবে ৮৪ জন্ম নিয়েছ, ৮৪ লক্ষ নয়। বাবা এসে এখন সমগ্র দুনিয়া আর আমাদেরকে নিষ্কলুষ (রাইটিয়াস) বানান। এইসময় কেউ ধর্মাত্মা হতে পারে না। পুণ্য আত্মাদের দুনিয়াই আলাদা। যেখানে পাপাত্মারা থাকে সেখানে পুণ্যাত্মারা থাকে না। এখানে পাপাত্মারা, পাপী আত্মাদেরই দান-পুণ্য করে। পুণ্যাত্মাদের দুনিয়ায় দান-পুণ্য ইত্যাদি করার কোনো প্রয়োজনই নেই। ওখানে এই জ্ঞান-ই থাকে না যে আমরা সঙ্গমে ২১ জন্মের আশীর্বাদ নিয়েছিলাম। না, এই জ্ঞান এখানেই বেহদের পিতার কাছ থেকে তোমরা পাও, যার ফলে ২১ জন্মের জন্য সদা সুখ, স্বাস্থ্য, সম্পদ সবকিছুই প্রাপ্ত হয়। ওখানে তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি পায়। নামই হল অমরপুরী। কথিত আছে যে, শঙ্কর পার্বতীকে কথা শুনিয়েছিলেন। সূক্ষ্মলোকে তো এই কথা হতে পারে না। তাও আবার অমরকথা, তা

কি একজনকেই শোনানো হয় ? না, তা হয় না। এ হল ভক্তিমার্গের কথা, যার উপর তারা আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে। সর্বাপেক্ষা বড় অলীক কথন হল, ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলা। এ হল কুৎসা রটানো। বেহদের পিতা যিনি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানান তাঁর উদ্দেশ্যে বলা হয় সর্বব্যাপী, মাটির পাত্রের টুকরোতে, পাথরের টুকরোতে, প্রতিটি কণায় কণায় তিনি রয়েছেন। নিজের থেকেও বেশী গ্লানি করে দিয়েছে। আমি তোমাদের কত নিষ্কাম সেবা করি, আমার কোনো লাভ নেই যে প্রথম স্থানাধিকারী হতে হবে। না, অন্যদেরকে তৈরী করার জিঞ্জিষাদারী থাকে। একেই বলা হয় নিষ্কাম সেবা।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের নমস্কার করেন। বাবা নিরাকার, কত নিরহংকারী, কোনো অহংকার নেই। পোশাক ইত্যাদিও সেই একই। কিছুই পরিবর্তন হয় নি। নাহলে তারা তো তাদের পোশাকই বদল করে ফেলে। ঐনার পোশাক সেইরকমই সাধারণ। অফিসার-দের ড্রেসও বদল হয়, ঐনার তো সেই সাধারণ একই পোশাক। কোনো পার্থক্য নেই। বাবাও বলেন যে, আমি তো সাধারণ শরীর ধারণ করি। তাও আবার কেমন ? যিনি স্বয়ং নিজের জন্মকে জানেন না যে কতবার পুনর্জন্ম নিয়েছেন। ওরা তো ৮৪ লক্ষ বলে দেয়। শোনা কথা। এতে কোনো লাভ নেই। ওরা তো ভয় দেখায় --- এমন কর্ম করলে গাধা, কুকুর ইত্যাদি হয়ে জন্মাবে, বাছুরের লেজ ধরে সাঁতরে পার হয়ে যাবে। গরু সেখানে কোথা থেকে এল ? স্বর্গের গরুই আলাদা রকমের হয়। সেখানকার গরু ফার্স্টক্লাস হয়। যেমন তোমরা ১০০ শতাংশ সম্পূর্ণ হবে, তেমনই গরুও ফার্স্টক্লাস হবে। কৃষ্ণ কখনও গো-পালন করত না। ঐনার(গো-পালনের) কি প্রয়োজন। সেখানকার সৌন্দর্য দেখানোর জন্য এমন দেখিয়েছে। এছাড়া এমন নয় যে কৃষ্ণ গো-পালন করত। কৃষ্ণকে গোয়ালার বানিয়ে দিয়েছে। কোথায় সর্বগুণসম্পন্ন সত্যযুগের ফার্স্ট প্রিন্স আর কোথায় গোয়ালার! কিছুই বোঝে না। কারণ দেবতা-ধর্ম তো এখন আর নেই। এই একটিই ধর্ম যা প্রায়ঃ বিলুপ্ত হয়ে যায়। এসব কথা শান্ত্রে নেই। বাবা বলেন, বাচ্চারা, এই জ্ঞান আমি তোমাদেরকে দিই -- বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য। মালিক হয়ে গেলে তখন আর এই জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে না। জ্ঞান সর্বদা অজ্ঞানীদের দেওয়া হয়ে থাকে। গায়নও রয়েছে, জ্ঞান-সূর্য প্রকট হয়েছে(প্রগটা), অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশের..... এখন শুধু বাচ্চারা জানে যে, সমগ্র দুনিয়া এখন অন্ধকারে রয়েছে। কত-কত সংসঙ্গ রয়েছে। কিন্তু এ কোনো ভক্তিমার্গের নয়। এ হলো সন্নতিমার্গ। একমাত্র বাবাই সন্নতি করেন। তোমরা ভক্তিমার্গে আহ্বান করেছ যে, তুমি এলে আমরা তোমার হয়ে যাবো। তুমি ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেউ নেই কারণ তুমিই জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, পবিত্রতার সাগর, সম্পদের সাগর। সম্পত্তি-ও দেয়, তাই না। কত ধনবান(মালামাল) বানিয়ে দেন। তোমরা জানো যে, আমরা শিববারের কাছে ২১ জন্মের জন্য নিজেদের ভান্ডার(ঝোলা) ভরপুর করতে এসেছি অর্থাৎ নর থেকে নারায়ণ হয়ে যাই। ভক্তিমার্গে কথা তো অনেক শুনেছ, তাতে সিঁড়ি নিম্নগামী-ই হয়েছে। কেউ তো উর্ধ্ব আরোহন(চড়তী কলা) করতে পারে নি। কল্পের আয়ুও কত লম্বা-চওড়া করে দেয়। ড্রামার সময়কাল-কে লক্ষ বর্ষ বলে দেয়। এখন তোমরা জেনেছো যে, কল্প হয়-ই ৫ হাজার বর্ষের। ম্যাক্সিমাম ৮৪ জন্ম, আর মিনিমাম এক জন্ম। পর-পর আসতে থাকে। নিরাকারী কল্প বৃক্ষ, তাই না। নশ্বরের ক্রমানুসারেই পুনরায় আসে পার্ট করতে। কিন্তু সঠিক তো এটাই যে আমরা হলাম (আত্মা) নিরাকারী বৃক্ষের। সেখান থেকে আবার এখানে আসি ভূমিকা পালন (পার্ট) করতে। ওখানে সবাই পবিত্র থাকে। কিন্তু পার্ট সকলেরই আলাদা আলাদা। এ কথা বুদ্ধিতে রাখো। কল্পবৃক্ষ-কেও(ঝাড়) বুদ্ধিতে রাখো সত্যযুগ থেকে কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত কাহিনী বাবাই বলেন। একথা কোনো মানুষে বলে না, দাদাও বলে না। সতগুরু একজনই যিনি সকলের সন্নতি করেন। বাকী আর সবই ভক্তিমার্গের গুরু। কতই না

কর্মকান্ড করে। ভক্তিমার্গের আড়ম্বর(শো) কত। এ হল মরীচিকা(মৃগতৃষ্ণা)। এতেই এমন আবদ্ধ হয়ে গেছে যে কেউ বের করে আনতে গেলে সে নিজেই সেখানে আটকে পড়ে। এও ড্রামায় ফিক্সড হয়ে রয়েছে। কোনো নতুন কথা নয়। তোমাদের এক-একটি মুহূর্ত যে অতিবাহিত হয়ে যায়, সে সবকিছুই ড্রামায় তৈরী হয়ে রয়েছে। তোমরা জানো যে, এখন আমরা বেহদের পিতার কাছ থেকে রাজযোগ শিখে নর থেকে নারায়ণ, বিশ্বের মালিক হই। বাচ্চারা তোমাদের তো নেশা থাকা উচিত। বেহদের পিতা পাঁচ-পাঁচ হাজার বছর পরে এই ভারতেই আসেন। তিনিই শান্তির সাগর, সুখের সাগর। এই মহিমা শুধুমাত্র পারলৌকিক পিতার-ই। তোমরা জানো, এই মহিমা সম্পূর্ণ সঠিক। সবকিছুই একজনের থেকেই পাওয়া যায়। তিনিই দুঃখহরণকারী, সুখ প্রদানকারী (সুখদাতা), যার সম্মুখে তোমরা এখন বসে রয়েছ।

তোমরা নিজেদের সেন্টারে বসে থাকলেও যোগ কোথায় লাগবে। বুদ্ধিতে আসবে যে শিববাবা মধুবনে রয়েছেন। স্বয়ং শিববাবা বলেন যে, আমি সাধারণ বৃদ্ধ শরীরে প্রবেশ করেছি, পুনরায় ভারতকে স্বর্গে পরিনত করতে। আমিও ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছি। তোমরা আমার কত গ্লানি কর। আমিই তোমাদের পূজনীয় বানাই। এ যেন কালকের কথা। তোমরা কত পূজা করতে। তোমাদের নিজস্ব রাজ্য-ভাগ্য(রাজস্ব) দিয়েছি। সব হারিয়ে ফেলেছে। এখন পুনরায় তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাচ্ছি। কখনও কারও বুদ্ধিতে একথা বসবে না। ঐনারা হলেন দৈবী গুণসম্পন্ন দেবতা। ঐনারাও মানুষ, কেউ ৮০-১০০ ফুট লম্বা তো নয়। এমনও তো নয় যে ঐনাদের আয়ু বেশী তাই ছাদ-সমান বড়(লম্বা) হবে। কলিযুগে তোমাদের আয়ু কম হয়ে যায়। বাবা এসে তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি করে দেয়। তাই বাবা বলেন হেল্থ মিনিস্টারকেও বোঝাও। বলো যে, আমরা আপনাকে এমন যুক্তি বলে দেব যেন কখনও আর অসুস্থ হয়ে না পড়েন। ভগবানুবাচ -- নিজেকে আত্মা মনে করে মামেকম্ স্মরণ কর তবেই তোমরা পতিত থেকে পাবন এভারহেল্লী(সদাসুস্থ) হয়ে যাবে। আমরা গ্যারান্টি করছি। যোগীরা পবিত্র হয় তাই তাঁদের আয়ুও বেশী হয়। এখন তোমরা হলে রাজযোগী, রাজস্বাষি। ওই সন্ন্যাসীরা রাজযোগ শেখাতে পারে না। তারা বলে গঙ্গা হলো পতিত-পাবনী, সেখানে দান কর। গঙ্গাতে কি দান করা যায়, না করা যায় না। মানুষ গঙ্গায় পয়সা ফেলে। পন্ডিভেরা তা নিয়ে যায়। এখন তোমরা বাবার দ্বারা পবিত্র হচ্ছে বাবাকে কি দাও ? কিছুই না, বাবা তো দাতা। তোমরা ভক্তিমার্গে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গরীবকে দান করতে। অর্থাৎ পতিতদের দিতে। তোমরাও পতিত, যারা নিচ্ছে তারাও পতিত। এখন তোমরা পবিত্র হচ্ছে। তারা পতিত, পতিতকে দান করে। কুমারী যারা প্রথমে পবিত্র হয় তাকেও দান করা হয়, নত-মস্তক হয়, খাওয়ায়, দক্ষিণাও দেয়। বিবাহের পর সব নষ্ট হয়ে যায়। ড্রামায় ফিক্সড রয়েছে আবারও রিপীট হবে। ভক্তিমার্গের পার্টও হয়ে গেছে। আর সত্যযুগের সমাচারও বাবা বলেন। বাচ্চারা এখন তোমরা বুঝতে পেরেছে। প্রথমে অবোধ(অবুঝ) ছিলে। শাস্ত্রে তো ভক্তিমার্গের কথা রয়েছে, এর দ্বারা আমাকে কেউ পায় না। আমি যখন আসি, তখনই এসে সকলের সঙ্গতি করি। আর আমি একবারই আসি পুরোনোকে নতুন বানাতে। আমি গরীবের ত্রাতা। গরীবদের সাহকার বানাই। গরীবরা তো ঝট করে বাবার হয়ে যায়, তারা বলে, বাবা আমরা তোমার। এই সবকিছু তোমার। বাবা বলেন, ট্রাস্টী হয়ে থাকো। বুদ্ধি দিয়ে বোঝো যে, এইসব আমাদের নয়, বাবার। এর জন্য বড় হুশিয়ার(চতুর) বাচ্চা চাই। আবার ঘরে যখন ভোজন বানিয়ে খাও অর্থাৎ যজ্ঞ-র থেকেই ভোজন কর কারণ তোমরাও এই যজ্ঞে সমর্পিত। তাই সবকিছুই এই যজ্ঞের হয়ে গেছে। ঘরেও যদি ট্রাস্টী হয়ে থাকো তবে শিববাবার ভান্ডারা থেকেই খাও। কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা চাই। বিশ্বাসের দৃঢ়তায় যদি গড়বড়(বিচলিত) হয়

তবে, যেমন হরিশ্চন্দ্রের উদাহরণ রয়েছে । বাবাকে তো সবকিছুই বলতে হবে। আমি হলাম দীনদয়াল(গরীবের ত্রাতা)।

গীত:- অবশেষে সেই দিন এসেছে আজ (আখির ওহ দিন আয়া আজ).....

আধাকল্প ভক্তিতে স্মরণ করে শেষে এখন (ঐশ্বরকে) পেয়েছি। এখন জ্ঞান জিন্দাবাদ হবে। অবশ্যই সত্যযুগে আসবে। মাঝে রয়েছে সঙ্গম, যেখানে তোমরা উত্তম থেকে উত্তম(সর্বোত্তম) পুরুষ হও। তোমরা পবিত্র প্রবৃত্তিমাগীয়া ছিলে। পুনরায় ৮৪ জন্ম পরে অপবিত্র হয়ে যাও, আবার পবিত্র হতে হবে। কল্প-পূর্বেও তোমরা এভাবেই হয়েছিলে। কল্প-পূর্বে যে যতখানি পুরুষার্থ করেছিলে, এখনও তাই করবে। নিজের অবিনাশী উত্তরাধিকার নেবে। বাবা সাক্ষী হয়ে দেখেন । বাবা বলেন, তোমরা হলে ম্যাসেঞ্জার(দূত) আর কেউ তো ম্যাসেঞ্জার, পয়গম্বর হতে পারে না। একজনই সত্ত্বগুরু রয়েছেন যিনি সঙ্গতি করেন। অন্য ধর্মনেতারা আসে ধর্মের স্থাপনা করতে। তাহলে গুরু হলো কিভাবে। আমিই তো সকলকে সঙ্গতি প্রদান করি। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রুপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) সदा এই নেশাতে থাকতে হবে যে শান্তি, সুখ, সম্পত্তির সাগর বাবাকে আমরা পেয়েছি, আমরা সবকিছু একজনের থেকেই পাই। এখন বাবার সম্মুখে আমরা বসে রয়েছি। তিনি আমাদের পড়াচ্ছেন।

২) নিজের অহংকার ছেড়ে বাবার সমান নিষ্কাম সেবা করতে হবে। নিরহংকারী হয়ে থাকতে হবে। ম্যাসেঞ্জার-পয়গম্বর(দূত) হয়ে সকলকে সমাচার দিতে হবে।

বরদান :- অকাল তখত (অবিনাশী- সিংহাসন) আর হৃদয়-সিংহাসনে(দিল তখত) বসে সदा শ্রেষ্ঠ কর্ম সম্পাদনকারী কর্মযোগী ভব

বিস্তার :- বাচ্চারা, তোমরা সকলেই এইসময়েই দুটি সিংহাসন(তখত) লাভ কর -- এক অবিনাশী সিংহাসন, দ্বিতীয় হৃদয়-সিংহাসন। কিন্তু সিংহাসনে তারাই বসতে পারে যাদের নিজের রাজ্য থাকে। যখন ঙ্গকুটি-সিংহাসনে(অকাল তখতনসীন) বিরাজমান তখন স্বরাজ্য অধিকারী আর যখন বাবার হৃদয়-সিংহাসনে(দিল তখতনসীন) বিরাজমান তখন বাবার অবিনাশী উত্তরাধীকারের অধিকারী। যার মধ্যে রাজ্য-ভাগ্য সবকিছুই চলে আসে। কর্মযোগী অর্থাৎ দুটি সিংহাসনেই বিরাজমান। এমন সিংহাসনে বিরাজিত আত্মার প্রতিটি কর্মই শ্রেষ্ঠ হয় কারণ সব কর্মেন্দ্রিয়গুলি ল' (আইন) এবং অর্ডার(নিয়ম) অনুসারে চলে।

স্লোগান :- যে সदा স্বমানের সীটে সেট থাকে সে-ই গুণবান আর মহান হয়।

মিষ্টি বাচ্চারা - অন্তর্মুখী হয়ে বিচার সাগর মন্বন করো, তবে খুশী আর নেশা থাকবে, তোমরা বাবা সম টিচার হয়ে যাবে।

প্রশ্ন :- কিসের ভিত্তিতে অন্তরের খুশী স্থায়ী হতে পারে ?

উত্তর :- স্থায়ী খুশী তখনই থাকবে যখন অপরেরও কল্যাণ করে সবাইকে খুশী করবে। করুণাময় হতে পারলে খুশী থাকবে। যে করুণাময় হয় তার বুদ্ধিতে থাকে আহা ! আমাদেরকে সকল আত্মাদের পিতা পড়াচ্ছেন, পবিত্র বানাচ্ছেন, আমরা বিশ্বের মহারাজ হচ্ছি ! তারা এমন খুশীর দান করতে থাকে।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা আত্মা রূপী বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেছেন - বাচ্চারা এই ওম্ শান্তি কে বলেছে ? (শিববাবা) হ্যাঁ শিববাবা বলেছেন, কারণ বাচ্চাদের জানা আছে ইনি সব আত্মাদের পিতা। উনি বলেন, আমি কল্প কল্প এই রথে এসেই পড়াই। এখন ইনি হলেন পড়ানোর টিচার। টিচার এলে বলবেন গুডমর্নিং। বাচ্চারাও বলবে গুডমর্নিং। বাচ্চারা এটা জানে যে পরমাত্মা আত্মাদের গুডমর্নিং করেন। লৌকিক নিয়মে তো গুডমর্নিং অনেকই করতে থাকে। ইনি তো অসীম জগতের (বেহদের) বাবা, যিনি এসে পড়ান। বাচ্চাদের সমস্ত কল্পবৃক্ষ এবং ড্রামার রহস্য বোঝান। তোমরা জানো যে, যে সকল আত্মারা আছে, তাদের সকলেরই যিনি পিতা, তিনি এসেছেন। এই দৃঢ় বিশ্বাস সারা দিন বুদ্ধিতে থাকুক যে অসীম জগতের (বেহদের) বাবা আমাদের পড়ান, তিনি হলেন আমাদের পিতা, টিচার, গুরু। ওঁনাকে রচয়িতাও বলা হয়-এটাও বোঝাতে হবে। তোমাদের এটাও বুঝতে হবে যে উনি আত্মাদের রচনা করেন না। তিনি বোঝান যে- আমি হলাম বীজরূপ। এই মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের নলেজ তোমাদের শোনাই। বীজ ব্যতীত এই নলেজ কে দেবে ? এরকম বলা হবে না যে, বৃক্ষকে উনি রচনা করেছেন। তিনি বলেন - বাচ্চারা, এটা তো হল অনাদি। না হলে তো আমি তিথি-তারিখ সব কিছু বলব- কখন আর কি ভাবে রচনা করেছি। কিন্তু এ তো হল অনাদি রচনা। বাবাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। জানি জাননহার অর্থাৎ যিনি বৃক্ষের আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য জানেন। বাবা-ই হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, জ্ঞানের সাগর। ওঁনার মধ্যেই সমস্ত নলেজ আছে, তিনি এসে বাচ্চাদের পড়ান। সব মানুষ বলতে থাকে- শান্তি (পীস) কীভাবে স্থাপন হবে? তোমরা এখন বলবে যে শান্তি তো (পীস) শান্তির সাগরই স্থাপন করবেন। উনি হলেন শান্তি, সুখ আর জ্ঞানের সাগর। কোন্ জ্ঞান? সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান। লোকেরা জ্ঞান বলতে তো শাস্ত্রকেও বোঝে। শাস্ত্র শোনানোর মতো তো অনেকে আছে। এই অসীম জগতের বাবা নিজেই এসে পরিচয় দেন আর সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজও দেন। তোমরা এটাও বোঝো যে ওঁনার আগমনেই পীস স্থাপন হয়ে যায়। ওখানে হলই পীস। এটাও কেউ জানে না যে শান্তিধামে সবাই শান্তিতে ছিল। লোকেরা বলতে থাকে যে এখানে পীস কীভাবে হবে ? এখানে অবশ্যই ছিল। শান্তির প্রয়োজন রাম রাজ্যে। রাম রাজ্য কবে ছিল- এটা কারও জানা নেই। বাবা জানেন কতো কতো আত্মা রয়েছে । আমি এদের সকলেরই পিতা। এরকম আর কেউ বলতে পারবে না। যত যত আত্মা আছে, সবাই এই সময় এখানে আছে। প্রথমে শান্তিধামে ছিল তারপর আবার সুখধাম থেকে দুঃখধামে এসেছে। সুখ- দুঃখের এই খেলা কেমন তৈরী হয়ে আছে- এটা কেউ জানে না। শুধু এমনিই বলে দেয় যে আসা যাওয়ার খেলা। এখন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে উনি আমাদের সব আত্মাদের পিতা। উনি

আমাদের নলেজ শোনাচ্ছেন। উনি এসে আমাদের স্বর্গের রাজ্য স্থাপন করেন। আমাদের পড়ান। বলেন - বাচ্চারা, তোমরাই দেবতা ছিলে। এরকম তো আর কেউ বলবে না, সব আত্মাদের পিতা তোমাদের পড়াচ্ছেন। অসীম জগতের এই নাটক কতো বড়, তারা লক্ষ বছর বলে দেয়। তোমরা বলবে এই খেলা পাঁচ হাজার বছরের। এখন তোমরা জেনে গেছ শান্তি হল দুই প্রকারের - এক হল শান্তিধামের, দ্বিতীয়, সুখধামের। এটা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে, সব আত্মাদের বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। এটা তো কোন শাস্ত্রেই নেই। তিনি হলেন অসীম জগতের বাবা ! সব ধর্মের লোকই আল্লাহ্ , গডফাদার, প্রভু ইত্যাদি ইত্যাদি বলে। ওঁনার পঠনপাঠন অবশ্যই অত উচ্চ মানেরই হবে। এটা সারাদিন তোমাদের মনের মধ্যে থাকা চাই। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে নতুন কথা শোনাচ্ছি। নতুন নিয়মে পড়াই। তোমরা আবার অন্যদের পড়াও। ভক্তি মার্গে দেবীদেরও অনেক সম্মান। বাস্তবে তো এই ব্রহ্মাও হলেন বড় মা। এঁনাকে (শিবকে) তো শুধু পিতা বলবে। মাতা-পিতা এঁদের দু'জনকেই বলা হবে । এই মাতার (ব্রহ্মা বাবা) দ্বারা বাবা তোমাদের অ্যাডপ্ট করেন। তোমাদেরকে বাচ্চারা বাচ্চারা বলতে থাকেন।

বাবা বলেন আমি প্রতি পাঁচ হাজার বছর বাদে তোমাদের এই নলেজ শোনাই। এই চক্রও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরা এক একটা শব্দ নতুন শোনো। জ্ঞান সাগর বাবার আত্মিক নলেজ আছে। আত্মা রূপী বাবা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর। আত্মা বলে বাবা। বাচ্চারাও সব কথা ভালো ভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করে। অন্তর্মুখী হয়ে যখন ঐরকম বিচার সাগর মন্বন করবে তখন সেই খুশী আর নেশা থাকবে। বড় টিচার তো হলেন শিববাবা। উনি আবার তোমাদেরকেও টিচার করে তোলেন। এর মধ্যেও আবার নম্বর অনুযায়ী রয়েছে । বাবা জানেন - এই বাচ্চা খুব ভালো পড়ায়। সবাই খুশী হয়। বলে এরকম বাবার কাছে আমাদের তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো, যিনি তোমাকে এরকম তৈরী করেছেন। বাবা বলেন- আমি এনাকে অনেক জন্মের অন্তিম জন্মেরও অন্তিম কালে এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের পড়াই। কতোবার, প্রত্যেক কল্পে আমি এই ভারতে এসেছি। তোমরা এই নতুন কথা শুনে বিস্মিত হও। অসীম জগতের বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। ওঁনারই ভক্তি মার্গে কতো নাম, তাঁকে পরমাত্মা, রাম, প্রভু, আল্লাহ্ ...বলে। একজন টিচারেরই দেখ কতো নাম রেখে দিয়েছে। টিচারের তো একই নাম হয়। অনেক হয় কি ? কত রকমের ভাষা আছে। তো কেউ খোদা, কেউ গড, নানান নামে ডাকে । তিনি নিজে বোঝেন আমি এসেছি বাচ্চাদের পড়াতে। যখন পড়াশুনা করে দেবতা হবে তখন বিনাশ হয়ে যাবে। এখন তো হল পুরোনো দুনিয়া, একে নতুন কে করবে ? বাবা বলেন আমারই পার্ট এটা। আমি ড্রামার বশ। এটাও বাচ্চারা জানে ভক্তির কত বিস্তার। এটাও হল খেলা। অর্ধ কল্প ভক্তির জন্য। এখন আবার বাবা এসেছেন, আমাদের ইনিই পড়ান। ইনিই শান্তি স্থাপন করেন। যখন এই লক্ষ্মী- নারায়ণের রাজ্য ছিল তো শান্তি ছিল। এখানে হল অশান্তি। এই পিতা একজনই । আত্মারা সংখ্যায় অনেক । কিরকম ওয়ান্ডারফুল খেলা। বাবা সব আত্মাদের পিতা, উনিই আমাদের পড়াচ্ছেন। কত খুশী হওয়া চাই।

তোমরা মনে করো গোপ-গোপী তো আমরাই আর গোপীবল্লভ হলেন বাবা। শুধু আত্মাদের গোপ-গোপী বলা হয় না। শরীর থাকলে তবে গোপ-গোপী অথবা ভাই-বোন বলা যায়। গোপীবল্লভ হল শিববাবার সন্তান । গোপ-গোপী শব্দটাই মধুর। মহিমাও আছে "অচ্যুতম্ কেশবম্ গোপীবল্লভম্ জানকী নাথম্" ... এই মহিমাও এই সময়ের। কিন্তু অজানা থাকায় সব কথার মিশ্রণ হয়ে জট বেঁধে যায়। এই বাবা বসে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি শোনাচ্ছেন। লোকেরা তো শুধু এই খন্ডকেই

জানে। সত্যযুগে কার রাজ্য ছিল, কতো সময় রাজত্ব চলেছিল - এসব জানে না। কারণ কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। একদম ঘোর অন্ধকারে আছে। এখন বাবা এসে তোমাদের সৃষ্টি চক্রের নলেজ দিচ্ছেন। যেটা জানার ফলে তোমরা ত্রিকালদর্শী, ত্রিনয়নী হয়ে যাও। এটা হল পঠনপাঠন। বাবা নিজে বলেন- আমি প্রতি কল্পের সঙ্গম যুগের এসে তোমাদের পুরুষোত্তম করে তুলি। নশ্বর অনুযায়ী তোমরাই হও। এই ঈশ্বরীয় পঠনপাঠনের থেকেই পদ-মর্যাদা প্রাপ্ত করা যায়। তোমরা জানো আমাদের অসীম জগতের বাবা পড়ান। ওরা তো বলে দেয় পরমাত্মা নাম-রূপের থেকে পৃথক, মাটির পাত্রের টুকরো, পাথরের টুকরো এই সবার মধ্যেও আছেন। কি কি সব বলে। দেবীদেরও কত গুলো হাত দিয়ে দিয়েছে। রাবণকে ১০মাথা দিয়েছে। বাম্বাদের হৃদয়ঙ্গম হওয়া চাই যে, সব আত্মাদের পিতা আমাদের পড়াচ্ছেন, পবিত্র করছেন তাই মনের মধ্যে কত খুশী থাকা চাই। কিন্তু সেই খুশীও তখনই আসবে, যখন আবার অন্যদের কল্যাণ করে সবাইকে খুশী করবে, করুণাময় হও। আহা! বাবা আমাদের বিশ্বের মহারাজা করে দিচ্ছেন। রাজা, রানী, প্রজা সব বিশ্বের মালিক হবে তো। ওখানে মন্ত্রী বা উপদেষ্টা (উজির) থাকে না। এখন রাজারা নেই তাই আছে মন্ত্রী আর মন্ত্রী। এখন তো প্রজা উপরে প্রজার রাজত্ব, তাই বারংবার বুদ্ধিতে এটা আসা চাই যে অসীম জগতের বাবা আমাদের কি পড়াচ্ছেন। যে ভালো করে পড়ে সে-ই প্রথমে আসবে আর উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ এত ধনী কি করে হল ? কি করেছিল ? ভক্তি মার্গে কেউ খুব ধনী হলে বোঝা যায় ইনি সেরকম উচ্চ কর্ম করেছিলেন। ঈশ্বরের নামে দান-পূণ্যও করে। মনে করে এর পরিবর্তে আমার অনেক কিছু মিলবে। তাই পরবর্তী জন্মে ধনী হয়ে যায়। কিন্তু তারা দেয় ইনডায়রেস্ট, যাতে অল্পকালের জন্য কিছু প্রাপ্ত হয়। এখন বাবা ডায়রেস্ট এসেছেন। সবাই ওঁনাকে স্মরণ করে, বলে এসে পবিত্র করো। এরকম বলে না যে এই নলেজ দিয়ে আমাদের ঐরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ করো। মানুষের বুদ্ধিতে তো কৃষ্ণই স্মরণে আসে। বাবাকে না জানার কারণে কত দুঃখী হয়ে পড়ে। এখন বাবা তোমাদের দৈবী সম্প্রদায়ের করে তোলেন। তোমরা শান্তিধামে গিয়ে আবার সুখধামে আসবে। বাবা কত ভালো ভাবে বোঝান। যদিও শোনে কিন্তু যেন শোনেই নি এমন। পাথর বুদ্ধি থেকে স্পর্শ বুদ্ধি হয়ই না। সারাদিন বাবা-বাবা-ই স্মরণে থাকা দরকার। স্ত্রীর স্বামীর প্রতি কেমন কর্তৃগত প্রাণ হয়ে যায় ! স্বামীর প্রতি স্ত্রীর গভীর প্রেম থাকে। এখানে তো তোমরা সবাই হলে সন্তান, তবুও নশ্বর অনুযায়ী তো না ! তোমরা জান, এমন অসীম জগতের পিতাকে আমরা বারে বারে ভুলে যাই। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। আবারও ভুলে যায়। আরে এমন বাবা, যিনি তোমাদের বিশ্বের মালিক করেন, ওঁনাকে তোমরা কেন ভুলে যাও ? মায়ার ঝড় আসবে, তবুও তোমরা চেষ্টা করতে থাকো। বাবাকে স্মরণ করলে তবে স্বর্গের উত্তরাধিকার পেয়ে যাবে। স্বর্গবাসী দেবতা তো সবাই হয়ে যায়। বাকীরা আবার শাস্তি পেয়ে হয়, আবার পদও অনেক কম হয়ে যায়। এ সব হল নতুন কথা। তখনই মনে আসবে যখন বাবাকে, টিচারকে স্মরণ করতে থাকবে। তোমরা টিচারকেও ভুলে যাও। বাবা বলেন যতক্ষণ আমি আছি, বিনাশের সময় আসবে আর সব কিছু এই জ্ঞান যজ্ঞতে অর্পণ হয়ে যাবে ততক্ষণ পড়া চলতে থাকে। তোমরা তো বলবে সব কিছুই তো পড়ানো হয়েছে আবার কি পড়াবে ? বাবা বলেন নতুন নতুন পয়েন্টস বেরোতে থাকে। তোমরা তা শুনে খুশী হও তো। তাই ভালো ভাবে পড়াশুনা করো আর সুদামার মতো যা ট্রান্সফার করতে হবে সেটাও করতে থাকো। এটাও হল অনেক বড় ব্যবসা। ব্রহ্মা বাবা ব্যবসাতে অনেক উদার মনের ছিলেন। উপার্জনের দশ ভাগের এক ভাগ ধর্মের নামে রাখতেন। যদিও তার ফলে ব্যবসায় লাভ থাকত না, তবুও সবার আগে আমাকেই দিতে হত। বলা হত তোমরা যত উদার হস্তে দান করবে, তোমাদের দেখে সবাই করবে। এতে অনেকের কল্যাণ হয়ে যাবে। সেখানে

ছিল ভক্তি মার্গ, এখানে তো সব-কিছু বাবাকে দিয়ে দিয়েছি। বাবা এই সব কিছু নাও। বাবা বলেন তোমাদের সমস্ত বিশ্বের বাদশাহী দিচ্ছি। বিনাশের সাক্ষাৎকার, চতুর্ভুজেরও সাক্ষাৎকার হয়েছে। ঐ সময় বোঝা গেছে যে আমি বিশ্বের অধিপতি হব। বাবার প্রবেশতা ছিল তো। বিনাশ দেখেছি। ব্যাস, এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাচ্ছে, এই কারবার ইত্যাদি কি করব ! গাধার কাজ ছাড়ে, আমার রাজ্যস্থ প্রাপ্তি হবে। এখন বাবা তোমাদেরকেও বোঝাচ্ছেন যে, সমস্ত পুরানো দুনিয়া বিনাশ হতে চলেছে। তোমাদের কুস্কর্কের নিদ্রা থেকে জাগানোর কত পুরুষার্থ করাচ্ছেন, তাও তোমরা জেগে উঠছ না। বাচ্চাদের তো এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। সব কিছু বাবাকে দিয়ে দিলে তো অবশ্যই এক বাবা-ই স্মরণে আসবে। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা বেশী করে স্মরণ করতে পার। বাবার অনেক দায়িত্ব...কত বন্ধনযুক্তদের সংবাদ আসে, বেচারিরা মার খায়। স্বামী কত বিরক্ত করে। যদিও বোঝে এটা ড্রামায় আছে, আমি আর কি করতে পারব। পূর্ব কল্পেও অবলাদের উপর অত্যাচার হয়েছিল। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা তো হতেই হবে। বাবা তো বলেন অনেক জন্মের অন্তে, অস্তিম জন্মেরও অস্তিমে আমি প্রবেশ করি। আমি (ব্রহ্মা বাবা) নিশ্চয়ই সুন্দর ছিলাম, এখন শ্যাম হয়ে গেছি। আমিই প্রথম নম্বরে যাব। আমি গিয়ে কৃষ্ণ হব। এই চিত্রটি দেখি তো মনে হয় গিয়ে কৃষ্ণ হব। তো বাবা বাচ্চাদেরকে ভালো ভাবে বোঝান, এখন বাচ্চাদের কাজ হল নিজে বুঝে অন্যদেরকে বোঝানো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) আমরা হলাম গোপী- বল্লভের গোপ-গোপী- এই খুশী বা নেশাতে থাকো। অন্তর্মুখী হয়ে বিচার সাগর মন্থন করে বাবার সমান টিচার হতে হবে।

২) সুদামার মতো নিজের সব কিছু ট্রান্সফার করার সাথে সাথে পড়াশুনাও ভালো ভাবে করতে হবে। বিনাশের আগে বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে। কুস্কর্কের নিদ্রায় যারা নিদ্রিত আছে, তাদের জাগাতে হবে।

বরদান :- ত্রিকালদর্শী হয়ে দিব্যবুদ্ধির বরদানকে কাজে লাগানোতে সক্ষম সফলতা সম্পন্ন ভব

বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চাকে দিব্য বুদ্ধির বরদান দিয়েছেন । দিব্য বুদ্ধি দ্বারাই বাবাকে, নিজে নিজেকে আর তিন কালকে স্পষ্ট জানতে পার। সর্ব শক্তি সমূহকে ধারণ করতে পার। দিব্য বুদ্ধি সম্পন্ন আত্মা যে কোনো সংকল্পকে কর্ম বা বাণীতে নিয়ে আসার আগে প্রতিটি কথা বা কর্মের তিন কাল জেনে প্র্যাকটিক্যালি আসে। তার সামনে পাস্ট আর ফিউচারও এত স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়, যতটা প্রেজেন্ট স্পষ্ট। ঐরকম দিব্য বুদ্ধি সম্পন্ন ত্রিকালদর্শী হওয়ার জন্য সর্বদা সফলতা সম্পন্ন হয়ে যাবে।

শ্লোগান :- সম্পূর্ণ পবিত্রতাকে ধারণ করে যে সে-ই পরমানন্দের অনুভব করতে পারে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে, অপরকেও আত্মা ভাই মনে করে একে অপরের প্রতি আত্মিক (রুহানী) প্রেম রাখো, সত্যোপ্রধান হতে হলে কারো ভুল ধরবে না"

প্রশ্ন :- কিসের আধারে বাবার কাছে লক্ষ্য কোটি গুণের (পদ্ম গুণ) অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পার ?

উত্তর :- বাবার কাছে লক্ষ্য কোটি গুণের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্যে স্মরণের যাত্রায় থাকো। একমাত্র বাবা ব্যতীত অন্য সব কথা ভুলে যাও। অমুক এমন করে ইত্যাদি ইত্যাদি কথায় সময় নষ্ট করবে না। লক্ষ্য খুবই উচ্চ, তাই সদা সত্যোপ্রধান হওয়ার লক্ষ্য রাখবে। বাবার ভালোবাসায় মগ্ন থাকো, নিজের সূক্ষ্ম চেকিং করতে থাকো, তবেই সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে।

ওম্ শান্তি । এখন তোমরা বাচ্চারা যারা বসে আছো তারা এই কথাটি জানো যে অসীম জগতের পিতা পুনরায় সত্যোপ্রধান বানাচ্ছেন, মূল যুক্তিটি বলে দিচ্ছেন যে নিজেকে আত্মা ভাই-ভাই নিশ্চয় করো। এই মুখ্য শিক্ষা প্রদান করছেন যে তোমাদের নিজেদের মধ্যে গভীর আত্মিক (রুহানী) প্রেম থাকা উচিত। প্রথমে তোমাদের ছিল, এখন নেই। মূলবতনে অর্থাৎ পরমধামে প্রেমের কোনও ব্যাপার নেই। তাই অসীম জগতের পিতা (বেহদের বাবা) এসে শিক্ষা দিচ্ছেন বাচ্চারা, আজকাল করতে করতে সময় তো পেরিয়ে যাচ্ছে। দিন, মাস, বছর পার হয়ে যাচ্ছে। বাবা বলছেন তোমরা এইরূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলে, কে তোমাদের এমন স্বরূপ প্রদান করেছেন ? বাবা করেছেন। এই কথাও বাবা-ই বলে দেন যে তোমরা কিভাবে নীচে নেমেছ ? উপর থেকে নীচে নামতে-নামতে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। ঐ দিন গেল, মাস গেল, বছর গেল, সময় গেল। তোমরা জানো যে প্রথম প্রথম আমরা সত্যোপ্রধান ছিলাম। আমাদের পরস্পরের সঙ্গে অনেক ভালোবাসা ছিল। বাবা তোমাদের অর্থাৎ সব ভাইদের শিক্ষা দিয়েছেন, তোমরা ভাই-ভাই , তোমাদের পরস্পরের সঙ্গে গভীর ভালোবাসা থাকা উচিত। আমি তোমাদের পিতা। আমি কতখানি ভালোবেসে তোমাদের প্রতিপালন করি। তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সত্যোপ্রধান করি। তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল-ই সত্যোপ্রধান হওয়া। তোমরা বুঝতে পেরেছ যতখানি সত্যোপ্রধান অবস্থা হবে, ততই খুশীর অনুভূতি হবে। আমরা সত্যোপ্রধান ছিলাম। আমরা ভাই-ভাই পরস্পরের সঙ্গে খুব স্নেহ ভালোবাসা সহকারে বাস করতাম। এখন বাবার দ্বারা আমরা জেনেছি, আমরা দেবতারা নিজেদের মধ্যে খুব প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করতাম। এই দেবতাদের এবং স্বর্গের মহিমা অনেক। তোমরাও স্বর্গের নিবাসী ছিলে। তারপর আজ কাল করতে করতে নীচে নেমে এসেছ। এক তারিখ থেকে আজ পর্যন্ত ৫ হাজার বছর থেকে আর কিছু বছর বাকি আছে। শুরু থেকে তোমরা কিভাবে পাট প্লে করেছ, সেসব বুদ্ধিতে আছে। এখন দেহ-অভিমান হওয়ার দরুন একে অপরের প্রতি সেই ভালোবাসা নেই। একে অপরের খামতি দেখতে থাকো। অমুক এমন যখন দেহী-অভিমানী ছিলে তখন এমন করে কারো ভুল-ভ্রান্তি দেখতে না। পরস্পরের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। এখন আবার সেই অবস্থা ধারণ করতে হবে। এখানে তো একে অপরকে সেই দৃষ্টি দিয়ে দেখে বলেই ঝগড়া ঝাঁটি হয়। তাহলে এইসব বন্ধ হবে কিভাবে ? এই কথাও বাবা বোঝান যে বাচ্চারা, তোমরাই সত্যোপ্রধান পূজনীয় দেবী-দেবতা ছিলে। পরে ধীরে ধীরে নীচে নেমে তোমরা তমোপ্রধান হয়েছ। তোমরা খুব মিষ্টি ছিলে। এখন আবার সেইরূপ মিষ্টি হও। তোমরা

সুখদায়ী ছিলে, এখন দুঃখদায়ী হয়েছ। রাবণের রাজ্যে একে অপরকে দুঃখ দিতে কাম কাটারী চালাও। যখন সতোপ্রধান ছিলে তখন কাম কাটারী চালাতে না। এই ৫ বিকার হল তোমাদের বড় শত্রু। এটা হলই বিকারী দুনিয়া। এই কথাও তোমরা জানো - রাম রাজ্য কাকে বলা হয় এবং রাবণ রাজ্য কাকে বলা হয়। আজ কাল করতে করতে সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর পূর্ণ হল। এখন কলিযুগও সমাপ্ত হবে। তোমরাই সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছ। তোমাদের আত্মিক (রুহানী) খুশীর অনুভূতি নেই। তোমাদের আয়ুও ছোট হয়ে গেছে। এখন আমি এসেছি, নিশ্চয়ই তোমাদের সতোপ্রধান করব। তোমরাই আহ্বান করেছ পতিত পাবন এসো। বাবা বোঝাচ্ছেন, ৫ হাজার বছর পরে যখন সঙ্গমযুগ আসে তখন আমি আসি। এখন তোমরা নিজেদের আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো। যত স্মরণ করবে ততই ভুল-ভ্রান্তি দূর হবে। তোমরা যখন সতোপ্রধান ছিলে তো তোমাদের কোনও ভুল ছিল না। তোমরা নিজেদের দেবী দেবতা বলে সম্বোধন করত। এখন সেসব ভুল ভ্রান্তি দূর হবে কিভাবে? আত্মারই অশান্তি অনুভব হয়। এখন নিজেদের পরীক্ষা করো যে আমরা অশান্ত কেন হয়েছি? যখন আমরা ভাই-ভাই ছিলাম তখন তো আমাদের অনেক ভালোবাসা ছিল। এখন সেই পিতা পুনরায় এসেছেন। বলছেন নিজেকে আত্মা ভাই-ভাই নিশ্চয় করো। একে অপরের প্রতি প্রেম রাখো। দেহ-অভিमानে এসে তোমরা একে অপরের ভুল দেখতে থাকো। বাবা বলেন তোমরা নিজের পুরুষার্থ করো উঁচু পদের অধিকারী হওয়ার জন্যে। তোমরা জানো আমাদের বাবা এমন অবিনাশী উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন যা আমাদের ভরপুর করেছে। এখন বাবা পুনরায় এসেছেন তো তাঁর শ্রীমং অনুসারে চলে আমরা আবার সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। আমরা-ই দেবতা ছিলাম আবার ৮৪ জন্ম নিয়েছি।

তোমরা মিষ্টি বাচ্চারা কতখানি অটল ছিলে। মতের কোনও অমিল ছিল না। কারো নিন্দে ইত্যাদি করতে না। এখন অনেক ছোট ছোট খামতি আছে, সেসব দূর করতে হবে। আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই। এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। শুধু এই চিন্তাই যেন থাকে যে আমরা যেন সতোপ্রধান হই। অমুক এমন, সে এইরকম করেছে ইত্যাদি সব কথা ভুলে যেতে হবে। বাবা বলেন এইসব ছাড়ো, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এখন সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করো। দেহ-অভিमानে এলেই অবগুণ দেখা যায়। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। ভাই-ভাই দেখলে গুণ-ই দেখতে পাবে। সবাইকে গুণবান করার চেষ্টা করো। কেউ উল্টো কাজ যা করে করুক। ধরে নেওয়া হয় এরা রজো ও তমোপ্রধান, তাই এদের চলন এরকমই হবে। বাবার সবচেয়ে বেশি গুণ আছে। তাই বাবার থেকেই গুণ গ্রহণ করো, অন্য সব কথা ত্যাগ করো। অবগুণ ত্যাগ করে গুণ ধারণ করো। বাবা কতখানি গুণবান করেন। বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমাদের আমার মতন গুণবান হতে হবে। বাবা হলেন সুখদায়ী। আমাদেরও সুখদায়ী হতে হবে। শুধু এই চিন্তা থাকবে যে আমাদের সতোপ্রধান হতে হবে। অন্য কারো কথা না শুনবে, আর না গ্লানি করবে। সবার মধ্যে কিছু কিছু খামতি আছে। খামতি এমন আছে যে কেউ বুঝতে পারবে না। অন্যরা বোঝে যে খামতি আছে। তারা নিজেদের খুব ভালো ভাবে। কিন্তু কোথাও কোথাও মুখ দিয়ে উল্টো কথা বেরিয়ে যায়। সতোপ্রধান অবস্থায় এইসব কিছু থাকে না। এখানে খামতি আছে, কিন্তু বুঝতে না পারার জন্যে নিজেই নিজের প্রশংসা করে। বাবা বলেন একমাত্র আমিই হলাম মিশ্র মিঠু, যিনি তোমাদের সবাইকে মিঠু বা মিষ্টি বানাতে আসেন। সব অবগুণ ইত্যাদি ত্যাগ করো। নিজের নাড়িও দেখো, আমরা মিষ্টি রুহানী বাবাকে কতখানি ভালোবেসে স্মরণ করি। নিজেকে কতখানি বুঝতে পারি এবং অন্যকে বোঝাতে পারি। দেহ-অভিमानে এসে গেলে কোনও লাভ নেই। এই মুখ্য কথাটি বোঝাতে হবে যে

এই দুনিয়া হল তমোপ্রধান। যখন সতোপ্রধান ছিল তখন দেবতাদের রাজত্ব ছিল। এখন ৮৪ জন্ম ভোগ করে তমোপ্রধান হয়েছে, এখন আবার সতোপ্রধান হতে হবে। ভারতবাসীরা-ই তমোপ্রধান হয়েছে এবং সতোপ্রধানও তারা-ই হবে। আর কাউকে সতোপ্রধান বলা যাবে না। সত্যযুগে কোনও ধর্ম থাকে না। বাবা বলেন তোমরা অনেক বার তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়েছে, এখন আবার হও। শ্রীমৎ অনুযায়ী আমাকে স্মরণ করো। কেবল এই চিন্তাই থাকা চাই। মাথায় অনেক পাপের বোঝা, বাবা এখন তোমাদের সজাগ করেছেন। মানুষ দেবতাদের সামনে গিয়ে বলে - আমরা বিকারী, কারণ দেবতাদের চরিত্রে পবিত্রতার আকর্ষণ আছে তাই তাঁদের সামনে গিয়ে বলে আর ঘরে ফিরে এসে ভুলে যায়। দেবতাদের সামনে নিজের প্রতি ঘৃণা ভাব জাগে। ঘরে ফিরে কোনও ঘৃণা থাকে না। এমন কোনও ভাবনা হয় না যে দেবতাদের এমন তৈরি করেন কে? এখন বাবা বলেন - দেবতা হতে হলে এই ঈশ্বরীয় পঠনপাঠন অবশ্যই করো। শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। সর্বপ্রথমে বাবা বলেন নিজেকে সতোপ্রধান করতে হবে তাই মামেকম্ স্মরণ করো আর কোনো রূপ পরনিন্দা পরচর্চা করবে না। নিজের চিন্তা করো যে আমাকে এমন হতে হবে। বাবা বলেন তোমরাই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ছিলে, তারপরে সব কোথায় গেল! তাদেরই ৮৪ জন্মের কাহিনী লেখা আছে। এবারে আমাদের এমন হতে হবে। দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। একে অপরকে ভাই-ভাই নিশ্চয় করে, বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে। বুদ্ধিতে থাকা উচিত নিন্দা স্তুতি তো করেই আসছি। বাস্তবে স্তুতি করা তো নয়, এই হল নিন্দে করা। যাঁর একদিকে স্তুতি করে, তাঁরই অন্য দিকে নিন্দেও করে। কারণ তারা জানেই না, এক দিকে বাবার মহিমা করে, অন্য দিকে সর্বব্যাপী বলে দেয়। পাথরে কাঁকড়ে পরমাত্মার অবস্থান বলে দেওয়াতেই মানুষ বিমুখ হয়েছে। বিনাশ কালে বিপরীত বিমুখ বুদ্ধিদের বিনাশ হয়, বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধিদের বিজয় হয়।

যতখানি সম্ভব চেষ্টা করা উচিত বাবাকে স্মরণ করার। আগেও স্মরণ করা হত কিন্তু সেইটি ছিল ব্যাভিচারী স্মরণ। অনেককে স্মরণ করা হত। এখন বাবা বলেন অব্যভিচারী স্মরণে থাকো। শুধু মামেকম্ স্মরণ করো। ভক্তিমার্গে তাঁদের অনেক চিত্র আছে, যাঁদেরকে তোমরা স্মরণ করেছ। এখন আবার সতোপ্রধান হতে হবে। সেখানে ভক্তিমার্গ নেই যে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন এই চিন্তা করো যে আমরা সতোপ্রধান কিভাবে হব? জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে যে এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে, সেটা তো সহজ। আচ্ছা, কেউ বলে যদিও বা বোঝাতে না পারে, তবু বুদ্ধিতে নিশ্চয়ই থাকে যে আমরা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান কিভাবে হই, এখন আবার সতোপ্রধান নিশ্চয়ই হতে হবে। যদি কেউ বলতে না পারে তাহলে বলা হবে তার ভাগ্য। ভবিতব্য। বাবা খুব সহজ উপায় বলে দেন - ব্যাজ নিয়ে বোঝানো সহজ, ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। এঁনার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবা নিশ্চয়ই স্বর্গের স্থাপনা করেন। তাও অবশ্যই এখানে করবেন। শিব জয়ন্তী অর্থাৎ স্বর্গের জয়ন্তী। স্বর্গে আছেন দেবী-দেবতা, সেই রূপে পরিণত কিভাবে হবে? সেই পরিবর্তন এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের পড়াশোনা দ্বারা সম্ভব হবে। বাচ্চারা, তোমাদের এখন বুঝেছ, এইসব অন্যদেরও বোঝাতে হবে। তোমাদের হল সহজ জ্ঞান এবং সহজ যোগ, সহজ উত্তরাধিকার। কিন্তু এখানে কেউ পাই-পয়সার সম্পত্তি প্রাপ্ত করে, তো কেউ প্রাপ্ত করে লক্ষ কোটি গুণ (পদ্মগুণ) বর্ষা। সমস্ত কিছু পড়াশোনার উপরে নির্ভর করে। স্মরণের যাত্রা দ্বারা অন্য সব কথা ভুলে যাও। অমুক এমন ইত্যাদিতে সময় নষ্ট করো না। লক্ষ্য অনেক উচ্চ। সতোপ্রধান হওয়াতে মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে। পড়াশোনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না। বাবা বলেন নিজেকে দেখো যে আমাদের মধ্যে

ভালোবাসা কত মাত্রায় আছে ? এমন ভালোবাসা যার দ্বারা বাবার সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যিনি শেখাচ্ছেন তিনি হলেন বাবা। ব্রহ্মাবাবার আত্মা শেখান না, ইনিও শেখেন। বাবা আপনি আমাদের কতখানি বুদ্ধিমান করেন। উঁচু থেকে উঁচু তো হলেন আপনি তারপরে মনুষ্য সৃষ্টিতে আপনি আমাদের কত উঁচু মানের স্বরূপ প্রদান করেন। অন্তরে এইরূপ বাবার মহিমা করা উচিত। বাবা আপনি কত কামাল করেন। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা পুনরায় নিজের রাজ্য নাও, মামেকম্ স্মরণ করো, খুশী সহকারে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে - আমরা বাবাকে কত স্মরণ করি ? বলা হয় খুশীর মতন খোরাক নেই। অর্থাৎ বাবাকে পাওয়ার খুশী। কিন্তু এত খুশী বাচ্চাদের মনে থাকে না। যদিও বিবেক বলে অনেক খুশীতে থাকা উচিত। এই পড়াশোনা দ্বারা আমরা এইরূপ রাজা হব। অসীম জগতের পিতার সন্তান আমরা। সুপ্রিম বাবা আমাদের পড়ান। বাবা হলেন করুণাময়, কিভাবে বসে বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের নতুন নতুন কথা শোনান ! এখন তোমাদের বুদ্ধিতে অনেক নতুন কথা আছে যা অন্য কারো বুদ্ধিতে নেই। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) দেহী অভিমানী অবস্থা ধারণ করে সুখদায়ী হতে হবে। কারো কোনো ভুল ধরবে না। নিজেদের মধ্যে খুব ভালোবাসার সঙ্গে থাকতে হবে, মতভেদে যাবে না ।

২) অন্য সব কথা ছেড়ে একমাত্র বাবার থেকে গুণ গ্রহণ করতে হবে। সতোপ্রধান হওয়ার চিন্তা করতে হবে। না কারো কথা শুনবে, না কারো গ্লানি করবে। নিজেকে কখনও অতি চালাক মনে করবে না।

বরদান :- লাইটের আধারে জ্ঞান-যোগের শক্তির প্রয়োগকারী প্রয়োগশালী আত্মা ভব

ব্যাখা: যেমন প্রকৃতির লাইট বিজ্ঞানের অনেক রকমের প্রয়োগ প্রাক্টিক্যাল করে দেখায়, তেমনই তোমরা অবিনাশী পরমাত্মার লাইট এবং তারই সঙ্গে প্রাক্টিক্যাল স্থিতির লাইট দ্বারা জ্ঞান-যোগের শক্তির প্রয়োগ করো। যদি স্থিতি আর স্বরূপ ডবল লাইট থাকে তবে প্রয়োগের সফলতা খুব সহজেই হয়। যখন প্রত্যেকে নিজের উপরে প্রয়োগ করা আরম্ভ করবে তখন প্রয়োগশালী আত্মাদের শক্তিশালী সংগঠন তৈরী হয়ে যাবে।

স্লোগান - বিদ্বের অংশ এবং বংশ সমাপ্তকারী আত্মাই হল বিদ্ব-বিনাশক ।

হোলি উৎসব পবিত্র হওয়ার এবং অন্যদের পবিত্র বানানোর উৎসব

হোলিয়েস্ট বাবা হোলিহংসদের সাথে হোলি ডে উদযাপন করতে এসেছেন। সঙ্গমযুগকে হোলি ডে বলা হয়। সঙ্গমযুগ নিজেই হোলি ডে। সুতরাং, হোলিয়েস্ট বাবা হোলি বাচ্চাদের সাথে হোলি ডে পালন করতে এসেছেন। দুনিয়া এক-দুদিনের হোলি উদযাপন করে, কিন্তু তোমরা সব হোলিহংস পুরো সঙ্গমযুগ ধরে হোলি উদযাপন কর। তারা রঙ লাগায়, আর তোমরা বাবার শক্তি আর গুণের রঙে সদাকালের জন্য বাবা সমান অর্থাৎ হোলি হয়ে যাও। সীমিত পরিধি থেকে অসীম পরিসরে গিয়ে তোমরা সবসময়ের জন্য হোলি হও অর্থাৎ পবিত্র হয়ে যাও। হোলির এই উৎসব হোলি অর্থাৎ পবিত্র বানানোর এবং পবিত্র হওয়ার উৎসব পালনের প্রবল আগ্রহ স্মরণ করিয়ে দেয়। স্মারক বিধির যেগুলো উদযাপিত হয়, সেই সকল আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে পবিত্র হওয়ার সার সমাহিত। হোলি হওয়ার জন্য বা হোলি উদযাপন করার জন্য সর্বাগ্রে অপবিত্রতা, যা কিছু অশুভ সব পুড়িয়ে দিতে হবে, অগ্নিতে ভস্ম করতে হবে। যতক্ষণ না অপবিত্রতা সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত হচ্ছে তোমরা পবিত্রতার রঙে রঙিন হতে পারবে না, পবিত্রতার দৃষ্টি দ্বারা পরস্পরের রঙে রঙিন হওয়ার উৎসব পালন করতে পারবে না। আমরা এক পরিবারের, আমরা সবাই এক, সমতার এই মনোভাব অর্থাৎ ব্রাতৃস্বের মনোভাব স্মরণ এবং বিভিন্নতার ভাব বিস্মরণের স্মারক এই উৎসব। জাগতিক রূপেও তো তারা ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকলেই সমতার এই মনোভাবে উদযাপন করে। বাস্তবে, ব্রাতৃভাব স্বরূপের স্মৃতি অবিনাশী রঙের অনুভব করায়। যখন তোমরা সমরূপে স্থিত হও, তখনই অবিনাশী খুশির ঝলক অনুভব হয় এবং সদাসর্বদা উৎসাহ থাকে সকল আত্মাকে এই অবিনাশী রঙে রাঙানোর। তারা পিচকারী দিয়ে রঙ ছিটায়। তোমাদের পিচকারী কিরকম? তোমাদের দিব্য বুদ্ধিরূপী পিচকারীতে অবিনাশী রঙ ভরা আছে, তাই না? তোমরা সঙ্গের রঙ অর্থাৎ সঙ্গের জ্ঞান-গুণ-শক্তি দিয়ে অনুভব কর, সেই অনুভবের বিভিন্ন রঙে তোমাদের পিচকারী ভরে আছে, নয় কি? বুদ্ধিপূর্ণ তোমাদের পিচকারী দিয়ে তোমরা দৃষ্টি দ্বারা, বৃত্তি দ্বারা, মুখনিঃসৃত বাণী দ্বারা সঙ্গের এই রঙে যে কোনও আত্মাকে রাঙাতে পার অর্থাৎ তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পার যাতে তারা সদাকালের জন্য হোলি হয়ে যায়। তারা হোলি উদযাপন করে আর তোমরা হোলি বানাও। তোমরা সব দিনই হোলি ডে পালন কর। তারা পালন করার জন্য স্বল্প সময়ের খুশির মুড বানায়, সেক্ষেত্রে তোমরা সবাই সদা হোলি হয়ে সদাসর্বদা পালন করার জন্য হোলি আর হ্যাপি মুডে থাক। তোমাদের মুড তৈরি করতে হয় না, বরাবর এটা থাকে। তোমাদের মুড যদি সদা হোলি হয়, তখন অন্য কোনরকম মুড কখনো আসতে পারে না। হোলি মুড থাকা অর্থাৎ যে নিরন্তর হালকা, সদা নিশ্চিন্ত, সদা সকল খাজানায় সম্পন্ন, অসীম জগতের (বেহদের) স্বরাজ্য অধিকারী। এই যে তোমাদের মুডের অবস্থান্তর ঘটে, কখনো খুশির, কখনো অধিক চিন্তার, কখনো হালকা, কখনো ভারী - এইসব মুড পরিবর্তন করে সদা হ্যাপি আর হোলি মুডের হয়ে যাও। এইরকম অবিনাশী উৎসব তোমরা বাবার সাথে পালন কর। প্রথমে তোমরা নিশ্চিহ্ন কর তারপরে পালন, তার পরে মিলন উদযাপন, যার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তারা অগ্নি কুন্ড জ্বালায়, রঙ লাগায়, তারপরে একসাথে খুশির মিলন উদযাপন করে। তোমরা সকলে বাবার সঙ্গের রঙে, জ্ঞানের রঙে, খুশির রঙে, তোমরা কত রকমারি রঙে হোলি খেল। যখন তোমরা এর প্রতিটা রঙে রঙিন হয়ে ওঠ, তখন তোমরা বাবা সমান হয়ে যাও। আর যখন সব 'সমান' একসাথে মিলিত হয়, তখন তারা কিভাবে মিলিত হয়? স্থূলভাবে তারা কোলাকুলি

করে, অলিঙ্গনাবদ্ধ হয়, কিন্তু তোমরা কিভাবে মিলিত হবে ? যখন তোমরা 'সমান' হও, তাঁর স্নেহে নিমজ্জিত হয়ে যাও, সেই নিমজ্জিত হওয়ার অনুভবই মিলিত হওয়া । এই সমস্ত প্রথা কবে শুরু হয়েছিল ? যখন তোমাদের উদযাপন অবিনাশী হয়, তখন তারা শুধু বিনাশী স্মৃতিচিহ্ন রূপ বানিয়ে তারই উদযাপনে খুশি হয় । একবার ভাবো, অবিনাশী উৎসাহে থাকার কত অনুভাবী হয়েছে তোমরা যে তারা এই জন্য শুধু তোমাদের স্মৃতিচিহ্ন দিবসকেই উদযাপন করে, আর তা' থেকেই তারা খুশি অনুভব করে । অস্তিমেও তোমাদের উৎসাহ আর খুশির স্মারক অগণিত আত্মাদের খুশির অনুভব করাতে থাকে । সুতরাং, তোমরা এইরকম উৎসাহে ভরা, উল্লসিত জীবন তৈরি করেছে, তাই না !

এটাই ড্রামার সঙ্গমযুগী ওয়ান্ডারফুল পার্ট যেটা তোমরা অবিনাশী উৎসব উদযাপন করাকালীন নিজেদের স্মারক উৎসব দেখ । একদিকে, তোমরা শ্রেষ্ঠ চৈতন্য আত্মা, আরেকদিকে তোমরা তোমাদের নিজের চিত্র দেখছ । একদিকে স্মরণস্বরূপ হয়েছে, অন্যদিকে নিজেদের সব শ্রেষ্ঠ কর্মের স্মারকচিহ্ন দেখছ । তোমরা মহিমা যোগ্য হয়েছে আবার কল্প পূর্বের মহিমাও শূন্য । এটা ওয়ান্ডার, নয় কি ! আর স্মৃতি দ্বারা দেখ যে তোমাদের সেই গায়ন কেমন ! কার্যতঃ, সকল আত্মাই ভিন্ন ভিন্ন নামে রূপে তাদের শ্রেষ্ঠ কর্মের স্মারকচিহ্নের ছবি দেখে, কিন্তু জানে না । গান্ধীজীও বিভিন্ন নাম রূপে নিজের ফিল্ম অবশ্যই হয়তো দেখছেন, কিন্তু চিনতে পারছেন না । স্বীকৃতির সাথে তোমরা নিজেদের ছবি দেখতে সমর্থ, তোমরা জানো যে সেটা তোমাদের ছবি । তোমাদের উৎসাহে ভরা দিনগুলোর স্মারকচিহ্ন, উৎসব রূপে পালিত হচ্ছে । এর মধ্যেই সারা জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত, তাই না ? মন্দিরে মন্দিরে ডবল বিদেশিদের ছবি আছে ? দিলওয়াড়া মন্দিরে নিজেদের ছবি দেখেছ তোমরা নাকি সেখানে শুধু ভারতের বাচ্চাদের ছবি আছে ? সবাই নিজের ছবি দেখেছ ? নিজেদের ছবি বলে চিনতে পেরেছ ? যেমন, মাত্র এক অর্জুনেরই উদাহরণ আছে, অবশ্য ছবি, মূর্তি, স্মরণিক স্তম্ভ কতিপয় মাত্রেরই আছে । কিন্তু আছে সবারই । এইরকম ভেবনা যে এতো খুব কম ছবি, সেগুলো কিভাবে তোমাদের হতে পারে? এইসব তো স্যাম্পল দেখানো হয়েছে, সেগুলো সবই তোমাদের স্মরণিক । যারা স্মরণে থাকে তাদের স্মারকচিহ্ন অবশ্যই তৈরি হয় । বুঝেছ ! সুতরাং তোমাদের বড় পিচকারী ভরা আছে তো নাকি ছোট ছোট পিচকারী যা একবার ব্যবহারেই সমাপ্ত হয়ে যায়, আর বারবার তোমাদের ভরতে হয় ? এইভাবে তোমাদের পরিশ্রম করার প্রয়োজন নেই । সকলকে অবিনাশী রঙে রাঙিয়ে দাও । হোলি বানানোর হোলি উদযাপন কর । তোমাদের হোলি তো হয়ে গেছে, নাকি এখনও তা' পালন করতে যাচ্ছ ? হোলি হয়ে গেছে অর্থাৎ তোমরা হোলি হয়ে গেছ । রঙ লেগে আছে তোমাদের, নয় কি ! এই রঙ ধুয়ে ফেলতে হবে না । খুশির সাথে তারা স্কুল রঙ লাগালেও তাদের থেকে নিজেদের রক্ষাও করতে চায় । যতই হোক, তোমাদের এই রঙ তো এমনই যে প্রত্যেকে বলবে, আরও লাগাও । এতে কেউ ভীত হবে না, অন্য রঙে তো তারা ভয় পায়; হয়তো চোখে যেতে পারে । কিন্তু এখানে তারা বলবে, আমায় যত বেশি রঙ দাও, ততই ভালো । তাহলে এমনভাবে হোলি উদযাপন করেছে তো ! তোমরা হোলি হয়ে গেছ, এবং এই হোলি পবিত্র হওয়ার আর অন্যদের পবিত্র বানানোর স্মারকচিহ্ন ।

এখানে, ভারতে, তারা অনেক কাহিনী বানিয়েছে, কারণ তারা কাহিনী শোনায় আগ্রহী । সেইজন্য সব উৎসবের কাহিনী বানিয়েছিল । তোমাদের জীবন কাহিনী থেকে বিভিন্নরকম ছোট ছোট কাহিনী বানিয়েছে । কোনো কাহিনী রাখী সম্বন্ধে, কোনো কাহিনী হোলির কোনো কাহিনী তোমাদের জন্মের সম্বন্ধে তৈরি করেছে । আবার কিছু কাহিনী তৈরি হয়েছে তোমাদের রাজ্য দিবসের, কিন্তু এই সব কাহিনী তোমাদেরই জীবন কাহিনী । দ্বাপরে ব্যবহারিক সম্বন্ধে এত সময় দেওয়ার প্রয়োজন হতো না,

লোকে ফ্রি ছিল। তোমাদের গণনা অনুযায়ী জনসংখ্যাও অনেক কম ছিল। সম্পত্তি রজঃপ্রধান ছিল, তোমাদের স্থিতিও রজঃপ্রধান ছিল, সেই কারণে বিজি থাকার জন্য তারা এই লোকগাথা, ধর্মীয় কাহিনী, কীর্তন রচনার এইসব বিধিতে অভ্যস্ত ছিল। কিছু মাধ্যমের প্রয়োজন তো ছিলই, তাই না ! তোমরা তো ফ্রি হলে সেবা করো অথবা স্মরণে বসো। তারা ফ্রি সময়ে কি করবে ! প্রার্থনা করবে বা কাহিনী, কীর্তন শোনাবে। তাদের বুদ্ধি ফ্রি থাকার কারণে তারা অনেক সুন্দর সুন্দর আশ্চর্যজনক সব কাহিনী বানিয়েছে। অন্ততপক্ষে এটা অনেক ভালো যে অপবিত্রতার দিকে বেশি যাওয়া থেকে তারা বেঁচে গেছে। আজকালকার মাধ্যম গুলি তো এমন যে পাঁচ বছরের শিশুকেও বিকারী বানিয়ে দেয়। সেই সময়ে তবুও কিছু আচরণ বিধি ছিল, কিন্তু এই সবই তোমাদের স্মারকচিহ্ন। তোমাদের এই খুশি আর নেশা আছে তো যে তারা তোমাদের স্মরণিক উদযাপন করছে ! তোমাদের গীত গাইছে ! কত ভালোবাসার সাথে তারা গীত গায় ! তোমরা এতটাই ভালোবাসার প্রতিরূপ হয়েছ, তবেই তো তারা ভালোবাসার সাথে গীত গায় ! বুঝেছ- হোলির স্মরণিক কি ! সদা খুশিতে থাক, হালকা থাক - এটাই পালিত হবে। আচ্ছা - কখনও তোমাদের মুড অফ হতে দিও না। সবসময় হোলি মুড, লাইট মুড, হ্যাপি মুড বজায় রাখ। সবাই তোমরা বোধবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে উঠেছ। মধুবনে তোমাদের আসার প্রথম দিনের ফটো আর এখন, যখন কিনা তোমরা ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত সেই ফটো, দুটোই তুলে রাখা উচিত। তোমরা শুধু সঙ্কেত থেকে বুঝতে পার, তদ্ব্যতীত তোমরা বাপদাদার বা বাপদাদার ঘরের অলঙ্করণ। তোমাদের আসায় দেখ মধুবনের ঔজ্জ্বল্য কত অসামান্য সুন্দর হয়ে উঠেছে ! যেখানেই দেখ ফরিস্তা-সকল আসছে যাচ্ছে ! অলোক-সুন্দর ! তাই না ! বাপদাদা জানেন, তোমরা অলঙ্কৃত। আচ্ছা !

যারা জ্ঞানের রঙে রঙিন, সদাসর্বদা বাবার সঙ্গ-রঙে থাকে, বাবার সমান সম্পন্ন হয়ে অন্যদেরও অবিনাশী রঙে রঙিন করে তোলে, সদা হোলি ডে পালন করে, এমন হোলি হংস আত্মাদের বাপদাদা নিরন্তর হ্যাপি আর হোলি থাকার জন্য অভিনন্দন জানান। সদা নিজেকে সম্পন্ন বানানোর, উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকার অভিনন্দন। সেইসঙ্গে যারা একনিষ্ঠায় মগ্ন, সদা মিলন উদযাপন করে, চতুর্দিকের সেই বাচ্চাদের স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালোবাসা আর নমস্কার !

পার্সোনাল সাক্ষাৎকার

১) সদা নিজেকে বাবার উত্তরাধিকারের অধিকারী অনুভব কর ? অধিকার থাকা অর্থাৎ শক্তিশালী আত্মা, এইরকম মনে করে কর্ম করো। কোনরকম দুর্বলতা থেকে যায়নি তো ! যেমন বাবা তেমন আমি, বাবা সর্বশক্তিমান, সুতরাং বাবার বাচ্চাও মাস্টার সর্বশক্তিমান, সদা এই স্মৃতিতে নিজেকে সহজে নিরন্তর অগ্রচালিত করো। এই খুশি সদা থাকে, কারণ তোমাদের এখনকার খুশি সারা কল্পে থাকে না। এখন তোমাদের প্রাপ্তি বাবার থেকে, পরে আত্মাদের থেকে আত্মাদের প্রাপ্তি। বাবার থেকে যা প্রাপ্তি হয় তা আত্মাদের থেকে হতে পারে না। আত্মা নিজে সর্বজ্ঞ নয়, সেইজন্য তার থেকে যা প্রাপ্তি হয় সেটা অল্পকালের প্রাপ্তি আর বাবার থেকে সদাকালের অবিনাশী প্রাপ্তি হয়। এখন বাবার থেকে তোমরা অবিনাশী খুশি লাভ করেছ। সদা খুশিতে তোমরা নৃত্যরত, তাই না ! সদা খুশির দোলায় দুলতে থাকো। নিচে আসার সাথে সাথে তোমরা কালিমালিপ্ত হও, কারণ নিচে মাটি আছে। সদা দোলায় যদি থাকো তো তোমরা স্বচ্ছ, তাছাড়া, স্বচ্ছ না হলে বাবার সাথে মিলন উদযাপন করতে পারবে না। বাবা যেমন স্বচ্ছ তেমনই বাবার সাথে মিলনের বিধি স্বচ্ছ হতে হবে। সুতরাং, যারা

দোলায় থাকে তারা সদা স্বচ্ছ । তোমাদের যখন দোলা থাকেই তোমরা নিচে আসো কেন ? দোলাতেই ভোজনপান, হাঁটাচলা, সবকিছু করো, এতবড় দোলা রয়েছে ! নিচে আসার দিন শেষ হয়েছে, এখন দোল খাওয়ার দিন । সুতরাং, তোমরা সুখের দোলায়, খুশির, প্রেমের, জ্ঞানের, আনন্দের দোলায় বাবার সাথে দুলতে থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মা, এটা সবসময় মনে রাখ । যখনই কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তখন এই বরদান স্মরণ করো এবং এই বরদানের আধারে তোমরা আবারও 'সঙ্গের' এবং দোল খাওয়ার অনুভব করবে । এই বরদান সদা সেফটির উপায় (সাধন) । বরদান স্মরণে থাকা অর্থাৎ বরদাতা স্মরণে থাকা । বরদান থাকলে কোনো পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না । সর্বপ্রাপ্তি সহজেই হয়ে যায় ।

২) সকলে তোমরা এক বল, এক ভরসায় চলা শ্রেষ্ঠ আত্মা, তাই না ! এক বল, এক ভরসায় চলা নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চারা জানে যে এই মুরলিই সেই মুরলি যাতে তোমরা মধুবন থেকে শ্রীমং পাও এবং এটাই একমাত্র শ্রীমং, মধুবন ব্যতীত অন্য কোথাও বাবার সাথে তোমরা মিলিত হতে পারো না । এক বাবার পাঠে যেন সদা নিশ্চয় থাকে । পঠন-পাঠনের যে পাঠ মধুবন থেকে যায় সেটাই তোমাদের পাঠ্য, অন্য কোনও পাঠ নেই । ভোগ অর্পণের সময় যদি কখনও সন্দেহের পাট চলে, তবে তা' একেবারেই রং (wrong), এটাও মায়া, এটাকে এক বল, এক ভরসা বলা যাবে না । মধুবন থেকে যে মুরলি আসে তাতে মনোযোগ দাও, নয়তো অন্য রাস্তায় তোমরা চলে যাবে । মধুবনে বাবার মুরলি পরিচালিত হয়, মধুবনে বাবা আসেন, সেইজন্য সব বাচ্চাকে সতর্ক থাকতে হবে, তা' না হলে মায়া কৌশলে ভুলপথে চালিত করবে । (১১-০৪-৮২)

বরদান:- দূততার শক্তি দ্বারা সাফল্য প্রাপ্ত করে ত্রিকালদর্শী আসনধারী হও
দূততার শক্তি দ্বারা অমনোযোগিতার যে কোনো শক্তিকে পরিবর্তন করে দেয় । বাপদাদার বরদান - যেখানে দূততা আছে সেখানে সফলতা থাকবেই । শুধু সময়ানুসারে সঠিক বিধিতে সিদ্ধিস্বরূপ হও ।
কোনও কর্ম করার আগে তার আদি, মধ্য, অন্তকে জেনে-বুঝে কার্য করো আর করাও অর্থাৎ ত্রিকালদর্শী আসনধারী হলে তবে অমনোযোগী ভাব সমাপ্ত হয়ে যাবে । সঙ্কল্পরূপী বীজ শক্তিশালী দূততা সম্পন্ন হলে, তবে তোমাদের বাণীতে, কর্মতে সহজভাবে সাফল্য হবেই ।

স্লোগান:- সদা সন্তুষ্ট থেকে সকলকে যারা সন্তুষ্ট করে, তারাই সন্তুষ্টমণি ।

সূচনা:- আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সকল ভাই-বোনেরা সন্ধ্যা ৬:৩০ থেকে ৭:৩০ পর্যন্ত সংগঠিত রূপে দিব্য বুদ্ধিরূপী বিমান দ্বারা অব্যক্ত বতনবাসী হয়ে সকল আত্মাদের প্রতি শুভ ভাবনা আর শুভ কামনার তরঙ্গমালা বইয়ে দেওয়ার সেবা করুন ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সত্য কথা শোনান একমাত্র বাবা, তাই বাবার কথাই শোনো, মানুষের নয়, একমাত্র বাবার কথা যে শোনে সে হয় জ্ঞানী"

প্রশ্ন :- যে আত্মারা তোমাদের দেবী-দেবতা বংশের হবে, তাদের মুখ্য নিদর্শন কি হবে ?

উত্তর :- তাদের এই জ্ঞান খুব ভালো ও মিষ্টি লাগবে। তারা মনুষ্য মত ত্যাগ করে ঈশ্বরীয় মতানুসারে চলা শুরু করবে। বুদ্ধিতে আসবে যে শ্রীমৎ অনুযায়ী-ই আমরা শ্রেষ্ঠ হব। এখন এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ চলছে, আমাদের-ই উত্তম পুরুষ হতে হবে ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী (রুহানী বাচ্চারা) আত্ম-অভিমানী হও। দেহের অভিমান ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এই কথাও জানো পরমাত্মা হলেন একজনই। ব্রহ্মাকে পরমাত্মা বলা হয় না। ব্রহ্মার ৮৪ জন্মের কাহিনী তোমরা জানো। এই হল ওনার শেষ জন্ম। এনার মধ্যেই আমাকে আসতে হয়, যিনি পুরোপুরি ৮৪ জন্ম নিয়েছেন, এনাকেই জ্ঞান প্রদান করি। তোমরা ৮৪ জন্মকে জানো না, আমি-ই তোমাদের বলি। সর্ব প্রথমে তোমরা এমন দেবী-দেবতা ছিলে। এখন সেই স্বরূপে পরিণত হওয়ার জন্যে পুরুষার্থ করতে হবে। পুনর্জন্ম তো প্রথম জন্ম থেকেই শুরু হয়। এখন বাবা বলেন - আমি যে তোমাদেরকে বলি, সেসব হল সত্য, সঠিক। বাকি যা কিছু তোমরা শুনেছ, সেসব হল রং (ভুল) । আমাকে বলা হয় টুথ বা সত্য বলেন যিনি। আমি সত্য ধর্মের স্থাপনা করতে আসি। বলা হয় সত্য যেখানে, আত্মা নাচবে সেখানে অর্থাৎ খুশীতে ডান্স করো। এই হল জ্ঞানের ডান্স। তারা কৃষ্ণকে দেখায় - মুরলী বাজিয়ে রাস করেছে। উনি হলেন সত্য খণ্ডের মালিক। কিন্তু কৃষ্ণকে এমন কে তৈরি করেছেন ? সত্যখণ্ডের স্থাপনা কে করেন ? ঐ হল সত্যখন্ড, এই হল মিথ্যা খন্ড। ভারত সত্য খন্ড ছিল, যখন এই লক্ষী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, সেই সময় অন্য কোনও খন্ড ছিল না। মানুষ এই কথা জানে না যে স্বর্গ কোথায় ? কেউ মারা গেলে বলে অমুক স্বর্গে গেছে (স্বর্গবাসী) হয়েছে। বাবা বোঝান তোমরা উল্টো ভাবে বুলে আছো। মায়ার অধীন হয়েছে। এখন বাবা এসে তোমাদের সোজা করছেন। তোমরা জানো ভক্তদের ভক্তির ফল প্রদান করেন ভগবান। এই সময় সবাই ভক্তিমাগে আছে। যা কিছু শাস্ত্র ইত্যাদি আছে, সেসব হল ভক্তিমাগের। এই গীত গান ইত্যাদি সবই হল ভক্তি মাগের । জ্ঞান মাগে ভজন ইত্যাদি হয় না। তোমরা জানো আমাদের শব্দের উদ্দেশ্য যেতে হবে, অর্থাৎ ফিরে যেতে হবে। বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, মুখে 'হে ভগবান' কখনও বলবে না। এরকম বলাও হল ভক্তিমাগ। কলিযুগের শেষ সময় পর্যন্ত ভক্তিমাগ থাকে। এখন এই হল পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যখন বাবা এসে জ্ঞানের দ্বারা উত্তম পুরুষে পরিণত করেন। তোমরা একটি ঈশ্বরীয় মতানুযায়ী চলো। ঈশ্বর যা বলেন, সবই সঠিক। বাবা মনুষ্য দেহে এসে বলেন - তোমরা অনেক বুদ্ধিমান ছিলে, বোধযুক্ত ছিলে, এখন কতখানি অবুঝ হয়েছে। তোমরা গোল্ডেন এজে অর্থাৎ স্বর্গ যুগে ছিলে, এখন আয়রন এজে অর্থাৎ লৌহ যুগে এসেছ। যারা এখানকার (সঙ্গমযুগের) তাদের এই জ্ঞান খুব ভালো লাগবে। এখানকার আত্মাদের মিষ্টি লাগবে। এই বাবা (ব্রহ্মাবাবা) নিজেও গীতা পাঠ করতেন। বাবাকে (শিববাবাকে) পেয়ে সব-কিছু ছেড়ে দিলেন। উনি অনেক গুরুর কাছে দীক্ষিত ছিলেন । বাবা বললেন - সবাই হল ভক্তিমাগের গুরু। জ্ঞান মাগের গুরু একমাত্র আমি। যখন আমার কাছে জ্ঞান শুনবে তখন তাদের জ্ঞানী বলা যেতে পারে। বাকি সবাই হল ভক্ত। এই শ্রীমৎ হল শ্রেষ্ঠ, বাকি সব মত হল মনুষ্য মতামত, এই হল

ঐশ্বরীয় মত। ওসব হল রাবণের মত, এই হল ভগবানের মত। ভগবানুবাচ - তোমরা হলে অনেক মহান ভাগ্যশালী, তাই তোমাদের বর্তমান সময় হল হীরে তুল্য জন্ম। আংটি-তেও হীরা মধ্যখানে লাগানো হয়। মালার উপরে ফুল থাকে, তারপর মেরু। নামও হল আদম-বিবি। তোমরা বলবে মাশ্বা-বাবা। আদি দেব এবং আদি দেবী, এনারা হলেন সঙ্গমের। সঙ্গম যুগ-ই হল সবচেয়ে উত্তম, যখন এই রাজ্যের (স্বর্গের) স্থাপনা হচ্ছে। বাচ্চারা, তোমাদের এইসময়েই ১৬ কলা সম্পূর্ণ হতে হবে। পুরানো দুনিয়াকে নতুন করতে বাবা আসেন। এই দুনিয়ার সময় অবধি (ডিউরেশন) কত - এই কথাও তোমাদের বা বাচ্চাদের ছাড়া কারো জানা নেই। লক্ষ বছর বলে দেয় তারা। এইসবই হল মিথ্যা কথা। মিথ্যা মায়া, মিথ্যা কায়া... বলা হয়। সত্য হল নতুন দুনিয়া। এইটি হল মিথ্যা খন্ড। এই মিথ্যা খন্ড কে সত্যথও পরিণত করা বাবার কাজ। বাবা বলেন ভক্তিমার্গে যা কিছু পড়েছে, সেসব ভুলে যাও। এই হল তোমাদের বেহদের বা অসীম জগতের বৈরাগ্য। তারা তো কেবল ঘর সংসার ত্যাগ করে জঙ্গলে বাস করে। এও ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। কেন -র কোনও প্রশ্ন ওঠেনা। এইটি তো তৈরি করা খেলা। বাচ্চারা তোমাদের বাবা বোঝান, এমন সব হয়। অন্য ধর্মের মানুষ স্বর্গে আসতে পারেনা। বৌদ্ধ ডিনায়েস্টি, খ্রিস্টান ডিনায়েস্টি - তারা কেউই স্বর্গে আসে না। তারা পরে আসে। সর্ব প্রথমে হল ডিটি ডিনায়েস্টি (দেবতা ডিনায়েস্টি), তারপরে হল ইব্রাহিম, বুদ্ধ, ক্রাইস্ট এসে নিজেদের ধর্ম স্থাপন করে। বাবা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে এসে এই দেবতা ডিনায়েস্টি স্থাপন করেন।

আত্মা প্রথমে এসে গর্ভে প্রবেশ করে। ছোট শিশু থেকে বড় হয়। শিববাবা তো ছোট-বড় হন না। না তিনি গর্ভ দ্বারা জন্ম নেন। বুদ্ধের আত্মা প্রবেশ করে, বৌদ্ধ ধর্ম প্রথমে তো হয় না। নিশ্চয়ই এখানকার কোনও মানুষের ভিতরে প্রবেশ করেন। তারপরে গর্ভে তো অবশ্যই আসবেন। বৌদ্ধ ধর্ম একজন স্থাপন করেন তারপরে তার পিছনে অন্যরা আসে। এইভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। যখন লাখ খানেক হয়ে যায়, তখন রাজত্ব চলে। বৌদ্ধদেরও রাজ্য ছিল, বাবা বোঝান তারা সব পরে আসে। তাদের গুরু বলা হবে না। গুরু হন একজনই। তিনি নিজের ধর্ম স্থাপনা করে নীচে নেমে আসেন। বাবা সবাইকে উপরে পাঠিয়ে দেন তারপর মুক্তি ধাম থেকে এক-এক করে নীচে আসে। তোমরাও জীবনমুক্তি থেকে নীচে নেমেছ। তারা যদিও মুক্তি থেকে নীচে নামে। তাদের মহিমা কিসের। জ্ঞান তো সেই সময় লুপ্ত হয়ে যায়। বাবা জ্ঞান প্রদান করেন গতি-সদগতির জন্যে। তিনি গর্ভে আসেন না, এনার মধ্যে বসে আছেন, এনার দ্বিতীয় কোনও নাম নেই। অন্যদের শরীর অনুযায়ী নাম থাকে। ইনি হলেন পরম আত্মা। ইনি জ্ঞানের সাগর। এই জ্ঞান সর্ব প্রথমে আদি সনাতন দেবীদেবতা ধর্মের আত্মাদের প্রাপ্ত হয় কারণ তাদের ই ভক্তির ফল প্রাপ্তি হওয়ার আছে। ভক্তি তোমরাই শুরু কর। তোমাদেরই ফল প্রদান করি। বাকি অন্যরা সবাই হল বাইপ্লট। তারা ৮৪ জন্মও নেয় না। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, তোমরা এখন দেহী-অভিমানী হও। সেখানেও বোধ থাকে - এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ হবে, দুঃখের কথা নেই। বিকারের কথা নেই। বিকার থাকে রাবণ রাজ্যে। ওটা হল নির্বিকারী দুনিয়া। তোমরা বোঝাবে তবুও বুঝবে না। কল্প পূর্বে যারা বুঝেছে তারাই বুঝবে, তারাই পদ প্রাপ্ত করবে, যারা বুঝবেনা পদ প্রাপ্তিও হবে না। সত্যযুগে সবাই পবিত্র, সুখ, শান্তিতে থাকে। সব মনস্কামনা ২১ জন্মের জন্যে পূর্ণ হয়। সত্যযুগে কোনও কামনা থাকে না। আনাজ ইত্যাদি সব কিছু অসীম মাত্রায় থাকে। এই মুম্বাই প্রথমে ছিল না। দেবতার নোনা জমিতে বাস করে না। যেখানে মিষ্টি নদী ছিল, সেখানে দেবতাদের বাস ছিল। মানুষ কম ছিল, এক-একজনের কাছে অনেক জমি থাকত। দেখানো হয় - সুদামা এক মূঠো চাল দিয়ে, মহল প্রাপ্ত করে।

মানুষ দান পুণ্য করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। এবারে তিনি কি ভিক্ষুক নাকি? ঈশ্বর তো হলেন দাতা। তারা ভাবে পরের জন্মে ঈশ্বর অনেক কিছু দেবেন। তোমরা তো এক মুঠো দাও, নতুন দুনিয়ায় অনেক কিছু নাও। তোমরা খরচ করে সেন্টার তৈরি কর, যাতে সবাই শিক্ষা লাভ করে। নিজের ধন খরচ কর তারপরে রাজস্ব তোমরাই নাও। বাবা বলেন আমিই তোমাদের নিজের পরিচয় বলি। আমার পরিচয় কেউ জানে না। নাই আমি কোনো দেহে আসি। আমি তো আসি মাত্র একবার। যখন পতিত দুনিয়াকে পরিবর্তন করতে হয়। আমি হলাম পতিত-পাবন। আমার পাট হল সঙ্গমযুগে, তাও আসি সঠিক সময়ে। তোমরা কি আর জানতে পারো শিববাবা কখন এনার মধ্যে প্রবেশ করেন। তারা কৃষ্ণের তিথি, তারিখ, মিনিট, ইত্যাদি লেখে। শিববাবার কোনও মিনিট ইত্যাদি কেউ বের করতে পারে না। ব্রহ্মাও এই কথা জানতেন না। শিববাবা যখন জ্ঞান প্রদান করলেন তখন জানতে পারলেন। আকর্ষণ হতে থাকল। ব্রহ্মার মধ্যেও মরচে ছিল। যখন পরম পিতা পরমাত্মা প্রবেশ করেন তখন তোমরা আকৃষ্ট হয়ে ছুটে ছুটে আসো। তোমাদের কোনও চিন্তা থাকে না। বাবা বলেন আমি হলাম সম্পূর্ণ পবিত্র। আত্মারা তোমাদের উপরে অনেক মরিচা আছে, এখন সেসব কিভাবে দূর হবে? ড্রামাতে সব আত্মাদের নিজের নিজের পাট আছে। এইসব হল গুহ্য কথা। আত্মা হল অতি সূক্ষ্ম। দিব্য দৃষ্টি ছাড়া আত্মাকে কেউ দেখতে পারে না। বাবা এসে তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করেন। তোমরা জানো আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের-ই বাবা পড়ান। ভক্তিমার্গে তো জ্ঞান হল আটায় যেটুকু লবণ। যেমন ভগবানুবাচ শব্দটি সঠিক, কিন্তু কৃষ্ণ বলে দিলে আবার ভুল হয়ে যায়। মন্মথানাভব শব্দ ঠিক কিন্তু অর্থ বোঝে না। মামেকম্ শব্দ ঠিক। এই হল গীতার যুগ। ভগবান এই সময় এই রথ আসেন, তারা দেখিয়েছে ঘোড়া গাড়ি। তাতে কৃষ্ণ বসে আছেন। এবারে কোথায় ভগবানের এই (ব্রহ্মা দেহ রূপী) রথ, কোথায় ঘোড়া গাড়ি! কিছুই বোঝে না। এ হল অসীম জগতের বাবার বাড়ি। বাবা সব আত্মা রূপী বাচ্চাদের ২১ জন্মের জন্যে হেল্থ, ওয়েল্থ, হ্যাপিনেস প্রদান করেন। এও হল অনাদি অবিনাশী তৈরি করা ড্রামা। কখন শুরু হয়েছে, বলা যাবে না। চক্র ঘুরতে থাকে। এই সঙ্গমের কথা তো কারো জানা নেই। বাবা বলেন এই ড্রামা হল ৫ হাজার বছরের। অর্ধেক হল সূর্য বংশী - চন্দ্র বংশী, অর্ধেক অর্থাৎ ২৫০০ বছরে বাকি অন্য সব ধর্ম। তোমরা জানো সত্যযুগ হল ভাইসলেস দুনিয়া অর্থাৎ পাপমুক্ত দুনিয়া। তোমরা এখন যোগবলের দ্বারা বিশ্বের রাজস্ব প্রাপ্ত কর। খ্রিস্টানরা নিজেরাই বোঝে - আমাদের কেউ প্রেরণা দিচ্ছে, ফলে আমরা বিনাশের জন্যে এইসব তৈরি করি। তারা বলে আমরা এমন বোমা তৈরি করি যে এক দুনিয়া নয় ১০-টি দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। বাবা বলেন আমি স্বর্গ স্থাপন করতে আসি। বাকি বিনাশ তো এরা করবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) অসীমের বৈরাগী হয়ে যা কিছু এখনও পর্যন্ত ভক্তিমার্গে পড়েছ বা শুনেছ, সেসব ভুলতে হবে। একমাত্র বাবার কথা শুনে, তাঁর প্রীমৎ অনুযায়ী নিজেকে শ্রেষ্ঠ করতে হবে।

২) যেমন বাবা হলেন সম্পূর্ণ পবিত্র, তাঁর উপরে কোনও মরচে নেই। তেমন পবিত্র হতে হবে। ডামার প্রত্যেকটি পার্টধারীর পার্ট হল একেবারে সঠিক (অ্যাকুরেট), এই গুহ্য রহস্যটিকেও বুঝে এগিয়ে চলতে হবে।

বরদান :- অবিনাশী এবং অসীম অধিকারের খুশী ও নেশা দ্বারা সদা নিশ্চিত্ত ভব

ব্যাখা: দুনিয়ায় অনেক পরিশ্রম করে অধিকার নিতে হয়, তোমরা কোনও পরিশ্রম না করে অধিকার পেয়েছ। সন্তান হওয়া অর্থাৎ অধিকার প্রাপ্ত করা। "বাঃ আমি শ্রেষ্ঠ অধিকারী আত্মা" এই অসীম অধিকারের নেশা এবং খুশীতে থাকো তো সদা নিশ্চিত্ত থাকবে। এই অবিনাশী অধিকার হল নিশ্চিত। যেখানে সব নিশ্চিত সেখানে নিশ্চিত্ত থাকা যায়। নিজের সর্ব দায়িত্ব গুলি বাবাকে সমর্পণ করে দাও তাহলে সব চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

স্লোগান - যারা উদার চিত্ত, বিশাল হৃদয়বান হয় তারা-ই হল একতা-র ভিত ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হল কল্যাণকারী পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, এই সময় পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন হয়ে নতুন দুনিয়া হয়, এই যুগকে তোমরা ভুলে যেও না"

প্রশ্ন :-- বাবা ছোটো - বড় সকল বাচ্চাকেই নিজের তুল্য করার জন্য একটি ভালোবাসার শিক্ষা দেন, তা কি ?

উত্তর :-- মিষ্টি বাচ্চারা - এখন কোনো ভুল করো না। এখানে তোমরা এসেছ নর থেকে নারায়ণ হতে, অতএব দৈবী গুণ ধারণ করো। কাউকেই দুঃখ দিও না। ভুল করে, তাই দুঃখও দেয়। বাবা কখনও বাচ্চাদের দুঃখ দেন না। তিনি তোমাদের ডাইরেকশন দেন - বাচ্চারা, একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো। যোগী হও, তবেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। তোমরা খুব মিষ্টি স্বভাবের হয়ে যাবে।

ওম শান্তি। যে বাচ্চারা নিজেকে আত্মা মনে করে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে যোগ লাগায়, তাদেরই প্রকৃত যোগী বলা হয়, কেননা বাবা তো প্রকৃতই। তাই তোমাদের বুদ্ধিযোগও সেই সত্যের সঙ্গে। তিনি যা কিছুই শোনান সবই সত্য। যোগী আর ভোগী, এই দুই প্রকারের মানুষ আছে। ভোগীও অনেক প্রকারেই হয়। যোগীও অনেক প্রকারের হয়। তোমাদের যোগ তো একই প্রকারের। ওদের সন্ন্যাস আলাদা আর তোমাদের সন্ন্যাস আলাদা। তোমরা হলে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগের যোগী। আর কেউই এই যোগের বিষয়ে জানে না যে, তারা পবিত্র যোগী নাকি পতিত ভোগী। এও বাচ্চারা জানে না। বাবা তো সবাইকেই বাচ্চা বাচ্চা বলতে থাকে, কেননা বাবা জানেন আমি হলাম বেহদের আত্মাদের পিতা। আর তোমরা এই কথা বুঝতে পার যে, আমরা আত্মারা সব নিজেদের মধ্যে ভাই - ভাই। তিনি আমাদের বাবা। তোমরা বাবার সাথে যোগযুক্ত হয়ে পবিত্র হও। ওরা হল ভোগী আর তোমরা হলে যোগী। বাবা তাঁর নিজের পরিচয় তোমাদের দেন। এও তোমরা জানো যে, এ হল পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। এ তোমরা ছাড়া আর কেউই জানে না। এর নাম হল পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, তাই পুরুষোত্তম শব্দটিকে কখনোই ভুলে যেও না। এ হল পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ। পুরুষোত্তম বলা হয় উচ্চ আর পবিত্র মানুষকে। লক্ষ্মী - নারায়ণ ছিলেন এমন উচ্চ আর পবিত্র। তোমরা এখন সময় সম্বন্ধেও জেনেছ। পাঁচ হাজার বছর পরে এই দুনিয়া পুরানো হয়। তখন একে নতুন বানানোর জন্য বাবা আসেন। আমরা এখন হলাম সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ কুলের। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ব্রহ্মা, ব্রহ্মাকে কিন্তু শরীরধারী দেখানো হয়। শিববাবা তো হলেন অশরীরী। বাচ্চারা বুঝে গেছে যে, অশরীরী আর শরীরধারীর মিলন হয়। তোমরা তাঁকে বাবা বলো। এ তো এক আশ্চর্যের পার্ট, তাই না? এনার(ব্রহ্মার) মহিমাও আছে আবার মন্দিরও তৈরী হয়। কেউ কোনো ভাবে, কেউ আবার অন্য কোনো ভাবে রথের শৃঙ্গার করে। বাবা এও বলেছেন যে - এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মেরও অন্তিম সময়ে আমি প্রবেশ করি। তিনি কত পরিষ্কার করে বোঝান। সর্ব প্রথমে "ভগবান উবাচঃ" বলতে হয়। তারপর আমি অনেক জন্মের অন্তিমে বাচ্চাদের সমস্ত রহস্য বোঝাই, আর কেউই তা বুঝতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরাও কখনো কখনো ভুলে যাও। "পুরুষোত্তম" শব্দ লিখলে বুঝবে, এই পুরুষোত্তম যুগই হল কল্যাণকারী যুগ। যুগ যদি স্মরণে থাকে তাহলে বুঝবে যে, এখন আমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পরিবর্তিত হচ্ছি। নতুন দুনিয়াতে দেবতারাই থাকেন। তোমরা যুগ সম্বন্ধেও জানতে পেরেছ। বাবা বোঝান যে, বাচ্চারা, তোমরা সঙ্গমযুগকে কখনোই ভুলে যেও না। এ

কথা ভুললে সম্পূর্ণ জ্ঞানই ভুলে যায়। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা এখন পরিবর্তিত হচ্ছি। এখন পুরানো দুনিয়ারও পরিবর্তন হয়ে নতুন হবে। বাবা এসে দুনিয়ারও পরিবর্তন করেন আবার বাচ্চাদেরও পরিবর্তন করেন। তিনি বাচ্চা - বাচ্চা বলে তো সবাইকেই বলেন। সম্পূর্ণ দুনিয়ার সকল আল্লাই তাঁর সন্তান। এই ড্রামাতে সকলেরই পার্ট আছে। এই চক্রকেও যুক্তি সহকারে সকলের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রত্যেকেই তাঁর নিজের - নিজের ধর্ম স্থাপন করেন। এই দেবী - দেবতা ধর্ম বাবা ছাড়া আর কেউই স্থাপন করতে পারে না। এই ধর্ম ব্রহ্মা স্থাপন করেন নি। নতুন দুনিয়াতে হল দেবী - দেবতা ধর্ম। পুরানো দুনিয়াতে সব মানুষই মানুষ। নতুন দুনিয়াতে সব দেবী - দেবতার আধার থাকে। দেবতার আধার হল পবিত্র। ওখানে রাবণ রাজ্য নেই। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের রাবণের উপর জয়লাভ করান। রাবণের উপর জয়লাভ করলেই রামরাজ্য শুরু হয়ে যায়। নতুন দুনিয়াকে রামরাজ্য আর পুরানো দুনিয়াকে রাবণ রাজ্য বলা হয়। কিভাবে এই রামরাজ্য স্থাপন হয় -- বাচ্চারা, এ তো তোমরা ছাড়া কেউই জানে না। রচয়িতা বাবা বসে বাচ্চারা তোমাদের রচনার রহস্য বোঝান। বাবা হলেন রচয়িতা, বীজরূপ। বীজকে বলা হয় বৃক্ষপতি। এখন সে তো হল জড় পদার্থ, তাকে তো এভাবে বোঝা যাবে না। তোমরা জানো যে, বীজ থেকেই সম্পূর্ণ সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ (ঝাড়) নির্গত হয়। সারা বিশ্বের সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ কত বড়। সেগুলো হল জড় আর এ হল চৈতন্য। বাবা হলেন সত্য - চিত্ত - আনন্দ স্বরূপ, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, তাঁর থেকে কত বড় বৃক্ষ নির্গত হয়। মডেল তো ছোটো বানানো হয়। মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষ হল সবথেকে বড়। উঁচুর থেকে উঁচু বাবা হলেন পূর্ণ জ্ঞানী। ওই ঝাড়ের জ্ঞান তো অনেকেরই আছে কিন্তু এই জ্ঞান তো এক বাবাই দেন। বাবা এখন তোমাদের হৃদের বুদ্ধির পরিবর্তন করে বেহদের বুদ্ধি দিয়েছেন। তোমরা এই বেহদের বৃক্ষকে জেনে গেছ। এই বৃক্ষ কত বড় বিদেহী দুনিয়া পেয়েছে। বাবা বাচ্চাদের অসীম জগতে (বেহদে) নিয়ে যান। এখন সম্পূর্ণ দুনিয়াই পতিত। সম্পূর্ণ সৃষ্টিই হিংসক। একে অপরকে হিংসা করে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জ্ঞান পেয়েছ। সত্যযুগের এক দেবতা ধর্মই অহিংসক হয়। সত্যযুগে সবাই পবিত্র, সুখ, শান্তিতে থাকে। তোমাদের সমস্ত কামনাই ২১ জন্মের জন্য পূর্ণ হয়ে যায়। সত্যযুগে কোনো কামনা থাকে না। আনাজ ইত্যাদি সবকিছুই অগাধ পরিমাণে পাওয়া যায়। আগে এই বস্তু ছিল না। দেবতার সাগরের তীরের জমিতে থাকতেন না। যেখানে মিষ্টি জলের নদী থাকত সেখানে দেবতার আধার থাকতেন। সেখানে অল্প মানুষ ছিল, এক একজনের অনেক পরিমাণ জমি ছিল। সত্যযুগ ছিলই নির্বিকারী দুনিয়া। তোমরা যোগবলের দ্বারা এই বিশ্বের রাজত্ব নাও। তাকেই রাম রাজ্য বলা হয়। প্রথমদিকে নতুন গাছ খুব ছোটো হয়। প্রথমে কাণ্ডের দিকে এক ধর্ম ছিল। তারপর ফাউন্ডেশন থেকে তিনটি টিউব বের হয়। দেবী - দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন হল একটি। কাণ্ড থেকে ছোটো ছোটো ডালপালা বের হয়। এখন তো এই বৃক্ষের কোনো কাণ্ডই নেই আর কোনো এমন বৃক্ষ হয়ও না। এর সঠিক উদাহরণ একমাত্র বট গাছ। বট গাছ সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু তার কাণ্ড দেখা যায় না। শুকিয়েও যায় না। সম্পূর্ণ বৃক্ষ সবুজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাকি এখন দেবী দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন এখন নেই। কাণ্ড তো এখানেই আছে। রাম রাজ্য অথবা দেবী দেবতা ধর্মও এই কাণ্ডের মধ্যেই এসে যায়। বাবা বলেন যে, আমি তিনটি ধর্ম স্থাপন করি। এই সকল কথা তোমরা সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণরাই বুঝতে পারো। তোমাদের ব্রাহ্মণদের কুল হল ছোটো। ছোটো ছোটো মত, পথ বের হয় তাই না। অরবিন্দ আশ্রম আছে, কত শীঘ্র তা বৃদ্ধি পায়, কেননা এখানে বিকারের জন্য কোনো নিষেধ নেই। বাবা এখানে বলেন, কাম হল মহাশত্রু। একে জয় করতে হবে। এমন আর কেউই বলবে না। না হলে তাদের জায়গায়ও হাস্যামা হয়ে যাবে। এখানে তো পতিত মানুষই আছে তাই তারা পবিত্র হওয়ার কথাই শোনে না। তারা বলে, বিকার ছাড়া কিভাবে সন্তানের জন্ম হবে। সেই

বেচারাদেরও কোনো দোষ নেই। গীতা পাঠ করে যারা, তারাও বলেন, ভগবান উবাচঃ - কাম মহাশত্রু। একে জয় করতে পারলে জগৎজিত হয়ে যায়, কিন্তু কেউই বুঝতে পারে না। তারা যখন এমন শব্দ শোনান তখন ওদের বোঝা উচিত। এর সম্বন্ধে বাবা বলেন - হনুমান যেমন দরজায় জুতোর ওপর বসতো, তেমনি বাবাও বলেন, গিয়ে একধারে বসে শুনে এসো। তারপর যখন এই শব্দ বলবে, তখন জিপ্তেস করো - এর রহস্য কি? জগৎজিত তো এই দেবতারাই ছিল। দেবতা হতে গেলে তো এই বিকারকে ত্যাগ করতে হবে। এও তোমরা বলতে পার। তোমরাই জানো যে, এখন রাম রাজ্যের স্থাপনা হচ্ছে। তোমরাই হলে মহাবীর। এতে ভয় পাওয়ার কোনো কথাই নেই। খুব সুন্দর ভাবে জিপ্তেস করা উচিত - স্বামী জী, আপনি বলেছেন যে, এই বিকারকে জয় করলে বিশ্বের মালিক হতে পারবে, কিন্তু আপনি তো এ কথা বলেননি যে, কিভাবে পবিত্র হব? এখন তোমরা বাচ্চারা পবিত্রতায় থাকা মহাবীর। মহাবীররাই বিজয় মালায় গ্রথিত হতে পারে। মানুষের কান তো ভুল কথা শুনেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তোমরা এখন ভুল কথা শুনতে পছন্দ করো না। সঠিক কথাই তোমাদের কানে পছন্দ হয়। কোনো খারাপ কথা শুনো না -- মানুষকে তো অবশ্যই সজাগ করতে হবে। ভগবান বলেন যে, তোমরা পবিত্র হও। সত্যযুগে সব পবিত্র দেবতা ছিল। এখন সবাই অপবিত্র। এমনভাবেই বোঝানো উচিত। তোমরা বলো, আমাদের এখানে এমন সতৃপ্স হয়, তাতে এ কথা বোঝানো হয় যে, কাম হল মহাশত্রু। এখন পবিত্র যদি হতে চাও, তো এই যুক্তিতে হও, নিজেকে আল্লা মনে করো আর ভাই - ভাইয়ের দৃষ্টি পাকা করো।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে প্রথম দিকে ভারত ছিল অনেক ভরপুর খণ্ড, এখন তা খালি হওয়ার কারণে হিন্দুস্থান নাম রেখে দিয়েছে। প্রথমে ভারত ধন - দৌলত, পবিত্রতা, সুখ - শান্তি সবকিছুতে ভরপুর ছিল। এখন তা দুঃখে ভরপুর। তাই তো ডাকে - হে দুঃখহর্তা, সুখ কর্তা...। তোমরা কত খুশীর সাথে বাবার কাছে পড়ো। এমন কে আছে যে অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অসীম সুখের অবিনাশী উত্তরাধিকার নেবে না? সর্ব প্রথম অল্ফ (আল্লাহ) বোঝাতে হবে। অল্ফকে (আল্লাহ) না জানলে কোনো রহস্য বুদ্ধিতে আসবেই না। তাই অসীম জগতের বাবা, যিনি অসীম অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন, এ কথা যখন নিশ্চিত বিশ্বাস হবে, তখনই এগোতে পারবে। বাচ্চাদের বাবার কাছে কোনো প্রশ্ন করার দরকার নেই। বাবা হলেন পতিত - পাবন, তোমরা তাঁকেই স্মরণ করো। তোমরা তাঁর স্মরণেই পবিত্র হবে। আমাকে এইজন্যই ডাকা হয়েছে। জীবনমুক্তি হলই এক সেকেণ্ডের। তবুও স্মরণের যাত্রা সময় নিয়ে নেয়। মুখ্য এই স্মরণের যাত্রায়ই বিঘ্ন আসে। অর্ধেক কল্প তোমরা দেহ - অভিমানী ছিলে। এখন এক জন্ম দেহী - অভিমানী হওয়াতেই পরিশ্রম। এই ব্রহ্মা বাবার জন্য এ খুবই সহজ। তোমরা তো ডাকোই বাপদাদা। ইনি এও বুঝতে পারেন যে, শিব বাবার সওয়ারী আমার মাথার উপর। আমরা তাঁর অনেক মহিমা করি, তাঁকে অনেক ভালোবাসি - বাবা, তুমি কত মিষ্টি, আমাদের কল্প - কল্প কত শেখাও। এরপর অর্ধেক কল্প তোমাকে স্মরণও করব না। এখন তো আমরা খুব স্মরণ করি। আগে আমাদের মধ্যে কোনো গ্তানই ছিল না। আমরা তো জানতামই না, যাদের পূজা আমরা করতাম, আমরা তাদের মতোই হয়ে যাব। এখন তো আশ্চর্য মনে হয়। তোমরা যোগী হতে পারলে এমন দেবী - দেবতা হয়ে যাবে। সবাই আমার সন্তান। এই বাবা খুব ভালোবেসে বাচ্চাদের সামলান, এনার প্রতি পালন করেন। ইনিও আমাদের সমান নর থেকে নারায়ণ হয়ে যাবেন। এখানে তোমরা এইজন্যই এসেছ। তোমাদের কত বোঝাই - বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করো, দৈবীগুণ ধারণ করো, শুদ্ধ খাওয়াদাওয়া করো। তা না করলে মনে করব, সম্ভবত এখনো সময় বাকি আছে। কিছু না কিছু ভুল তো হতেই থাকে। ছোটো - বড় বাচ্চাদের

আমি ভালোবেসে বলি - বাচ্চারা ভুল করো না, কাউকে দুঃখ দিও না । ভুল করলেই দুঃখ দিয়ে দেবে । বাবা কখনোই দুঃখ দেন না । তিনি তো নির্দেশ দেন যে - আমাকে স্মরণ করো, তাহলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । তোমরা অনেক মিষ্টি হয়ে যাবে । এমনই মিষ্টি হতে হবে, দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে । তোমরা পবিত্র হও । এখানে অপবিত্রদের আসার কোনো হুকুম নেই । কখনো কখনো আসতে দেওয়া হয় । তাও এখন । যখন অনেক বৃদ্ধি হয়ে যাবে, তখন বলে দেওয়া হবে - এ হল পবিত্রতার টাওয়ার, টাওয়ার অফ সাইলেন্স । ইনি তো উঁচুর থেকেও উঁচু । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবার স্মরণে থাকা -- এই হল সর্বোচ্চ শক্তি । ওখানে অনেক সাইলেন্স থাকে । অর্ধেক কল্প কোনো ঝগড়া ইত্যাদি হয় না । এখানে কত ঝগড়া ইত্যাদি হয়, শান্তি থাকতেই পারে না । শান্তির ধাম হল মূল বতন । এরপর যখন শরীর ধারণ করে বিশ্বে ভূমিকা পালন করতে আসে তখন সেখানেও শান্তি থাকে । আত্মার স্বধর্মই হল শান্তি । অশান্তি করায় রাবণ । তোমরা শান্তির শিক্ষা পেতে থাকো । কেউ যদি রেগে থাকে তাহলে সকলকেই অশান্ত করে দেয় । এই যোগবলে তোমাদের মধ্যে থেকে সম্পূর্ণ আবর্জনা দূর হয়ে যায় । পড়াতে আবর্জনা দূর হয় না । এই স্মরণেই সব আবর্জনা ভস্ম হয়ে যায় । জং দূর হয়ে যায় । বাবা বলেন যে, কাল তোমাদের যে শিক্ষা দিয়েছিলাম, তোমরা কি ভুলে গেছ ? এ হল পাঁচ হাজার বছরের কথা । ওরা লাখ বছরের কথা বলে দেয় ।

এখন তোমরা কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা জানতে পেরেছ । বাবা এসেই তোমাদের বলেন, সত্য কি আর মিথ্যা কি ? জ্ঞান কি আর ভক্তি কি ? ব্রষ্টাচার আর শ্রেষ্ঠাচার কাকে বলা হয় ? বিকারের থেকে ব্রষ্টাচারীর জন্ম হয় । ওখানে বিকার থাকে না । তোমরা নিজেরাই বলো -- দেবতার সম্পূর্ণ নির্বিকারী । সেখানে রাবণ রাজ্য নেই । এ তো সহজ বোঝার মতো বিষয় । তাহলে কি করা উচিত ? এক তো বাবাকে স্মরণ করা উচিত, দ্বিতীয় অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । আত্মা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) পবিত্র হতে হলে মহাবীর হতে হবে, স্মরণের যাত্রায় অন্তরের আবর্জনা দূর করতে হবে । নিজের শান্ত স্বধর্মে স্থিত হতে হবে, অশান্তি ছড়াবে না ।

২) বাবা যে সঠিক কথা বলেন, তাই শুনতে হবে । কোনো খারাপ কথা শুনবে না (হিয়ার নো ইভিল...)... খারাপ কথা শুনো না । সবাইকে সতর্ক করো । পুরুষোত্তম যুগে পুরুষোত্তম হও আর বানাও ।

বরদান :-- বিস্মৃতির দুনিয়া থেকে মুক্ত হয়ে স্মৃতি স্বরূপ থেকে হীরে তুল্য ভূমিকা পালনকারী বিশেষ আত্মা ভব

এই সঙ্গম যুগ হল স্মৃতির যুগ আর কলিযুগ হল বিস্মৃতির যুগ । তোমরা সবাই বিস্মৃতির দুনিয়া থেকে বেরিয়ে এসেছ । যে স্মৃতি স্বরূপ থাকে সেই হীরে পাটধারী বিশেষ আত্মা । এই সময় তোমরা হলে ডবল হীরে, এক হীরের সমান মূল্যবান হয়েছ আর দ্বিতীয় হল হীরে তুল্য পাট । তাই মনের এই

গীত যেন সৰ্বদা বাজতে থাকে যে, বাহু আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য । দেহের অক্যুপেশন যেমন স্মরণে থাকে তেমনি এই অবিনাশী অক্যুপেশন "আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা" স্মরণে যদি থাকে তাহলেই বলা হবে বিশেষ আত্মা ।

স্লোগান :-- সাহসের প্রথম কদম এগিয়ে দাও তাহলে বাবার সম্পূর্ণ সাহায্য পাবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বিচার সাগর মন্থন করার অভ্যাসে অভ্যাসী হও, প্রত্যুষে একান্তে বসে বিচার সাগর মন্থন করলে বুদ্ধিতে অনেক নতুন নতুন পয়েন্ট আসতে থাকবে"

প্রশ্ন :- বাচ্চাদের নিজেদের স্থিতিকে ফার্স্টক্লাস বানাতে চাইলে কি কি বিষয়ের প্রতি সর্বদাই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ?

উত্তর :- ১) একমাত্র এই বাবা যা শোনান - কেবলমাত্র তাই শুনবে, এছাড়া এই দুনিয়ার আর কোনও কিছুই শুনবে না।

২) সঙ্গী-সাথী নির্বাচনে সতর্ক হও। যে এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন খুব মনোযোগী, এই জ্ঞানের পাঠে যার ধারণা বেশ উন্নত, তাকে সঙ্গী করলে তোমার স্থিতি ফার্স্টক্লাস হয়ে যাবে।

অনেক বাচ্চার অবস্থা দেখে বাবার (ব্রহ্মা) মনে হয় যে, ড্রামাতে হয়তো কিছু পরিবর্তন হতে চলেছে, কিন্তু তখনই আবার উনি (শিববাবা) বলেন- এখন তো রাজধানী স্থাপনার কার্য চলছে।

ওঁম্ শান্তি! অসীম জগতের বাবা কেবল একজনই। যিনি ওঁনার অসীম জগতের বাচ্চাদের সামনে বসিয়ে জ্ঞানের পাঠ পড়ান ও বোঝান। এছাড়া মানুষ যা কিছু পড়ায় ও শোনায়ে - সেসব তোমাদের শোনা বা পড়ার দরকার নেই। যেহেতু এখন তো বুঝেই গেছো, ঈশ্বরীয় পাঠ কেবল এই একটাই। তাই এখন থেকে কেবল এটাই পড়তে হবে তোমাদের। বাবা যা পড়াবেন, যা শেখাবেন - তোমরাও তাই আওড়াবো। জগতে তো কত প্রকারের পুস্তক ইত্যাদি লেখা হয়, তা জগতের লোকেদের পড়ার জন্য। অসংখ্য লোকেরা তা পড়েও থাকে। অনেক অনেক পুস্তক পড়ে অনেকে। কিন্তু একমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই -কেবলমাত্র এই এক বাবার কাছেই জ্ঞানের পাঠ পড়ো ও শোনো এবং অন্যদেরকেও তা শোনাও। যেহেতু বাবার থেকে যা কিছুই শুনবে, তাতে অবশ্যই কল্যাণ হবে। জগতে তো কত অসংখ্য পুস্তক আছে এবং নিত্য নতুন কত প্রকারের পুস্তক প্রকাশও পায়, কিন্তু তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ, প্রকৃত সত্য শোনান কেবলমাত্র এই এক বাবা। ব্যস্, শুধুমাত্র ওঁনারটাই শুনব। তোমাদের কর্তব্য মনোযোগ সহকারে ওঁনার পাঠ শোনা। তোমাদেরকে যার কিছু কিছু অংশের ব্যাখ্যাও করেন উনি। পরে আবার তারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে শোনান, আবার সেই পূর্বের পাঠেই চলে আসেন। যদিও মন্মনাভব শব্দটি একেবারেই সঠিক, কিন্তু বাবা তা বলেননি। বাবা বলেন- "নিজেকে আত্মা ভাবো, আমাকে স্মরণ করো আর সৃষ্টিচক্রের আদি-মধ্য-অন্তের যে জ্ঞান আমি শোনাই, তা ধারণ করো।" একমাত্র তোমরাই তা জানো যে- তোমরা যারা দেবতা হবে, তাদের সংখ্যাও আরও বৃদ্ধি পাবে। এমন বাচ্চাদেরই যেমন মূলবতন স্মরণে থাকবে, তেমনি স্মরণ থাকবে নতুন দুনিয়াও।"

সর্বাগ্রে, উচ্চতমেরও উচ্চে এই বাবা, এরপর আসবে নতুন দুনিয়া, যেখানে আগামীতে রাজত্ব করবেন উচ্চ থেকেও উচ্চের এই লক্ষ্মী-নারায়ণ। সামনে এই চিত্রটিকে রাখতে হবে অবশ্যই, তবেই তো তা মনে থাকবে। যদিও এই একই চিত্র রাম-রাজ্যেরও, কিন্তু রাম-রাজ্য তো আর স্বর্গ-রাজ্য (স্বর্গযুগ) নয়। তা হলো সেমি- (আধা) স্বর্গ। উচ্চতমেরও উচ্চে যিনি, সেই বাবা স্বয়ং তোমাদেরকে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ান। তাই এই পঠন-পাঠনে জাগতিক কোনও পুস্তকাদির প্রয়োজন নেই। এখানে জাগতিক পুস্তকের পাঠ চলে না, কারণ তা তো আর পরবর্তী জন্মে কাজে আসবে না। জাগতিক পাঠ

কেবলমাত্র এই এক জন্মের জন্য। কিন্তু বি.কে.দের এই পার্ঠের নাম 'অমরকথা'! যেই পার্ঠের দ্বারা নর হতে পারে নারায়ণ, নতুন সেই দুনিয়ার জন্য এমন শিক্ষাই দেন এই বাবা। বাচ্চারা, এখন তো তোমরা ৮৪-জন্ম চক্রের কথাও জানো। বর্তমান সময়কালটা তোমাদের পার্ঠের সময়। সাথে মন-বুদ্ধিতে পার্ঠের মন্বনও করতে হবে। তোমাদেরকেই তো আবার অন্যদেরকেও তা পড়াতে হবে যে। খুব ভোরে উঠে বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। ভোরে বিচার সাগর মন্বন করলে ভাল যুক্তি ও পয়েন্ট পাওয়া যায়। যে অন্যকেও বোঝাতে আগ্রহী হবে, তার খুব ভাল বিচার সাগর মন্বন হবে। টপিক, পয়েন্ট, ইত্যাদিও পেয়ে যাবে সে। যেহেতু জন্মজন্মান্তর ধরে ভক্তির কথা তো শুনেই থাকবে সে। কিন্তু এই জ্ঞান তো আর জন্মজন্মান্তর ধরে শুনতে পাও না। পুরো কল্পে এই একবারই তা শোনায় এই বাবা। পরে এই জ্ঞান বিস্মৃতির অতলে তলিয়েও যায়। ভক্তি-মার্গে কত প্রকারের পুস্তকাদিও থাকে। বিদেশ থেকেও আসে কত কি। সব কিছুই বিনাশ হয়। সত্যযুগে কোনও পুস্তকাদির প্রয়োজন পড়ে না। এগুলি সব কলিযুগের সামগ্রী। বর্তমান দুনিয়ায় যা কিছুই দেখছ - হাসপাতাল, জেল, কোর্টের-জর্জ, ইত্যাদি কিছুই থাকবে না সেখানে। সেই দুনিয়া হবে একেবারেই অন্য ধরনের দুনিয়া। যদিও দুনিয়া তো এটাই থাকবে, তবুও নতুন আর পুরোনোর মধ্যে অবশ্যই তফাৎ তো থাকবেই। তাই তো তাকে বলা হয় স্বর্গ-রাজ্য। সেই দুনিয়াই আবার নরক-রাজ্যে পরিণত হয়।

লোকেদের মুখে শোনা যায়- অমুকে স্বর্গ-বাসী (বা স্বর্গে গেছে) হয়েছে। সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে বলা হয়-ব্রহ্ম লীন হয়েছে, নির্বাণ ধামে গেছেন। কিন্তু নির্বাণ ধামে কেউই যেতে পারে না। তোমরা বি.কে.-রা সেই রহস্যকে জানো, রুদ্রমালার গঠন হয় কিভাবে? এছাড়া রুণমালাও হয়। যা বিষ্ণুর রাজধানীর জন্য গঠিত হয়। তোমাদের জ্ঞানের পঠন-পাঠনের নম্বরের ক্রমিক অনুসারে সেই মালায় স্থান পাও। সর্বাগ্রে নিশ্চয় হতে হবে, জ্ঞানের এই পাঠ হল- ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন। তিনি যেমন সুপ্রিম বাবা, তেমনি আবার সুপ্রিম শিক্ষকও বটে। তোমাদের বুদ্ধিতে যে জ্ঞান ধারণ করবে, তা আবার অন্যদেরকেও ধারণ করাতে হবে। নিজের মতন করে তাকেও তৈরি করতে হবে। এসবের জন্যও বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। সংবাদ-পত্রও তো খুব ভোরেই বিলি করা হয়। যদিও তা অতি সাধারণ কথা। কিন্তু তোমাদের এই জ্ঞান-রত্ন এক একটির মূল্য লক্ষ টাকা। তা সত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে যেমন কেউ কেউ খুব মনোযোগী হয়ে ভালভাবে সবকিছু বোঝে, কেউ বা আবার খুবই কম বোঝে। কে কেমন বুঝলে আর কে কেমন বোঝাতে পারলে, সেই অনুসারেই নতুন দুনিয়াতে তেমন পদের প্রাপ্তি হয়। বিচার সাগর মন্বনের জন্য চাই একান্ত পরিবেশ। যেমন রামতীরথ যখন কিছু লিখতেন, চ্যালেদের বলতেন- তোমরা এখন দু-মাইল দূরে থাকো, না হলে তোমাদের ভাইব্রেশন এই লেখায় প্রভাব পড়বে। এখনও তোমরা পারফেক্ট হতে চলেছ। সমগ্র দুনিয়াটাই যে এখন ডিফেক্টেড বুদ্ধির। এই জ্ঞানের পার্ঠেই তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন হতে পারো। সত্যি, কত উন্নত এই পার্ঠ। কিন্তু ক্লাসে জ্ঞানের ক্রমিক অনুসারে তোমাদের বসানো যায় না। পিছনে বসলে তো ফেল হয়ে যাবে, ঝিমুনি আসবে, ফলে বায়ুমণ্ডলকেই খারাপ করে ফেলবে। যদিও নিয়মানুসারে জ্ঞানের ধারণা অনুসারেই বসানো উচিত। কিন্তু এসব বিষয়ে ★ "গুর জানে গুর কী গোথরী জানে।" (গুর অর্থাৎ অতি মিষ্ট যিনি শিববাবা, তিনি সবই জানেন আর গোথরী অর্থাৎ সেই অতি মিষ্ট গুর রাখার পাত্র, ব্রহ্মাবাবা তিনিও তা জানেন।) যার মর্মার্থ অনেক উচ্চ ধারণার। ক্লাস তো আর পৃথকভাবে করা যায় না। বাস্তবে ক্লাসে তোমাদের এমনভাবে বসা উচিত, যাতে নিজের অঙ্গের সাথে আসপাসের অন্য কারও অঙ্গ যেন না লাগে। মাইকে তো বেশ দূর থেকেই

আওয়াজ শুনতে পাবে। বাবা বলছেন-এই দুনিয়ায় তুমি যেমন আর অন্য কিছুই শুনবে না, তেমনি অন্য কিছু পড়বেও না। এমন কি তাদের সাথে সঙ্গও করবে না। যারা মনোযোগ সহকারে এই জ্ঞানের পঠন-পাঠন করে, কেবলমাত্র তাদেরই সাথে সঙ্গ করা উচিত। যেখানে খুব ভাল সেবাকার্য চলবে, যেমন মিউজিয়াম ইত্যাদিতে, সেখানে খুব জ্ঞানী-বুদ্ধিমতি ও যোগযুক্ত কন্যাদেরই পাঠানো উচিত।

এবার বাবা বোঝাচ্ছেন - এই অবিনাশী ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত । তবুও বাবা কখনও কখনও ভাবেন, ড্রামাতে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে কি ? বাস্তবে, যেহেতু তা অবিনাশী, তাই পরিবর্তন তো হতেই পারে না। ড্রামার চিত্রপট যে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত । তবুও বাচ্চাদের অবস্থা দেখে এমনই মনে হয় যে, ড্রামার হয়তো কোনও পরিবর্তন হতে চলেছে। এত সহজেই কি স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছে যাওয়া যায় ? পরক্ষণেই আবার মনে হয়, স্বর্গ-রাজ্যের জন্য রাজধানীরও তো দরকার। সেখানেও কেউ বা দাস-দাসী, চণ্ডাল, ইত্যাদিরও তো প্রয়োজন আছে। অতএব ড্রামাতে কোনও পরিবর্তন আদৌ হচ্ছে না। স্বয়ং ভগবান যেখানে বলছেন-"এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত। এতে আমিও কোনও পরিবর্তন ঘটতে পারি না।" -ভগবানের উর্ধ্বে আর কেউই হয় না। এদিকে লোকেরা বলে-"ভগবান তা কেন করতে পারবে না! ওদিকে ভগবান স্বয়ং বলছেন- "আমি এই অবিনাশী ড্রামাতে কিছুই করতে পারবো না। তা যে পূর্ব নির্ধারিত। বিঘ্ন এলেও কিছুই করার নেই আমার। তা হয় ড্রামার চিত্রপট অনুসারে। এতে আমি আর কি করবো।" অনেক কন্যারা চিৎকার করে, বাবা আমাদেরকে নগ্ন হওয়ার হাত থেকে বাঁচাও। কিন্তু এতে বাবা কি করবে? বাবা কেবল এই বলতে পারে, এসব যে ড্রামার ভবিষ্যৎ। ড্রামার চিত্রপট যে পূর্বেই খোঁচিত হয়ে আছে। এমন যেন ভেবো না, এসব ভগবানের ভবিষ্যৎ। ভগবানের হাতে এসব থাকলে, কোনও অনন্য কেউ শরীর ছাড়লে, তাকে বাঁচিয়ে তুলতেই অবশ্যই। এসবে অনেকেরই সংশয় আসে। ভগবান তো জ্ঞানের পাঠ পড়ান। ভগবানের বাচ্চা হওয়া সত্ত্বেও, ভগবান কি নিজের বাচ্চাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারেন না? এমন কতই না অভিযোগ অনুযোগ দাও তোমরা। লোকেরা বলে- সাধুরা তো কারও কাউকে বাঁচিয়েও দেয়, তাদের শরীরে আবারও প্রাণের সঞ্চার হয়। এমন কি চিতা থেকেও উঠে আসে কেউ কেউ। তখন তারা বলে ঈশ্বর তার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন। কাল তাকে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু প্রভু তাকে ক্ষমা করে তার প্রতি কৃপা করেছেন। বাবা বোঝাচ্ছেন - যা কিছু ড্রামার চিত্রপটে খোঁদিত আছে, তেমনটাই ঘটে। এতে বাবারও কিছু করার নেই। একেই বলা হয় ড্রামার ভবিষ্যৎ। তোমরা তো ড্রামার বিষয়টা জানো। লোকেরা বলবে- যা কিছু হবার ছিল তেমনটাই হচ্ছে। এতে চিন্তার কি আছে ? বাবা তো তোমাদের সর্বপ্রকারের চিন্তামুক্ত করে গড়ে তুলছেন। তোমরা এমনটাই ভাববে- সেকেন্ড বাই সেকেন্ড যা কিছুই ঘটে চলেছে, তা ড্রামা অনুসারেই। আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে সে তার নির্ধারিত ভূমিকা পালন করতে থাকে। অনাদি এই পার্টকে তুমি কি ভাবেই বা বদলাতে পারবে? যদিও তোমাদের বর্তমান স্থিতি এখনও অনেকটাই কাঁচা, তবুও এ বিষয়ে কিছু তো বিচার করতে পারবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ যেখানে সেখানে আর কিছুই করার থাকে না। যদিও লোকেরা অনেক কিছুই বলে, কিন্তু তোমাদের বুদ্ধিতে তো ড্রামার রহস্যগুলি জানা আছে। যার যে পার্ট, তাকে তো তা করতেই হবে। এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন নেই। স্থিতি যতক্ষণ কাঁচা থাকবে, ততক্ষণ অল্পবিস্তর চেউয়ের লহর তো আসতেই থাকবে।

"বাম্ভারা, এখন তোমরা সবাই জ্ঞানের পাঠ পড়ছ। এখানে তোমরা সবাই দেহধারী। আমিই একমাত্র বিদেহী। এই বিদেহী সব দেহধারীদের এতসব শেখাচ্ছেন।" বাবা আরও বলছেন- "বাম্ভারা, কখনও কখনও তোমাদেরকে এই ব্রহ্মাণ্ড বোঝাতে থাকেন। বাবার পাঠ আবার প্রজাপিতা ব্রহ্মারও পাঠ - সত্যি কি ওয়ান্ডারফুল! বাবা নিজে বিচার সাগর মন্থন করে তোমাদের তা বলছেন। এই নলেজও কত ওয়ান্ডারফুল। কত বুদ্ধি খরচ করতে হয় এই জ্ঞানের পাঠে। বাবা খুব ভোরে উঠে এসবের বিচার সাগর মন্থন করেন। তোমাদেরও তেমনই করা উচিত। যেমন শিক্ষক - তেমন ছাত্র। তবুও তফাৎ তো থাকবেই। টিচার স্টুডেন্টকে ১০০-তে ১০০ নম্বর তো আর দিতে পারেন না। কিছু কম তো হবেই। তার উপরে এই বাবা হলেন উচ্চতমেরও উচ্চ। এছাড়াও তোমরা হলে দেহধারী, সেখানে হুবহু শত প্রতিশত ১০০% হবেই বা কি করে? যা অতি গুহ্য রহস্যের ব্যাপার। কেউ কেউ তা শুনে অবশ্য ধারণও করে, যা জানতে পেরে খুশীও হয়। কেউ কেউ আবার বলে - বাবার একই বাণী তো বারবার রিপিট হতে থাকে। উত্তরে বাবা জানান- নতুন নতুন বাম্ভারাও তো আসতে থাকে, তাই পুরোনো পয়েন্টকেও রিপিট করতে হয়। তার সাথে নতুন পয়েন্টও অবশ্যই থাকে অন্যদেরকে বোঝাবার জন্য। বাম্ভারাই তো এ ব্যাপারে বাবার সহযোগী হবে। ম্যাগাজীন-পুস্তিকাও তো প্রকাশ হয়। কল্প পূর্বেও এই একই বিষয়ে লেখা হয়েছিল। সংবাদপত্রে যদি এ বিষয়ে কিছু লিখতে চাও, তবে অবশ্যই সব দিক লক্ষ্য রাখতে হবে। এমন কোনও বিষয়বস্তু যেন ছাপা না হয়, যা পড়ে সাধারণ মানুষেরা বিরক্ত বোধ করে। ম্যাগাজীন-পুস্তিকা তো কেবল তোমরা বি.কে.-রাই পড়ো। বাস্তব সম্মত ব্যাখ্যা না হলেই লোকেরা বলবে বি.কে.-রা এখনও জ্ঞানে সম্পূর্ণ হতে পারেনি। অবশ্য একেবারে এক্সক্লুসিভ ১৬-কলা হওয়ার জন্য সময়ও তো লাগবে। তাই এখনও অনেক সেবা করতে হবে। প্রজার সংখ্যাও বাড়তে হবে অনেক। তার সাথে বাবা এও জানাচ্ছেন - নম্বরও তো হয় অনেক প্রকারের। যেমন বাবার নিমিত্ত কেউ। অনেককে এই জ্ঞান ধারণ করার ব্যবস্থা করতে পারলে, তারও ফলপ্রাপ্তি তেমন হয়। পুরোনো এই দুনিয়া যে এখন বিনাশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। এই অনিশ্চিত দুনিয়ায় যা কেবল অল্প কালের সুখ। রোগ-ভোগ ইত্যাদি তো সবারই হয়। বাবা স্বয়ং এসবে অনুভবী। তাই তিনি দুনিয়াদারির এইসব কথা বিশ্লেষণ করে বোঝান।

বাবা জানাচ্ছেন - সংবাদপত্র বা ম্যাগাজীন-পুস্তিকায় এমন চমৎকার কিছু লেখো, যা পড়ে লোকেরা ভাববে যে, ব্রহ্মাকুমারীরা একেবারে সঠিক কথাই লেখা। পূর্বেও এই লড়াই হুবহু এমনটাই ঘটেছিলো ৫-হাজার বছর পূর্বে। কিন্তু কি ছিল সে লড়াই আর কিভাবে? তা জানতে হলে এখানে এসে বোঝো। এতে তোমাদের যেমন সুনাম হবে, লোকেরাও এসব জেনে পুলকিত হবে। এটাই সবচেয়ে বড় কথা- কিন্তু যদি তা কারও বুদ্ধিতে স্থান পায়। যা কিছু লিখবে তোমরা, তা অন্যকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারতে হবে। আর যারা বুঝিয়ে উঠতে পারো না, তারা কিছু লিখতেও পারো না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাম্ভাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) একমাত্র এই বাবা যা কিছু শোনান ও পড়ান, কেবলমাত্র তাই পড়বে ও শুনবে। এছাড়া অন্য কোনও কিছুই পড়া বা শোনার প্রয়োজন নেই। সঙ্গী-সাথীর ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করবে। খুব ভোরে উঠে একান্তে বসে বিচার সাগর মন্থন করবে।

২) ড্রামার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত, তাই সদা নিশ্চিন্ত থাকো। কোনও বিষয়েই সংশয় যেন না আসে। লোকেরা যা কিছুই বলুক না কেন, তুমি কিন্তু অবশ্যই ড্রামার চিত্রনাট্যের প্রতি অটল থাকবে।

বরদান :- হোলী শব্দের অর্থ - স্বরূপে স্থির থেকে প্রকৃত হোলী পালনকারী তীর পুরুষার্থী ভব

বিস্তার :- হোলী উৎসব পালন করা অর্থাৎ হো, লী, যা অতীত হয়ে গেছে। যা অতীত তাকে একেবারেই ইতি টানার প্রতিজ্ঞা করা। অতীতের কথা মনে এলেও এমন মনে হবে তা যেন অনেক জন্ম পূর্বের কাহিনী। যখন এমন স্থিতিতে আসবে তখন পুরুষার্থের গতি বৃদ্ধি পাবে। নিজের এবং অপরের পুরোনো কথাকে চিন্তায় না আনা, চিন্তে না রাখা - এটাই প্রকৃত হোলী পালন করা অর্থাৎ পাকা রং লাগানো।

স্লোগান :- সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তার, যে সরাসরি ভগবানের দ্বারা প্রতিপালিত হয়, পড়াশোনা করে, আর শ্রেষ্ঠ জীবনের জন্য শ্রীমৎ পায়।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- প্রাণ দান করেন বাবা, তিনি এমন জ্ঞান প্রদান করেন, যার ফলে তোমরা প্রাণ(নতুন জীবন) ফিরে পাও, এমন প্রাণ প্রদানকারী পিতাকে প্রেমপূর্বক স্মরণ করো"

প্রশ্ন :- কিসের ভিত্তিতে(আধারে) ২১ জন্ম পর্যন্ত তোমাদের সর্ব ভান্ডার পরিপূর্ণ থাকে ?

উত্তর :- বাচ্চারা, সঙ্গমযুগে তোমরা যে নলেজ পাও, তা হল সোর্স অফ ইনকাম(উপার্জনের উৎস)। এই পড়ার ভিত্তিতেই তোমাদের সর্ব ভান্ডার পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এই পড়ার দ্বারাই ২১ জন্মের খুশী প্রাপ্ত হয়। আর এমন কোনো জিনিস নেই, যা তোমাদের প্রাপ্ত করার ইচ্ছা থাকে। বাবা এমন জ্ঞান প্রদান করেন, যার ফলে আত্মা(কড়ি থেকে হীরে-তুল্য)কি থেকে কি হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি । ভগবানুবাচ -- শালিগ্রামেরা জানে যে, শিববাবা আমাদের পড়াতে আসেন। বাচ্চারা জানে যে, একমাত্র তিনিই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানেন। এখন বাচ্চাদের আর একথা নতুন বলে মনে হয় না। বুদ্ধিতে প্রবেশ করে গেছে। মানুষ তো সবকিছুই ভুলে গেছে। যিনি পড়িয়েছেন, তাঁর পরিবর্তে যিনি প্রথম স্থানাধিকারী, তার নাম লিখে দিয়েছে। পড়তে-পড়তে তোমাদের-কেই একথা প্রমাণ করতে হবে। এ হল ভারতেরই শাস্ত্র- কথা, অন্য ধর্মের শাস্ত্রের কথা নয়। ভারতীয় শাস্ত্রেই এই ভুল করা হয়েছে। তোমরা ব্যতীত একথা আর কেউই প্রমাণ করতে পারবে না। বাচ্চারাই জানে যে, এ হল অনাদি ড্রামা, পুনরায় রিপিট হবে। তোমরা প্রতিটি মানুষের সংস্কার পরিবর্তনের পুরুষার্থ করো। মানুষ যখন নিজেকে সংশোধন করে, তখন সমগ্র বিশ্বই সংশোধিত(পবিত্র) হয়ে যায়। সত্যযুগ হল সংস্কারী নতুন বিশ্ব আর কলিযুগ হল অসংশোধিত(অপবিত্র) পুরাতন বিশ্ব। বাচ্চারা, একথা শুধুমাত্র তোমরাই যুক্তিযুক্তভাবে বোঝো এবং ধারণ করে অপরকেও বোঝানোর যোগ্যতা লাভ কর। এতে অনেক সূক্ষ্মতার (রিফাইনেনেস) প্রয়োজন। বাবা তোমাদের কত রিফাইন করে বোঝান, সংশোধন(সংস্কার পরিবর্তন) করেন। বাবা বলেন, যখন তোমরা সংস্কারী হয়ে যাও তখন আর আমার সংশোধন করার দরকার পড়ে না। তোমরা অনার্য হয়ে গিয়েছিলে, এখন আর্য অর্থাৎ দেবী-দেবতা হতে হবে। আর সেটা তো সত্যযুগেই হবে। তারা(দেবী-দেবতা) সব সংস্কারী ছিল, আর এখন অপবিত্ররা তাদেরকে পূজা করে। একথা কারও বুদ্ধিতে আসে না যে, আমরা কেন তাদেরকে সংস্কারী বলি? এরা সকলেই তো মনুষ্য, যারা সংস্কারী আর্য ছিল তারাই পতিত হয়ে গেছে। আর্য আর অনার্য। এছাড়া এই যে আর্য সমাজ, তা হল একটি ধর্মীয়-মার্গ(মঠ-পন্থ)। এই সব বিষয় সৃষ্টি-রূপী কল্প-বৃক্ষের দ্বারা সুন্দরভাবে(ক্লিয়ার) বুঝতে পারা যায়। এ হলো মনুষ্য সৃষ্টি-রূপী বৃক্ষ, এর আয়ুষ্কাল ৫ হাজার বর্ষ। এর নাম কল্পবৃক্ষ। কিন্তু কল্পবৃক্ষ শব্দটি বললে মানুষের বুদ্ধিতে বৃক্ষ আসে না। আর তোমাদেরকে তো বৃক্ষ রূপেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু মানুষ বলে একটি কল্প লক্ষ-লক্ষ বছরের। বাবা বলেন, ৫ হাজার বছরের। কেউ আবার কল্পের আয়ু একরকম বলে তো অন্যেরা আবার অন্যকিছু বলে। সম্পূর্ণ সঠিকভাবে বোঝানোর মতো কেউ নেই। পরস্পরের মধ্যে শাস্ত্রের কতই না লড়াই চলে। আর এ হলো তোমাদের আত্মিক বার্তালাপ, তোমরা সেমিনার কর, একেই আত্মিক বার্তালাপ (কুহরিহান) বলা হয়। প্রশ্ন-উত্তর বোঝার জন্যও (আত্মিক বার্তালাপ) করা হয়। বাবা যা কিছু তোমাদের শোনান, তার থেকেই টপিক(বিষয়) বের করে তোমরা শোনাও। (লোকেরা) ওরা কি শোনায়, তাও তোমরা গিয়ে শোনো। তারপর এসে লোকেদের শোনানো উচিত যে, ওখানে এই ধরনের বাদ-বিবাদ চলে।

প্রথমে তো একথা বোঝাতে হবে যে, গীতার ভগবান কে ? ভগবান বাবাকে ভুলে যাওয়ার জন্য তাদের কর্মের হিসাব-নিকাশ সম্পূর্ণরূপে ক্ষতির খাতে চলে গেছে। বাচ্চারা, তোমাদের তো বাবার সাথে প্রেম বা স্নেহ রয়েছে। তোমরা বাবাকে স্মরণ কর। ব্যস, বাবা-ই প্রাণ (নবজীবন) প্রদানকারী। এমন জ্ঞান দান করেন যে, তোমরা কি থেকে কি হয়ে যাও। তাই বাবার প্রতি ভালবাসা থাকা উচিত। বাবা আমাদের এমন-এমন নতুন কথা শোনান। আমরা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করি, কিন্তু তিনি কিছুই দেন না। শ্রীনারায়ণকে স্মরণ কর, কিন্তু তাঁকে স্মরণ করে কিছু হয় কি? আমরা যে কাঙ্গাল সেই কাঙ্গাল-ই রয়ে গেছি। দেবতারা কত সম্পন্ন ছিল। এখন সব জিনিসই আর্টিফিসিয়াল(নকল) হয়ে গেছে। যে সবের কোনো দাম ছিল না, সেগুলিই আজ অত্যন্ত দামী হয়ে গেছে। ওখানে(স্বর্গে) তো আনাজ ইত্যাদির দামের কোনো কথাই নেই। সকলেরই নিজ-নিজ সম্পত্তি ইত্যাদি রয়েছে, এমন কোনো অপ্রাপ্ত বস্তু নেই, যেটা প্রাপ্ত করার ইচ্ছা থাকে। বাবা বলেন -- আমি তোমাদের ভান্ডার ভরপুর করে দিই। তোমাদের এমন জ্ঞান দিই, যারফলে তোমাদের ভান্ডার পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তোমাদের বুদ্ধিতে একথা রয়েছে যে, নলেজ ইজ সোর্স অফ ইনকাম(জ্ঞানই উপার্জনের উৎস)। জ্ঞানই সবকিছু। এই পড়া করে তোমরা কত মহান(উচ্চ) হয়ে যাও। পড়ার তো ভান্ডার রয়েছে, তাই না। ওই(লৌকিক) টিচাররা যা পড়ায় তার থেকে অল্পকালের সুখ পাওয়া যায়। এই পড়ার থেকে তোমরা ২১ জন্মের সুখ পাও। বাচ্চারা, তোমাদের অত্যন্ত খুশী হওয়া উচিত। একথা বুঝতে সময় লাগে। শীঘ্রই কেউ বুঝতে পারে না। কোটি-কোটির মধ্যে থেকে কেউ-কেউ বেরোয়। আধাকল্প সকল মানুষ একে-অপরকে পতনের দিকেই নিয়ে গেছে। আরোহন(চড়তী কলা) করান একমাত্র বাবা। অসীম জগতের পড়া যিনি(শিববাবা) পড়িয়েছেন তাঁর পরিবর্তে যিনি(কৃষ্ণ) পড়িয়েছেন তার নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুনিয়া একথা জানে না। তারা বলে -- ভগবানুবাচ, কখনো পড়িয়ে গেছেন। তারপর আর তার কোনো শাস্ত্র থাকে না। সত্যযুগে তো কোনো শাস্ত্র থাকে না। এসবই হলো ভক্তিমার্গের শাস্ত্র। কত বড় কল্পবৃক্ষ ! ভক্তির এই যে অনেক শাখা-প্রশাখা তা যদি না থাকে তবে বৃক্ষের নামও থাকবে না। এসব হল ধারণ করার মতো বিষয়। তোমরা ধারণ কর। যিনি পড়ান তিনি তো পড়িয়ে গুপ্ত হয়ে যান। যারা পড়ে তারা এসে বিশ্বের মালিক হয়। এ হল কত নতুন বিষয়। একটি কথাও কারও বুদ্ধিতে বসে না। স্টুডেন্ট-ও তো তোমরা নম্বরের ক্রমানুসারেই হও, কেউ পাশ করে, কেউ ফেল করে। এ হল অসীম জগতের অনেক বড় পরীক্ষা। তোমরা জানো যে, এখন যদি আমরা ভালভাবে পড়ি তবেই প্রতি কল্পে ভালভাবে পড়া। ভালমতন যারা পরে তারাই উচ্চপদ লাভ করে। নম্বরের ক্রমানুসারেই সকলে যাবে। সম্পূর্ণ ক্লাস-ই ট্রান্সফার হয়ে যায়। নম্বরের ক্রমানুসারেই সেখানে গিয়ে বসে, এই জ্ঞানও আত্মার মধ্যেই রয়েছে। ভালো বা খারাপ সংস্কার আত্মার মধ্যেই থাকে। শরীর তো মাটি। আত্মা তো অলিপ্ত(নির্লেপ)হতে পারে না। ১০০ শতাংশ সত্যপ্রধান আর ১০০ শতাংশ তমোপ্রধান কারা -- এও তোমরাই জানো। প্রথমে তো গরীবদের তুলে আনতে হবে। তারাই প্রথমে আসবে। গুরুদেরও ভাল-ভাল অনন্য শিষ্যরা যখন আসবে তখন তাদের সকলের বুদ্ধি খুলবে। তারাও দেখবে যে, এ তো আমাদেরই পাতা(ভাই) আর আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যারা এখনকার হবে তারা তো বেরিয়ে আসবেই। বাবা এসে নতুন বৃক্ষ স্থাপন করেন। যারা অন্যান্য ধর্মে পরিবর্তিত হয়ে চলে গেছে, তারা সব ফিরে আসবে। তারা আবার নিজের ভারতভূমি-তেই ফিরে আসবে। তারা তো ভারতবাসীই ছিল, তাই না। যারা আমাদের শাখার তারা সকলেই ফিরে আসবে। তোমরা যত এগিয়ে যেতে থাকবে তখন সবই বুঝতে পারবে। এখন সকলেই বাইরে(বিদেশ) থেকে ধাক্কা খাচ্ছে। যেখানে-যেখানে বাইরের লোকেরা(প্রবাসীরা)

রয়েছে, তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে। তারা মনে করছে -- এরা অনেক ধনবান হয়ে গেছে। আর সেখানকার লোকেরা গরীব হয়ে গেছে।

পরে সকলকেই নিজ-নিজ ধর্মে ফিরে যেতে হয়। শেষে সকলেই নিজ-নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করবে। যদি কেউ বিদেশে মারা যায় তখন তাকে ভারতে আনা হয়। কারণ ভারত হল ফার্স্টক্লাস পবিত্রভূমি। ভারতেই নতুন দুনিয়া ছিল। এইসময় একে নির্বিকারী(ভাইসলেস) দুনিয়া বলতে পারা যায় না। এ হল বিকারী দুনিয়া, তাই তো (ভগবানকে) আহ্বান করে -- হে পতিত-পাবন এসো, এসে আমাদের পবিত্র বানাও। যদিও দুনিয়া সেই একই রয়েছে কিন্তু এইসময় দুনিয়ায় কেউ পবিত্র তো নেই। পবিত্র আত্মারা থাকে নিরাকার লোকে(মূলবতন)। ওটা হলো ব্রহ্ম মহাতত্ত্ব। সকলেই পবিত্র হয়ে সেখানে যাবে। আবার নশ্বরের ক্রমানুসারে পুনরায় আসবে নিজের ভূমিকা পালন করতে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের এ হল ভিত। এর থেকে আবার তিনটি টিউব বা শাখা বেরোয়। দেবতা ধর্মের কোনো টিউব নেই। প্রথমে হল এই ভিত, তারপর তিনটি টিউব নির্গত হয়। মুখ্য হল ৪টি ধর্ম। সর্বাপেক্ষা উত্তম হল এই ব্রাহ্মণ ধর্ম। এর অনেক মহিমা। এখানে তোমরা হীরে-তুল্য হও। এখানে বাবা তোমাদের পড়ান। তাহলে তোমরা কত মহান। দেবতাদের থেকেও তোমরা ব্রাহ্মণেরা হলে অত্যন্ত জ্ঞানী। অতি বিস্ময়কর, তাই না ! আমরা যে নলেজ নিই তা আমাদের সাথেই চলতে থাকে। ওখানে কিন্তু এই জ্ঞান তোমরা ভুলে যাও। তোমরা জানো যে, পূর্বে আমরা কি পড়তাম আর এখন আমরা কি পড়ি। আই. সি. এস যারা দেয় তারা আগে কি পড়েছে আর পরে কি পড়ে। পার্থক্য আছে, তাই না। যত এগিয়ে যাবে ততই নতুন-নতুন পয়েন্টস্ শুনবে। এখন বলব না। তোমাদের পরে শোনার পাট রয়েছে। বুদ্ধিতে রয়েছে -- জ্ঞানের পাট যখন সম্পূর্ণ হবে তখন আমরাও বাবার জ্ঞানকে সেইসময় ধারণ করে নেব। পুনরায় আমাদের পাট স্বর্গে শুরু হয়ে যাবে। আর ওঁনার (শিববাবা) পাট(ভূমিকা) সমাপ্ত হয়ে যাবে। সঠিকভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করা চাই। জ্ঞান মন্বন করতে থাকো, বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। স্মরণ না করলে কম পদ প্রাপ্ত হবে। বাবাকে স্মরণ করতে-করতে শরীরের ভান থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। সন্ন্যাসীরাও এমন অবস্থার অভ্যাস করতে-করতে শরীর ত্যাগ করে(সমাধি)। কিন্তু তাদের পথ আলাদা, তাই তাদের পুনরায় জন্ম নিতে হয়। শিষ্যরা মনে করে তিনি(সন্ন্যাসী) ব্রহ্ম-তে বিলীন হয়ে গেছেন পুনরায় আর ফিরে আসতে পারেন না। বাবা বোঝান যে, ফিরে কেউ যেতে পারে না। শেষে যখন সব অ্যাক্টস্-রা স্টেজে আসবে তখন সবাই ঘরে ফিরে যাবে। ওটা হল পার্থিব জগতের(হৃদের) বিনাশী নাটক, আর এ হল অসীম জগতের অবিনাশী নাটক। তোমরা ভালভাবে বোঝাতে পারো, এই ড্রামা উকুনের মতন চলতে থাকে। ওরা তো ছোট-ছোট ড্রামা তৈরী করে। মিথ্যা ফিল্ম তৈরী করে। তাতে ভাল অল্পই থাকে, যেমন বিষ্ণুর অবতরন দেখায়। এরকম হয় না যে উপর থেকে কেউ নেমে আসে। লক্ষ্মীনারায়ণ তো তাদের ভূমিকা পালন করতে আসে। কিন্তু কেউ উপর থেকে নেমে আসে না। বাচ্চারা, এখন বাবা তোমাদের পড়ান। তখন এই সব কথা তোমরা বুঝতে পারো। প্রথমে তোমরাও অধঃপতিত (তুচ্ছ) বুদ্ধির ছিলে। যখন বাবা বোঝান, তখন তোমাদের(বুদ্ধির) দরজা খোলে। এতো সময় ধরে যা কিছু শুনছ তা কোনো কাজের কথা ছিল না, তাতে আরও পতনের দিকে এগিয়ে গেছো তাই তোমরা সকলকে দিয়ে লেখাও। যখন লিখে দেবে তখন বোঝা যাবে যে -- কিছু বুদ্ধিতে বসেছে। যখন বাইরে থেকে(লোকেরা) আসে, যখন ফর্ম ভরানো হয় তখন জানা যায় যে এ আমাদের কুলের কি না। মুখ্য কথা হলো বাবাকে জানা। যেন বোঝে যে সত্যি সত্যি প্রতি কল্পে বাবা আমাদের পড়ান। একথা জিজ্ঞাসা করতে হবে - কবে থেকে পবিত্র হয়েছ ? যদিও অতি

শীঘ্র সংস্কার পরিবর্তন করতে পারে না। প্রতি মুহূর্তে মায়ার কবলে পড়ে যায়। মায়াও দেখে -- যদি কাঁচা থাকে তবে তাকে গ্রাস করে নেয়। অনেক মহারথীদেরও মায়া গ্রাস করে নিয়েছে। শাস্ত্রতেও যে উদাহরণ রয়েছে তা এখনকার। (দিলওয়াড়া) মন্দিরেও অশ্বারোহী, মহারথী, পেয়াদা ইত্যাদি দেখানো হয়েছে। তোমরা এখন তোমাদের স্মরণ-চিহ্ন(ইয়াদগার) দেখো। যখন তোমরা এমন হয়ে যাবে তখন ভক্তির কথা ভুলে যাবে। তোমরা কারোর সামনে নত-মস্তক হতে পারো না। তোমরা জিজ্ঞাসা করবে যে, ঐরা(দেবতা) এখন কোথায়? এদের বায়োগ্রাফী (জীবন-চরিত) বলো। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের নলেজফুল বানিয়েছেন তবেই তোমরা জিজ্ঞাসা কর। তাই নেশা থাকা উচিত। পাস উইথ অনার ৮ জন-ই হয়। এ হলো অনেক বড় পরীক্ষা। নিজেদের দেখতে হবে -- আমাদের আত্মা পবিত্র হয়েছে কী? ব্যাটারী চার্জ(ভরা) হবে তবেই যোগ লাগবে। বাবার সাথে যোগ-যুক্ত থাকলে তবেই সত্যপ্রধান হতে পারবে। তমোপ্রধান আত্মা ফিরে যেতে পারে না।

এও হল ড্রামা। ওখানে এমন কোনো জিনিস নেই যা দুঃখ দেয়। গরুও সেখানে সুন্দর। কৃষ্ণের সঙ্গে যে গরুদের দেখানো হয় সেগুলিও কত সুন্দর। বড়-বড় লোকদের আসবাবপত্রও অত্যন্ত সুন্দর। গরু ভাল দুধ দেয় তবেই তো দুধের নদী প্রবাহিত হয়। এখন এখানে তো তা নেই। এখন তোমরা নলেজফুল হয়ে গেছো। এই দুনিয়াকে তোমরা অধঃপতিত(তুচ্ছ) মনে কর। এর সমস্ত নোংরা(অপবিত্রতা) যজ্ঞে স্বাহা(অর্পণ) করতে হবে। তখন সর্ব অপবিত্রতা নিষ্কাশিত হয়ে সবকিছু স্বচ্ছ হয়ে যাবে। আর আমরাও আমাদের রাজধানীতে চলে যাবো। তার নাম হলো স্বর্গ। শুনলেই আনন্দ আসে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) এই অপবিত্র পুরাতন বিশ্বকে সংস্কারের জন্য নিজেকে পরিবর্তন বা সংশোধন করতে হবে, নিজের বুদ্ধিকে বাবার স্মরণের দ্বারা রিফাইন(সূক্ষ্ম) করতে হবে।

২) নিজেদের মধ্যে আত্মিক বার্তালাপ করতে হবে, তর্ক-বিতর্ক নয়। জ্ঞান দান করে সকলের ভান্ডারকে পরিপূর্ণ করতে হবে।

বরদান :- স্নেহের রিটার্নে(পরিবর্তে) নিজেকে টার্ন (রূপান্তরিত) করে বাবা সম হয়ে ওঠা সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ ভব

বিস্তার:- স্নেহের চিহ্ন(নিশানী) হল, যাকে কেউ স্নেহ করে তার কোনো দুর্বলতা সে দেখতে পায় না। স্নেহী ব্যক্তির ভুলকে নিজের ভুল বলে মনে করে। বাবা যখন বাচ্চাদের কোনো কথা শোনেন, তখন মনে করেন যে, এ তো আমারই(শেখানো) কথা। বাবা বাচ্চাদেরকে নিজ সম সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ দেখতে চান। এই স্নেহের রিটার্নে নিজেকে পরিবর্তিত করে নাও। ভক্তেরা তো নিজেদের শিরোচ্ছেদ করে বাবার সম্মুখে রাখার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তোমরা নিজেদের শিরোচ্ছেদ নয়, রাবণের শিরোচ্ছেদ কর।

স্লোগান :- নিজের আত্মিক ভাইব্রেশন(প্রকল্পন) দ্বারা শক্তিশালী বায়ুমন্ডল তৈরীর সেবা করাই হল
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবা।

"মিষ্টি বাচ্চারা - অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন তোমাদেরকে অধিপতি (রাজা) করে তোলে, এ হল অসীম জগতের স্কুল, তোমাদের পড়তে আর পড়াতে হবে, জ্ঞান-রত্ন দিয়ে ঝুলি ভরতে হবে"

প্রশ্ন :- কোন্ বাচ্চারা সকলের কাছেই প্রিয় ? উচ্চ পদের জন্য কোন্ পুরুষার্থ আবশ্যিক ?

উত্তর :- যে বাচ্চারা নিজেদের ঝুলি ভরে নিয়ে অনেককে প্রদান করে, তারা সকলের প্রিয় হয়। উচ্চ পদের জন্য অনেকের আশীর্বাদ চাই। এতে ধনের ব্যাপার নেই, কিন্তু জ্ঞান ধনের দ্বারা অনেকের কল্যাণ করতে থাকে। হাসিখুশী আর যোগী বাচ্চারাই বাবার নাম মহিমাম্বিত করে।

ওম্ শান্তি। আমাদের পিতা বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা জানে যে, আমাদের এখন ফিরে যেতে হবে, পূর্বে এ বিষয়ে কিছু মাত্রও জানা ছিল না। বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, ড্রামা অনুসারে এই বোঝানোটাও এখন দেখা যাচ্ছে সঠিক। আর কেউ বোঝাতে পারবে না। এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে। অপবিত্র কেউ ফিরে যেতে পারে না। এই জ্ঞানও এই সময়েই পাওয়া যায় আর এক বাবা-ই দেন। প্রথমে তো এটা স্মরণ করতে হবে যে আমাদের ফিরে যেতে হবে। বাবাকে ডাকে, কিছুই বোধগম্য ছিল না। হঠাৎ যখন সময় এল, বাবা এলেন। তিনি এসে এখন নতুন নতুন কথা বোঝাতে থাকেন। বাচ্চারা জানে, এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে, সেইজন্য এখন পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। তা না হলে শাস্তি পেতে হবে আর পদ-ব্রষ্টও হয়ে যাবে। এর এতটাই পার্থক্য- এখানে যেমন রাজা আর কাঙাল, সেরকম ওখানেও রাজা আর কাঙাল হবে। সমস্ত কিছু নির্ভর করে পুরুষার্থের উপর। এখন বাবা বলেন তোমরা নিজেরাই পতিত ছিলে তাই তো ডাকতে। এটাও তোমাদের এখন বোঝাচ্ছি। অজ্ঞান কালে এটা বুদ্ধিতে থাকে না। বাবা বলেন আমাদের যারা তমোপ্রধান হয়ে গেছে তাদের আবার সতোপ্রধান হতে হবে। এখন সতোপ্রধান কি করে হবে- এটাও সিঁড়ির দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এর সাথে দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে। এ হল অসীম জগতের স্কুল। স্কুলে রেজিস্টার রাখে গুড, বেটার, বেস্টের। যারা সেবার উপযুক্ত (সার্ভিসেবল) বাচ্চা, তারা খুব মধুর। তাদের রেজিস্টার ভালো হয়। যদি রেজিস্টার ভালো না হয় তো সে উচ্ছসিত থাকে না। সব কিছু নির্ভর করে পড়াশুনা, যোগ আর দৈবী গুণের উপর। বাচ্চারা জানে অসীম জগতের পিতা আমাদের পড়াচ্ছেন। প্রথমে আমরা শূদ্র বর্ণের ছিলাম, এখন হলাম ব্রাহ্মণ বর্ণের। প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চা আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, এটা অনেকেই ভুলে যায়। যখন তোমরা বাবাকে স্মরণ করো তো ব্রহ্মাকেও স্মরণ করতে হয়। আমরা ব্রাহ্মণ কূলের- এটারও নেশা চড়ে। ভুলে গেলে তো এই নেশা চড়ে না যে আমরা হলাম ব্রাহ্মণ কূলের আবার দেবতা কূলের হব। ব্রাহ্মণ কূল কে বানিয়েছে ? ব্রহ্মার দ্বারা আমি তোমাদের ব্রাহ্মণ কূলে নিয়ে আসি। এটা ব্রাহ্মণদের ডিনায়েস্টি নয়, ছোট একটি কূল এটি। নিজেকে এখন ব্রাহ্মণ মনে করলে তবে অবশ্যই দেবতা হবে। নিজের আজীবিকাতে ডুবে থাকলে সব কিছু ভুলে যায়। নিজে যে ব্রাহ্মণ, সেটাও ভুলে যায়। কাজকর্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়া মাত্রই আবার পুরুষার্থে তৎপর হতে হবে। কারোর আবার উপার্জনের উপর বেশী মনোনিবেশ করতে হয়। কাজ সম্পূর্ণ হলে আবার নিজের কথা। স্মরণে বসে যাও। তোমাদের কাছে যে ব্যাজ আছে তা খুব সুন্দর, এতে লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রও আছে, ত্রিমূর্তিও আছে। বাবা আমাদের এরকম গড়ে তোলেন? ব্যাস, এটাই হল মন্মানভব। কারোর অভ্যাস হয়ে যায়, কারোর হয় না। ভক্তি এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এখন অসীম জগতের পিতা

তোমাদের অসীম উত্তরাধিকার দিচ্ছেন, তাই খুশী হতে থাকে। কারোর শুভ সময় আসতেই থাকে, কারোর খুব কম আসে। খুব সহজ ব্যাপার।

গীতার আদি আর অন্তের শব্দ হল মন্মথনাভব। এটা হল সেই গীতা এপিসোড। শুধুমাত্র কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। ভক্তি মার্গে যা কিছু দৃষ্টান্ত ইত্যাদি আছে সে সব হল এই সময়ের। ভক্তি মার্গে কেউ এরকম বলবে না যে দেহ ভানও ছাড়ো, নিজেকে আত্মা মনে করো। এখানে তোমাদের এই শিক্ষা বাবা এসেই দিয়ে থাকেন। এটা সুনিশ্চিত, দেবী-দেবতা ধর্মের স্বপনা আমাদের দ্বারাই হচ্ছে। রাজধানীও স্থাপন হচ্ছে, এতে যুদ্ধ ইত্যাদিরও ব্যাপার নেই। বাবা এখন তোমাদের পবিত্রতা শেখাচ্ছেন, সেটাও অর্ধ-কল্প স্থায়ী হবে। সেখানে রাবণ রাজ্যই নেই। বিকারের উপর এখন তোমরা বিজয় প্রাপ্ত করছো। এটা তোমরা জানো- আমরা পূর্ব-কল্পে হুবহু যেমন রাজধানী স্থাপন করছিলাম, এখন আবার করছি। আমাদের জন্য এই পুরোনো দুনিয়া শেষ হতে চলেছে। ড্রামার চক্র ঘুরতেই থাকে। ওখানে সোনা আর সোনা। যা ছিল সেটা আবার হবে, এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। মায়া তার যাদুকরী খেলা দেখায়। ধ্যানে সোনার ইট দেখেছে। তোমরাও বৈকুণ্ঠে সোনার মহল দেখো। ওখানকার জিনিস তোমরা এখানে আনতে পারো না। এ হল সাক্ষাৎকার। ভক্তি করার সময় তোমরা এই কথা জানতে না। এখন বাবা বলেন- আমি এসেছি তোমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। তোমাদের ছাড়া অধীর হয়ে পড়ি। যখন সময় আসে আমার অধীর বোধ হয়, ব্যাস-আমাকে যেতে হবে, বাচ্চারা খুব দুঃখী, তারা ডাকছে। করুণা হয় তাদের জন্য-ব্যাস, তাই মনে করি যাব। ড্রামাতে যখন সময় হয় তখন খেয়াল হয়- আমাকে যেতে হবে। নাটক দেখানো হয় বিষ্ণুর অবতরণ। কিন্তু বিষ্ণুর অবতরণ তো হয়ই না। দিনে দিনে যেন মানুষের বুদ্ধি নাশ হয়ে যাচ্ছে। তাদের কিছুই বোধগম্য হয় না। আত্মা পতিত হয়ে পড়ে আছে। এখন বাবা বলেন- বাচ্চারা, পবিত্র হলে তো রাম রাজ্য হবে। বাচ্চারা জানে না রাম কে। যখন বাচ্চারা শিবের পূজা করে তাঁকে রাম বলে না। শিববাবা বলাটাই শোভনীয় হয়। ভক্তিতে কোনো রস নেই। তোমাদের এখন রস আছে। বাবা নিজে বলেন- মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি। আবার তোমাদের আত্মা ওখান থেকে নিজের থেকেই সুখধামে চলে যাবে। ওখানে আমি তোমাদের সাথী হব না। নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী তোমাদের আত্মা গিয়ে দ্বিতীয় শরীরে, গর্ভে প্রবেশ করে। দেখানো হয় সাগরে অশ্রু পাতার উপর শ্রীকৃষ্ণ ভেসে আসছে। সাগরের তো ব্যাপারই নেই। কৃষ্ণ গর্ভের মধ্যে খুব আরামেই থাকে। বাবা বলেন-আমি গর্ভে প্রবেশ করি না। আমি তো কারোর মধ্যে প্রবেশ করি। আমি শিশু হই না। আমার পরিবর্তে কৃষ্ণকে শিশু মনে করে মনের বিনোদন করে। মনে করে কৃষ্ণ জ্ঞান দিয়েছেন, সেইজন্য তাকে অনেক ভালোবাসতে হবে। আমি সবাইকে সাথে নিয়ে যাই। আবার তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিয়ে দিই। তবে আমার ভূমিকা সম্পূর্ণ হয়। অর্ধ-কল্প আমার কোনো ভূমিকা নেই। আবার ভক্তি মার্গে আমার ভূমিকা শুরু হয়। এই ড্রামাও দৈব-নির্ধারিত হয়েই আছে।

এখন বাচ্চাদের জ্ঞান বুঝতে পারা আর বোঝানো তো সহজ। দ্বিতীয় কাউকে শোনালে সে খুশী হবে আর উঁচু পদও প্রাপ্ত করবে। এখানে বসে শুনতে তো ভালো লাগে। বাইরে গেলেই ভুলে যায়। যে রকম জেল বার্ড হয়। কোনো না কোনো অপকর্ম করে জেলে যেতে থাকে। তোমাদেরও ঐরকম অবস্থা হয়। গর্ভে থাকাকালীন প্রতিজ্ঞা করো, তারপর ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই যেমনকার তেমনই রয়ে যাও। এই সব কথা বানিয়েছে, যাতে মানুষ পাপ-কর্ম না করে। আত্মা তার সংস্কার সাথে নিয়ে যায়। সেইজন্য কেউ ছেলেবেলাতেই পণ্ডিত হয়ে ওঠে। লোকেরা মনে করে আত্মা নির্লেপ। কিন্তু

আত্মা নির্লেপ নয়। ভালো বা খারাপ সংস্কার আত্মাই নিয়ে যায়, তবে তো কর্মের ভোগ হয়। এখন তোমরা পবিত্র সংস্কার নিয়ে যাচ্ছ। তোমরা পড়াশুনা করে আবার পদ প্রাপ্ত করো। বাবা তো সমস্ত আত্মাদের ঝাঁক-কে ফিরিয়ে নিয়ে যান। বাকী কিছু থেকে যায়। তারা পরিশেষে আসতে থাকে। থাকবে তারাই যাদের একেবারে শেষে আসতে হবে। মালা তৈরী হয়, তাই না! নম্বর অনুযায়ী তৈরী হতেই থাকে। বাকী যারা পরে তৈরী হবে তারা স্বর্গেও পরে আসবে। বাবা কতো ভালো ভাবে বোঝান, কারও ধারণা হয় কারও হয় না। অবস্থা ঐরকম তো পদও ঐরকমই পাওয়া যায়। বাচ্চারা, তোমাদের করুণাময়, কল্যাণকারী হতে হবে। ড্রামাই সেরকম তৈরী হয়ে আছে। কাউকে দোষ দিতে পার না। পূর্ব কল্পে যতটা পড়াশুনা করেছিলে অতটাই এখন হবে। বেশী হবে না, যতই পুরুষার্থ করো না কেন, কোনো পার্থক্য হবে না। পার্থক্য তখনই হবে যখন এই জ্ঞান কাউকে শোনাবে। এটা হবে নম্বর অনুযায়ী। কোথায় রাজা, কোথায় কাঙাল ! এই অবিনাশী জ্ঞান রত্ন রাজ্যে পরিণত করে। যদি পুরুষার্থ না করো তো কাঙাল হয়ে যাবে। এ হলো অসীম জগতের স্কুল। এতে ফাস্ট, সেকেন্ড, থার্ড আছে। ভক্তিতে পড়াশুনার ব্যাপার নেই। সেখানে আছে পার হয়ে যাওয়ার ব্যাপার। দেখানোর ব্যাপারটা খুব আছে। কাঁসর ঘন্টা বাজায়, স্তুতি করে, এখানে তো শান্ত ভাবে থাকতে হয়। ভজন ইত্যাদি কিছুই নেই। তোমরা অর্ধ-কল্প ভক্তি করেছ। ভক্তিতে কতো দেখানোর (শো) মতো আছে। সবার নিজের নিজের ভূমিকা আছে। কারোর পতন হয়, কারোর উত্থান হয়, কারোর ভাগ্য বেশ ভালো, কারোর কম। পরিচালনা তো বাবা একরস (একই ভাবে) করান। পড়াশুনা একরস তো টিচারও একরস। বাকী সবাই হল মাস্টার্স। কোনো বিখ্যাত মানুষ যদি বলে- সময় নেই, তাহলে বলো আপনার বাড়িতে গিয়ে তবে পড়াব ? কারণ তার নিজের অহংকার থাকে। এভাবে একজনকে হাত করলে আরেক জনের উপর সেই প্রভাব পড়ে। যদি সে কাউকে বলেও এই জ্ঞান সুন্দর, তো বলবে এরও ব্রহ্মাকুমারীর সঙ্গ লেগেছে, সেই জন্য শুধু মাত্র ভালো বলে দেয়। বাচ্চাদের মধ্যে যোগের শক্তি (পাওয়ার) ভালো রকমের হওয়া দরকার। জ্ঞান তলোয়ারে যোগের ধার চাই। হাসিখুশী আর যোগী হলে নাম উজ্জ্বল হবে। সেটা তো নম্বর অনুযায়ী হবে। রাজধানী হবে। বাবা বলেন ধারণা তো খুব সহজ। বাবাকে যত স্মরণ করবে তত তাঁর প্রতি ভালোবাসা থাকবে। আকর্ষণ থাকবে। সূঁচ যদি পরিচ্ছন্ন থাকে তবে চুম্বক তার নিজের দিকে আকর্ষণ করে। জং থাকলে আকর্ষণ করে না। এটাও সেইরকম। তোমরা যদি পরিষ্কার হয়ে যাও তো প্রথম নম্বরে চলে যাও। বাবার স্মরণে জং বের হয়ে যায়।

কথিত আছে- বলিহারি গুরু তোমার- সেইজন্য বলে- গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু- সেই বিবাহের অনুষ্ঠান করানোর গুরু হল মানুষ। তোমরা বিবাহ শিবের সাথে করেছ, না কি ব্রহ্মার সাথে। দালালের চিত্রের প্রয়োজন নেই। বিবাহের পাকা কথা হয়ে গেছে তাহলে একে অপরকে স্মরণ করতে থাকলে এরও দালালী পাওয়া যায়। সম্বন্ধ জুড়ে দেওয়ার পারিশ্রমিকও তো পাওয়া যায়, তাই না! অন্যদিকে, আমি যখন এনার মধ্যে প্রবেশ করি, লোন নিই, তখন তিনিও তো চেষ্টা করেন। তাই বাচ্চাদেরও বোঝানো হয় যে যত তোমরা অনেকের কল্যাণ করবে তার প্রতিদানও অবশ্যই পাবে। এ হল জ্ঞানের কথা। অপরকে জ্ঞান দিতে থাকলে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে যায়। পয়সার দরকার নেই। মাঙ্গ্যার কাছে যদিও ধন ছিলো না, কিন্তু অনেকের কল্যাণ করেছিলেন। ড্রামাতে প্রত্যেকের ভূমিকা আছে। কোনো বিতশালী ব্যক্তি ধন দেয়, মিউজিয়াম বানায়- এতে অনেকের আশীর্বাদ পেয়ে যায়। ভালো বিতশালীর পদ পেয়ে যায়। বিতশালী যারা তাদের কাছে অনেক দাস-দাসী থাকে। প্রজাদের মধ্যে বিতশালীদের কাছে অনেক ধন থাকে আবার ওদের থেকে লোন নেয়। বিতশালী হওয়াও

ভালো। সেও গরীবই বিতশালী হয়। বাকী বিতশালীদের সেই সাহস কোথায় ! এই ব্রহ্মা নিমেষে সব কিছু দিয়ে দিয়েছেন । বলেন যার হাত যেমন... শিববাবাই তো দিয়েছেন এ হাত- বাবা প্রবেশ করলেন তো সব কিছু ছাড়িয়ে দিলেন। করাচিতে তুমি কি ভাবে ছিলে। বড় বড় অটালিকা, মোটরগাড়ি, বাস ইত্যাদি সব কিছু ছিল। এখন বাবা বলেন- আত্ম-অভিমানী হও। কতটা নেশা চড়ে যাওয়া চাই - ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন ! বাবা তোমাদের অফুরন্ত ধন-সম্পদ দিচ্ছেন। তোমরা ধারণা করতে পারো না। নেওয়ার দম নেই। শ্রীমতে চলো না। বাবা বলেন বাচ্চারা নিজেদের ঝুলি ভরে নাও। লোকেরা শংকরের সামনে গিয়ে বলে- ঝুলি ভরে দাও। বাবা এখানে অনেকের ঝুলি ভরে দেন। বাইরে গেলে ঝুলি খালি হয়ে যায়। বাবা বলেন তোমাদের আমি অগাধ সম্পদ দিই। জ্ঞান- রত্নের দ্বারা ঝুলি ভরে-ভরে দিই। তবুও নশ্বর অনুযায়ী হয় - যারা যেমন নিজের ঝুলি ভরতে পারে। তারা আবার দানও করে, সকলের কাছে প্রিয়ও হয় । না থাকলে দেবে কি ?

তোমাদের ৮৪ -র চক্র ভালো ভাবে বুঝতে আর বোঝাতে হবে। বাকী পরিশ্রম হল যোগের। এখন তোমরা যুদ্ধের ময়দানে আছো। মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য লড়াই করো। পাশ না করলে চন্দ্রবংশীতে চলে যাবে। এটা বোঝার ব্যাপার। বাচ্চাদের খুব খুশী হওয়া চাই- বাবা, আপনি কত ধন-সম্পদ দিচ্ছেন। উঠতে-বসতে সারাদিন এটা বুদ্ধিতে থাকলে তবে ধারণা হতে পারে। মুখ্য হল যোগ। যোগের দ্বারাই তোমরা বিশ্বকে পবিত্র করো। জ্ঞান (নলেজ) অনুযায়ী তোমরা রাজত্ব করো। এই পয়সা ইত্যাদি তো ধূলিসাৎ হয়ে যায়। বাকী এই অবিনাশী উপার্জন তো সব সাথে যাবে। যে সেন্সেবেল হবে সে বলবে বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেব। ভাগ্যে না থাকলে পাই-পয়সার পদ পাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । পরমাত্মা বাবা তাঁর আত্মারূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) নিজের পড়াশুনা আর দৈবী গুণের রেজিস্টার রাখতে হবে। খুবই মধুর হতে হবে। আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ - এই নেশাতে থাকতে হবে।

২) সকলের ভালোবাসা বা আশীর্বাদ প্রাপ্ত করার জন্য জ্ঞান-রত্ন দ্বারা নিজের ঝুলি ভরে নিয়ে দান করতে হবে। অনেকের কল্যাণের নিমিত্ত হতে হবে।

বরদান :- বাবার প্রেমে নিজের প্রধান দুর্বলতাকে বলিদান দিতে পারা জ্ঞানী আত্মা ভব বাপদাদা দেখছেন বেশীর ভাগ বাচ্চারই এখনো পর্যন্ত পাঁচ বিকারেরই ব্যর্থ সংকল্প চলে। জ্ঞানী আত্মাদেরও কখনো কখনো নিজের গুণ বা বিশেষত্বের অভিমান এসে যায়, প্রত্যেকে নিজেদের আসল দুর্বলতা বা মূল সংস্কারকে জানেও, সেই দুর্বলতাকে বাবার ভালোবাসায় বলিদান করে দাও- এটাই হবে ভালোবাসার প্রমাণ। স্নেহী বা জ্ঞানী আত্মারা বাবার ভালোবাসায় ব্যর্থ সংকল্পকেও ত্যাগ করে দেয়।

স্লোগান :- স্বমানের সিটে স্থির থেকে সকলকে সম্মান প্রদানকারী মাননীয় আত্মা হও।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এটা হল সম্পূর্ণ শান্তির জ্ঞান, এই জ্ঞানে কোনো কিছু বলতে হবে না, কেবল শান্তির সাগর বাবাকে স্মরণ করতে থাকো"

প্রশ্ন :- উল্লতির আসল বুনীয়াদ কি ? কখন বাবার দেওয়া শিক্ষাগুলো ধারণ করতে পারবে ?

উত্তর :- উল্লতির আসল বুনীয়াদ হল প্রেম। কেবল বাবার সাথেই সত্যিকারের ভালোবাসা থাকা উচিত। নিকটে থাকা সত্ত্বেও যদি উল্লতি না হয়, তাহলে নিশ্চয়ই ভালোবাসার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। ভালোবাসা থাকলে তো অবশ্যই স্মরণ করবে। স্মরণ করলেই সকল শিক্ষা ধারণ করতে পারবে। উল্লতির জন্য নিজের সত্যিকারের চার্ট (দিনলিপি) লেখো। বাবার কাছে কোনো কথা লুকিও না। আত্ম-অভিমানী হওয়ার দ্বারা নিজেকে শোধরাতে থাকো।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা, তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বসো এবং বাবাকে স্মরণ করো। বাবা প্রশ্ন করছেন - যখন তোমরা সভাতে বক্তৃতা দাও, তখন কি প্রতি মুহূর্তে এইটা জিজ্ঞাসা করো যে, 'আপনি নিজেকে আত্মা মনে করেন, নাকি দেহ মনে করেন?' এখানে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বসো। আত্মাই তো পুনর্জন্ম নেয়। নিজেকে আত্মা অনুভব করে পরমপিতা পরমাত্মা-কে স্মরণ করো। বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্ম বিনষ্ট হবে, একেই যোগ অগ্নি বলা হয়। নিরাকার বাবা তাঁর নিরাকারী বাচ্চাদেরকে বলছেন - আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের পাপ নাশ হবে এবং তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। তখন তোমরা মুক্তি এবং জীবনমুক্তি লাভ করবে। সবাইকেই মুক্তির পরে অবশ্যই জীবনমুক্তিতে আসতে হবে। তাই প্রতি মুহূর্তে বলতে হবে যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বসো। ভাইয়েরা এবং বোনেরা, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বসো এবং বাবাকে স্মরণ করো। বাবা-ই এই নির্দেশ দিয়েছেন। এটা হল স্মরণের যাত্রা। বাবা বলেন, আমার সাথে বুদ্ধি যুক্ত করলে তোমার জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। তোমরা যদি প্রতি মুহূর্তে এইসব কথা বোঝাও, স্মরণ করাও, তাহলেই তারা বুঝতে পারবে যে আত্মা হল অবিনাশী এবং এই দেহ হল বিনাশী। অবিনাশী আত্মা-ই বিনাশী দেহ ধারণ করে তার ভূমিকা পালন করে এবং তারপর সেই শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। শান্তি হলো আত্মার স্ব-ধর্ম। কিন্তু সে তার নিজের স্ব-ধর্মটাই জানে না। বাবা এখন বলছেন, আমাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। এটাই হল আসল কথা। বাচ্চারা, আগে তোমাদেরকে এই ব্যাপারেই পরিশ্রম করতে হবে। অসীম জগতের পিতা আত্মাদেরকে বলছেন - এক্ষেত্রে কোনো শাস্ত্র পাঠ করার প্রয়োজন নেই। তোমরা যখন গীতা থেকে কোনো উদাহরণ দাও, তখন মানুষ বলে যে আপনারা গীতার কথা বলেন, কিন্তু বেদের কথা বলেন না কেন ? বাবা বলছেন - তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো যে বেদ কোন ধর্মের শাস্ত্র ?

(অনেকে বলে আর্য় ধর্মের) আর্য় কাদেরকে বলা হয় ? আসলে হিন্দু বলে কোনো ধর্মই নেই। দেবী-দেবতা ধর্মকেই আদি সনাতন ধর্ম বলা হয়। তাহলে আর্য় ধর্ম কোনটা ? আর্য় নিশ্চয়ই আর্য় সমাজের ধর্ম হবে। কিন্তু আর্য় বলে তো কোনো ধর্মই নেই। আর্য় ধর্ম কে স্থাপন করেছিল? বাস্তবে তো গীতার কথাও তোমাদের বলা উচিত নয়। মুখ্য বিষয় হল - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করলে সত্যপ্রধান হয়ে যাবে। এখন সকলেই তমোপ্রধান। আগে তো বাবার পরিচয়

দিতে হবে, বাবার গুনগান করতে হবে। কিন্তু এইসব তুমি তখনই করতে পারবে, যখন তুমি নিজে বাবাকে স্মরণ করবে। এই ব্যাপারেই বাচ্চাদের দুর্বলতা রয়েছে।

বাবা সবসময় স্মরণের চার্ট রাখতে বলেন। নিজের অন্তরকে প্রশ্ন করো - আমি কতক্ষণ স্মরণ করি ? বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে আন্তরিক খুশি থাকা উচিত। যদি তোমাদের অন্তরে খুশি থাকে, তাহলে অন্যকে বোঝালে সেটার প্রভাব পড়বে। আগে এই মুখ্য কথাটাই বলতে হবে যে - ভাই এবং বোনেরা, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করুন। অন্য কোনো সংসঙ্গে এইরকম বলবে না। বাস্তবে তো ঐগুলো কোনো সংসঙ্গ নয়। সত্যের সঙ্গ তো একটাই হয়। বাকি সব হল কুসঙ্গ। এইসব একেবারে নুতন কথা। বেদের দ্বারা তো কোনো নুতন ধর্ম স্থাপন হয়নি। তাহলে আমরা বেদের কথা কেন মানব ? এইসব গুণান কারোর মধ্যেই নেই। মানুষ নিজেই 'নেতি-নেতি' বলে থাকে। অর্থাৎ আমি জানিনা। তাহলে তো সে নাস্তিক, তাই না ? বাবা এখন বলছেন - আস্তিক হও, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এইসব কথার কিছু কিছু গীতাতে রয়েছে। বেদে নেই। অনেক রকমের বেদ এবং উপনিষদ রয়েছে। কিন্তু সেগুলো কোন ধর্মের শাস্ত্র ? দুনিয়ার মানুষ তো নিজের মতামত শোনায়ে। তোমাদেরকে কারোর কথা শুনতে হবে না। বাবা কত সহজ ভাবে বোঝাচ্ছেন - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করলে পবিত্র হয়ে যাবে। তাই বিশ্বের ইতিহাস-ভূগোলকে জানতে হবে। তোমাদের এই ত্রিমূর্তি এবং গোলার ছবি হল মুখ্য। এই দুটোর মধ্যেই পুরো গুণান রয়েছে। আগে কেবল দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। বাবা বলেছেন - ত্রিমূর্তি এবং গোলার বড় বড় ছবি বানিয়ে দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ স্থানে, যেখানে অনেক মানুষের যাতায়াত রয়েছে, সেখানে লাগিয়ে দাও। সেগুলো যেন টিনের পাতের ওপরে থাকে। সিঁড়ির চিত্রে অন্য ধর্মের উল্লেখ নেই। এই দুটো ছবিই হলো মুখ্য। এই ছবিগুলোর ওপরেই বোঝাতে হবে। আগে বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। এই কথাটা ঠিকঠাক ভাবে না বোঝালে তোমাদের কোনো কথাই কেউ বুঝতে পারবে না। যদি বাবাকেই বুঝতে পারেনি, তাহলে তাকে অন্য ছবিতে নিয়ে গিয়ে বোঝাতে গেলে কোনো লাভ হবে না। বাবাকে না বুঝলে তো কিছুই বুঝতে পারবে না। বাবার পরিচয় ছাড়া আর কোনো বিষয়ে বলবে না। বাবার কাছ থেকেই অসীম উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। বাবা খেয়াল করে দেখছিলেন যে বাচ্চারা এত সহজ বিষয়টাও কেন বুঝতে পারে না। শিববাবা হলেন তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা। তাঁর কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। তোমরা সবাই পরস্পরের ভাই-ভাই। এটা ভুলে গেলেই তমোপ্রধান হয়ে যাও। বাবাকে স্মরণ করলে পুনরায় সতোপ্রধান হয়ে যাবে। মুখ্য বিষয় হল রচয়িতা এবং রচনাকে জানা। কেউই এটা জানে না। ঋষি-মুনিরাও জানে না। তাই আগে বাবার পরিচয় দিয়ে সবাইকে আস্তিক বানাতে হবে। বাবা বলেন - আমাকে জানলেই তুমি সবকিছু জেনে যাবে। আমাকে না জানলে তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না। বেকার তোমরা নিজের সময় নষ্ট করো। ড্রামা অনুসারে যেসব ছবি তৈরি হয়েছে, সেগুলো সব যথার্থ হয়েছে। কিন্তু তোমরা এত পরিশ্রম করার পরেও কারোর বুদ্ধিতে এইসব ধারণা হয় না। বাচ্চারা বলে - বাবা, আমাদের বোঝানোর ক্ষেত্রে কি কোনো ভুল হয় ? বাবা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেন - হ্যাঁ, ভুল হয়। যদি অলফ-কেই বাবাকেই বুঝতে না পারে, তাহলে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও। বলা - যতক্ষণ বাবাকে না চিনছ, ততক্ষণ তোমার বুদ্ধিতে কিছুই ধারণা হবে না। তোমরাও যখন দেহী-অভিমানী অবস্থায় থাকো না, তখন আসুরিক দৃষ্টি থাকে। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করলেই সিভিল হওয়া সম্ভব। দেহী-অভিমানী হলে এই চোখ তোমাদেরকে আর ধোঁকা দেবে না। দেহী-অভিমানী না হলেই মায়া ধোঁকা দিতে থাকবে। তাই আগে আত্ম-অভিমানী হতে হবে। বাবা বলছেন - নিজের

চার্ট দেখালেই বোঝা যাবে। যদি এখনো অসত্য, পাপ, ক্রোধ ইত্যাদি থেকে থাকে, তাহলে তো নিজের-ই সর্বনাশ করছ। বাবা তো চার্ট দেখেই বুঝে যান যে এই বাচ্চা সত্যিকথা লিখেছে, নাকি অর্থই বুঝতে পারেনি। বাবা সকল বাচ্চাকেই চার্ট লিখতে বলেন। যে বাচ্চা যোগযুক্ত থাকে না, সে এত সেবাও করতে পারবে না। তার বাণী ধারালো হয় না। বাবা হয়তো বলেন যে কোটির মধ্যে কেউ বুঝবে, কিন্তু তুমি যদি নিজেই যোগযুক্ত না থাকো তাহলে অন্যকে কিভাবে বলবে ?

সন্ন্যাসীরা বলে যে সুখ হল কাক বিষ্ঠাসম। ওরা তো সুখের নামই নেয় না। তোমরা জানো যে অনেক রকমের ভক্তি রয়েছে। ওইসব ক্ষেত্রে অনেক আওয়াজ করা হয়। কিন্তু তোমাদের এই জ্ঞান অতি শান্তির। সবাইকে বলো - বাবা-ই হলেন শান্তির সাগর। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন - "মন্বনা ভব" । এই শব্দটাও জপ করতে হবে না। হিন্দুস্তানের ভাষা হলো হিন্দি। তাহলে সংস্কৃত ভাষা কেন বলা হয় ? এখন বাকি সকল ভাষাকে ত্যাগ করো। আগে তোমরা ভাষণ করে বলো যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। অনেকেই আছে যারা নিজেকে আত্মা বলে বোঝে না, স্মরণ করতে পারে না। নিজের অকল্যাণ নিজেই বুঝতে পারে না। কেবল বাবাকে স্মরণ করলেই কল্যাণ সম্ভব। অন্য কোনো সংসঙ্গে এইরকম বলে না নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। সন্তান কি কখনো বাবাকে এক জায়গায় বসে স্মরণ করে ? উঠতে বসতে সর্বদাই বাবার স্মরণ থাকে। আত্ম-অভিমानी হওয়ার প্র্যাকটিস করতে হবে। তোমরা অনেক কথা বলো। এত কথা বলা উচিত নয়। আসল কথা হল স্মরণের যাত্রা। যোগ অগ্নির দ্বারা-ই তোমরা পবিত্র হবে। এখন তো সবাই দুঃখী। পবিত্র হলেই সুখ পাওয়া যায়। তুমি যদি আত্ম-অভিমानी হয়ে কাউকে বোঝাও, তাহলে সে তিরবিদ্ধ হবে। যদি কেউ নিজে বিকারী হয়, আর অন্যকে নির্বিকারী হতে বলে, তাহলে তার তির লাগবে না। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা নিজেরা স্মরণের যাত্রাতে থাকোনা বলেই যাকে বোঝাও সে তিরবিদ্ধ হয় না।

বাবা এখন বলছেন, যেটা হওয়ার সেটা হয়ে গেছে। আগে নিজেকে শোধরাও। নিজের অন্তরকে প্রশ্ন করো - আমি কতক্ষণ নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করি ? বাবা তো আমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানান। আমরা যেহেতু শিববাবার সন্তান, তাই আমাদের অবশ্যই বিশ্বের মালিক হতে হবে। তিনিই হলেন একমাত্র প্রেমিক, যিনি তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। তাই তাঁর সঙ্গে অনেক ভালোবাসা থাকা উচিত। ভালোবাসা মানে স্মরণ। বিশ্বের পর স্বামীর সাথে স্ত্রীর অনেক ভালোবাসা তৈরি হয়। তোমাদেরও বাগদান হয়ে গেছে, বিবাহ হয়নি। ওটা তো বিষ্ণুপুরীতে গেলে হবে। আগে শিববাবার কাছে যাবে, তারপর শ্বশুরবাড়ি যাবে। বাগদানের জন্য কি কম খুশি হয় ? বাগদান সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে স্মরণও অবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সত্যযুগেও বাগদানের প্রথা থাকবে। কিন্তু ওখানে কখনো বাগদান ভঙ্গ হয় না। অকালে মৃত্যুও হয় না। এখানে এইসব হয়। বাচ্চারা, তোমাদেরকেও ঘর-গৃহস্থ থেকে পবিত্র হতে হবে। হয়তো অনেক নিকটেই থাকো, কিন্তু তাতেও উন্নতি হয় না। যে অনেক ভালোবাসা সহকারে বাবার কাছে আসে, তার অনেক উন্নতি হয়। যদি স্মরণ-ই না করে, তাহলে ভালোবাসাও থাকে না। তখন তাঁর দেওয়া শিক্ষাগুলোও ধারণ করা সম্ভব হয় না। ভগবানুবাচ - তোমরা সবাইকে এই বার্তা শোনাও যে কামবিকার হল মহাশত্রু যেটা আদি-মধ্য-অন্ত কেবল দুঃখ দিয়ে এসেছে। তোমরা তো পবিত্র সত্যযুগের মালিক ছিলে। এখন তোমরাই অধঃপতিত এবং অপবিত্র হয়ে গেছ। এবার এই অন্তিম জন্মে পুনরায় পবিত্র হও। কামচিহ্নে বসার এই দাসত্ব এবার ঘোঁচাও। বাচ্চারা, তোমরা যখন যোগযুক্ত অবস্থায় কাউকে বোঝাবে, তখনই কারোর বুদ্ধিতে ধারণ হবে। জ্ঞানরূপী এই তলোয়ারে যোগের ধার থাকতে হবে। আসল কথা একটাই। বাচ্চারা বলে - বাবা, আমরা অনেক পরিশ্রম করলে কেউ কেউ কিছুটা বুঝতে পারে। বাবা বলেন, যোগযুক্ত হয়ে

বোঝাও। স্মরণের যাত্রাতে থাকার চেষ্টা করো। রাবণের কাছে পরাজিত হয়ে বিকারী হয়েছ। এখন নির্বিকারী হও। বাবার স্মরণের দ্বারা-ই তোমাদের সকল মনস্কামনা পূরণ হয়ে যাবে। বাবা স্বর্গের মালিক বানান। বাবা তো অনেক ডাইরেকশন দেন, কিন্তু বাচ্চারা ঠিকঠাক গ্রহণ করে না, অন্যান্য কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে যায়। মুখ্য বিষয় হলো- সবাইকে বাবার বার্তা দাও। কিন্তু নিজেই যদি স্মরণ না করো, তাহলে অন্যকে কিভাবে বলবে ? এখানে কোনো প্রতারণা চলতে পারে না। যদি অন্যকে বিকারে যেতে বারণ করে, আর নিজেই সেইরকম কাজ করে, তাহলে তো বিবেক দংশন হবেই। এখানে এইরকম প্রতারণাও আছে। তাই বাবা বলেন, মূল কথা হল 'বাবা'। বাবাকে জানলেই তোমরা সবকিছু জেনে যাবে। বাবাকে না জানলে তোমরা কিছুই বুঝতে পারবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা এবং সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) ভিতরে ভিতরে (আন্তরিক ভাবে) বাবার স্মরণের খুশিতে থেকে অন্যকেও বাবার পরিচয় দিতে হবে। সবাইকে কেবল বাবার মহিমা শোনাতে হবে।

২) আত্ম-অভিমানী হওয়ার অনেক অভ্যাস করতে হবে। খুব বেশি কথা বলা উচিত নয়। যেটা হয়ে গেছে সেটাকে মনে না রেখে আগে নিজেকে শোধরাতে হবে। স্মরণের যাত্রার যথাযথ চার্ট রাখতে হবে।

বরদান :- নিজের সংকল্পগুলোকে শুদ্ধ, জ্ঞান স্বরূপ এবং শক্তি স্বরূপ বানিয়ে সম্পূর্ণ পবিত্র হও বাবার সমান হওয়ার জন্য পবিত্রতার ভিত্তিকে মজবুত করো। ফাউন্ডেশন রূপে ব্রহ্মচর্যের ব্রত ধারণ করা তো সাধারণ ব্যাপার। কেবল এতেই খুশি হয়ে যেও না। দৃষ্টি-বৃত্তির পবিত্রতাকে আরো বেশি করে আন্ডারলাইন করো। তার সাথে নিজের সংকল্পগুলোকেও শুদ্ধ, জ্ঞান স্বরূপ এবং শক্তি স্বরূপ বানাও। সংকল্পের মধ্যে এখনো অনেক দুর্বলতা রয়েছে। এই দুর্বলতাটাকেও সমাপ্ত করলেই সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মা বলা যাবে।

স্নোগান :- দৃষ্টির মধ্যে সকলের প্রতি দয়া এবং শুভ ভাবনা থাকলে অভিমান অথবা অপমানের অংশও আসতে পারবে না।

সদা একের গভীরে নিমজ্জিত হয়ে (একরস) ওড়ার এবং অন্যকে ওড়ানোর গীত গাও

আজ অমৃতবেলা থেকে দিলারাম বাবা অনুরাগী বাচ্চাদের হৃদয়ের গীত শুনছিলেন। তোমরা সবাই গীত গাও, আর সকলেরই গীতের বোল এক, তা' হল * "বাবা" * । সবাই * বাবা বাবা * গীত গায়। এই গীত সবাই জানো ? অনবরত তোমরা এই গীত গাইছ ? যদিও গীতের বোল সকলেরই এক, তবুও প্রত্যেকের গাইবার সুর তাল আলাদা আলাদা। কারও সুর খুশির, কারও ওড়ার এবং ওড়ানোর সুর, আবার কোনো কোনো বাচ্চার অভ্যাসের সুর। কখনো কখনো তারা খুব ভালো, কিন্তু সম্পূর্ণ অভ্যাস না হওয়ার কারণে তাদের গীত নীচে-ওপরে হয়। এক সুরের সাথে অন্য সুর মিশ্র হয়ে যায়। যেমন, এখানে তোমরা যখন গীতের সুর শোনো, তখন কিছু গীতের সুর এমন যে তোমাদের নাচতে মন হয়, কিছু স্নেহে নিমজ্জিত করায়, কিছু আহ্বানের, কিছু আবার প্রাপ্তির। বাপদাদাও বিভিন্ন লয়ের সুরে ভরা গীত শুনতে পান। বিজ্ঞানের ইনভেনশন অর্থাৎ বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত বস্তুর মতো কেউ কেউ আজকাল নিরন্তর অটোমেটিক্যালি অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গেয়ে চলে। স্মৃতির সুইচ সদা খোলা আছে, এইজন্য নিজে থেকেই সবসময় বাজতে থাকে। যখন কেউ সুইচ অন করে তো সুর বেজে ওঠে। সবাই হৃদয় দিয়ে গায়, কিন্তু কারও কারও সদা নিমজ্জিত অবস্থায় নিজে থেকেই বাজে আর কারও বাজালে তবেই বাজে। যতই হোক, সুর সবই আলাদা, কখনো একরকম তো কখনো আরেকরকম। বাপদাদা বাচ্চাদের গীত শুনে উৎফুল্ল হন এই কারণে যে তোমাদের সকলের হৃদয়ে এক বাবা সমাহিত আছেন। তোমাদের নির্ভা একের জন্যই। তোমরা সবকিছু করো বাবার জন্য। সর্ব সঙ্কল্পও এক বাবার সাথে জুড়ে গেছে। শুধুমাত্র তোমাদের আছেন এক বাবা, তোমাদের স্মৃতিতে, দৃষ্টিতে আর তোমাদের মুখে আছে এক নাম। বাবাকে তোমরা তোমাদের দুনিয়া বানিয়েছ। প্রতি পদে বাবার স্মরণে থেকে লক্ষ-কোটি উপার্জন জমাও করেছ।

তোমরা সব বাচ্চার ললাটে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। এইরকম শ্রেষ্ঠ বিশেষ আত্মারা বিশ্বের সামনে একজাম্পলও হয়ে গেছে। তোমরা রাজমুকুট আর তিলক লাভ করেছ এবং হৃদয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছ। তোমরা এমন শ্রেষ্ঠ আত্মা যে বাবা স্বয়ং তোমাদের গুণগান করেন। বাবা সব বাচ্চার নামের মালা জপ করেন। এমন শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তোমাদের সকলের প্রাপ্ত হয়েছে, তাই না ! তা' সত্ত্বেও গীত গাইতে গাইতে সুর কেন বদল করে দিচ্ছ ? কেন মাঝে মাঝেই প্রাপ্তির গীত থাকছে, কখনো কখনো পরিশ্রমের, কখনো আহ্বানের আবার কখনো নিরুৎসাহ হওয়ার। তোমরা সদা কেন ওড়ার এবং অন্যকে ওড়ানোর গীত গাও ? এমন গীত গাও যাতে -

- যারা শুনবে তারা যেন পাখা পেয়ে উড়তে শুরু করে,
- যারা খণ্ড তারা চরণপ্রাপ্ত হয়ে নাচতে শুরু করে,
- তারা দুঃখশয্যা ত্যাগ করে খুশির গীত গাইতে শুরু করে,
- ভোগ্রুৎসাহ আত্মারা উৎসাহ-উদ্দীপনার গীত গায়,
- ভিক্ষুক আত্মারা সর্ব ধনভান্ডারে সম্পন্ন হয়ে যেন এই গীত গাইতে শুরু করে যে "আমি বিস্মৃত সবকিছু খুঁজে পেয়েছি, সবকিছু প্রাপ্ত করেছি।"

তাদের এই সাফল্য-প্রাপ্ত সেবার আবশ্যিকতা আছে বিশ্বের। লোকে স্বল্পমেয়াদী সাফল্যের পিছনে কত ঘুরে বেড়াচ্ছে ! তারা তাদের কত অর্থ আর সময় ব্যয় করে ফেলছে !

বর্তমান সময়ে সকল আত্মা পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তারা সফলতা চায়। অল্পকালের সাফল্যপ্রাপ্তিতে তারা সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু একটা জিনিসে সন্তুষ্ট হলে আরও অনেক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পঙ্গু ব্যক্তি হাঁটতে শুরু করে, কিন্তু এটাও যেন হয়, এটাও যেন হয়, এইরকম আরও ইচ্ছার উৎপত্তি হয়। সুতরাং, বর্তমান সময়ানুসারে তোমরা সব আত্মার সেবার বিধি সিদ্ধিস্বরূপ হওয়ার জন্য হতে হবে। অবিনাশী, অলৌকিক আত্মিক (রুহানী) সিদ্ধি বা রুহানী চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করো। এই চমৎকারিত্ব কি কম কিছু? সমগ্র দুনিয়ায় শতকরা নিরানব্বই ভাগ আত্মা চিন্তার চিন্তায় মৃত শায়িত। এমন মৃত সবাইকে নব জীবন দাও। তাদের এক প্রাপ্তির চরণ আছে, কিন্তু অন্য অনেক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তারা প্রতিবন্ধী। এমন আত্মাদের অবিনাশী সকল প্রাপ্তির পা দাও। অন্ধ সকলকে ত্রিনেত্রী বানাও, তৃতীয় নয়ন উন্মোচন করাও। তাদের নিজেদের জীবনের শ্রেষ্ঠ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দেখার দৃষ্টিশক্তি দাও। এই সাফল্য কি অর্জন করতে তোমরা অপারগ! এই রুহানী চমৎকার তোমরা দেখাতে পারবে না! ভিত্তারীকে বাদশাহ তৈরি করতে পার না! অভীষ্টলাভ হয় এমন সেবার শক্তি বাবার থেকে প্রাপ্ত কি করনি! এখন, সঠিক বিধি প্রয়োগের প্রতিরূপ হওয়ার মাধ্যমে সিদ্ধিস্বরূপ হও। সিদ্ধিস্বরূপ সেবার নিমিত্ত হও। বিধি অর্থাৎ জীবনযাত্রার ধরন যা পুরুষার্থের সময় পুরুষার্থ করার জন্য তোমরা ধারণ করেছ। এখন, পুরুষার্থের ফল হিসেবে সিদ্ধিস্বরূপ হয়ে সিদ্ধিস্বরূপ সেবায় বিশ্বের সামনে প্রত্যক্ষ হও। এখন, এই আওয়াজ উচ্চরবে বিশ্বের সর্বত্র শোনা যাবে যে অবিনাশী সিদ্ধি শুধুমাত্র এই ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় দিতে পারে, তারা কেবল প্রদর্শনই করে না, বরং সবাইকে সিদ্ধিস্বরূপ বানায়। কেবলমাত্র একটা স্থানই আছে। তোমরা নিজেরা তো সিদ্ধিস্বরূপ হয়েছ, তাই না!

সর্বাগ্রে, বস্ত্বেতে (মুন্সাইয়ে) এই নাম মহিমাম্বিত করো। বারবার পরিশ্রম করা থেকে মুক্ত হও। আজ, এই বিষয়ে পরিশ্রম করেছি। আজ ওই বিষয়ে পরিশ্রম করেছি। এই পরিশ্রম পুরুষার্থের। এখন এই শ্রম থেকে নিরস্ত হয়ে প্রাপ্তির শক্তিশালীস্বরূপ হও, এটা হল সিদ্ধিস্বরূপ। এখন সিদ্ধিস্বরূপ সকলকে জ্ঞানী তথা যোগী আত্মা হতে হবে এবং অন্যকেও তৈরি করতে হবে। শেষ পর্যন্ত কি তোমরা পরিশ্রম করেই যাবে? ভবিষ্যতে প্রালব্ধ প্রাপ্ত করবে তোমরা? পুরুষার্থের প্রত্যক্ষ ফল এখন খেতেই হবে। এখন প্রত্যক্ষ ফল খাও। পরে ভবিষ্যৎ ফল খেও। ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় প্রত্যক্ষ ফল খুইয়ে ফেলো না। অন্তে ফল লাভ হবে এইরকম ভেবে ভুলপথে চালিত হয়ো না। এক করো আর লক্ষ-কোটি গুণ লাভ করো। এটা এই বর্তমান সময়ের বিষয়েই বলা, অন্য কোন সময়ের নয়। বস্ত্বের তোমরা বুঝেছ কি হতে হবে তোমাদের? যারা শুধু আশা দেয়, তোমরা তেমন হবে না, তাই না! সিদ্ধ বাবা - এ কথাটি তো অতি প্রসিদ্ধ। তারা বলে না - ইনি সিদ্ধ বাবা, সিদ্ধ যোগী? যারা বস্ত্বের তারাও সিদ্ধ সহজ যোগী অর্থাৎ তোমরা সিদ্ধি প্রাপ্ত করেছ, নয় কি! আচ্ছা-

একের গভীরে নিমজ্জমান যারা নিজে থেকেই অন্যকে উড়ানোর গীত গায়, সদা সিদ্ধিস্বরূপ হয়ে অবিনাশী রুহানী সিদ্ধি প্রাপ্ত করায়, রুহানী চমৎকারিত্ব দেখানো চমৎকার আত্মাদের, যারা সদা সর্বপ্রাপ্তির সিদ্ধির অনুভব করায়, এমন সিদ্ধিস্বরূপ সহজযোগী, জ্ঞানস্বরূপ বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

কুমারীদের বিভিন্ন গ্রুপের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার

১) সদা আত্মিক (রহানী) স্মরণে থাকা রহানী কুমারী তোমরা, তাই না ! দেহ-অভিমানী কুমারী তো অনেক আছে, কিন্তু তোমরা রহানী কুমারী । তোমরা সদা রহ অর্থাৎ আত্মস্মৃতিতে থাকো । আত্মা হয়ে আত্মাকে দেখলে তাকে রহানী কুমারী বলা হয় । সুতরাং তোমরা কোন্ কুমারী ? দেহ-অভিমান হয় এমন কুমারী তোমরা নও, তাই না ? দেহ-অভিমান হওয়া অর্থাৎ মায়ার কবলে পড়া আর রহানী স্মৃতিতে থাকা অর্থাৎ বাবার কাছাকাছি আসা । তোমরা মায়ার কবলে পড়না, বরং বাবার সঙ্গে থাকো । বাবার সঙ্গে কারা থাকবে ? শুধুমাত্র রহানী কুমারীরা বাবার সঙ্গে থাকতে পারে । বাবা যেমন সুপ্রিম, কখনও দেহ-অভিমানে আসেন না, সেইরকম তোমরাও দেহ-অভিমানে আস না । বাবার প্রতি যাদের ভালোবাসা আছে তারা রোজ ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ করে, ভালোবাসার সাথে জ্ঞানের পাঠাভ্যাস করে । যে কার্য ভালোবাসার সাথে করা হয়, তা সদা সফল হবেই । কারও বলার জন্য তুমি কিছু করলে সেটা মাঝেমধ্যে সফল হয় । যারা মন থেকে ভালোবেসে চলে, তারা চলতেই থাকে । একবার যখন তুমি অনুভব করে নিয়েছ যে বাবা কে আর মায়া কি, তখন তো অনুভাবী হওয়ার কারণে কখনও ঠকবে না । বিভিন্ন রূপ ধরে মায়া আসে । বস্তুরূপে আসে, মা-বাবার মোহরূপে আসে, সিনেমার রূপে আসে, স্থানাদি দর্শনের রূপে আসে । মায়া বলে, এই কুমারীরা তার হবে, বাবা বলবেন, আমার হবে । সুতরাং, তোমরা কি করবে ?

মায়া বিভাডনে তোমরা সতর্ক থাকো তো ? ভয়ে ভটস্ব হয়ে যায়, এমন দুর্বল তো নও তোমরা ? এইরকম নয় তো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সিনেমায় চলে যাবে ? তেমন সঙ্গের রঙে মিশে যেও না । সদা বাহাদুর, সদা অমর, সদা অবিনাশী থাকো । সদা নিজের জীবনকে শ্রেষ্ঠ বানাতে হবে । নর্দমার পাঁকে (gutter-নালা, নর্দমা) পড়ে যেওনা । গাটার শব্দই তো কেমন ! বাবা সাগর, সাগর-তরঙ্গে সদা সমান তালে এগিয়ে চলো । তোমাদের কুমারী জীবনে তোমরা জ্ঞান পেয়েছ, রাস্তা খুঁজে পেয়েছ, লক্ষ্য জেনেছ, এইসব দেখে খুশি হয় ! তোমরা খুব ভাগ্যবান । আজকের দুনিয়ার অবস্থা দেখ, দুঃখ দুর্দশা ছাড়া আর কিছু নেই ! নর্দমার পাঁকে পড়তে পড়তেও আঘাতের পর আঘাত পেতে থাকে । এটাই আজকের দুনিয়া । তোমরা তো প্রায়শঃ শোনো যে কেউ আজ বিয়ে করলো, তো পরের দিনই আগুনে পুড়ে মারা গেল ! আজ বিয়ে করেছে পরদিন ঘরে ফিরে এসেছে । প্রথমে সে নর্দমায় পড়েছে, আর তারপরে আঘাতের পর আঘাত পেয়েছে । সুতরাং, এমন আঘাত পেতে চাও কি ? এইজন্যই সদা নিজেকে ভাগ্যবান আত্মা মনে করো যে বাবা রক্ষা করেছেন । রক্ষা পেয়েছ, বাবার হয়েছে, এইরকম খুশি থাকে তোমাদের, নয় কি ? বাপদাদাও খুশি হন যে পড়ে যাওয়া থেকে, আঘাত পাওয়া থেকে তোমরা রক্ষা পেয়েছ । সুতরাং সদা এইরকম অবিনাশী থাকো ।

২) তোমরা সবাই শ্রেষ্ঠ কুমারী, তাই না ? সাধারণ কুমারী থেকে শ্রেষ্ঠ কুমারী হয়ে গেছ । শ্রেষ্ঠ কুমারী সদা শ্রেষ্ঠ কর্তব্য করার নিমিত্ত । এইরকম নিজেদের সবসময় অনুভব করো যে তোমরা শ্রেষ্ঠ কার্যের নিমিত্ত ! শ্রেষ্ঠ কার্য কি ? বিশ্ব কল্যাণ । সুতরাং তোমরা সব বিশ্ব কল্যাণকারী কুমারী, বিশ্বের কল্যাণ করবে ! ঘরে বসে থাকা কুমারী নও । দায়িত্বের টুকড়ি বয়ে নিয়ে যাওয়া কুমারী নও, বরং তোমরা বিশ্ব কল্যাণকারী কুমারী । যারা কুলের কল্যাণ করে তারাই কুমারী । সমগ্র বিশ্ব তোমাদের কুল । সুতরাং এই কুল হলো অসীম পরিধির । সাধারণ কুমারীরা নিজের সীমিত পরিধির কুলের কল্যাণ করে । আর শ্রেষ্ঠ কুমারীরা বিশ্ব-কুলের কল্যাণ করবে । তোমরা এইরকমই, নয় কি ! তোমরা দুর্বল নও, তাই না ! তোমরা ভয় পাও না তো ! বাবা সদাসর্বদা তোমাদের সাথে আছেন । যখন বাবা সাথে আছেন তো কোনও ভয়ের ব্যাপার নেই । এটা ভালো, এটা অনেক

বড় ভাগ্য, তোমাদের কুমারী জীবনেই তোমরা বেঁচে গেছ। ভুলপথে গিয়ে ফিরে আসা, এটাও তো সময়ের অপচয় (waste/ওয়েস্ট), নয় কি? অতএব, সময়, শক্তি সব রক্ষা পেয়েছে। লক্ষ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়ানোর শ্রম থেকে রেহাই পেয়েছ। কতো উপকৃত হয়েছ তোমরা! কেবল বাহু আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য! এই দেখে সদা উৎফুল্ল থাকো। কোনরকম দুর্বলতার কারণে নিজের শ্রেষ্ঠ সেবা থেকে বঞ্চিত হ'য়োনা।

৩) কুমারী অর্থাৎ মহান। পবিত্র আত্মাকে সদা মহান বলা হয়ে থাকে। আজকালকার মহান আত্মারা কিভাবে মহান হয়? তারা পবিত্র হয়। পবিত্রতার কারণেই তাদের মহান আত্মা বলা হয়। কিন্তু তোমরা সব মহান আত্মার কাছে তারা কিছুই নয়। তোমাদের মহত্ব অবিনাশী মহত্ব যা স্ত্রানে পরিপূর্ণ। তারা এক জন্মে মহান হয়, তারপরে, পরবর্তী জন্মে একইভাবে আবারও মহান হতে হয়। তোমরা জন্ম জন্ম ধরে মহান আত্মা। এখনকার মহত্ব দিয়ে জন্মের পর জন্ম মহান হয়ে যাবে। ২১ জন্ম মহান থাকবে। যা কিছুই হোক না কেন, একবার বাবার হয়ে গেলে তো সদা বাবারই থাকবে, তোমরা এইরকম পাকা অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিশ্চয় আছে, তাই না? যদি কাঁচা (দুর্বল) হও তো মায়া খেয়ে ফেলবে। মায়া কাঁচা খায়, পাকা নয়! সতর্ক থাকো - এখানে সবার ফটো নেওয়া হচ্ছে! পরিপক্ব হও, পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত করো। ভীত হ'য়োনা। যত তুমি পরিপূর্ণতা লাভ করবে ততই খুশির অনুভব, সর্বপ্রাপ্তির অনুভব করবে। পরিপক্বতা না থাকলে সেখানে সদাকালের খুশিও নেই। সদা নিজেদের মহান আত্মা মনে করো। মহান আত্মারা কখনও সাধারণ কার্য করতে পারে না। মহান আত্মা কখনো কারও সামনে মাথা নত করে না। সুতরাং তোমরা কখনো মায়ার দিকে ঝুঁকবে না। কুমারী অর্থাৎ হ্যান্ডস। কুমারীদের শক্তি হয়ে ওঠা অর্থাৎ সেবায় বৃদ্ধি হওয়া। বাবা খুশি হন যে তোমরা প্রতিশ্রুতিবান বিশেষ আত্মারা বিশ্ব সেবক হয়ে বিশ্বের কল্যাণ করবে।

৪) তোমরা কুমারীরা ছোটই হও বা বড়, তোমরা সকলেই শত ব্রাহ্মণের থেকেও অধিক উত্তম, এইরকম নিজেদের মনে করো? "শত ব্রাহ্মণের থেকে উত্তম কন্যারা" কেন গাওয়া হয়ে থাকে? প্রত্যেক কন্যা কমপক্ষে শত ব্রাহ্মণ নিশ্চিতরূপে তৈরি করবে, সেইজন্য শত ব্রাহ্মণের থেকে উত্তম কন্যারা বলা হয়ে থাকে। একশত তো কিছুই না, তোমরা তো বিশ্বসেবা করবে। তোমরা কন্যারা শত ব্রাহ্মণের থেকে উত্তম। সকল আত্মাকে শ্রেষ্ঠরূপে গড়ে তোলার তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মা। এইরকম নেশা থাকে তোমাদের? স্কুল-কলেজের কুমারী নও, তোমরা ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কুমারী। যখন কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমরা কোন কুমারী, তখন বলো তোমরা ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কুমারী। তোমরা এই একেক কুমারী সেবধারী কুমারী হবে। কত সেন্টার খুলবে। কুমারীদের দেখে বাবা উৎফুল্ল হন কত হ্যান্ডস প্রস্তুত হচ্ছে! তোমরা রাইট হ্যান্ডস, তাই না! লেফট হ্যান্ড নও। লেফট হ্যান্ড দিয়ে যে কাজ করো, তা' সামান্য নীচে - ওপরে হতে পারে। রাইট হ্যান্ডের কাজ তাড়াতাড়ি আর ভালোভাবে নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং, তোমরা এত সব কুমারী যদি তৈরি হয়ে যাও, তবে কত সেন্টার খুলে যাবে, যেখানে পাঠানো হবে সেখানে যাবে, তাই না! যে কার্যস্থানে বসতে বলা হবে সেখানে বসবে, নয় কি? তোমরা কুমারীরা সকলেই মহান। সদা মহান থাকো, সঙ্গের প্রভাবে প্রভাবিত হ'য়োনা। যদি কেউ তোমার ওপরে নিজের রঙ লাগাতে চায়, তবে তাকে নিজের রঙে রাঙিয়ে দিও। এমনকি, মা-বাবাও যদি তোমার জন্য বন্ধন তৈরি করতে চেষ্টা করে, তবুও তোমরা বন্ধনে বাঁধা হবে না। সদা নির্বন্ধন। সদা ভাগ্যবান। কুমারী জীবন পূজনীয় জীবন। পূজন যোগ্য কেউ কখনো পূজারী হতে পারে না। সদা এই নেশায় থাকে। আচ্ছা।

৫) তোমরা সবাই দেবী, তাই না ! কুমারী অর্থাৎ দেবী । যারা উল্টো পথে যায় তারা দাসী হয় আর যারা মহান আত্মা হয়ে ওঠে তারা দেবী হয় । দাসী নত হয় । সুতরাং তোমরা সবাই দেবী, তোমরা দাসী হতে যাচ্ছ না । দেবীগণের কত পূজন হয় ! সুতরাং এই পূজন তোমাদেরই, নয় কি ! ছোটই হও বা বড়, তোমরা সবাই দেবী । ব্যস, সদা স্মরণে রাখ যে তোমরা সবাই মহান, পবিত্র আত্মা । বাবার হওয়া কোনো ছোট ব্যাপার নয়, যদিও এটা বলা অনেক সহজ বিষয় হয়ে গেছে । কিন্তু কার হয়েছে ? কত শ্রেষ্ঠ হয়েছে ? তোমরা আত্মারা কত বিশেষ হয়েছে? ঘুরতে ফিরতে এটা স্মরণে থাকে কি যে তোমরা কত মহান, কত শ্রেষ্ঠ আত্মা ! ভাগ্যবান আত্মারা সর্বক্ষণ তাদের ভাগ্য স্মরণে রাখে । কে তোমরা ? দেবী । দেবীর মুখে সদা স্মিতহাসি, কখনো কাঁদে না । দেবীগণের ছবির সামনে গেলে কি দেখ তোমরা ? সদা হাস্যময় । তিনি দাত্রী, তাঁর দৃষ্টি দ্বারা, হস্ত দ্বারা সদা দান করছেন । দেবতা বা দেবীর অর্থই হলো যিনি দান করেন । তোমরা কি দিতে যাচ্ছ ? সবাইকে সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম সকল খাজানা দান করা দেবী তোমরা । সকলেই রাইট হ্যান্ড । রাইট হ্যান্ড অর্থাৎ যে শ্রেষ্ঠ কর্ম করে ।

বরদান:- ব্যর্থ সঙ্কল্প গুলির কারণ জেনে সেইসব সমাপ্ত করে সমাধান স্বরূপ ভব

ব্যর্থ সঙ্কল্প উৎপন্ন হওয়ার দু'টো মুখ্য কারণ - ১) অভিমান আর ২) অপমান । আমার জন্য কম কেন, আমারও এই পদ হওয়া উচিত, আমাকেও সামনে রাখা উচিত... এতে হয় তোমরা নিজেরা অপমানিত বোধ করো অথবা অভিমানের উৎপত্তি হয় । নামে, মান-মর্যাদায়, সামনে চলায় অথবা সেবায় ... অভিমান বা অপমান বোধ, সবই ব্যর্থ সঙ্কল্পের কারণ, এই কারণকে জেনে সেটার নিবারণ করাই সমাধান স্বরূপ হওয়া ।

স্লোগানঃ - সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা সুইট হোমের যাত্রা করা খুব সহজ ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে রয়্যাল কুলের রয়্যাল স্টুডেন্ট, তোমাদের চলন খুব রয়্যাল হওয়া উচিত, তবেই বাবাকে শো' (প্রত্যক্ষ) করাতে পারবে"

প্রশ্ন :- বিনাশের সময় সর্বশেষ পেপারে কারা পাস করবে ? তার জন্যে কি পুরুষার্থ করতে হবে ?

উত্তর :- সর্বশেষ পেপারে তারা-ই পাস করবে যাদের বাবা ব্যতীত পুরানো দুনিয়ার কোনও বস্তু স্মরণে থাকে না। স্মরণে এল অর্থাৎ ফেল। এর জন্যে অসীমের (বেহদের) সম্পূর্ণ দুনিয়ার প্রতি যেন আসক্তি না থাকে। ভাই-ভাইয়ের পাকা অবস্থা হবে। দেহ-অভিমান যেন ভঙ্গ হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের সর্বদা এই নেশা থাকা উচিত যে আমরা কত রয়্যাল স্টুডেন্ট। অসীম জগতের (বেহদের) বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। তোমরা কত উঁচু কুলের রয়্যাল স্টুডেন্ট তাই রয়্যাল স্টুডেন্টদের চলনও রয়্যাল থাকা চাই তবেই তো বাবাকে প্রত্যক্ষ করবে। তোমরা বিশ্বে শান্তি স্থাপনের কাজে নিমিত্ত হয়েছ, শ্রীমৎ অনুযায়ী। তোমরা শান্তির পুরস্কার প্রাপ্ত কর। তাও এক জন্মের জন্যে নয়, জন্ম জন্মান্তরের জন্যে প্রাপ্ত কর। বাচ্চারা বাবাকে কি ধন্যবাদ করবে ! বাবা নিজেই এসে হাতে স্বর্গ দেন। বাচ্চারা কি জানত যে বাবা এসে স্বর্গ দেবেন ! এখন বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো। স্মরণ করতে কেন বলেন ? কারণ এই স্মরণের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। অসীম জগতের পিতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়াতে নিশ্চয় হয়েছে। কষ্টের কোনও কথা নেই। ভক্তিমার্গে বাবা-বাবা করতে থাকে। নিশ্চয়ই বাবার কাছে কিছু বর্সা প্রাপ্ত হবে। পুরুষার্থ করার মার্জিনও আছে তোমাদের । শ্রীমৎ অনুযায়ী যত পুরুষার্থ করবে ততই উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে। পিতা, শিক্ষক, সদগুরু - তিনজনের শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয়। সেই মত অনুযায়ী চলতে হবে। নিজের ঘরে থাকতেও হবে। মত অনুযায়ী চলার ক্ষেত্রেই বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। মায়ার প্রথম বিঘ্ন হল দেহ-অভিমান। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। তাহলে কেন শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো না ? বাচ্চারা বলে আমরা চেষ্টা তো করি কিন্তু মায়ার করতে দেয় না। বাচ্চারা বোঝে পড়াশোনায় বিশেষ পুরুষার্থ অবশ্যই করা উচিত। যারা ভালো বাচ্চা তাদের ফলো করা উচিত। সবাই এমন পুরুষার্থ করে যাতে আমরা বাবার কাছে উঁচু বর্সা প্রাপ্ত করি। কাঁটা থেকে ফুল হওয়ার জন্য স্মরণের প্রয়োজন অনেক বেশি। ৫-টি বিকারের কাঁটা দূর হলে ফুলে পরিণত হবে। সেসব দূর হবে যোগবলের দ্বারা। অনেক বাচ্চারা ভাবে অমুক এমন ভাবে চলে গেছে, হয়তো আমরাও চলে যাব। কিন্তু তাকে দেখে তেমন পুরুষার্থ করা উচিত তাইনা। শরীর ত্যাগের সময় বাবার স্মরণ যেন থাকে, বশ করার মন্ত্র যেন স্মরণে থাকে। অন্য কিছু স্মরণে যেন না থাকে একমাত্র বাবা ছাড়া, তখন যেন দেহ থেকে প্রাণটি বেরোয়। বাবা, ব্যস আমরা আপনার কাছে এই এলাম বলে। এমন বাবাকে স্মরণ করলে আত্মায় যা আবর্জনা ভরা আছে, সেসব ভঙ্গ হয়ে যাবে। আত্মায় আছে তো শরীরেও আছে বলা হবে। জন্ম জন্মান্তরের আবর্জনা, সব পুড়ে ছাই হবে। যখন তোমাদের সমস্ত আবর্জনা জ্বলে পুড়ে যাবে তখন দুনিয়াও পরিষ্কার হয়ে যাবে। দুনিয়া থেকে সমস্ত আবর্জনা দূর হবে -তোমাদের জন্যে। তোমাদের শুধু নিজের ময়লা পরিষ্কার করতে হবে না, সকলের আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। বাবাকে আহবান করা-ই হয় বাবা এসে এই দুনিয়ার আবর্জনা পরিষ্কার করুন। সম্পূর্ণ বিশ্ব কে পবিত্র করুন। কাদের জন্যে ? ঐ পবিত্র দুনিয়ায় তোমরা বাচ্চারা সর্বপ্রথমে রাজ্য করতে আসো। সুতরাং বাবা তোমাদের জন্যে তোমাদের দেশে এসেছেন।

ভক্তি ও জ্ঞানে অনেক তফাৎ আছে। ভক্তিতে কত ভালো ভালো গীত তারা গান করে। কিন্তু কারও কল্যাণ করে না। কল্যাণ তো হয় নিজের স্ব ধর্মে স্থির হলে এবং বাবাকে স্মরণ করলে। তোমাদের স্মরণ করা হল এমন , যেমন করে লাইট হাউস পরিচালনা করে। স্ব-দর্শনকেই লাইট হাউস বলা হয়। তোমরা বাচ্চারা মনে মনে বুঝতে পারো বাপদাদার কাছে স্বর্গের অধিকার রূপী বর্সা প্রাপ্ত হবে। এই হল সত্য নারায়ণের কথা-কাহিনী, নর থেকে নারায়ণ হওয়ার । বাবা বোঝান তোমাদের আত্মা যে তমোপ্রধান হয়েছে , তাকে সতোপ্রধান করতে হবে। সত্যযুগে সতো প্রধান ছিলে এখন আবার সতোপ্রধান করতে বাবা এসেছেন। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। বাবা - ই গীতা শুনিয়ে ছিলেন। এখন তো মানুষ শোনায়, কতখানি তফাৎ হয়েছে। ভগবান তো হলেন ভগবান , তিনি মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেন। নতুন দুনিয়ায় পবিত্র দেবতারা বাস করেন। অসীম জগতের (বেহদের) বাবা হলেন নতুন দুনিয়ার বর্সা প্রদানকারী। বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তো অন্ত সময়ের মত অনুযায়ী সদগতি হয়ে যাবে। তোমরা জানো - বাবা আসেন সঙ্গম যুগে, পুরুষোত্তম করতে। এখন এই ৮৪-র চক্র পূর্ণ হচ্ছে, পরে শুরু হবে। এই খুশীও থাকা উচিত। প্রদর্শনীতে যে লোকেরা আসে , তাদেরও প্রথমে শিববাবার চিত্রের সামনে দাঁড় করাও। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমরা এমন হয়ে যাবে। পিতার কাছে সত্যযুগের বর্সা প্রাপ্ত হয়। ভারত সত্যযুগ ছিল, এখন নয় আবার হবে তাই পিতা ও রাজস্ব - কে স্মরণ করো তাহলে অন্ত সময়ের মত অনুযায়ী সদগতি হয়ে যাবে। ইনি হলেন প্রকৃত সত্য পিতা, তাঁর সন্তান হলে তোমরা সত্যখণ্ডের মালিক হবে। প্রথমে অল্ক-কে পাকা করো। "অল্ক" অর্থাৎ বাবা, "বে" অর্থাৎ বাদশাহী। বাবাকে স্মরণ করো তাহলে স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে এবং তোমরা স্বর্গে চলে যাবে। কতখানি সহজ। জন্ম জন্মান্তর ভক্তির কথা শুনে শুনে বুদ্ধিতে মায়ার তালা লেগেছে। বাবা এসে চাবি দিয়ে তালা খোলেন। এই সময়ে সবার কান বন্ধ আছে। পাথরবুদ্ধি হয়ে আছে। তোমরা লেখ - শিববাবা স্মরণে আছে ? স্বর্গের বর্সা স্মরণে আছে ? বাদশাহী স্মরণ করলে মুখ মিষ্টি তো হবেই তাইনা। বাবা বলেন আমি তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের কত উপকার করি। তোমরা তো অপকার করেই এসেছ। সেসবও ড্রামাতে ফিক্সড আছে, কারও দোষ নেই। বাচ্চারা তোমাদের এই মিশন-ই হল পাথরবুদ্ধি দের স্পর্শ বুদ্ধি করা বা কাঁটাকে ফুলে পরিণত করা। তোমাদের এই মিশন চলছে। সবাই এক-দুইজন কে কাঁটা থেকে ফুল করছে। তাদের এমন যিনি তৈরি করেন তিনি কিং ফ্লাওয়ার হবেন। স্বর্গের স্থাপনকারী অথবা ফুলের বাগান রচনাকারী হলেন একমাত্র বাবা। তোমরা হলে খোদাই খিদমতগার অর্থাৎ ঈশ্বরীয় সেবাদারী। তমোপ্রধান কে সতোপ্রধান করা - এই হল সেবা, আর কোনও কষ্ট দেন না। বোঝানোও খুব সহজ। কলিযুগে আছে তমোপ্রধান। যদি কলিযুগের আয়ু বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে আরও বেশি তমোপ্রধান হয়ে যাবে।

তোমরা জানো এখন বাবা এসেছেন আমাদের ফুলে পরিণত করতে। কাঁটা বানানো হল রাবণের কাজ। বাবা ফুল তৈরি করেন। যার শিববাবা স্মরণে আছে, তার অবশ্যই স্বর্গও স্মরণে থাকবে। যখন প্রভাতফেরী কর তখন তাতে দেখাও যে আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা ভারতের উপরে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য স্থাপন করি। আমরা ব্রাহ্মণ রা সেই দেবতায় পরিণত হই। দেবতা তারপরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য..... এই হল ডিগবাজির খেলা (বাজেলী)। কাউকে বোঝানো খুব সহজ। আমরা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণদের টিকি বা শিখা থাকে। তোমরাও বুঝেছ আমরা ৮৪-র চক্র পূর্ণ করেছি। বাচ্চারা কত ভালো জ্ঞান প্রাপ্ত করে। অন্য সব কিছু হল ভক্তি। জ্ঞান একমাত্র বাবা-ই

শোনান। সর্বের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগও হল একটাই। বাচ্চারা, এই সময় বাবা তোমাদের পড়ান। ভক্তিমার্গে এসব স্মরণীয় হয়ে পরম্পরা প্রচলিত আছে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের পথ বলে দিয়েছেন যে এই পুরুষার্থ করলে তোমরা এই বর্ষা প্রাপ্ত করতে পারো। এই পড়া হল খুব সহজ। এই হল নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পড়াশোনা। ব্রতকথা পাঠ হল রং বা ভুল কারণ তাতে কোনও এইম অবজেক্ট থাকে না। পড়াশোনায় এইম অবজেক্ট আছে। কে পড়ান ? জ্ঞান সাগর। বাবা বলেন আমি এসে রক্ত দিয়ে তোমাদের ঝুলি ভরি। অসীম জগতের (বেহদের) বাবাকে তোমরা কি প্রশ্ন করবে। এই সময় সবাই হল পাথরবুদ্ধি। রাবণ কে কেউ জানে না। তোমরা এখন বুদ্ধি পেয়েছ প্রশ্ন করার। মানুষদের জিজ্ঞাসা করো - তাহলে রাবণ কে ? তার জন্ম কবে হয়েছে ? কবে থেকে রাবণ দহন করো ? বলবে এসবই হল অনাদি। তোমরা অনেক রকম করে প্রশ্ন করতে পারো। যখন সময় হবে তখন প্রশ্ন করবে। কোনও রেসপন্স করতে পারবে না। তোমাদের আত্মা স্মরণের যাত্রায় তৎপর হয়ে যাবে। এখন নিজেকে প্রশ্ন করো - আমরা কি সতোপ্রধান হয়েছি ? মন সায় দেয় ? এখনও কর্মজীত অবস্থা তো হয় নি। হবে। এই সময় তোমরা সংখ্যায় অনেক কম তাই কেউ তোমাদের কথা শোনে না আর তোমাদের কথাও পৃথক। সর্ব প্রথমে বলো পিতা সঙ্গমযুগে আসেন। এক-একটি কথা যখন বুঝতে থাকবে তখন জ্ঞানে এগোবে। অনেক ধৈর্যের সাথে, ভালোবেসে বোঝাতে হবে যে তোমাদের দুই পিতা আছেন - লৌকিক এবং পারলৌকিক। পারলৌকিক পিতার কাছে বেহদের বর্ষা তখনই প্রাপ্ত হয় যখন সতোপ্রধান স্থিতি হয়। বাবার স্মরণে খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকবে। বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে অনেক গুণ ভরতে থাকবে। বাচ্চারা, বাবা এসে তোমাদের কোয়ালিফিকেশন শেখান। স্বাস্থ্য - সম্পদও (হেল্থ-ওয়েল্থ) প্রদান করেন, গুণ শুধরে দেন। এডুকেশন বা শিক্ষাও দেন। জেলের সাজা থেকেও মুক্ত করেন।

তোমরা খুব ভালো ভাবে মন্ত্রী ইত্যাদিকেও বোঝাতে পারো। এমন বোঝানো উচিত যাতে তাদের চিত্ত স্নিগ্ধ হয়ে যায়। তোমাদের জ্ঞান খুব মিষ্টি মধুর। প্রেম পূর্ণ হয়ে বসে শুনলে চোখে জল এসে যাবে। সর্বদা এমন দৃষ্টি রাখবে যে আমরা ভাইকে পথ বলে দিচ্ছি। বলো, আমরা শ্রীমৎ অনুসারে ভারতের প্রকৃত সত্য সেবা করছি। ভারতের সেবায় অর্থ নিয়োগ করি। বাবা বলেন দিল্লিতে সেবা দ্বারা ঘেরাও করো, বিস্তার লাভ করো। কিন্তু এখনও কেউ জ্ঞানের বাণে আহত হয় নি, আহত করতে যোগবলের প্রয়োজন। যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হও। সঙ্গে জ্ঞানও আছে। যোগের দ্বারা-ই তোমরা সকলকে আকৃষ্ট করতে পারবে। এখন বাচ্চারা যদিও ভালোই ভাষণ দিতে পারে কিন্তু যোগের আকর্ষণ কম আছে। মুখ্য কথা হল যোগের। তোমরা বাচ্চারা যোগের দ্বারা নিজেকে পবিত্র কর। অতএব খুব বেশি যোগবলের প্রয়োজন আছে। তারই ঘটতি রয়েছে। অন্তরে খুশীতে ডাম্প করা উচিত, এই হল খুশীর ডাম্প। এই জ্ঞান-যোগের দ্বারা তোমাদের অন্তরে ডাম্প চলতে থাকে। বাবার স্মরণে থেকে তোমরা অশরীরী হয়ে যাও। জ্ঞান দ্বারা অশরীরী হতে হবে, তার জন্যে হারিয়ে যাওয়ার কথা নেই, বুদ্ধিতে জ্ঞান চাই। এখন ঘরে ফিরতে হবে তারপরে রাজত্ব করতে আসতে হবে। বাবা বিনাশ এবং স্থাপনার সাক্ষাৎকারও করিয়েছেন। এই সম্পূর্ণ দুনিয়া ভস্মীভূত হয়ে আছে, আমরা নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্যে উপযুক্ত হচ্ছি। এখন ঘরে ফিরতে হবে তাই শরীরের প্রতি কোনও আসক্তি থাকা উচিত নয়। এই শরীর থেকে, এই দুনিয়া থেকে উপরাম বা উর্ধ্ব থাকা উচিত। শুধু নিজের ঘর (পরমধাম) এবং রাজধানীকে (স্বর্গ) স্মরণ করতে হবে। কোনও বস্তুর প্রতি আসক্তি যেন না থাকে। বিনাশ খুবই কঠিন হবে। যখন বিনাশ হওয়া শুরু হবে তখন তোমাদের খুশী অনুভব হবে - ব্যস্, আমরা এই ট্রান্সফার হলাম বলে। পুরানো দুনিয়ার কোনও বস্তু

স্মরণে এলেই ফেল হয়ে যাবে। বাচ্চাদের কাছে কিছুই নেই তো স্মরণে কি আসবে ? অসীম জগতের সম্পূর্ণ দুনিয়ার প্রতি মমত্ব মিটে যাক, এতেই পরিশ্রম আছে। ভাই-ভাইয়ের দূত অবস্থাও তখনই থাকা সম্ভব যখন দেহ-অভিমান ভেঙে চুরমার হয়ে থাকবে। দেহ-অভিমানে এলেই কম বেশি ক্ষতি হয়ে যায়। দেহি-অভিমानी হয়ে থাকলে কোনও ক্ষতি হবে না। আমরা ভাইকে পড়াই। ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি, এই অভ্যাসটি যেন পাকা হয়ে যায়। যদি স্কলারশিপ নিতে হয় তবে এতখানি পুরুষার্থ তো করতে হবে। যখন বোঝাও তখনই যেন স্মরণ থাকে আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই। সব আত্মারা হল এক পিতার সন্তান। সব ভাইদের পিতার সম্পত্তিতে (স্বর্গ রূপী বর্সা) অধিকার আছে। বোনের আভাসও যেন না হয়। একেই বলে আত্ম-অভিমानी হওয়া। আত্মার এই শরীরটি প্রাপ্ত হয়েছে, সেই আধারে কেউ পুরুষ নাম কেউ নারী নাম প্রাপ্ত করেছে। এসবের উর্ধ্বে তারা হল আত্মা। চিন্তন করা উচিত - বাবা যে পথটি বলে দেন সেই পথটি সঠিক। এখানে বাচ্চারা আসে প্র্যাক্টিস করতে। ট্রেনে বসে ব্যাজ নিয়ে অনেককে বোঝাতে পারো। বসে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করো তোমাদের কতজন পিতা ? তারপরে উত্তর দাও। এই হল অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করার যুক্তি। তারপরে বলো তোমাদের দুই জন পিতা, আমাদের তিনজন। এই অলৌকিক পিতা দ্বারা আমরা বর্সা প্রাপ্ত করি। তোমাদের কাছে ফাস্টক্লাস জিনিস আছে। কেউ বলবে এই নিয়ে কি লাভ ? বলো, আমাদের কর্তব্য হল অন্ধের লার্সি হয়ে পথ দেখানো। যেমন নান -রা সার্ভিস করে, তেমন তোমরাও করো। তোমাদের প্রজা তৈরি করতে হবে। উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্যে পুরুষার্থ করতে হবে। তোমরা সবাইকে চড়তি কলা বা আরোহণ কলায় যাওয়ার পথ বলে দাও। এক পিতাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলে অনেক খুশীর অনুভব হবে এবং বিকর্মও বিনাশ হবে। বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করা খুবই সহজ। কিন্তু অনেক বাচ্চারা গাফিলতি করে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা এবং সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) শেষ সময়ে পাস করতে হলে এই শরীর ও দুনিয়া থেকে উপরাম বা উর্ধ্বে থাকতে হবে, কোনও বস্তুর প্রতি আসক্তি রাখবে না। বুদ্ধিতে যেন থাকে এখন আমরা ট্রান্সফার হতে চলেছি।

২) খুব ধৈর্য সহকারে ভালোবাসা দিয়ে সবাইকে দুই পিতার পরিচয় দিতে হবে। জ্ঞান রত্নের দ্বারা ঝুলি ভরে দান করতে হবে। কাঁটার ফুলে পরিণত করার সেবা অবশ্যই করতে হবে।

বরদান :- সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনার দ্বারা সেফটি অনুভবকারী মায়াজিত ভব

ব্যথা: যে বাচ্চারা স্কুল কর্মের সাথে আত্মিক (রূহানী) সেবা করতে ছুটে ছুটে যায়, এভার রেডি থাকে, তখন এই সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনা সেফটি বা সুরক্ষিত থাকার উপায় হয়ে যায়। যারা সেবায় ব্যস্ত থাকে তারা মায়ার প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকে। মায়্যাও দেখে যে, এদের কাছে অবসর নেই তো ফিরে যায়। যে বাচ্চাদের বাবা আর সেবার প্রতি ভালোবাসা আছে তাদের এক্সট্রা সাহস যুক্ত সাহায্য প্রাপ্ত হয়, ফলে তারা সহজেই মায়াজিত হয়ে যায়।

স্লোগান - জ্ঞান এবং যোগকে নিজের জীবনের নেচার করে নাও, তাহলে পুরানো নেচার বদলে যাবে
।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার লাইট আর শক্তির কারেন্ট (সকাশ) নেওয়ার জন্য সুগন্ধী ফুল হও, ভোরবেলা উঠে স্মরণে বসে, প্রেমপূর্বক বাবার সাথে মিষ্টি - মিষ্টি কথা বলো"

প্রশ্ন :-- সমস্ত বাচ্চারা বাবাকে নম্বরের ক্রমানুসারে স্মরণ করে কিন্তু বাবা কোন্ বাচ্চাদের স্মরণ করেন ?

উত্তর :-- যে বাচ্চারা খুব মিষ্টি, যারা সেবা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। যারা অতি প্রেমের সাথে বাবাকে স্মরণ করে, আনন্দে প্রেমের অশ্রুধারা বয়, এমন বাচ্চাদের বাবাও স্মরণ করে। বাবার দৃষ্টি ফুলের দিকেই যায়, তিনি বলবেন, অমুক আত্মা খুবই ভালো, এই আত্মা যেখানেই সেবা দেখে সেখানেই দৌড়ায়, অনেকেরই কল্যাণ করে। তাই বাবা তাদের স্মরণ করে।

ওম্ শান্তি। বাবা বসে সমস্ত আত্মাদের বোঝান। শরীরও স্মরণে আসে, আত্মাও স্মরণে আসে। শরীর ছাড়া আত্মাকে স্মরণ করা যায় না। বুঝতে পারা যায় যে, এই আত্মা ভালো, এ বাহ্যমুখী, এ এই দুনিয়াতেই ঘুরতে চায়। এ ওই দুনিয়াকে ভুলে আছে। প্রথমে ওদের নাম - রূপ সামনে আসে। অমুকের আত্মাকে স্মরণ করা হয় যে অমুক আত্মা ভালো সার্ভিস করে, এর বুদ্ধিযোগ বাবার সঙ্গে, এর মধ্যে এই - এই গুণ আছে। প্রথমে শরীরকে স্মরণ করলে তারপরে আত্মা স্মৃতিতে আসে। প্রথমে তো শরীরই স্মরণে আসবে কারণ শরীর হলো বড় জিনিস। তারপর আত্মা যা সূক্ষ্ম, অনেক ছোটো, তা স্মরণে আসবে। এই বড় শরীরের কোনো মহিমা করা হয় না। মহিমা আত্মারই করা হয়। বলা হয়, এর আত্মা খুব ভালো সার্ভিস করে, অমুকের আত্মা এর থেকে ভালো। প্রথমে তো শরীর স্মরণে আসে। বাবাকে তো অনেক আত্মাকে স্মরণ করতে হয়। তাঁর শরীরের নাম স্মরণে আসে না একমাত্র রূপ সামনে আসে। অমুকের আত্মা বললে অবশ্যই শরীরের কথা স্মরণে আসে। তোমরা যেমন বুঝতে পারো, এই দাদার শরীরে শিববাবা আসেন। তোমরা জানো যে, এনার শরীরে বাবা আছেন। শরীর তো অবশ্যই স্মরণে আসবে। জিজ্ঞাসা করে যে, আমরা কিভাবে স্মরণ করবো? শিববাবাকে ব্রহ্মার তনে স্মরণ করবো নাকি পরমধামে স্মরণ করবো? অনেকেরই এই প্রশ্ন আসে। বাবা বলেন যে, স্মরণ তো আত্মাকেই করতে হবে কিন্তু শরীরও অবশ্যই স্মরণে আসে। প্রথমে শরীর তারপর আত্মা। বাবা এনার শরীরে বসে আছেন, তাহলে অবশ্যই এই শরীরও স্মরণে আসবে। অমুক শরীরের আত্মার এই গুণ আছে। বাবাও দেখতে থাকেন - কে আমাদের স্মরণ করে, কার মধ্যে অনেক গুণ আছে, কোন্ কোন্ ফুলে সুগন্ধ আছে? ফুলকে সবাই ভালোবাসে। ফুলের তোড়া তৈরী করা হয়। এর মধ্যে রাজা, রানী, প্রজা ভিন্ন - ভিন্ন ফুল - পাতা ইত্যাদি সব বানানো হয়। বাবার নজর তো ফুলের দিকেই যাবে। তিনি বলবেন, অমুকের আত্মা খুবই ভালো। অনেক বড় সার্ভিস করে। আত্মা - অভিমানী থেকে বাবাকে স্মরণ করতে থাকে। যেখানে সেবা দেখবে, সেখানেই ছুটবে। এর পরও যখন ভোরে উঠে স্মরণে বসবে, তখন কাকে স্মরণ করবে? শিববাবা কি পরমধামে স্মরণে আসবে নাকি মধুবনে স্মরণে আসবে? বাবা তো স্মরণে আসবে, তাই না। এনার মধ্যে শিববাবা আছেন, কেননা বাবা তো এখন নীচে এসে গেছেন। তিনি মুরলী শোনাতে নীচে এসেছেন। তাঁর তো এখন নিজের ঘরে কোনো কাজ নেই। সেখানে গিয়ে তিনি কি করবেন? তিনি এই শরীরেই প্রবেশ করেন। তাই প্রথমে অবশ্যই শরীর স্মরণে আসবে, তারপর আত্মা। অমুকের শরীরে যে আত্মা আছে, তা অনন্য এবং সুন্দর। সে সেবা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। সে খুবই মিষ্টি। বাবা বসেও

থাকেন আবার সবাইকে দেখতেও থাকেন । অমুক বাচ্চা খুবই সুন্দর, খুবই স্মরণ করে । বন্ধনে আবদ্ধ বাচ্চাদের বিকারের জন্য কতো মার খেতে হয় । তারা কতো ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করে । যখন অনেক স্মরণ করে তখন খুশীতে চোখে প্রেমের অশ্রুও এসে যায় । কখনো কখনো সেই চোখের জল বেয়ে পড়ে । বাবার আর কি কাজ আছে ! তিনি সবাইকে স্মরণ করেন । তাঁর অনেক বাচ্চাদের কথা স্মরণে আসে । অমুকের আত্মায় শক্তি নেই । বাবাকে স্মরণ করে না । কাউকেই সুখের দান করে না । এ নিজেরই কল্যাণ করে না । বাবা তো এই এমন দেখতেই থাকবেন । এই স্মরণ করার অর্থ লাইট আর শক্তির কারেন্ট প্রদান করা (সকাশ দান) করা । আত্মার কানেকশন তো পরমাত্মার সঙ্গেই থাকে, তাই না । এমন একদিন আসবে যখন এই বাচ্চাও খুবই যোগে থাকবে । এও কাউকে স্মরণ করলে চট করে সাক্ষাৎকার হবে । আত্মা তো হল ছোটো বিন্দু । সাক্ষাৎকার করলেও কেউ বুঝতে পারে না, তবুও শরীর স্মরণে এসে যায় । আত্মা ছোটো তবুও যে স্মরণ করে, তার আত্মা পবিত্র হতে থাকে । একটা বাগানে অনেক ধরনের ফুল থাকে । বাবাও দেখেন যে, এ খুব সুন্দর সুগন্ধী ফুল, আবার এ এতটা নয় । তাহলে এর পদও কম হবে । যে বাবার সাহায্যকারী হয়, সেই উঁচু পদ পায় । সেও, যে সবসময় বাবাকে স্মরণ করে । সেই ব্রাহ্মণ থেকে ট্রান্সফার হয়ে দেবতা হয় । এই বর্ণনা এই সঙ্গমযুগেই করা যেতে পারে যে, এ দৈবী ফুল নাকি আসুরী ফুল ? সকলেই তো ফুল কিন্তু বিভিন্নতা অনেক । বাবাও স্মরণ করতে থাকেন । টিচার তো স্টুডেন্টকে স্মরণ করবেন, তাই না । মনে তো করবেন যে, এ কম পড়ে । ইনি বাবাও আবার টিচারও । বাবা তো আছেনই । শিক্ষকতাই বেশী চলে । টিচারকে তো রোজ পড়াতে হবে । এই পড়ার শক্তিতেই ওরা পদ পায় । ভোরবেলা তোমরা সকল ভাইয়েরা বাবার স্মরণে বসো, এই সাবজেক্টই হলো স্মরণের । এরপর মুরলী চলতে থাকে, সে সাবজেক্ট হলো পড়ানোর । মুখ্য হলো যোগ আর পড়া । একে জ্ঞান আর বিজ্ঞানও বলা হয় । এ হলো জ্ঞান - বিজ্ঞান ভবন, যেখানে বাবা এসে শেখান । এই জ্ঞানে সম্পূর্ণ সৃষ্টির নলেজ পাওয়া যায় । বিজ্ঞানের অর্থ, তোমরা যোগে থাকো যাতে তোমরা পবিত্র হয়ে যাও । তোমরা এই অর্থ জানো । বাবা বাচ্চাদের দেখতে থাকেন । দেহী - অভিমানী হতে পারলেই এই ভূত দূর হবে । এমনও নয় যে সকলের ভূত চট করে দূর হয়ে যাবে । তোমাদের হিসেব - নিকেশ শোধ হলে চলন অনুসারের পদ পাবে । ক্লাস পরিবর্তন হয়ে যায় । এই দুনিয়ার ট্রান্সফার নীচের দিকে হচ্ছে আর তোমাদের হচ্ছে উপরের দিকে । এ কতো তফাত । ওদের কলিযুগী সিঁড়ি নীচে নামতে থাকে আর তোমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগী, সিঁড়িতে উপরে উঠতে থাকো । দুনিয়া তো একই, কেবল এ হলো বুদ্ধির কাজ । তোমরা বলো যে, আমরা হলাম সঙ্গমযুগী । আমাদের পুরুষোত্তম বানানোর জন্য বাবাকে আসতে হয় । তোমাদের জন্য এ হল পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ । বাকি সবাই ঘোর অন্ধকারে আছে । ভক্তিকে তারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে কারণ জ্ঞানের কিছুই তারা জানে না । তোমরা এখন জ্ঞান পেয়েছো, তাই তোমরা বুঝতে পারছ । জ্ঞানের একটুতেই আমরা অর্ধেক কল্পের জন্য উপরে উঠে যাই । এরপর সেখানে জ্ঞানের কোনো কথাই থাকবে না । এই সমস্ত কথা মহারথী বাচ্চারাই শুনে ধারণ করতে থাকবে আর শোনাতে থাকবে । বাকি তো এখান থেকে বের হয়ে গেলেই সব ভুলে যায় । কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্মের রহস্যও ভগবানই বুঝিয়ে বলেন । এ হলো কল্পের সঙ্গম যুগ । যখন পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে নতুন দুনিয়া স্থাপন হয় । বিনাশ এখন সামনে উপস্থিত । তোমরা এখন সঙ্গম যুগে দাঁড়িয়ে আছো আর অন্য মানুষদের জন্য এখন কলিযুগ চলছে । মানুষ কতো ঘোর অন্ধকারে আছে । মানুষ নামতেই থাকে । কেউ তো এই নামানোর নিমিত্তও হবে । সে হলো রাবণ ।

এই সভায় বাস্তবে কোনো পতিতই বসতে পারে না। পতিত মানুষ বায়ুমন্ডলকে খারাপ করে দেবে। কেউ যদি লুকিয়ে এসে বসেও তাহলে সে ধাক্কাও খায়। একদম পড়ে যাবে। ঈশ্বরীয় সভায় যদি কোনো দৈত্য এসে বসে তাহলে চট করে বোঝা যায়। পাথরবুদ্ধি তো আছেই, বাকিরাও পাথরবুদ্ধির হয়ে যাবে। শতগুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে। নিজের ক্ষতি করে ফেলবে। ওরা বলে যে, আমরা দেখবো, এরা কি জানতে পারবে? আমাদের কি প্রয়োজন, যেমন করবে তেমন পাবে। আমাদের জানার দরকার নেই। বাবার সাথে সর্বদা স্বচ্ছ থাকা উচিত। কথিত আছে, সত্য থাকলে আনন্দে নৃত্য করবে। সত্য থাকলে নিজের রাজধানীতেও নৃত্য করবে। বাবাই হলেন সত্য। তাই বাচ্চাদেরও সত্য থাকা উচিত। বাবা জিপ্তেস করেন - শিববাবা কোথায়? বলেন - এর মধ্যে আছে। দূরদেশে থাকেন যিনি, তিনি পরমধাম ছেড়ে এই পরদেশে এসেছেন। তাঁর তো এখন অনেক সেবা করতে হবে। বাবা বলেন যে, আমাকে রাতদিন এখানে সার্ভিস করতে হয়। সল্দিদের, ভক্তদের সাক্ষাৎকার করাতে হয়। এখানেই তো তিনি আছেন। ওখানে তো কোনো সেবাই নেই। এই সেবা ছাড়া বাবা সুখী হন না। এই সম্পূর্ণ দুনিয়ার সার্ভিস করতে হবে। সবাই ডাকতে থাকে যে, বাবা এসো। তিনি বলেন, আমি এই রথের মধ্যে আসি। ওরা ঘোড়ার গাড়ি বানিয়ে দিয়েছে। এখন এই ঘোড়ার গাড়িতে কৃষ্ণ কিভাবে বসবেন! এমনও নয় যে ঘোড়ার গাড়িতে বসার কোনো শখ হয়।

দেহ - অভিমানী আর দেহী - অভিমানী হওয়ার কথা এই সঙ্গম যুগেই হয় আর একমাত্র বাবা ছাড়া এই কথা আর কেউই বুঝিয়ে বলতে পারেন না। তোমরাও এখনই জেনেছো। আগে তোমরাও জানতে না। কোনো গুরু কি এমন শিখিয়েছেন? তোমরা গুরু তো অনেক করেছো। কেউই তোমাদের এমন কথা শেখান নি। অনেক মানুষই গুরু করে। তারা মনে করে, কারোর থেকে যদি শান্তির পথ পাওয়া যায়। বাবা বলেন যে, শান্তির সাগর হলেন একমাত্র বাবা, তিনিই সাথে করে নিয়ে যান। সুখধাম আর শান্তিধামের খবর কেউই জানে না। কলিযুগে এখন শূদ্র বর্ণ। পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে হয় ব্রাহ্মণ বর্ণ। এই বর্ণের কথাও তোমরা ছাড়া আর কেউই জানতে পারে না। এখানে তো সবাই শোনে, বাইরে বের হলেই সবকিছুই ভুলে যায়। ধারণাও হয় না। বাবা বলেন যে, তোমরা যেখানেই যাও, ব্যাজ পড়ে যাও। এতে লজ্জার কোনো কথা নেই। এ তো বাবা অনেক কল্যাণের জন্যই বানিয়েছেন। যে কাউকেই তোমরা এই কথা বুঝিয়ে বলো। কেউ যদি সেন্সেবেল হয় তো বলবে, এতে তোমাদের অনেক খরচ হয়েছে। তোমরা বলো - খরচ তো হতেই হবে। গরীবদের জন্য এটা ফ্রি। ওরা যদি ধারণা করতে পারে তাহলে উঁচু পদ পেতে পারবে। গরীবদের কাছে অর্থ নেই তাহলে তারা কি করবে। কারোর কাছে অর্থ আছে কিন্তু তারা কৃপণ। ইনি প্রত্যক্ষভাবে করে দেখিয়েছেন। সবকিছুই ইনি মায়েদের অধিকারে দিয়ে দিয়েছিলেন। তোমরা বসে সবকিছুর দেখভাল করো কারণ এখন তো তোমরা জ্ঞান পেয়েছো যে পরের দিকে কিছুই স্মরণে আসবে না। অন্তকালে যে স্ত্রীকে স্মরণ করে --। বড় বাড়ি ইত্যাদি থাকলে অবশ্যই স্মরণে আসবে, কিন্তু অল্প জ্ঞান শুনলেও প্রজাতে অবশ্যই আসবে। বাবা তো হলেনই গরীবের ভগবান। কারোর - কারোর কাছে অর্থ থাকলেও তারা কৃপণ হয়। এমনও বুঝতে পারে না যে, প্রথম উত্তরাধিকারী তো শিববাবা। ভগবান উত্তরাধিকারী, এ তো ভক্তিমাৰ্গেও আছে। ঈশ্বর আমাদের অর্থ দেন। তিনি কি কাঙ্গাল যে তাঁকে আমরা দিই? তারা মনে করে ঈশ্বরের নামে আমরা যদি গরীবদের দান করি, তাহলে ঈশ্বর তার পরিবর্তে আমাদের দেবেন। পরের জন্মে তা পাওয়াও তো যায়। এমন বলাও হয় যে, দান দিলে গ্রহণ কাটবে। এই বাবা তো সবকিছুই দিয়ে দিয়েছিলেন, শরীর, মিত্র - সম্বন্ধী আদি সবকিছুই বাবাকে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এ সবকিছুই আপনার। এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়াই গ্রহণে আক্রান্ত। তা কিভাবে এক সেকেণ্ডে দূর হবে, কালো থেকে গোরা কিভাবে হবে, এ এখন কেবল

তোমরাই জানো, এরপর অন্যদেরও তোমরা বুঝিয়ে বোলো। যারা বলে - আমরা নিজেরা বুঝতে পারি কিন্তু কাউকে বোঝাতে পারি না, তারা কোনো কাজের নয়। বাবা বলেন - দান করলে তোমরা গ্রহণ মুক্ত হবে। আমি তোমাদের অবিনাশী রত্নের দান দিই, সে সব তোমরা অন্যদের দিতে থাকো তাহলে ভারতের উপর বা সম্পূর্ণ দুনিয়ার উপর রাহুর যে গ্রহণ লেগে আছে, তা দূর হয়ে যাবে আর বৃহস্পতির দশা শুরু হয়ে যাবে। সবথেকে ভালো হলো বৃহস্পতির দশা। এখন তোমরা জানো যে, প্রধানত ভারত তারপর সম্পূর্ণ দুনিয়ার উপর এখন রাহুর গ্রহণ লেগে আছে। তা কিভাবে দূর হবে? ইনি তো বাবা। বাবা তোমাদের থেকে পুরানো নিয়ে তোমাদের নতুন দিয়ে দেন। একেই বলা হয় বৃহস্পতির দশা। মুক্তিধামে যারা যাবে, তাদের জন্য বৃহস্পতির দশা বলা হবে না। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা এবং সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) সদা খুশীতে নৃত্য করার জন্য সত্য বাবার সঙ্গে সত্যতা বজায় রাখতে হবে। কোনো কিছুই লুকাবে না।

২) বাবা যে অবিনাশী রত্নের দান করেন, তা সবাইকে ভাগ করে দিতে হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে শিববাবাকে নিজের উত্তরাধিকারী বানিয়ে সবকিছুই সফল করতে হবে। এতে কখনোই কুপণ হবে না।

বরদান :-- গম্ভীরতার গুণের দ্বারা ফুল মার্কস জমা করে গম্ভীরতার দেবী বা দেবতা ভব

বর্তমান সময় গম্ভীরতার গুণের খুবই প্রয়োজন, কেননা বলার অভ্যাস অনেক হয়ে গেছে, যা মুখে আসে তাই বলে দাও। কেউ যদি ভালো কাজ করে আর তা বলে দেয়, তাহলে তা অর্ধেক শেষ হয়ে যায়। এতে অর্ধেক জমা হয় আর যে গম্ভীর হয় তার সম্পূর্ণ জমা হয় তাই তোমরা গাম্ভীর্যের দেবী - দেবতা হও আর নিজের ফুল মার্কস জমা করো। বর্ণনা করলে নম্বর কম হয়ে যায়।

স্লোগান :-- বিন্দু রূপে স্থিত হতে পারলে সমস্যাকে এক সেকেণ্ডে বিন্দু লাগাতে পারবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এখন বানপ্রস্থ অবস্থা, অতএব এখন এই শব্দের জগৎ ছাড়িয়ে শব্দহীন জগতে আপন ঘরে ফিরতে হবে তোমাদের, তাই স্মরণের যোগ অভ্যাসে পবিত্র হও"

প্রশ্ন :- উচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে ?

উত্তর :- দৃষ্টি-কোণের প্রতি সতর্ক হও, যা সবচেয়ে বড় প্রবঞ্চক। ক্রিমিনাল দৃষ্টি খুবই ক্ষতিকারক, তাই যতটা সম্ভব নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো। ভাই-ভাই দৃষ্টির অভ্যাস করো। খুব ভোরে উঠে একান্তে বসে নিজেই নিজের সাথে কথা বলো। স্বয়ং ভগবানের আদেশ- "মিষ্টি বাচ্চারা, মহাশত্রু কাম-বিকার থেকে সতর্ক হও।"

ওঁম শান্তি! মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা, তোমরা একথা তো অবশ্যই বুঝেছো যে, কোনও মানুষ এই জ্ঞানের পার্শ্ব পড়াচ্ছেন না এখানে। স্বয়ং ভগবান এই বিশেষ জ্ঞানের পার্শ্ব পড়াচ্ছেন তোমাদের। কিন্তু ভগবানেরও তো পরিচয় চাই। যার নাম এত শ্রেষ্ঠ, তবুও বলা হয় নাম রূপের উর্ধ্বে তিনি। বাস্তবে নাম রূপের উর্ধ্বেই উনি। কত ক্ষুদ্র এক বিন্দু। তেমনি আত্মাকেও তো বলা হয় অতি ক্ষুদ্র এক তারার মতন। আকাশের তারারা কিন্তু ক্ষুদ্র নয়। কেবলমাত্র এই আত্মাই অতি ক্ষুদ্র তারার মতন। বাবাও তেমনি এক বিন্দুর মতন। বাবা হলেন সদাকালের পবিত্র। ওঁনারই এতসব মহিমা - জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর ...! এ বিষয়ে অবশ্য কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। মূল কথাই হলো পবিত্রতার। কাম-বিকারের কারণেই যত ঝগড়া-ঝাঁটি। তাই তো পবিত্র হওয়ার জন্য মানুষ পতিত-পাবন বাবাকে ডাকতে থাকে। অতএব অবশ্যই পবিত্র হওয়া উচিত, এ বিষয়েও কোনো দ্বিমতই নেই। যা কিছু অতীতে ঘটেছে, যত কিছুই বিঘ্ন পড়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি - এসবও নতুন কিছুই নয়। অবলাদের প্রতি এমন অত্যাচার চলতেই থাকে। অন্য কোনও সংসঙ্গে এসবের কোনও চর্চাই হয় না। তাই সেসব জায়গায় কোনও হাঙ্গামাও হয় না। এখানে বাইরের হাঙ্গামা যা হয়, তা কেবল এই বিষয় নিয়েই। যেহেতু বাবা এসে পবিত্র বানান, তাতেই এত হাঙ্গামা। কিন্তু বাবা তো কেবল এখানে বসে জ্ঞানের পার্শ্ব পড়ান। বাবা জানান, উনি আসেন এই বানপ্রস্থ সময়কালে। বানপ্রস্থ অবস্থার প্রকৃত নিয়মকানুন এখান থেকেই শুরু হয়। তাই বানপ্রস্থ অবস্থার যারা তারা তো এই বানপ্রস্থ অবস্থাতেই থাকবে।

বাণীর উর্ধ্বে (শব্দহীন জগতে) পৌঁছবার জন্য পুরোপুরি বাবার স্মরণে থেকে পবিত্র হতে হবে। পবিত্র হওয়ার এই একটাই মাত্র উপায়। আপন ঘরে ফিরতে হলে পবিত্র তো হতেই হবে। সবাইকেই যে ফিরতে হবে। এমন নয় যে দু-চার জনকে যেতে হবে! সমগ্র পতিত দুনিয়ারই পরিবর্তন হবে যে। এই অবিনাশী ড্রামা কারও জানা নেই। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত ড্রামার বিস্তৃত চিত্রনাট্যের চিত্রপট। তাই বাবা বলছেন- নিজেকে আত্মা ভেবে পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করে অতি অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। তবেই তুমি শান্তিধাম আর সুখধামে পৌঁছাতে পারবে। একথা তো প্রচলিতই আছে, গতি আর সদগতিদাতা সেই একজনই। সত্যযুগের জনসংখ্যা হবে যথেষ্টই কম, যারা সম্পূর্ণ পবিত্র হতে পারবে। কলিযুগে অনেক ধর্ম হওয়ার কারণে অপবিত্র হয়ে পড়ে। এ তো খুবই সহজ কথা, যা আগেই জানিয়ে দেন বাবা। বাবা একথাও জানেন, আগামীতে ভীষণ হাঙ্গামাও হবে। পূর্বেই যদি তিনি তা নাই বা জানবেন, তবে কেনই বা এমন যুক্তির রচনা করবেন তিনি! -- আগে নিজের বাড়ী

থেকে সম্মতির চিঠি নিয়ে আসো যে তোমাদেরকে পাঠাচ্ছে এই জ্ঞান অমৃত পান করার জন্য। পূর্বেই তিনি জানতেন, ডামার চিত্রপটে এমন ঝগড়াঝাটির কথাও লিপিবদ্ধ আছে। অনেকেই অতি অল্প সময়েই খুব আশ্চর্য জনক ভাবে খুব ভালভাবে এই জ্ঞানকে বুঝে যায়, অন্যদেরকেও সেই জ্ঞান শুনিয়ে উপযুক্ত করে তোলে-- তবুও অহো মায়া, তাকেও তুমি তোমার দিকে ছিনিয়ে নিলে? এসবও ড্রামাতে পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে যে। যা ভবিষ্যৎ তাকে তো কেউ আটকাতে পারে না। লোকেরা কেবল তা বলতেই পারে, কিন্তু এসবের মর্মার্থ কিছুই বুঝতে পারে না। বাচ্চারা- জ্ঞানের এই পাঠ অতি উন্নত স্তরের। চোখে দেখাও যে কেমন ধোকা দিতে পারে - তা বলার নয়। বর্তমানের দুনিয়াটাই যে তমোপ্রধান। কলেজে পাঠের নিমিত্তে গিয়েও অনেকে খারাপ হয়ে যায়। এমন ঘটনা বিদেশে তো আর কথাই নাই। কিন্তু সত্যযুগে এমন কিছুই হয় না। অথচ, সাধারণ অজ্ঞানী লোকেরা সত্যযুগের আমুকে লাথ-লাথ বছর বলে থাকে। তখন এই বাবা বলেন- সেই হিসেবে বাবা বলেন- এই তো মাত্র কয়েকদিন আগেই তোমাদেরকেই রাজ্য-ভাগ্যের অধিকার দিয়ে গেছিলাম, যা সবকিছুই তোমরা এখন খুইয়ে দিয়েছ। (ঠিক যেমন ভাবে লৌকিকে বাবারা বলেন) তোমাদের এত সম্পত্তি দেওয়া সত্ত্বেও সবই খুইয়ে দিলে? এমনও অনেক বাচ্চা হয় যারা মুহূর্তেই বিশাল সম্পত্তিও উড়িয়ে দেয়। তেমনি অসীম বেহদের এই বাবা বলেছেন- আমি তো তোমাদেরকে এত বিপুল ধন-সম্পদ দিয়ে গেছিলাম, তোমাদেরকে কত যোগ্য করে গড়ে তুলে বিশ্বের মালিক বানিয়েছিলাম, কিন্তু অবিনাশী ডামার চিত্রপট অনুযায়ী এখন তোমাদের কি ভীষণ দুর্দশা। তোমরা তো আমারই সেই বাচ্চারা, যারা সর্ব ক্ষেত্রেই এত সমৃদ্ধ ছিলে। এসব হলো বেহদের কথা, যা কেবলমাত্র তোমরা বি.কে.-রই এর ব্যাখ্যা করতে পারবে। যেমন এক লোকগাথা আছে, এক রাখাল বালক রোজই চিংকার করতো, বাঘ এসেছে-বাঘ এসেছে, যদিও বাস্তবে কোনও বাঘ আসতই না। এরপর একদিন কিন্তু সত্যি-সত্যিই বাঘ এল। তেমনি তোমরাও রোজ-রোজ লোকেদের শোনাও- বিনাশ কিন্তু এখন দোরগোড়ায়। লোকেরা বলে- কই বিনাশ তো হল না? তোমরা কিন্তু নিশ্চিত জানবে, অতি অবশ্যই বিনাশ তো একদিন হবেই হবে। তারাও তোমাদের এই কথাকে রাখালের ঐ লোকগাথার মতন ভাবে। তাদের উদ্দেশ্য বেহদের বাবা বলেন- এমন ভাবটা লোকেদের কোনও দোষ নেই। কল্প পূর্বেও তো এমনটাই হয়েছিল। যা মাত্র ৫-হাজার বছর পূর্বের কথা।

বাবা তো অনেকবারই বলেছেন- একথাও তোমরা বার-বার লিখে জানাতে থাকো যে, ৫-হাজার বছর পূর্বেও হবহ্ব এমনই মিউজিয়াম খোলা হয়েছিল, ভারতে দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপনের উদ্দেশ্যে। খুব পরিস্কার ভাষায় তা লিখলেই লোকেরাও আসবে তা বোঝার জন্য আর এও মেনে নেবে অসীম বেহদের বাবা স্বয়ং এখন এসেছেন। এই বাবার অবিনাশী উত্তরাধীকার মানেই তো স্বর্গ-রাজ্য অধিকারের বাদশাহী। এই ভারতই একদা স্বর্গ-রাজ্য ছিল। নতুন দুনিয়ায় সর্বগ্রে স্বর্গ-রাজ্যের সূচনা হয় নতুন ভারতেই। সেই স্বর্গ-রাজ্য থেকে এখন যা নরক-রাজ্য। বেহদের এই অবিনাশী ড্রামা অনেক বড়। সবাই এই ড্রামার অভিনয়কারী। সর্বাধিক ৮৪-জন্মের পার্ট সম্পন্ন করে এখন আপন ঘরে ফেরার পালা। পূর্বে এই তোমরাই যেখানে সবকিছুরই মালিক ছিলে, এখন সেই তোমাদেরই এমন কাণ্ডাল দশা আজ। অতএব এবার বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চললে আবারও তেমনই মালিক হবে। একথা তোমরা বি.কে.-রই জানো, কল্প-কল্প ধরে এই শ্রীমৎ অনুসারে তোমরাই ভারতকে স্বর্গ-রাজ্য বানাও। এর জন্য অবশ্যই তোমাদের পবিত্র হতে হয়। আর এই পবিত্র হওয়ার রতে ব্রতী হও বলেই নানা প্রকার অত্যাচারও হয় তোমাদের উপর। এবার বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন - অনেকেই এমন আছে, যারা বাইরে বেরোলেই বোধবুদ্ধিহীন হয়ে যায়। আশ্চর্যবৎ শুনন্তী, কথন্তী, জ্ঞান দেবন্তী, কিন্তু

অহো মম মায়া, পূর্বে তারা যেমন ছিলো - আবারও তার চাইতেও খারাপ স্থিতিতে পৌঁছে যায় তারা। যেই কাম-বিকারের খপ্পরে পড়লো, অমনি তাদের চূড়ান্ত অধঃপতন!

এই বাবা অর্থাৎ (পরমাত্মা) শিববাবাই ভারতকে শিবালয় বানান। তাই ওনার বি.কে. বাচ্চাদেরও উচিত তেমন সুন্দর ভাবে পুরুষার্থ করা। বেহদের এই বাবা যে খুবই মিষ্ট। যদি সবাই একথা জেনে যায়, তবে তো দলে দলে আসতে থাকবে এখানে। ফলে পড়াশোনার পরিবেশও নষ্ট হবে। পড়ার জন্য তো একান্ত পরিবেশের দরকার। খুব ভোরবেলায় সুন্দর শান্তির পরিবেশ থাকে। তখন তোমরা শান্ত মনে নিজেদেরকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে বসবে। স্মরণের যোগ ছাড়া বিকর্ম বিনাশ হবে কিভাবে? তোমাদের কেবল এই একটা বিষয়েই লক্ষ্য রাখতে হবে। এখন তোমরা পতিত কাণ্ডালে পরিণত হয়েছ, তাই তোমাদেরকেই ভাবতে হবে আবারও পবিত্র দ্বিমুকুটধারী কিভাবে হতে পারবে। কত সহজ-সরল ভাবে এসব কথা বোঝাচ্ছেন বাবা। হাস্যামা তো হতেই থাকবে। কিন্তু তাতে ভয় পেলে চলবে না। তোমাদের এই বাবা অতি সাধারণ। পোশাকও সব পূর্বের মতনই। কোনো পরিবর্তন নেই। সল্ল্যাসীরা তো তাদের ঘর-সংসার ছেড়ে গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করে। কিন্তু এনার সেই পুরোনো পোশাকই। পার্থক্য কেবল এটাই যে এনার মধ্যে বাবার প্রবেশ ঘটে। যেমন ভাবে লৌকিক বাবা তার সন্তানকে স্নেহ-আদরে লালনপালন করে, ইনিও ঠিক তেমনই করেন। তা কোনো অহংকারের ব্যাপার নয়। এনার চাল-চলনও অতি সাধারণ। তবে থাকার জন্য ঘরবাড়ি তো বানাতেই হবে। অবশ্য তা সাধারণ ঘরবাড়িই। বেহদের এই বাবা তোমাদের পড়ান। চুস্বকের মতন আকর্ষণকারী এই বাবা। তা কি কম কথা! কন্যারা পবিত্র হলে তখন তারা কত সুখ-ভোগ ও আনন্দে থাকে। লোকেরা বলে থাকে, এদের মধ্যে বিশেষ কোনও শক্তি আছে, কিন্তু শক্তি কাকে বলে, যথার্থ রূপে তা তারা জানে না। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান, উনি সবাইকে এমন বানান। কিন্তু সবাই তো আর একই প্রকার হতে পারে না। তা হলে তো চেহারার অবয়বও একই প্রকার হতো। পদও সবার একই হতো। অবিনাশী এই ড্রামার চিত্রপট যে পূর্বেই তৈরি হয়ে থাকে। সেই অনুযায়ী ৮৪-জন্মে ৮৪-অবয়ব পাও তোমরা। ঠিক যেমনটি পেয়েছিলে কল্প পূর্বে, তেমনটি পেতে থাকবে আবারও। এতে কোনও পার্থক্য হয় না। এইসব বিষয়গুলো জেনে ধারণা করে তা ধারণ করতে হয়। বিনাশ তো অতি অবশ্যই হবে। বর্তমান বিশ্বে শান্তি কেউ পেতেই পারো না। লোকেরা নিজেদের মধ্যেই তো লড়াই ঝগড়াতে ব্যস্ত। এদিকে মৃত্যু যে শিয়রে। আবারও ড্রামা অনুসারে এক ধর্মের অর্থাৎ এক ও অভিন্ন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হবে। অতএব অন্য সবগুলি ধর্মের বিনাশ তো হতেই হবে। তাই তো সেই নিমিত্তে লোকেরা কত প্রকারের অ্যাটমিক বোম্ব ইত্যাদি বানিয়েই চলেছে। এর সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগও তো থাকবে। বড়বড় পাথরও পড়বে উপর থেকে, ঘরবাড়ি সব ভেঙ্গে গুড়িয়ে যাবে তাতে। যতই শক্তপোক্ত বাড়িঘর বানাও না কেন, তার ভিতও যতই শক্তিশালী করো না কেন, যাতে ভূমিকম্পও তা অটুট থাকে -কিন্তু তবুও থাকবে না কোনও কিছুই। এমনটাই তো বলা আছে, যা কিছুই তৈরী করো না কেন, ১০০-তলাও বানাও না কেন - তবুও বিনাশ তো হবেই হবে। বর্তমান দুনিয়ার কিছুই যে অবশিষ্ট থাকবে না।

বাবা বলছেন, বি.কে. বাচ্চারা তোমরা এখানে এসেছ বাবার কাছ থেকে স্বর্গ-রাজ্যের অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে। বিদেশে দেখো নিত্য-নতুন কতকিছুই হচ্ছে। একে বলা হয় রাবণের পম্প (আড়ম্বর)। তার সাথে আবার মায়াও বলে-আমিও কিছু কম নই। কিন্তু সেখানে তো তোমাদের সব হীরে-জহরতের মহল থাকে। থাকে খাঁটি সোনার সব জিনিসপত্র। এখানকার মতন সেখানে

দোতলা-তিনতলা বাড়ী বানাবার প্রয়োজন হয় না। চাষের জন্য জমিতেও কোনও কিছু খরচ করতে হয় না। সব কিছুতেই ভরপুর থাকে। অতএব বাচ্চারা তোমাদেরও অনেক বেশী করে পুরুষার্থ করা উচিত। সবাইকে বাবার আগমনের বার্তা জানাতে হবে। অনেক ভাল ভাল ঘরের বাচ্চারাও পাণ্ডুর মতন এখানে আসে, (জ্ঞান ও যোগে) সতেজ হবার জন্য। এ সবই ঘটে ড্রামার চিত্রপট অনুসারে। আবারও তারাই আসবে। অনেকেই তো আসে এখানে, জানিনা তাদের সবার সাথে আমার (ব্রহ্মার) দেখা হবে কিনা? কিন্তু এরা সবাই এই জ্ঞান মার্গে চলতে পারবে কিনা? আসে তো অনেক অনেক সংখ্যায়, আশ্চর্যবৎ তারা আবার পালিয়েও যায় এখান থেকে। পরে চিঠি লিখে জানায়-বাবা আমার অধঃপতন হয়েছে। --আরে, এত পরিশ্রমের পুণ্য অর্জন, তা এভাবে খোয়ালে! আবার তো আর সেই একই উচ্চতায় উঠতেই যে পারবে না তুমি। যা কিনা অবজ্ঞার চরম দশা। জাগতিক লোকেরা অর্ডিন্যান্স বের করে - অমুক সময়ে কেউ যেন ঘর থেকে না বেরোয়। অন্যথায় গুলিতে মৃত্যুও হতে পারে। তেমনি এই বাবাও বলেন- কাম-বিকারে গেলেই তুমিও তেমনি গুলি বিদ্ধ হবে। এ যে ভগবানের আদেশ। অতএব সাবধানে তো থাকতেই হবে।

আজকাল আবার পেটে গ্যাস ইত্যাদি হলে বসে বসেই অনেকের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়। এসবও ড্রামার চিত্রপটে খোঁদিত আছে। অন্তিম পর্বে হাসপাতাল ইত্যাদিও এসব আর কিছুই থাকবে না। আত্মা ঝটপট এক শরীর ত্যাগ করে অপর শরীর গ্রহণ করবে। সব দুঃখ-কষ্টেরও অবসান ঘটবে। সেই দুনিয়াতেও এসব নাই। আত্মারা সেখানে স্বতন্ত্র। সেখানে যার যখন আয়ুষ্কাল সম্পূর্ণ হয়, তখন আত্মা দেহত্যাগ করে। সেখানে কাল (মৃত্যু) বলে কেনও শব্দই নেই। যেখানে রাবণ নেই, সেখানে কাল-ও নেই। কাল রাবণের দূত, ভগবানের নয়। ভগবানের বাচ্চারা খুবই মিষ্ট স্বভাবের। বাবা কখনো বাচ্চাদের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারেন না। ড্রামার চিত্রপট অনুসারে কল্পের (তিন-চতুর্থাংশ) চার ভাগের তিন ভাগই সুখ পেয়ে থাকে। তোমরা বি.কে.-রাই। তাই যে বাবা তোমাদেরকে এত সুখ প্রদান করেন, ওনার শ্রীমৎ অনুসারে তো অবশ্যই চলা উচিত। এটাই যে তোমাদের অন্তিম জন্ম। তাই বাবা জানাচ্ছেন, ঘর-পরিবারে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেই এই অন্তিম জন্মে তোমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। একমাত্র এই বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্মের বিনাশ হয়। জন্মজন্মান্তরের পাপের বোঝা যে তোমাদের মাথায়। অতএব এই তমোপ্রধান অবস্থা থেকে সতোপ্রধান অবস্থায় অবশ্যই আসতে হবে তোমাদের। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান, সব ক্ষমতার অধিকারী (অথরিটি)। যারা শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েন, তাদেরকেও অথরিটি বলা হয়। সেই হিসাবে তোমাদের এই বাবা সবারই অথরিটি। --আমি এসেই এই ব্রহ্মার দ্বারা সব শাস্ত্রের সার শোনাই তোমাদের। অতএব নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের পাপের বিনাশ হবে। জলে স্নান করলে তুমি পবিত্র হবে কি প্রকারে ? তার কোথাও কোথাও আবার এক গণ্ডুষ জলে স্নান করেই, তাকেই আবার তীর্থ-স্থানের তকমা দেয় অনেকেই। একেই বলা হয় তমোপ্রধানের নিশ্চয়তা। আর তোমাদের এসব হলো সতোপ্রধানের নিশ্চয়তা। তাই বাবা বলছেন, এসবে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ভগবান যেভাবে পবিত্র হওয়ার জন্য আদেশ করেছেন, কখনো তার অবজ্ঞা করবে না। খুব সতর্ক থাকতে হবে এসব বিষয়ে। পবিত্র হয়ে বাপ আর দাদা উভয়ের পালনার রিটার্ন পবিত্র হয়ে দেখাতে হবে।

২) ড্রামার ভবিষ্য অটল-নির্ধারিত, এমনটা জেনে সদা নিশ্চিন্তে থাকবে। বিনাশের পূর্বেই বাবার বার্তা সবার কাছেই পৌঁছে দিতে হবে।

বরদান :- এক "বাবা" শব্দের স্মৃতিতে স্মরণ আর সেবায় থেকে প্রকৃত যোগী ও প্রকৃত সেবাধারী হও

বিস্তার :- বাচ্চারা, তোমরা মুখে আর মনে বারবার বাবা শব্দ উচ্চারণ করে থাকো, বাচ্চা বলেই বাবা শব্দ মনে আসা বা ভাবাটাই হল যোগ আর মুখে বারবার বলতে থাকা - বাবা এভাবেই বলেছেন, বাবা একথা বলেছেন - এটাই হল সেবা। কিন্তু এই বাবা শব্দ কেউ অন্তর থেকে বলে, কেউ বলে জ্ঞানের আধারে। যে অন্তর থেকে বলে, তার অন্তরে সদা প্রত্যক্ষ প্রাপ্তি স্বরূপ খুশী আর শক্তির প্রাপ্তি হয়, আর বুদ্ধির আধারে যারা, তারা তা বলার সময় যে খুশী পায়, তা সদাকালের নয়।

স্লোগান :- পরমাত্মা রূপী অগ্নিশিখার প্রতি যারা সম্পূর্ণ রূপে সমর্পিত হয়, তারাই প্রকৃত বহি-পতঙ্গ ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার কর্তব্য হলো, কাঁটার জঙ্গলকে বিনাশ করে ফুলের বাগান তৈরী করা, এতেই নশ্বরওয়ান(ফার্স্টক্লাস) ফ্যামিলি প্ল্যানিং হয়ে যায়"

প্রশ্ন:- ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর ফার্স্টক্লাস শাস্ত্র কোনটি এবং কিভাবে?

উত্তর:- গীতা হলো ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর ফার্স্টক্লাস শাস্ত্র। কারণ গীতার দ্বারাই বাবা অনেক ধর্মের বিনাশ করে এক ধর্মের স্থাপনা করেছেন। গীতা-তেই ভগবানের মহাবাক্য রয়েছে, কাম মহাশত্রু। যখন কাম-রূপী শত্রুর উপর বিজয়লাভ কর তখন স্বাভাবিকভাবেই ফ্যামিলি প্ল্যানিং হয়ে যায়। এই কার্য হলো একমাত্র বাবার। এ কোনো মানুষের কার্য নয়।

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ। বাবা বসে তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের বোঝান যে, এই দুনিয়াকে তো অবশ্যআসুরী দুনিয়া বলা হবে। আর নতুন দুনিয়াকে দৈবী দুনিয়া বলা হবে। দৈবী দুনিয়ায় অল্পসংখ্যক মানুষ থাকে। এখন এই গুপ্ত কথাও কাউকে বোঝান উচিত। যারা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মন্ত্রী হন, তাদেরকেও বোঝান উচিত। বলা, গীতার কথা অনুযায়ী ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর কর্তব্য তো একমাত্র বাবার। গীতাকে তো সবাই মানে। গীতা হলোই ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর শাস্ত্র। গীতার দ্বারাই বাবা নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। তাঁর এই ভূমিকা(পার্ট) স্বাভাবিকভাবেই ড্রামায় ফিক্সড হয়ে রয়েছে। বাবাই এসে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন অথবা পবিত্র জাতীয়তা (ন্যাশানালিটি) স্থাপনা করেন। নিজেকে দেবী-দেবতা ধর্মেরই বলবে। গীতায় ভগবান পরিস্কার ভাবে বলেছেন যে, আমি আসিই এক ধর্মের স্থাপনা করতে, আর বাকি সব ধর্মের বিনাশ করতে। আর এতেই ফ্যামিলি প্ল্যানিং অত্যন্ত ভালভাবে হয়ে যাবে। সমগ্র সৃষ্টিতে জয়-জয়কার হবে আর এক আদি সনাতন ধর্মের স্থাপনা হয়ে যাবে। মানুষের সংখ্যা অত্যধিক হওয়ার কারণে অনেক নোংরা(অপবিত্র) হয়ে গেছে। ওখানকার পশু, পাখী ইত্যাদি সবই ফার্স্টক্লাস হবে, যা দেখলেই হৃদয় খুশীতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, ভয়ের কোনো কারণ নেই। বাবা বসে বোঝান যে, তোমরা আমাকে ডেকেছই এইজন্য যে এসে ফ্যামিলি প্ল্যানিং কর অর্থাৎ অপবিত্র পরিবারকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আর পবিত্র পরিবারের স্থাপনা কর। তোমরা সবাই বলতে -- বাবা এসো আর এসে অপবিত্র দুনিয়ার বিনাশ করে নতুন দুনিয়া তৈরী কর। এ হলো বাবার-ই প্ল্যানিং। দেখলেই হৃদয় খুশীতে ভরে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণকে দেখলেই তোমাদের হৃদয় খুশীতে ভরে ওঠে, তাই না। ওখানে তো যেমন রাজা-রানী তেমনই প্রজা, সবই ফার্স্টক্লাস। এই পরিবার পরিকল্পনার যুক্তি তো ড্রামায় ফিক্সড হয়ে রয়েছে। বাচ্চারা তোমাদের বোঝাতে হবে -- পারলৌকিক পিতা তো ফার্স্টক্লাস সত্যযুগের প্ল্যানিং করেন, কাঁটার জঙ্গলকেই ধ্বংস করে দেয়। সমগ্র কাঁটার জঙ্গল-সদৃশ দুনিয়াতেই(ভেষ্টোর) আগুন লেগে যায়। এই কার্য তো একমাত্র বাবার-ই। তোমরা কিছুই করতে পার না। যতই পরিশ্রম কর, সফল কেউ-ই হতে পারবে না। বাবা বলেন -- যে কাম-বিকারকে তোমরা নিজেদের মিত্র বলে মনে কর আসলে তা হলো সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু। অনেকেই আছে যারা এর মিত্র হয়ে যায়। বাবা অর্ডিন্যান্স বের করেন -- তোমরা এর উপর বিজয়লাভ কর। তোমরা বোঝাও যে -- বাবা বলেন, কাম হলো মহাশত্রু। বেচারারা তো জানেই না যে ফ্যামিলি প্ল্যানিং কিভাবে হচ্ছে। ড্রামা অনুসারে এ তো প্রতি কল্পে বাবা-ই করে থাকেন। এর পুনরাবৃত্তি হতেই থাকবে। সত্যযুগে অনেক কমসংখ্যক মানুষ হয়, এতে চিত্তার কোন কারণ নেই। প্র্যাকটিক্যালি বাবা এখন এই কার্য সম্পাদন করছেন। তারা তো মাথা চাপড়াতে থাকে। শিক্ষামন্ত্রী-কেও বোঝাও। এখনকার মানুষের চরিত্র অত্যন্ত খারাপ। দেবতাদের চরিত্র কত ভাল ছিল। তোমরা বেপরোয়াভাবে কথা বল। বলা, এ কোনো মন্ত্রীর কর্ম নয়। এ তো একমাত্র উচ্চ থেকে উচ্চতম বাবার কর্ম। এই দেবতাদের রাজস্বে তো এক ধর্ম, এক রাজ্য, এক ভাষা ছিল। কত অল্পসংখ্যক মানুষ ছিল। কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক বাচ্চাই এইরকম যুক্তিযুক্তভাবে বলতে পারে। কারণ তাদের সেই আধ্যাত্মিক অথরিটি থাকে না। তাদেরকে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখানো উচিত। এই ফ্যামিলি প্ল্যানিং বাবা-ই করেছিলেন। এখন পুনরায় করছেন। এঁাদের (লক্ষ্মী-নারায়ণ) রাজ্য স্থাপন করা হচ্ছে।

বাবা বলেন -- এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র সর্বদা সন্মুখে রাখো আর অনেক আলো ইত্যাদি দিয়ে সাজাও। প্রভাতফেরীতেও যেন এই ট্রান্স লাইটের চিত্র থাকে। যা একদম পরিষ্কারভাবে সকলেই দেখতে পারে। তোমরা বলা যে, আমরা এইরকম ফ্যামিলি প্ল্যানিং করছি। যেমন রাজা-রানী তেমনই প্রজা। পবিত্র রাজস্বের(ডিটি ডিনায়েস্টি) স্থাপনা হচ্ছে। আর বাকি সব বিনাশ প্রাপ্ত হবে। তোমরা তো বলেও থাকো যে, হে পতিত-পাবন এসো, আমাদের পবিত্র কর। তা তো একমাত্র বাবাই

করতে পারেন। একমাত্র দেবী-দেবতা ধর্মই পবিত্র হয়। বাকি সব শেষ হয়ে যায়। তোমরা বোঝো যে, সব প্ল্যানিং শিববার হাতেই রয়েছে। সত্যযুগে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। ওখানে থাকেই দেবতা-বংশীয়রা, শূদ্ররা সেখানে থাকে না। এ হলো অতি সুন্দর পরিকল্পনা। আর বাকি সব ধর্মের বিনাশ হয়ে যাবে। বাবার এই পরিকল্পনাকে এসে তোমরা বোঝো। তোমাদের এই কথা শুনে অনেকেই তোমাদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে। এই মন্ত্রী ইত্যাদিরা কিভাবে নির্বিকারী পরিবারের পরিকল্পনা করতে পারে। বাবা অর্থাৎ যিনি উচ্চ থেকে উচ্চতম ভগবান, তিনিই আসেন এই প্ল্যানিং করতে। বাকি আর যে সব অনেক ধর্ম রয়েছে, সেগুলিকে বিনাশ করে দেন। এই বিষয়টি রয়েছেই অসীম জগতের পিতার হাতে। পুরানো জিনিসকে নতুন করে দেন। নতুন দুনিয়ার স্থাপন করে পুরানোকে বিনাশ করে দেন। এও ড্রামায় ফিঙ্গড হয়ে রয়েছে। তোমাদের বোঝানো উচিত যে -- বোনেরা এবং ভাইয়েরা, বাবা তোমাদের বলছেন যে, এই সৃষ্টি-চক্রের আদি-মধ্য-অন্তকে তোমরা জানো না। সত্যযুগের প্রারম্ভে না এতো মানুষ থাকে, আর না ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর কথা বাবা বলেন। প্রথমে তোমরা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে এসে বোঝো। বাবা-ই সঙ্গতিদাতা। সঙ্গতি অর্থাৎ সত্যযুগের মানুষ। প্রথম-প্রথম এই দেবী-দেবতারা অতি অল্পসংখ্যক ছিল। সেই ধর্ম ছিল ফাস্টক্লাস। ফুলেদের জন্য বাবা ফাস্টক্লাস প্ল্যানিং তৈরী করেন। কাম হলো মহাশত্রু। আজকাল তো এরজন্য প্রাণও দিয়ে দেয়। কারোর যদি কারোর সাথে প্রেম থাকে, মা-বাবা যদি বিয়ে না দেয়, ব্যস্ তাহলে ঘরেই শোরগোল(ঝামেলা) শুরু করে দেয়। এ হলো অপবিত্র দুনিয়া। সকলেই একে-অপরকে কাঁটা ফোটাতে থাকে। সত্যযুগে তো পুষ্পবর্ষণ হয়। তাই এমন-এমন বিচার সাগর মন্থন কর। বাবা ইশারা দিতে থাকেন। তোমরা এদের রিফাইন কর। চিত্রও ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের তৈরী করা হয়। ড্রামা অনুসারে যা কিছুই হয় তা সবই সঠিক। কাউকে বোঝানোও অনেক সহজ। সকলের ধ্যানকে বাবার দিকে আকর্ষণ করতে হবে। এই কার্যও একমাত্র বাবার-ই। এখন এই কার্য তো বাবা উপরে বসে করবেন না। তিনি বলেনও যে, যখন-যখন ধর্মের অতি গ্লানি হয়, যখন রাজ্য আসুরীয় হয়ে যায় তখন-তখনই আমি এসে এই সবকিছুর বিনাশ করে দৈবী-রাজ্যের স্থাপনা করি। মানুষ তো অজ্ঞানতার নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। এই সবকিছুই বিনাশ প্রাপ্ত হবে। যারা নির্বিকারী হয় তাদেরই পরিবার এসে এখানে রাজত্ব করে। গায়নও রয়েছে -- ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, কিসের? এই পরিবারের। এই পরিকল্পনাই এখন হচ্ছে। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা পবিত্র হয় তাহলে তাদের জন্য অবশ্যই পবিত্র দুনিয়া চাই। এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ অতি ক্ষুদ্র। এই অতি অল্পসময়ের মধ্যে কত ভাল প্ল্যানিং করে দেন। বাবা সকলের হিসেব-নিকেশ চূত করিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে যান, এতো সব নোংরা(অপবিত্রতা) তো সেখানে নিয়ে যাবেন না। ছি-ছি অর্থাৎ অপবিত্র আত্মারা যেতে পারে না, তাই বাবা এসে ফুলে পরিনত করে নিয়ে যান। এমন-এমন কথার উপর বিচার সাগর মন্থন কর। তোমরা অনুভব (রিয়েলাইজেশন) করতে থাকো। বাবা বলেন, আমি এক ধর্মের স্থাপনা করার জন্য তোমাদের রিহাসাল করাই। এই পরিবার পরিকল্পনা কে করেন? বাবা বলেন যে, আমি কল্প-পূর্বের মতন নিজের কার্য করছি। আহ্বানও করে, অপবিত্র(পতিত) ফ্যামিলিকে পরিবর্তিত করে পবিত্র ফ্যামিলি স্থাপন কর। এইসময় সকলেই পতিত। বিবাহের জন্য লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ করে। তারা কত অনুষ্ঠান করে এবং আরোই পবিত্র থাকার বদলে অপবিত্র হয়ে যায়।

বাচ্চারা, তোমাদের এখন এই ঈশ্বরীয় কার্য(ধান্দা) করা উচিত। সকলকে বোঝানো উচিত। সকলেই আসুরী(অজ্ঞানতার) নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, তাদের জাগরিত করা উচিত। নিজে সুন্দর(গৌরবর্ণ) হয়ে অন্যদেরও এমন বানাও। তবেই বাবার ভালোবাসা পাবে। সেবাই যদি না কর তবে আর কি পাবে? যদি কেউ বাদশাহ হয় তবে তো সে অবশ্যই কিছু ভাল কর্ম করেছে। এ তো যে কেউ বুঝতে পারে। এরা রাজা-রানী, আমরা দাস-দাসী তাহলে তো অবশ্যই পূর্ব জন্মে এমনই কিছু কর্ম করেছি। খারাপ কর্ম করলে জন্মও খারাপ হয়। কর্মের গতি চলতেই থাকে। এখন বাবা তোমাদের ভাল কর্ম করা শেখাচ্ছেন। ওখানেও এমন অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারেই এমন হয়েছে। কিন্তু কি কর্ম করেছি তা জানবে না। কর্মের গায়নও (স্মরণ) হবে। যে যত ভাল কর্ম করে সে তত উচ্চপদ লাভ করে। উচ্চ(শ্রেষ্ঠ) কর্মের দ্বারাই উচ্চ(মহান) হয়ে যায়। ভাল কর্ম না করলে ঝাড়ু দেয়, অন্যের বোঝা ওঠায়। একে তো কর্মফলই বলা হবে, তাই না। কর্মের থিওরি চলতেই থাকে। শ্রীমত অনুসারেই সুকর্ম হয়। কোথায় বাদশাহ, আর কোথায় দাস-দাসী। বাবা বলেন, এখন ফলো ফাদার। আমার শ্রীমত অনুসারে যদি চলো তবে উচ্চপদ লাভ করবে। বাবা সাক্ষাৎকারও করান। এই মাঝা, বাবা (ব্রহ্মা), আর বাচ্চারা এতো মহান(উচ্চ) হয়ে যায়, এও তো কর্মের জন্যই, তাই না। অনেক বাচ্চারা আবার কর্মকে বুঝতে পারে না। পরে সকলেরই সাক্ষাৎকার হবে। সঠিকভাবে পড়লে, লিখলে তবেই রাজা(নবাব) হবে, আর ক্রন্দন বা দুঃখ করলে খারাপ হবে। এ তো ওই(লৌকিক) পড়াশোনাতেও হয়। ভগবানুবাচ, এইসময় সমগ্র দুনিয়া কাম-চিতায় জ্বলে-পুড়ে মরে যাচ্ছে। তারা বলে যে, স্ত্রী-দের(নারী) দেখলে তাদের স্থিতি খারাপ হয়ে যায়। ওখানে(স্বর্গে) তো স্থিতি এভাবে খারাপ হবে না। বাবা বলেন, নাম-রূপ দেখোই না। তোমরা ভাই-ভাইকে দেখো। লক্ষ্য(গন্তব্য) অনেক উঁচু। বিশ্বের মালিক হতে হবে। একথা কখনো কারোর বুদ্ধিতে আসে না যে -- এই লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক কিভাবে হয়েছে? বাবা বলেন,

আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিই। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ সর্বগুণসম্পন্ন ছিল। আজকাল যাদের তোমরা নতুন রক্ত(নিউ জেনারেশন) বলো তারা কিরকম করতে থাকে! গান্ধীজী কি এই শিখিয়েছে? রাম-রাজ্য বানানোর যুক্তি চাই। এ তো একমাত্র বাবার কাজ। বাবা তো এভার পিওর(পবিত্র)। তোমরাও ২১ জন্ম পবিত্র থাকো আবার ৬৩ জন্মের জন্য অপবিত্র হয়ে যাও। বোঝানোর নেশাতেও মত্ত হওয়া উচিত। বাবা বাচ্চাদের বোঝান -- বাচ্চারা, পবিত্র হও। *আচ্ছা*!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা এবং সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের অবস্থাকে সদা একরস, অচল বানানোর জন্য কারও নাম-রূপকে যেন দেখা না হয়। ভাই-ভাইকে দেখো। দৃষ্টি পবিত্র করো। বোঝানোর অথরিটি ধারণ কর।

২) বাবার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য বাবার সমান কর্ম করতে হবে, যারা আসুরী (অস্ত্রানতা) নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, তাদের জাগরিত করতে হবে। সুন্দর(গৌরবর্ণ) হয়ে অপরকেও তেমন বানাতে হবে।

বরদান:- 'বালক তথা মালিক'- এই স্মৃতি দ্বারা সর্ব ভান্ডারকে নিজের করে নেওয়া স্বরাজ্য অধিকারী ভব*

বিস্তার:- বাচ্চারা, এইসময় তোমরা শুধু বালক নও বরং তোমরা বালক তথা মালিক, এক হলো স্বরাজ্যের অধিকারী অর্থাৎ মালিক আর দ্বিতীয় হলো বাবার অবিদ্যাবাদী সম্পদের মালিক(বিশ্বরাজ্য অধিকারী)। যখন স্বরাজ্য অধিকারী, তখন নিজের কর্মেন্দ্রিয় গুলি তোমার আশ্রয়(অর্ডার প্রমাণ) হয়। কিন্তু অনেকসময় মালিক মনোভাবাপন্নতার স্মৃতিকে ভুলিয়ে, মন সবকিছু বশ করে নেয় তাই তখন বাবার মন্ত্র হলো 'মন্মনাভব'। মন্মনাভব থাকলে কোনো ব্যর্থ কথার প্রভাব পড়বে না আর নিজেকে সর্ব ভান্ডারে সমৃদ্ধ বলে অনুভূত হবে।

শ্লোগান:- পরমাত্ম প্রেমের দোলনায় উড়তি কলার আনন্দকে অনুভব করাই হলো সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাগ্য*।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই শরীর সহ সব কিছুর থেকে আসক্তি সরিয়ে ফেলতে হবে। যখন তোমরা অর্থাৎ আত্মারা, পবিত্র কর্মাতীত হয়ে যাবে তখন নিজ নিকেতনে যেতে পারবে"

প্রশ্নঃ - কি কারণে আত্মারা ভীষণ রকম ভয় পায় আর সে কেনই বা ভয় পায় ?

উত্তরঃ - আত্মার শরীর ত্যাগ করতে ভীষণ ভয় করে, কারণ তার শরীরের প্রতি মমতা এসে যায়। যদি কেউ অতি দুঃখে শরীর ত্যাগ করতে চায়, তবে তার পাপ-কর্মের শাস্তি ভোগ তো করতেই হবে। বাচ্চারা, সঙ্গমে তোমাদের কোনোই ভয় নেই। তোমরা আরো বেশী খুশীতে থাকো যে আমরা পুরানো শরীর ছেড়ে বাবার কাছে যাব।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে এক হল জ্ঞান, দ্বিতীয় হল ভক্তি। ড্রামাতে এটা পূর্ব-নির্ধারিত হয়ে আছে। ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে আর কেউই জানে না। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা তো জানো। সত্যযুগে মৃত্যু-ভয় থাকে না, অবগত থাকে আমাদের এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর নিতে হবে। দুঃখ-কাল্লা ইত্যাদির ব্যাপার নেই। এখানে মৃত্যুর জন্য ভয় থাকে। আত্মা শরীর ত্যাগ করতে দুঃখ পায়। ভয় পায়, কারণ আবার দ্বিতীয় জন্ম নিয়ে দুঃখই সহ্য করতে হবে। তোমরা তো হলে সঙ্গমযুগী। বাচ্চারা, তোমাদের বাবা বুঝিয়েছেন এখন ফিরে যেতে হবে। কোথায় ? গৃহে। সেইটা হল ভগবানের গৃহ। এটা কোনো গৃহ হল না, যেখানে ভগবান আর তোমরা এই বাচ্চা রূপী আত্মারা থাকো তাকেই গৃহ বলা হয়। সেখানে এই শরীর থাকে না। যেমন মানুষ বলে আমরা ভারতে থাকি, গৃহে থাকি, সেরকম তোমরা বলবে- আমরা সকলেই অর্থাৎ আমরা আত্মারা সেখানে নিজ- গৃহে থাকি। সেটা হলো আত্মাদের গৃহ, আর এটা হলো জীব- আত্মাদের গৃহ। ওটাকে বলা হয় মুক্তি ধাম। মানুষ সেখানে যাওয়ার জন্য তো পুরুষার্থ করে- যাতে আমরা গিয়ে ভগবানের সাথে মিলিত হতে পারি। ভগবানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য খুব খুশীতে থাকা চাই। এই যে আত্মার শরীর আছে, এতে আত্মার ভীষণ মোহ এসে গেছে, সেই জন্য সামান্য অসুখ-বিসুখ করলেই ভয় করে-এই শরীর যেন না ছেড়ে যায়। অজ্ঞান কালেও ভয় থাকে। এই সময়, অর্থাৎ কি না সঙ্গম যুগে, তোমরা জানো এখন ফিরে যেতে হবে বাবার কাছে, ভয়ের ব্যাপার নেই। বাবা খুব সুন্দর যুক্তি বলেছেন। পতিত আত্মারা তো আমার কাছে মুক্তিধামে আসতে পারবে না, ওটা হলই পবিত্র আত্মাদের গৃহ। এটা হল মানুষদের গৃহ। এখানে শরীর তৈরী হয় পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা, তাই পঞ্চতত্ত্বও এখানে থাকার জন্য আকর্ষণ করতে থাকে। আকাশ, জল, বায়ু...ওখানে (মূলবতনে) এই তত্ত্ব নেই। এটা হল বিচার সাগর মন্তন করার যুক্তি। আত্মা এই প্রপার্টি নিয়ে নিয়েছে, সেইজন্য শরীরের প্রতি মমতা এসে গেছে। তা না হলে তো আমরা আত্মারা হলাম ওখানে থাকারই। এখন আবার পুরুষার্থ করে ওখানে যাওয়ার জন্য। যখন তোমরা পবিত্র আত্মা হয়ে যাও তখন আবার তোমাদের সুখ প্রাপ্তি হয়, দুঃখের কোনো ব্যাপারই নেই। এই সময় হলই দুঃখধাম। তাই এই পাঁচ তত্ত্বও আকর্ষণ করতে থাকে উপর থেকে নীচে এসে ভূমিকা পালন করার জন্য। *প্রকৃতির আধার তো অবশ্যই নিতে হবে, না হলে তো খেলা চলবে না। এই খেলা দুঃখ আর সুখের তৈরী*। যখন তোমরা সুখে থাকো তখন এই পঞ্চতত্ত্বের তৈরী শরীরের উপর কোনো আসক্তি থাকে না। ওখানে তো পবিত্র থাকে। শরীরের প্রতি এতো মমতা থাকে না। এই পঞ্চতত্ত্বের আসক্তিও ছেড়ে দেয়। আমরা পবিত্র হই, সেখানে আবার শরীরও যোগ-বলের দ্বারা তৈরী হয়, সেই কারণে মায়া আকর্ষণ করে না। আমাদের সেই শরীর যোগ বলের দ্বারা নির্মিত বলে দুঃখ হয় না। ড্রামা কিরকম বিস্ময়কর ভাবে (ওয়ান্ডারফুল)তৈরী। এটাও অনেক সূক্ষ্ম ভাবে বোঝার ব্যাপার। যে খুব বুদ্ধিমান আর সার্ভিসে সদা উপস্থিত থাকে সেই ভালো ভাবে বুঝতে পারে। বাবা বলেছেন- ধন দান করলে ধন হ্রাস পায় না। দান করতে থাকলে ধারণাও হবে। নয়তো ধারণা হওয়া মুশকিল আছে। এরকম মনে করো না যে লিখলে ধারণা হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, কারোর কল্যাণের জন্য লিখে পয়েন্টস পার্টিয়ে দিলে সেটা আলাদা ব্যাপার। নিজের তো কাজে আসে না। কেউ আবার কাগজে লিখে ফালতু মনে করে ফেলে দেয়। এটাও মনে মনে বুঝতে হবে আমি যে লিখছি সেটা আবার কাজে আসবে। লিখে ফেলে দিলে তাতে কি লাভ। এটাও আত্মা যেন নিজেকে ঠকায়। এটা তো ধারণা করার জিনিস। সামান্য কিছুও মনে রাখতে না পারলে বাবা লিখে রাখতেন। বাবা তো রোজই বোঝাতে থাকেন। সর্বপ্রথম তোমাদের বাবার সাথে কানেকশন হয়। বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। আবার ওখানেও তোমরা পবিত্র থাকো। আত্মা আর শরীর দুটোই পবিত্র থাকে। আবার সেই শক্তি (পবিত্রতার বল) নিঃশেষ হয়ে গেলে পঞ্চতত্ত্বের শক্তি আত্মাকে আকর্ষণ করে। আত্মার গৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য শরীরকে ছেড়ে দিতে মন চায়। তোমরা পবিত্র হয়ে শরীর

ঐরকম ভাবে সহজেই ত্যাগ করবে যেমন মাখন থেকে একটা চুলকে টেনে বের করা যায়।

বাম্বারা, তোমাদের সমস্ত জিনিসের প্রতি এমনকি নিজের শরীরের প্রতিও আসক্তি ত্যাগ করতে হবে। আমরা আত্মারা বিনা শরীরেই এসেছিলাম, আমরা পবিত্র (পিওর) ছিলাম। এই দুনিয়ার সাথে মমতা ছিল না। ওখানে শরীর ত্যাগ করলে কেউ কাঁদে না। কোনো কষ্ট বা অসুখ নেই। শরীরের প্রতি আসক্তি নেই। যেরকম আত্মা ভূমিকা পালন করে- এক শরীর বৃদ্ধ হলে তখন আবার দ্বিতীয় শরীর ধারণ করে, নিজ ভূমিকা পালন করার জন্য। ওখানে তো রাবণ রাজ্যই নেই। তবে এই সময় বাবার কাছে যেতে হৃদয় চায়। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। এই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। বাবা বলেন পবিত্র হয়ে আমার কাছে আসতে হবে। এখন সবাই পতিত, সেই কারণে পাঁচ ত্বের পুতুলের উপর মোহ এসে যায়, একে ত্যাগ করতে মন চায় না। নইলে তো বিবেক বলে- শরীর চলে গেলে আমরা বাবার কাছে চলে যাব। এখন পুরুষার্থ করতে হবে, আমাদের যে পবিত্র হয়ে বাবার কাছে যেতে হবে। বাবা বলেছেন-তোমরা তো আমার ছিলে, এখন আবার আমাকে স্মরণ করো, তবে আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে, আবার এই শরীর ধারণ করতেও কোনো কষ্ট হবে না। এখন শরীরের প্রতি মোহ আছে, তাই ডাক্তার ইত্যাদিদের ডাকা হয়। তোমাদের তো খুশীতে থাকা চাই, যে আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি। এই শরীরের সাথে এখন আমাদের সংযোগ নেই। এখানে আমরা শরীর পেয়েছি ভূমিকা পালন করার জন্য। ওখানে আত্মা আর শরীর দুটোই স্বাস্থ্যকর হয়। দুঃখের লেশ মাত্র থাকে না। তবে বাম্বাদের অনেক পুরুষার্থ করার প্রয়োজন। এসময় আমরা যখন বাবার কাছে যাই, তবে আমরা এই শরীর পরিত্যাগ করেই যাই না কেন। তবে যতক্ষণ না যোগ করে পবিত্র হবে, কর্মাভীত অবস্থা না হবে, তো যেতেও পারবে না। এই ভাবনা অস্ত্রানী মানুষের আসবে না, তোমাদের অর্থাৎ বাম্বাদের আসবে। এখন আমাদের যেতে হবে। পূর্বে তো আত্মার মধ্যে শক্তি থাকে, খুশী থাকে, কখনো ভীতি থাকে না। এখানে দুঃখ আছে, সেইজন্য মানুষ ভক্তি ইত্যাদি করে। কিন্তু ফিরে যাওয়ার পথ চেনে না। যাওয়ার পথ তো এক বাবা-ই বলেন। আমরা বাবার কাছে যাব- এর জন্য খুশী থাকি। বাবা বোঝান এখানে তোমাদের শরীরে মোহ আছে। এই মোহ বের করে দাও। এটা তো পঞ্চত্বের দ্বারা নির্মিত শরীর, এ সব হল মায়া। এই চোখের দ্বারা আত্মা যা কিছু দেখে সবই মায়া আর মায়া। এখানে প্রতিটি জিনিসে দুঃখ আছে। কতো খারাপ। স্বর্গে তো শরীরও ফাস্ট ক্লাস, মহলও ফাস্ট ক্লাস পাওয়া যাবে। দুঃখের ব্যাপারই নেই। এই খেলা দৈব- নির্ধারিত। এই ভাবনা তোমাদের মধ্যে আসা চাই। বাবা বলেন তারা যদি কিছু নাও বোঝে, আত্মা তবে তাদের বোঝে- বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, স্বর্গে চলে যাবে। আমরা তো হলাম আত্মা। এই শরীর রূপী পুচ্ছ পরবর্তী কালে প্রাপ্ত করেছি, আমরা এতে আটকে পড়ব কেন? বাবা বোঝান একে রাবণ রাজ্য বলা হয়। রাবণ রাজ্যতে দুঃখ আর দুঃখ। সত্যযুগে দুঃখের কোনো ব্যাপার নেই। এখন বাবাকে স্মরণের মাধ্যমে আমরা শক্তি নিই, কারণ কমজোরি হয়ে পড়েছি। দেহ অভিমান সবচেয়ে বেশী কমজোর করে দেয়। তাই বাবা বোঝান এই ড্রামা পূর্বে নির্ধারিত। এটা থেমে যেতে পারে না। মোক্ষ ইত্যাদির কোনো ব্যাপারই নেই। এটা তো পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। বলা হয়ে থাকে- চিন্তা এরকম ধরনের করো- যা বিগত (পাস্ট) হয়ে গেছে সেটা আবার হবেই। চিন্তার কোনো ব্যাপার নেই। সত্যযুগে খারাপ কিছু হয় না। এখানে চিন্তা লেগেই আছে। বাবা বলেন এটা তো হলো ড্রামা। বাবা তো পথ বলেই দিয়েছেন। এরকম ভাবে তোমরা আমার কাছে পৌঁছে যাবে। মাখন থেকে চুল বের হয়ে যাবে (শরীর থেকে আত্মা সহজে বেরিয়ে যাবে)। শুধুমাত্র তোমরা আমাকে স্মরণ করলে আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। পবিত্র হওয়ার আর কোনো যুক্তি নেই। এখন তোমরা মনে করো আমরা রাবণ রাজ্যে বসে আছি। ওটা (সত্যযুগ) হল ঈশ্বরীয় রাজ্য। এই খেলা ঈশ্বরীয় রাজ্য আর রাবণ রাজ্যের। ঈশ্বর কি ভাবে এসে স্থাপনা করেন, এটা কারও জানা নেই। বাবাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। উনি এসেই সমস্ত কিছু বোধগম্য করান। এখন তোমরা সমস্ত জ্ঞান বুঝছো, পরে এই সমস্ত জ্ঞান ভুলে যাবে। যে পড়াশুনার দ্বারা আমরা এই পদ প্রাপ্ত করি, এ সবই ভুলে যাই। স্বর্গে গেল আর এই নলেজ গুপ্ত হয়ে যায়। ভগবান দ্বিমুকুট ধারী কিভাবে বানিয়েছেন, তারাই সেকথা জানে না। তারাই যদি না জানে, তো শাস্ত্র ইত্যাদি যারা পড়ে তারা আর কি জানবে। এমন কি এই নলেজ তাদের স্পর্শও করবে না। তোমরা এখানে এসে শোনো, তাই শীঘ্রই এই জ্ঞান তোমাদের স্পর্শ (টাচ) করে। এ সব গুপ্ত। বাবা বাম্বাদেরকে শোনান, কী দেখতে পাওয়া যাবে? বুঝতে পারা যায়, আত্মাকে কি দেখেছ? বুঝতে পারা যায় আত্মা আছে। দিব্য দৃষ্টির দ্বারা দেখা যেতে পারে। বাবা বলেন দেখলে কি বুঝবে। আত্মা তো হল ছোট বিন্দু। আত্মারা সংখ্যায় অনেক। ১০-২০ টি আত্মার সাক্ষাৎকারও তোমরা করবে। একটাতে তো কিছু বোঝা যাবে না। বুঝতেই পারবে না। অনেকেরই সাক্ষাৎকার হয়। কি করে বুঝবে- আত্মা না পরমাত্মা? এর পার্থক্য বোঝা যায় না। বসে বসে ছোট ছোট আত্মাদের দেখা যায়। এ কি আর বুঝতে পারা যায় আত্মা না পরমাত্মা!

এখন তোমরা জানো এতো ছোট আত্মাতে কতো শক্তি। আত্মা হলো মালিক, এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় শরীরে প্রবেশ করে ভূমিকা পালন করবে বলে। প্রকৃতি কতো বিস্ময়কর। *শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে বা কেউ নিঃশ্ব হয়ে পড়লে মনে করে এর

থেকে তো ভালো শরীর ছেড়ে দেওয়া। আত্মা বের হয়ে গেলে দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু পাপের বোঝা তো মাথার উপরে, সেটা কি ভাবে মুক্ত হবে? তোমরা পুরুষার্থ করোই যাতে স্মরণের দ্বারা পাপ বিনাশ হয়ে যায়। রাবণের কারণে অনেক পাপ হয়েছে, যার থেকে মুক্ত হওয়ার পথ বাবা বলে দিচ্ছেন। তিনি বলেন - শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করতে থাকো। স্মরণ করতে করতে শরীর ত্যাগ হয়ে যাবে। তোমাদের পাপ ইত্যাদি সব শেষ হয়ে যাবে*। স্মরণ করাটাও মাসীর বাড়ী যাওয়ার মতো সহজ ব্যাপার নয়। আমাকে স্মরণ করতে গেলে মায়া তোমাদের খুবই উৎপীড়ন করে। বারে বারে আমাকে ভুলিয়ে দেয়। বাবা তাঁর অনুভবও শোনান। আমি(ব্রহ্মা বাবা) অনেক চেষ্টা করি, তবুও মায়া আমার স্মরণে বাধা সৃষ্টি করে- দুজনে (বাবা আর দাদা) এক সাথে থাকা সম্ভবও। একত্রিত থেকেও বারে বারে তাঁকে ভুলে যাই। এটা খুব কঠিন। বারংবার এটা-সেটা বা অমুকের কথা এসব স্মরণ হয়। তোমরা তো খুব ভালো পুরুষার্থ করছো। কেউ আবার বড় বড় গল্প শোনায়। ১০ - ১৫দিন চার্ট লেখে, তারপর ছেড়ে দেয়। এর জন্য খুব সতর্কতা রাখতে হয়। বোঝাই যায় যখন তোমরা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাবে, কর্মাজীত অবস্থায় পৌঁছবে, তখন তোমরা জিতবে। এটা তো হল ঈশ্বরীয় লটারী। বাবাকে স্মরণ করা - এ হল স্মরণের যোগ- সূত্র। এটা বুদ্ধি দ্বারা বুঝে নেওয়ার ব্যাপার। যদিও বা কেউ বলে আমরা বাবাকে স্মরণ করি, কিন্তু বাবা বলেন তাঁকে কি ভাবে স্মরণ করতে হয় তা-ই জান না। এক্ষেত্রে পদ প্রাপ্তিরও পার্থক্য এসে যায়। কি ভাবে রাজ্য স্থাপন হয়েছে। তোমরা অনেক বার রাজত্ব করেছ আবার হারিয়েছও। বাবা প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পরে পড়ান। আবার রাবণ রাজ্যে তোমরা পাপের পথে (বাম মার্গে) চলে যাও। যারা দেবতা ছিল তারাই আবার পাপের পথে নামতে থাকে, তাই বাবা অনেক অন্তর্নিহিত কথা বোঝান - বাবাকে স্মরণ করার জন্য। এটা তো খুব সহজ, শরীর ত্যাগ করে বাবার কাছে চলে যাবে। আমাকে জানলে তবে যোগবলের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। সেটা তো শেষের দিকেই হবে। কিন্তু কেউই ফিরে আসে না। যে যা কিছুই করুক না কেন, যথার্থ যোগ তো আমি এসেই শেখাই। আবার অর্ধ-কল্প যোগবল চলতে থাকে। সেখানে তো অপারিসীম সুখ ভোগ করো। ভক্তি মার্গে মানুষ কি-কি সব করতে থাকে। বাবা যখন এসে জ্ঞান দিতে থাকেন তখন আবার ভক্তি হয় না। জ্ঞানের আলোকে দিন হয়ে গেছে এবার কোনোই কষ্ট নেই। ভক্তি হলো রাত- ঠোঁকর খাওয়ার। ওখানে তো দুঃখের ব্যাপারই নেই। এই সব কথা যারা এখানকার চারা (স্যাপলিং) হবে তাদের বুদ্ধিতে বসবে। এটা খুব সূক্ষ্ম ব্যাপার, ওয়ান্ডারফুল জ্ঞান, যেটা কি না বাবা ব্যাভীত আর কেউই বোঝাতে পারে না। বুঝতে পারার মতো খুব কমই আছে। ড্রামাতে এটা পূর্ব নির্ধারিত। তার কোনো কিছুই অন্যথা হয় না। মানুষ তো মনে করে পরমাত্মা কি না করতে পারে। কিন্তু ভগবান তো আসেনই একবার, এসে তোমাদের স্বর্গের পথ বলে দেন।

এখন বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধি কতো বিশাল হয়ে গেছে। এই দুই জন একত্রিত আছেন। ইনি (ব্রহ্মা) কাউকে দেখলে, মনে করেন তাকে শান্তির দান দিতে হবে। কাউকে দেখলে বোঝা যায় সে আমাদের ঘরানার কি না। সেবার যোগ্য (সার্ভিসেবল) বাচ্চাদেরও কাজ তাদের নাড়ী দেখা। যদি আমাদের কুলের হয় তবে শান্ত হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) পবিত্র হয়ে বাবার সাথে গৃহে যাওয়ার জন্য এই পঞ্চতন্ত্রের পুতুলের প্রতি মোহ রাখতে নেই। শরীর ত্যাগ করার ভীতি সরিয়ে ফেলতে হবে।

২) স্মরণের যাত্রার চার্ট খুব মনোযোগ দিয়ে বাড়াতে থাকতে হবে। যোগবল দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করে, কর্মাজীত হয়ে ঈশ্বরীয় লটারীকে জিতে (উইন) নিতে হবে।

বরদানঃ:- মন আর বুদ্ধিকে ব্যর্থ থেকে মুক্ত রেখে ব্রাহ্মণ সংস্কার তৈরী করার শাসক (রুলার) ভব*
যে কোনো ছোট্ট ব্যর্থ কথা, ব্যর্থ পরিবেশ বা ব্যর্থ দৃশ্যের প্রভাব প্রথমে মনের উপর পড়ে, তারপর বুদ্ধি তাকে সহযোগ দেয়। মন আর বুদ্ধি যদি সেই অনুসারে চলতে থাকে, তবে তা সংস্কার তৈরী হয়ে যায়। তারপর পৃথক-পৃথক সংস্কার দেখা যায়, যা কিনা ব্রাহ্মণ সংস্কার নয়। যে কোনো ব্যর্থ সংস্কারের বশ হওয়া, নিজের সাথেই যুদ্ধ করা, বারংবার খুশী হারিয়ে যাওয়া- এসব ক্ষত্রিয়ের সংস্কার। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ রুলার (নিজের রাজা) ব্যর্থ সংস্কার থেকে মুক্ত হবে, পরের বশ হবে না।

স্নোগানঃ:- মাস্টার সর্বশক্তিমান সে-ই হয়, যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দ্বারা সকল সমস্যাকে সহজেই পার করে নেয়।*

*"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে, সুতরাং পুরানো দেহ আর পুরানো জগৎ থেকে মনকে উদ্ধার নিয়ে যাও।
নিজের আত্মা রূপী ব্যাটারিকে চার্জ করার জন্য যোগ এর ভাঙিতে বসো"*

প্রশ্ন:- যোগে বসে বাবার দেওয়া কারেন্ট (শক্তি) কোন্ বাচ্চারা প্রাপ্ত করে?

উত্তর:- যাদের বুদ্ধি বাইরে ছুটে বেড়ায় না। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবার স্মরণে বসে, তারাই বাবার দেওয়া কারেন্ট প্রাপ্ত করে থাকে। বাবা বাচ্চাদের লাইট আর শক্তির কারেন্ট (সকাশ প্রদান) করেন, বাচ্চাদের কাজও হল বাবার দেওয়া সেই কারেন্টকে ক্যাচ (উপলব্ধি, গ্রহণ) করা, কেননা ঐ কারেন্ট দ্বারাই আত্মা রূপী ব্যাটারি চার্জ হবে, শক্তি বৃদ্ধি হবে, বিকর্ম বিনাশ হবে। একেই যোগ অগ্নি বলা হয়, এরই অভ্যাস করতে হবে।

ওম্ শান্তি। ভগবানুবাচ। এখন বাচ্চাদের ঘরের কথা মনে পড়ে। বাবা তো ঘর আর রাজধানীর কথাই শোনাবেন আর বাচ্চারাও এটা বুঝেছে যে আমরা আত্মাদের ঘর কোথায় আছে? আত্মা কি? এটাও ভালো ভাবে বুঝেছে যে বাবা-ই এসে আমাদের পড়ান। বাবা কোথা থেকে আসেন? পরমধাম থেকে। এমন বলবে না যে পবিত্র দুনিয়া তৈরি করার জন্য কেউ পবিত্র দুনিয়া থেকে আসেন। তা নয়। বাবা বলেন আমি সত্য যুগের পবিত্র দুনিয়া থেকে আসিনি, আমি তো পরমধাম ঘর থেকে এসেছি, যে ঘর থেকে তোমরা বাচ্চারা রোল প্লে করতে এসেছ। আমিও ড্রামানুসারে প্রতি ৫ হাজার বছর পরে ঘর থেকে আসি। আমি ঘরেই থাকি, পরমধামে। বাবা এমনই সহজভাবে বোঝান যেন শহর থেকে এসেছেন। তিনি বলেন যেমন তোমরা পার্ট প্লে করতে এসেছ, আমিও ওখান থেকে ড্রামানুসারে পার্ট প্লে করতে এসেছি। আমি নলেজফুল। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে আমি সবকিছুই জানি।

কল্পে-কল্পে এ কথাই আমি তোমাদের শোনাই। যখন তোমরা কাম চিতায় চড়ে কালো হয়ে যাও, পুড়ে ছাই হয়ে যাও। আগুনে মানুষ কালো হয়ে যায়, তাই না! তোমরাও কালো হয়ে গেছ। তোমাদের ভিতর থেকে সমস্ত সতোপ্রধান শক্তি বেরিয়ে গেছে। আত্মা রূপী ব্যাটারি যেন এমন না হয় যে একদম ডিসচার্জ (শক্তি হীন) হয়ে মোটর (শরীর) দাঁড়িয়ে পড়ল। এই সময় সবারই ডিসচার্জড হওয়ার মুহূর্ত এসে গেছে, তখনই বাবা এসে বলেন, *ড্রামানুসারে আমি আসি যারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিল তাদের ব্যাটারি চার্জ হয়। তোমাদের ব্যাটারি এখনই চার্জ হয়। এমনটাও নয় যে শুধুমাত্র ভোরবেলায় এখানে এসে বসলে ব্যাটারি চার্জ হবে। না, ব্যাটারি চার্জ তো উঠতে, বসতে, চলতে ও হতে পারে-স্মরণে থাকলে*। তোমরা প্রথমে সতোপ্রধান পবিত্র আত্মা ছিলে। খাঁটি সোনা, খাঁটি অলঙ্কার ছিলে। এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছ। এখন আবার আত্মা সতোপ্রধান হয়ে উঠতে থাকে সুতরাং শরীর ও পিওর প্রাপ্ত হবে। এটা খুব সহজ পিওর হওয়ার ভাঙি (অগ্নি কুন্ড), একে যোগ ভাঙিও বলা যেতে পারে। সোনাকেও ভাঙিতে নিষ্ক্ষেপ করা হয়। এটাও সোনাকে (আত্মা) শুদ্ধ করে তোলার ভাঙি, বাবাকে স্মরণ করার ভাঙি। পিওর তো অবশ্যই হতে হবে। স্মরণ না করলে অতটা পিওর হতে পারবে না। তারপর হিসেব-নিকেশও মেটাতে হবে, কেননা বিনাশের সময়। সবাইকে ঘরে ফিরে যেতে হবে। বুদ্ধিতে ঘরের স্মৃতি গেঁথে আছে। আর কারও বুদ্ধিতে নেই। ওরা ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলে, তাকে ঘর বলে জানে না। তোমরা এই অনন্ত ড্রামার কুশীলব, ড্রামাকে তোমরা ভালোভাবেই জেনে গেছ। বাবা বুঝিয়েছেন ৮৪ চক্র সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এখন ঘরে ফিরতে হবে। আত্মা এখন পতিত, সেইজন্যই ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য আহ্বান করো বলে- বাবা তুমি এসে পবিত্র করে তোল, নয়তো আমরা যেতে পারব না। বাবাই বসে এসব কথা বাচ্চাদের বোঝান। বাচ্চারাও এটা বুঝেছে, তবেই ওঁনাকে পিতা-পিতা বলে ডাকে। শিক্ষকও বলে। মানুষ তো কৃষ্ণকেই শিক্ষক ভেবে বসে আছে। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ, কৃষ্ণ নিজেই অধ্যয়ন করত, সত্যযুগে। কৃষ্ণ কখনোই কারও শিক্ষক হয়নি। এমনটাও নয় যে-অধ্যয়ন করে তারপর শিক্ষক হয়েছে। কৃষ্ণের শৈশব থেকে বড়ো হওয়ার সমস্ত কাহিনী তোমরা বাচ্চারা জানো। মানুষ তো কৃষ্ণকে ভগবান ভেবে বলে থাকে যেদিকে তাকাও কৃষ্ণই কৃষ্ণ। রাম ভক্ত অনুরাগীরা বলে যেদিকে তাকাও শুধু রাম আর রাম। ভক্তি মার্গের সব সুতো জট পাকানো। তোমরা এখন জান ভারতের প্রাচীন যোগ আর জ্ঞান প্রসিদ্ধ ছিল। মানুষ তো কিছুই জানেনা। জ্ঞানের এক বাবাই যিনি তোমরা বাচ্চাদের জ্ঞান প্রদান করেন। সুতরাং তোমাদের ও মাস্টার জ্ঞানের সাগর বলা হবে। কিন্তু নম্বরনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী। তোমাদের সাগর না নদী বলা উচিত? তোমরা হলে

জ্ঞান গঙ্গা । মানুষ এখানেও সংশয় প্রকাশ করে । মাস্টার জ্ঞান সাগর বলাই সঠিক ।

বাবা বাচ্চাদের শিক্ষা প্রদান করেন, এখানে পুরুষ, নারীর কোনও প্রশ্নই নেই । বাবার অবিনাশী বর্ষা তোমরা সব আত্মারাই প্রাপ্ত কর, তাই বাবা বলেন দেহী-অভিমানী হও । যেমন আমি পরম আত্মা জ্ঞানের সাগর তেমনি তোমরাও জান সাগর । আমাকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় । আমার কর্তব্য সর্বোচ্চ । রাজা-রাণীর কর্তব্যও কত উচ্চ হয় তাই না! তোমাদের কর্তব্যকেও উচ্চ স্থানে রাখা হয়েছে । এখন তোমরা জান আমরা আত্মারা অধ্যয়ণ করছি, পরমাত্মা পড়াচ্ছেন আর তাই দেহী -অভিমানী হও । এখানে সব আত্মারা ভাই-ভাই । বাবা কত পরিশ্রম করেন । এখন তোমরা আত্মারা জ্ঞান অর্জন করে চলেছ, তারপর ওখানে (সত্য যুগে) গিয়ে প্রালব্ধ ভোগ করাই চলবে । ওখানে সবাই ব্রাতৃস্নেহ স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বাস করে। ব্রাতৃত্ব সুলভ প্রেম সঠিক হওয়া উচিত । কাকে সম্মান দেব, কাকে দেবনা এমনটা কিন্তু নয় । লৌকিক মানুষরা বলে - হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই কিন্তু একে অপরকে সম্মান করেনা । ভাই বোন নয়, ভাই-ভাই বলাটাই সঠিক । আত্মারা এখানে রোল প্লে করতে এসেছে । ওখানেও ব্রাতৃত্ব প্রেমই সবাই বাস করে । ঘরেও (পরমধাম) নিশ্চয়ই সবাই ভাই-ভাই রূপেই থাকবে । ভাই-বোনের এই যে বস্ত্র (শরীর) তা তো এখানেই ছেড়ে যেতে হবে। ভাই-ভাই জ্ঞান বাবাই এসে দিয়ে থাকেন । ব্রুকুটির মাঝখানে আত্মার বাস । তোমাদের দৃষ্টি ও এখানে দিতে হবে । আমরা আত্মারা শরীর রূপী সিংহাসনে বসে আছি । শরীরকে আত্মার সিংহাসন বলা হয় । আত্মাকে কখনও কাল (সময়, এখানে আত্মা অমর, তাই বোঝান হয়েছে) খায়না । সবারই আসন এখানে-ব্রুকুটির মাঝখানে । এর উপরেই অকাল আত্মা বিরাজ করছে । কত বোঝার বিষয় । বাচ্চার মধ্যে ও যখন আত্মা প্রবেশ করে ব্রুকুটির মাঝখানে স্থিত হয় । ঐ ছোট আসন তারপর ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকে । এখানে আত্মাকে গর্ভেও কষ্ট ভোগ করতে হয় তখন অনুতপ্ত হয়ে বলে-- আমি আর কখনও পাপ-আত্মা হব না । অর্ধকল্প ধরে পাপ আত্মায় পরিণত হও । এখন বাবা দ্বারা পাবন আত্মা হয়ে উঠেছ। তোমরা তন-মন-ধন সবকিছুই বাবাকে দান করে দাও । এত কিছু দানের কথা কেউ জানেনা । দান গ্রহণকারী আর দান প্রদানকারীরাই ভারতে আসে। এসব সূক্ষ্ম বিষয় বোঝার ব্যপার । ভারত অবিনাশী খন্ড আর অবশিষ্ট সব খন্ড ধ্বংস হয়ে যাবে । ড্রামায় এটাই পূর্ব নির্ধারিত। এসব এখন তোমাদের বুঝতে আছে । দুনিয়ার আর কেউ জানেনা । একে নলেজ বলাই সঠিক । নলেজ হলো সোর্স অফ ইনকাম (উপার্জনের পথ), এর মাধ্যমে অনেক উপার্জন করা যায়। বাবাকে স্মরণ কর, এই নলেজ দিয়ে থাকেন তারপর সৃষ্টি চক্রের নলেজ ও প্রদান করেন । এতেই পরিশ্রম । আমরা আত্মাদের এখন ফিরে যেতে হবে সেইজন্য এই পুরানো দুনিয়া আর পুরানো শরীর থেকে ডিট্যাচ হতে হবে (মোহমুক্ত, আসক্তিহীন) । দেহ সহ যা কিছু দেখছ সবকিছুই বিনাশ হয়ে যাবে । এখন আমরা ট্রান্সফার (স্থান পরিবর্তন)হতে যাচ্ছি । একথা বাবাই বলতে পারেন । অনেক বড়ো পরীক্ষা, যা বাবাই এসে পড়ান । এখানে বইপত্র ইত্যাদি প্রয়োজন নেই । বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবা ৮৪ চক্র বুঝিয়ে বলেন । ড্রামার সময়সূচি তো কেউ জানেনা । গভীর অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে সবাই । তোমরা এখন জেগে উঠেছ, মানুষ তো জাগে না । তোমরা কত পরিশ্রম করছ, ওরা বিশ্বাসই করতে পারেনা যে ভগবান এদের পড়াচ্ছেন । কারও মধ্যে তো অবশ্যই আসবেন, তাইনা! এখন বাবা আত্মাদের পরামর্শ দিচ্ছেন-- কি কি করলে মানুষ বুঝতে পারবে । তোমাদের জন্য তো সহজ, নম্বরনুসার তো আছেই । স্কুলেও নম্বরনুসার হয় । পড়াশোনাতেও নম্বর অনুসারে আছে। এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠের মাধ্যমেই বড়ো রাজধানী স্থাপন হতে চলেছে । এমন ভাবেই পুরুষার্থ করতে হবে যাতে আমরা রাজা হতে পারি । এই সময় যেমন পুরুষার্থ করবে তেমনই কল্প-কল্পান্তর ধরে করবে । একে ঈশ্বরীয় লটারি বলা হয় । কেউ সামান্য, কেউ বা বড়ো লটারি প্রাপ্ত করে । এই লটারি রাজ্য ভাগ্যের জন্য । আত্মা যেমন কর্ম করবে, তেমনই লটারি প্রাপ্ত করবে । কেউ গরিব হয়, আবার কেউ বিত্তবান হয় । এই সময় তোমরা বাচ্চারা সম্পূর্ণ লটারি বাবার কাছ থেকে পেয়ে থাক। সবটাই পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে । প্রথম নম্বরের পুরুষার্থ হলো স্মরণের । সুতরাং সর্বপ্রথম যোগবল দ্বারা স্বচ্ছ হতে হবে । তোমরা জানো যত আমরা বাবাকে স্মরণ করব ততই নলেজের ধারণা হবে আর অনেককে বুঝিয়ে নিজের প্রজা করে তুলতে সক্ষম হব। হলোই বা অন্য কোনো ধর্মের, যখন একত্রে মিলিত হও তখন বাবার পরিচয় প্রদান কর । এগিয়ে যেতে যেতে সে ও দেখবে বিনাশ সামনে অপেক্ষা করছে । বিনাশের সময় মানুষের মধ্যে বৈরাগ্য আসে । আমাদের শুধু বলতে হবে-তুমি আত্মা । হে গড ফাদার ! কে বলে ? আত্মা বলে । এখন বাবা আত্মাদের বলেছেন আমি তোমাদের গাইড হয়ে মুক্তিধামে নিয়ে যাব । বাকি আত্মাদের তো বিনাশ হয়না সুতরাং মোক্ষ লাভের কোনও প্রশ্নই ওঠেনা । প্রত্যেককে নিজ নিজ রোল প্লে করতে হবে । আত্মারা সবাই অমর, কখনোই বিনাশ হয় না । শুধু ওখানে (সত্য যুগে)যাওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে । ঘরে যেতে পারবে।শেষে গিয়ে সন্ন্যাসীরা ও বুঝবে, ফিরে তো সবাইকেই যেতে হবে । তোমাদের প্রচার সবার বুদ্ধিকে সজাগ করে তুলবে । তবেই তো মহিমা করা হয়েছে - হে প্রভু ...তোমার গতি মতি তুমিই জানো। তাহলে নিশ্চয়ই কাউকে মত দেবেন, নাকি নিজের কাছে রাখবেন ? ওনার মতের দ্বারা সঙ্গতি কিভাবে প্রাপ্ত হয়, তা তো অবশ্যই বলবে, তাইনা ! ওরা বলবে তোমার গতি-মতি

তুমিই জানো, আমরা জানিনা। এটা কোনও কথার কথা হলো! বাবা বলেন - এই শ্রীমতে তোমাদের গতি হয়ে যায়।

এখন তোমরা জানো বাবা যা জানেন তাই আমাদের শেখান। তোমরা বলবে আমরা বাবাকে জানি। ওরা গেয়ে থাকে তোমারই গতি-মতি তুমিই জানো। কিন্তু তোমরা এমনটা বলবে না। বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান ধারণ হতে সময় লাগবে। সম্পূর্ণ তো এখনও কেউ হয়নি। সম্পূর্ণ হয়ে গেলেই এখান থেকে চলে যাবে। এখন যাওয়া যাবে না। এখন সবাই পুরুষার্থ করছে। যদিও বাবার (ব্রহ্মা বাবা) তীর বৈরাগ্য এসেছিল, তিনি সাক্ষাতকার করেছিলেন দ্বিমুকুটধারী হতে চলেছি-- এটাও ড্রামানুসারে বাবা দেখিয়েছেন, আর আমি সেটা দেখেই খুশি হয়ে উঠেছিলাম। আর খুশিতে আমি সব কিছু ত্যাগ করেছিলাম। বিনাশও যেমন দেখেছি, চতুর্ভুজও দেখেছি। বুঝেছিলাম এখন রাজ্য অধিকারী হতে চলেছি। অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই সবকিছু বিনাশ হয়ে যাবে। এমনই নেশা (ঐশ্বরীয় খুশির অনুভব) বৃদ্ধি পেতে লাগল। বোঝা গিয়েছিল এটা ঠিক, রাজধানী হবে। অনেক মানুষ এর অংশীদার হবে। একা আমি সেখানে গিয়ে কি করব। এই জ্ঞান এখনই (সঙ্গম যুগে) প্রাপ্ত হয়। প্রথমেই খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরুষার্থ তো সবাইকেই করতে হবে। তোমরাও পুরুষার্থ করার জন্য বসেছ। ভোরবেলায় উঠে স্মরণে বস। স্মরণের জন্য এইভাবে বসা ভালো। তোমরা জান বাবা এসেছেন। বাবা এসেছেন বা দাদা এসেছেন, এটা তো জানেন শিববাবা আর ঔনার রথ (ব্রহ্মা বাবা) যার মধ্যে উনি প্রবেশ করেন (গুঁড় জানে আ গুঁড়ের পাত্র জানে)। প্রতিটি বাচ্চাকে দেখেন। প্রতিটি বাচ্চাকে বসে সকাশ দেন। যোগ অগ্নি তাইনা! যোগ অগ্নি দ্বারা অনেক বিকর্ম ভস্ম হয়ে যায়। ঠিক যেন বসে লাইটের প্রকাশ ফেলেন। প্রতিটি আত্মাকে সার্চলাইট দেন। বাবা বলেন আমি প্রতিটি আত্মাকে বসে কারেন্ট দিই যাতে শক্তি ভরপুর হয়ে যায়। যদি স্মরণে বসে বুদ্ধি বাইরে ছুটে বেড়ায় তবে বাবার দেওয়া কারেন্ট ক্যাচ (গ্রহণ) করতে পারবে না। বুদ্ধি যাদের ছুটে বেড়ায়। তাদের আর কি প্রাপ্তি হবে? বলাও হয়ে থাকে মিষ্টি ব্যবহারের বদলে সবাই মিষ্টি ব্যবহারই করবে, তোমরা ভালোবাসা দিলে ভালোবাসাই পাবে। বুদ্ধি বাইরে বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে বেড়ালে আত্মা রূপী ব্যাটারি চার্জ হবে না। বাবা আত্মাদের ব্যাটারি চার্জ করতেই আসেন, ঔনার কর্তব্য হল সার্ভিস দেওয়া। বাচ্চারা বাবার সার্ভিসকে স্বীকার করে কি করে না সে তো তাদের আত্মাই জানে যে, সে বসে বসে কী চিন্তা করছে। এসবই বাবা বুঝিয়ে বলেন। বাবা বলেন আমি পরম আত্মা। আমি ব্যাটারি আমার সাথেই তোমরা যোগযুক্ত হও। আমিও তখন তোমাকে লাইট আর শক্তির কারেন্ট (সকাশ) দেবো। তোমরা তো বসবে বাবাকে স্মরণ করতে। অনেক স্নেহপূর্ণ ভাবে এক একজনকে লাইট আর শক্তির কারেন্ট (সকাশ) দিয়ে থাকি। তোমরা তো বসবে বাবাকে স্মরণ করতে। সামনে বসে লাইট দিই। তোমরা তো এমনটা করবে না। যে গ্রহণ করতে পারবে, সে গ্রহণ করবে, তার আত্মা রূপী ব্যাটারি চার্জ হয়ে যাবে। বাবা প্রতিদিন যুক্তি বলে দিতে থাকেন। বোঝা না বোঝা- সে তো নন্দরানুসারে স্টুডেন্টদের উপর নির্ভর করছে। অনেক অনেক পুষ্টিকর জিনিস দেওয়া হয়েছে, কেউ হজম করবে তবে তো! এ হলো বড়ো লটারি, জন্ম-জন্মান্তর, কল্প-কল্পান্তরের লটারি। এর প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগী হতে হবে। বাবার কাছ থেকে আমরা শক্তি গ্রহণ করছি। বাবা ব্রহ্মকুটির মাঝখানে একপাশে বসে আছেন। তোমাদেরও নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ব্রহ্মাকে নয়। আমরা ঔনার সাথেই যোগযুক্ত হয়ে বসেছি, ব্রহ্মা বাবাকে দেখলেও আমরা শিব বাবাকেই দেখি। এ তো আত্মারই কথা, তাই না! আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন-স্মরণ-ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) আত্মাকে স্বচ্ছ করে তোলার জন্য অমৃতবেলায় উঠে বাবার কাছ থেকে সার্চলাইট গ্রহণ করতে হবে। বুদ্ধিযোগ বাইরে থেকে সরিয়ে নিয়ে এক বাবার প্রতি যুক্ত করতে হবে। বাবার দেওয়া কারেন্ট ক্যাচ করতে হবে।

২) নিজেদের মধ্যে ভাই ভাই এর সত্যিকারের ভালোবাসা রেখে থাকতে হবে। সবাইকে সম্মান দিতে হবে। আত্মা রূপী ভাই অমর সিংহাসনে বিরাজমান, সুতরাং কথা বলার সময় ব্রহ্মকুটির দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হবে।

বরদান:- বাবার সংস্কার গুলিকে নিজের অরিজিনাল সংস্কার বানাতে সমর্থ শুভ ভাবনা, শুভ কামনাধারী ভব* এখনও পর্যন্ত কিছু বাচ্চার মধ্যে হতাশ হওয়ার ফিলিং এর, নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার, পরচিন্তন করা বা শোনার ভিন্ন-ভিন্ন সংস্কার আছে। তারা বলে থাকে কি করব এটাই আমার সংস্কার এই 'আমার' শব্দটাই পুরুষার্থকে দুর্বল করে তোলে। এই শব্দ রাবণের, আমার নয়। বাবার যা সংস্কার, সেটাই ব্রাহ্মণদের অরিজিনাল সংস্কার। সেই সংস্কার হল বিশ্ব কল্যাণকারী, শুভ চিন্তাধারী। সকলের প্রতি শুভ

ভাবনা, শুভ কামনাকারী ।

স্লোগান:-

যারা সমর্থ স্বরূপ, তারাই সর্ব শক্তি সম্পন্ন খাজানার অধিকারী হতে পারে।*

ব্রাহ্মণের প্রতিটি পদক্ষেপ, সঙ্কল্প এবং কর্মের মাধ্যমে বিধানের (নিয়মনীতি) নির্মাণ

বিশ্ব রচয়িতা নতুন বিশ্ব নির্মাণকারী এবং নতুন বিশ্বের ভাগ্য, তাঁর নিজের বাচ্চাদের লক্ষ্য করছেন। তোমরা সব শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান বাচ্চার ভাগ্য বিশ্বের ভবিষ্যৎ। নতুন বিশ্বের আধার স্বরূপ শ্রেষ্ঠ আত্মা তোমরা। নতুন বিশ্বের রাজ্যভাগ্যের অধিকারী বিশেষ আত্মা তোমরা। তোমাদের নব জীবন বিশ্বের নব নির্মাণ করে। বিশ্বকে শ্রেষ্ঠাচারী সুখ-শান্তি সম্পন্ন বানাতে হবে, তোমাদের সকলের এই দূঢ় শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের আঙুল দিয়ে কলিযুগী দুঃখী দুনিয়া পরিবর্তিত হয়ে সুখী দুনিয়া হয়, কারণ সর্বশক্তিমান বাবার শ্রীমৎ অনুসরণ করে তোমরা সহযোগী হয়েছ, সেইজন্য বাবার সাথে তোমাদের সকলের সহযোগ এবং শ্রেষ্ঠ যোগ বিশ্ব পরিবর্তন করেই নেয়। এই সময় তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মার সহজযোগী, রাজযোগী জীবনের প্রতিটা পদক্ষেপ, কর্ম বিধি হয়ে যায়। ব্রাহ্মণের নিয়ম সদাকালের জন্য বিধি হয়ে যায়। সুতরাং, দাতার সন্তান দাতা, বিধাতা এবং বিধি বিধাতা হয়ে যায়। আজও লাস্ট জন্ম পর্যন্ত, তোমাদের অর্থাৎ দাতার সব বাচ্চার চিত্রের থেকে ভক্তরা কিছু চাইতেই থাকে। তোমরা এমন বিধি-বিধাতা হয়ে যাও যে শপথ গ্রহণের সময় চিফ জাস্টিসও শপথ বাক্য পাঠ করানোর আগে সবাইকে ঈশ্বর বা ইস্ট দেব-দেবীর স্বরূপ স্মরণ করিয়ে নেন। লাস্ট জন্মেও তোমরা সব বাচ্চার বিধানের (অনুশাসনের বিধির) শক্তি এখনো কাজ করছে। তারা তাদের নিজের নামে শপথ গ্রহণ করে না। তারা বাবার অথবা তোমাদেরই গুরুত্ব দেয়। তোমরাও সদা বরদানী স্বরূপ। বিভিন্ন দেবী-দেবতা তথা তোমাদের চিত্র দ্বারাই তারা বিভিন্ন বরদান চায়। কেউ শক্তির দেবতা, কেউ বিদ্যার দেবী। তোমরা বরদানী স্বরূপ হয়েছ, সেই কারণেই ভক্তির পরম্পরা শুরু থেকে এখনো চলছে। বাপদাদা দ্বারা সদা সর্বপ্রাপ্তি স্বরূপ, প্রসন্নচিত্ত তথা প্রসন্নতার প্রতিমূর্তি হয়েছ তোমরা, সেই কারণে তারা নিজেদের তৃপ্তির জন্য দেবী-দেবতাদের তুষ্ট করে এই বিশ্বাসে যে এঁরাই তাদের সদাসর্বদা প্রসন্নতা দান করবেন। বাবার থেকে সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য, সন্তুষ্টতা তোমরা সকলে প্রাপ্ত করেছ, সেই কারণে সদাতুষ্ট হতে তারা সন্তোষী দেবীর পূজা করে। সন্তুষ্ট আত্মা তোমরা সকলেই সন্তোষী মা, তাই না! সবাই সন্তোষী, নয় কি? তোমরা সব সন্তুষ্ট আত্মা সন্তোষীমূর্তি। বাপদাদার থেকে জন্মসিদ্ধ অধিকার হিসেবে তোমরা সফলতা প্রাপ্ত করেছ এবং এই কারণে তারা তোমাদের ছবির কাছে সফলতার দান, বরদান প্রার্থনা করে। যেমনই হোক, তাদের দুর্বল বুদ্ধির কারণে, নির্বল আত্মা হওয়ার কারণে, ভিত্তারী আত্মা হওয়ার কারণে অল্পকালের সাফল্য কামনা করে। যেমন, ভিত্তারী কখনও হাজার টাকা দাও একথা বলবে না। এটুকুই বলবে, কিছু পয়সা দাও, একটা টাকা দাও বা দুটো টাকা দাও। একইভাবে, যে আত্মারা সুখ-শান্তি, পবিত্রতার ভিত্তারী তারা অল্পকালের জন্য সফলতা কামনা করবে। ব্যস্! আমার এই কাজটা যেন হয়ে যায়, এটা যেন সফল হয়। যতই হোক, তারা তো চায় তোমরা সব সফলতাস্বরূপ আত্মাদের থেকেই। তোমরা দিলারাম বাবার বাচ্চারা দিলদরিয়া বাবাকে সবাই তোমাদের হৃদয়ের সবকিছু বলো, হৃদয়ের কথা বলো। যা কোনো আত্মার সাথে করতে পারো না সেটাই বাবার সাথে করো। তোমরাই সত্য বাবার প্রকৃত বাচ্চা হয়ে ওঠো। এখনও তোমাদের ছবির সামনে তারা তাদের হৃদয়ের গতিবিধি জানাতে থাকে। গোপনীয় যা কিছু তারা লুকাতে চায়, তারা তাদের স্নেহী আত্মীয়-পরিজনের থেকেও গোপন রাখবে, কিন্তু দেবী-দেবতাদের কাছে গোপন করবে না। দুনিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে বলবে, আমি এই, আমি সৎ, আমি মহান, কিন্তু

দেবতার সামনে কি বলবে ? আমি যা, এই আমিই সেই । আমি কামাধীন, প্রবঞ্চকও । অতএব, তোমরা এইরকম নতুন বিশ্বের ভাগ্যবান । তোমাদের সবার ভাগ্যে নতুন বিশ্বের রাজ্যভাগ্য আছে ।

তোমরা এমনই বরদাতা, বিধি-বিধাতা সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মা । তোমাদের প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠমত রূপী হাতে স্বর্গের স্বরাজ্যের গোলা আছে । এটাই মাখন । রাজ্য ভাগ্যের মাখন । প্রত্যেকের ললাটে পবিত্রতার মহেশ্বের লাইটের ক্রাউন । তোমরা হৃদয় সিংহাসনে বসে আছ । স্বরাজ্যের তিলকধারী তোমরা । সুতরাং বুঝেছ তুমি কে ? "আমি কে" এই ধাঁধার সমাধান করতে এসেছ, তাই না? প্রথদিনের পাঠে এটাই পড়েছিলে, নয় কি ? আমি কে ? আমি এটা নই, আমি এটা (বিন্দুরূপ) । এতেই জ্ঞান সাগরের সারা জ্ঞান সমাহিত । সবকিছু জেনে গেছ, তাই না ! এই আত্মিক (রহানী) নেশা যেন সদা সাথে থাকে । তোমরা এতই শ্রেষ্ঠ আত্মা, এতই মহান । তোমাদের প্রতিটা কদম, সঙ্কল্প, কর্ম স্মৃতিচিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, নিয়মনীতি তৈরি হচ্ছে । সবকিছু এই শ্রেষ্ঠ স্মৃতিতে করো । বুঝেছ তোমরা ? সমগ্র বিশ্বের নজর তোমাদের দিকে । যা কিছু আমি করবো তাই বিশ্বের জন্য বিধান আর স্মারকচিহ্ন হবে । আমি দোলাচলে থাকলে দুনিয়াও সংশয়াপন্ন হবে । আমি সন্তুষ্ট, প্রসন্ন থাকলে, তবে দুনিয়াও সন্তুষ্ট আর প্রসন্ন হবে । নব বিশ্বের নির্মাণের জন্য নিমিত্ত সব আত্মাদের এতটাই দায়িত্ব । কিন্তু, দায়িত্ব যতবড় ততই হালকা, কেননা সর্বশক্তিমান বাবা তোমাদের সাথে আছেন । আচ্ছা !

এইরকম প্রসন্নচিত্ত আত্মাদের, যারা সদা মাস্টার বিধাতা, বরদাতা বাচ্চাদের, সদা সর্বপ্রাপ্তি স্বরূপ সন্তুষ্ট আত্মাদের, সদা স্মরণের মাধ্যমে সকল কর্মের স্মারকচিহ্ন বানায়, এমন পূজ্য মহান আত্মাদের বরদাতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

কুমারদের বিভিন্ন গ্রুপের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার

১) তোমরা সবাই শ্রেষ্ঠ কুমার, তাই না ? সাধারণ কুমার নও, শ্রেষ্ঠ কুমার । শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি সব শ্রেষ্ঠ কার্যে প্রয়োগ করো । কোনও শক্তি বিনাশী কার্যে ব্যবহার করো না । বিকারী কার্য হলো বিনাশকারী আর শ্রেষ্ঠ কার্য হলো ঈশ্বরীয় কার্য । সুতরাং সর্বশক্তি ঈশ্বরীয় কার্যে প্রযুক্তকারী শ্রেষ্ঠ কুমার তোমরা । কোথাও কোনো ব্যর্থ কার্যে তোমাদের শক্তি ব্যয় করো না তো ? এখন নিজের শক্তি কোথায় প্রয়োগ করতে হবে, সেই বোধশক্তি তোমরা লাভ করেছ । এই বোধবুদ্ধি দ্বারা সদা শ্রেষ্ঠ কার্য করো । এমন শ্রেষ্ঠ কার্যে যারা সদা যুক্ত থাকে তারা শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির অধিকারী হয়ে যায় । এইরকম অধিকারী হয়েছ তোমরা ? শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হচ্ছে, এমন অনুভব হয় তোমাদের ? নাকি সেগুলো এখনো তোমাদের প্রাপ্ত করতে হবে ? প্রতি পদে লক্ষ-কোটি উপার্জন জমা হচ্ছে, এমন অনুভব হয়, তাই না ? যার এক পদক্ষেপে লক্ষ-কোটি উপার্জন জমা হয় সে কত শ্রেষ্ঠ ! যার এত সম্পত্তি জমা হয় সে কত খুশি হবে ! আজকালকার লাখপতি, কোটিপতিরও স্বল্পকালীন বিনাশী খুশি থাকে, সেখানে তোমাদের তো অবিনাশী প্রপাটি । শ্রেষ্ঠ কুমারের পরিভাষা বুঝতে পারো তোমরা ? এর অর্থ, যারা সর্বশক্তি শ্রেষ্ঠ কার্যের জন্য সদা ব্যবহার করে । তোমাদের ব্যর্থের খাতা সর্বদার জন্য সমাপ্ত হয়েছে, শ্রেষ্ঠ খাতা জমা হয়েছে নাকি একইসঙ্গে উভয় খাতা চলে ? একটা হিসেব শেষ হয়েছে । এখন দুটোই চালানোর সময় নয় । এখন ব্যর্থের খাতা সদাসর্বদার জন্য সমাপ্ত । দুটো থাকলে যতটা জমা হওয়া উচিত ততটা হবে না । যদি নষ্ট না করে জমা করো, তবে তোমাদের কতো জমা হবে ! সুতরাং ব্যর্থ খাতার সমাপ্তি, আর সমর্থ খাতায় পুঞ্জীভূত ।

২) কুমার জীবন শক্তিশালী জীবন। কুমার জীবনে যেমন চাও তা' করতে পারো। ইচ্ছে হলে তুমি নিজেকে শ্রেষ্ঠ বানাতে পারো, ইচ্ছে হলে নিজেকে নিচেও নামাতে পারো। এই কুমার জীবনই হয় উঁচু নয়তো নিচু হয়। এমন জীবনেই তোমরা বাবার হয়েছ। বিনাশী জীবনসাথীর কর্মবন্ধনে বাঁধা হওয়ার পরিবর্তে তোমরা প্রকৃত জীবনসাথী খুঁজে পেয়েছ। কত ভাগ্যবান তোমরা! এখন যে এসেছে তাকি একলা এসেছে নাকি কন্সাইন্ড হয়ে এসেছে? (কন্সাইন্ড) টিকিটের জন্য অর্থ ব্যয় করনি তো? সুতরাং এটাও সাশ্রয় হয়ে গেল। কার্যতঃ, যদি স্কুল সাথীকে আনতে তবে টিকিটের জন্য খরচ করতে হতো, তোমাকে তার লটবহরও বইতে হতো আর রোজগার করে রোজ খাওয়াতেও হতো। এই সাথী তো খানই না, শুধু সুবাস নেন। তোমার রুটি (খাবার) কম হয় না, বরং বাস্তবে আরও শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং তোমাদের সাথী কোনরকম খরচ বা পরিশ্রমে তোমাদের ভারাক্রান্ত করেন না এবং তিনি সাথীও অবিনাশী। তোমরা তাঁর থেকে সম্পূর্ণ সহযোগ লাভ করো। তিনি কঠোর পরিশ্রম করতে দেন না, বরং তোমাদের সহযোগ দেন। যখন কোনো কঠিন কার্য তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়, তোমরা তাঁকে স্মরণ করো আর তাঁর থেকে সহায়তা লাভ করো। তোমরা এটা অনুভব করেছে, তাই না? যখন তিনি ভক্তদের তাদের ভক্তির ফল দেন, তখন যারা তাঁর জীবন সাথী হয়েছে তাদের সহায় হবেন না? কুমাররা কন্সাইন্ড হয়েছে, আর এই কন্সাইন্ড রূপে নিশ্চিত বাদশাহ হয়ে গেছে। কোনরকম ঝঙ্কাট নেই, নিশ্চিত। আজ বাচ্চার স্বর হয়েছে, আজ বাচ্চা স্কুলে যায়নি - এই ধরনের বন্ধন থেকে সবসময় তোমরা মুক্ত, নির্বন্ধন। ঐকের বন্ধনে বাঁধা হওয়ায় অনেক বন্ধন থেকে তোমরা নিস্তার পেয়েছ। ভোজনপান করো আর উৎফুল্ল হও, আর কি কাজ! নিজের হাতে বানাবে আর খাবে, যা চাও তাই খেতে পারো। তোমরা আত্মনির্ভর। কতো শ্রেষ্ঠ হয়েছে তোমরা! দুনিয়ার বাকিদের তুলনাতেও তোমরা ভালো। বুঝতে পারো তো যে দুনিয়ার জটিলতা থেকে তোমরা রেহাই পেয়েছ? আত্মার ব্যাপার থাক, শরীরের কর্মবন্ধনের হিসেবেও তোমরা পরিত্রাণ পেয়েছ। এতটাই সেফ (নিরাপদ) তোমরা। কোনো স্ত্রী সঙ্গী পাওয়ার ইচ্ছা তো তোমাদের হয় না, তাই না? কোনো কুমারীর কল্যাণ করার ইচ্ছা মনে জাগে? এটা কল্যাণ নয়, অকল্যাণ! কেন? তোমরা একটা বন্ধন বাঁধলে তা' থেকে অনেক বন্ধন শুরু হয়ে যায়। এই একটা বন্ধনই তখন অনেক বন্ধনের জন্ম দেয়, এইজন্য তোমরা সহায়তা পাও না। এটা বোঝা হয়ে যায়। আপাতদৃষ্টিতে সাহায্য মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে অনেক বিষয়ের বোঝা। যতটা মনে করো ততটাই এর ভার। সুতরাং অনেক চাপ থেকে রেহাই পেয়েছ। কখনো স্বপ্নেও এই ব্যাপারে ভেবনা। নয়তো, এমন ভার অনুভব করবে যাতে জেগে ওঠাই কঠিন হবে। আত্মনির্ভর হয়েও যদি বন্ধনে বেঁধে যাও, তবে লক্ষ-কোটি বোঝা হয়ে যাবে। সেই বেচারীরা সকলে অজান্তে বাঁধা হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে তোমরা জেনেবুঝে বন্ধনে বাঁধলে তবে অনুশোচনার ভার থাকবে। তোমরা কেউ অপরিপক্ক তো নও, তাই না? যারা অপরিপক্ক হয় তারা মুক্তির অনুভব করতে পারে না অর্থাৎ গতি প্রাপ্ত হয় না। তারা না হয় এখানের, না হয় ওখানের। তোমাদের সদগতি প্রাপ্ত হয়েছে, নয় কি? সদগতি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ গতি। সামান্য সঙ্কল্পও কি থাকে তোমাদের? ফটো তোলা হচ্ছে। তোমরা সামান্যতম দ্বিধাগ্রস্ত হলেও কিন্তু তোমাদের ফটো তোলা হবে। তোমরা যত পরিপক্ক হও সেই অনুপাতে তোমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠ হয়।

৩) সবাই তোমরা সমর্থ কুমার, তাই না? তোমরা সমর্থ? সদা সমর্থ আত্মা যে সঙ্কল্পই করবে, যে শব্দ বলবে, যে কর্ম করবে সেইসবই যথাযোগ্য হবে। সমর্থের অর্থই হলো যারা সমস্ত ব্যর্থ সমাপ্ত করে। তোমরা ব্যর্থের খাতা সমাপ্ত করো আর তোমাদের উপযুক্ত খাতায় জমা করো। যদি ব্যর্থ

সঙ্কল্প বা ব্যর্থ বোল অথবা ব্যর্থ সময়ে এক সেকেন্ডও চলে যায় তবে কত ক্ষতি করবে ! কখনো কোনরকম ব্যর্থ তোমাদের থাকে না, তাই না ? সঙ্গমযুগে এক সেকেন্ডও কতো গুরুত্বপূর্ণ!

এটা এক সেকেন্ড নয়, বরং এক সেকেন্ড এক জন্মের সমান। তোমরা এক সেকেন্ড হারাও না, এক জন্ম বিনষ্ট হয়। যারা এই সময়ের মহত্ব জানে, তোমরা সেই সমর্থ আত্মা, তাই না ! সদা এই স্মৃতি যেন বজায় থাকে যে তোমরা সমর্থ বাবার বাচ্চা, সমর্থ আত্মা। সমর্থ কার্যের নিমিত্ত। আর তখন তোমরা সদা উড়তি কলার অনুভব করতে থাকবে। যারা দুর্বল তারা উড়তে পারে না। সমর্থ সদা উড়তে থাকবে। সুতরাং কোন কলায় (স্থিতিতে) আছ তোমরা ? উড়তি কলা নাকি উত্তরণের কলা ? উত্তরণে তোমাদের শ্বাস রুদ্ধ হয়। তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ো, শ্বাসও কম হয়ে যায়। যেমনই হোক, উড়তি কলায় তোমরা লক্ষ্যে পৌছাও আর সেকেন্ডে সফলতার প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠো। যদি তোমরা উত্তরণের কলায় থাকো, তবে অবশ্যই ক্লান্ত হবে, শ্বাসও রুদ্ধ হবে। "কি করবো, কিভাবে করবো" - এই বলাই রুদ্ধশ্বাস হওয়া। উড়তি কলায় তোমরা সেইসবের উর্ধ্বে উঠে যাও। কিছু করার জন্য এই টাচিং লাভ করো যে এটা আগে থেকেই সম্পন্ন হয়ে আছে। সুতরাং সেকেন্ডে সাফল্যের লক্ষ্য প্রাপ্ত করো, একেই বলা হয় সমর্থ আত্মা। বাবা উৎফুল্ল হন যে তোমরা সব বাচ্চারা উড়তি কলায় আছ, পরিশ্রম কেন করবে ? বাবা বলবেন, তাঁর বাচ্চারা পরিশ্রম করা থেকে নিস্তার পাক। যখন বাবা রাস্তা দেখাচ্ছেন, তোমাদের ডবল লাইট তৈরি করছেন, তাহলে তোমরা কেন নিচে আসছ ? কি হবে, কিভাবে হবে ? -এটা একটা বোঝা (burden)। সদা কল্যাণ হবে, সবকিছু সদা শ্রেষ্ঠ হবে, সবসময় এই স্মৃতির সাথে চলো যে সফলতা তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার।

৪) টেস্ট পেপার দিতে কুমারদের যুদ্ধ করতে হয়। যখন সঙ্কল্প করো পবিত্র হতে হবে, মায়া তোমার সাথে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। কুমার জীবন শ্রেষ্ঠ জীবন। তোমরা সব মহান আত্মা। কুমারদের এখন চমৎকার করে দেখাতে হবে। সবচেয়ে বড় চমৎকার বাবার সমান হয়ে অন্যদের বাবার সাথী বানানো। যেমন তোমরা বাবার সাথী হয়েছ সেইরকম অন্যদেরও সাথী বানাতে হবে। এমন সেবাধারী যারা মায়ার সাথীদের বাবার বানায়। নিজের বরদানী স্বরূপ দ্বারা শুভ ভাবনা এবং শুভ কামনা প্রদান করে বাবার বানাতে হবে। এই বিধি দ্বারা সদা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হতে হবে। যেখানে শ্রেষ্ঠ বিধি সেখানে সিদ্ধি অবশ্যই আছে। কুমার অর্থাৎ সদা অচল। অচল আত্মারা অন্যকেও অচল বানায়।

৫) সবাই তোমরা বিজয়ী কুমার, তাই না ? যখন বাবা তোমাদের সাথে আছেন, তোমরা সদা বিজয়ী। সদা বাবার সহায়তায় যেকোন কার্য করলে, তোমাদের পরিশ্রম কম আর প্রাপ্তি বেশি হবে। বাবার থেকে সামান্য সরে গেলে, পরিশ্রম বেশি আর প্রাপ্তি কম। সুতরাং পরিশ্রম থেকে নিস্তার পাওয়ার সাধন, প্রতিটা সেকেন্ড প্রতিটা সঙ্কল্পে সদা বাবার সাহচর্য। এই সাহচর্যই সফলতা আগে থেকেই হয়ে আছে। এইরকম বাবার তোমরা সাথী, নয় কি ? বাবার আঙ্গা অনুসারে তোমাদের পদক্ষেপণ হতে দাও। বাবার কদমে কদম মিলিয়ে চলতে হবে। এখানে পা রাখবে কি রাখবে না, এই ভাবনা রাইট নাকি রং (ভুল) ? এমন ভাবনারও প্রয়োজন নেই। নতুন কোন রাস্তা থাকলে ভাবতে হবে। কিন্তু যখন তাঁর কদমে কদম মিলিয়ে চলতে হবে, সেখানে কোনকিছু ভাবার প্রয়োজন নেই। সদা বাবার কদমে কদম মিলিয়ে চলো তো লক্ষ্য সামনেই আছে। বাবা কতো সহজ করে দেন- শ্রীমংই কদম। শ্রীমতের কদমে কদম রাখলে পরিশ্রম থেকে সদা রেহাই পেয়ে যাবে। সকল সাফল্য তোমরা অধিকার রূপে লাভ করবে। ছোট কুমাররাও অনেক সেবা করতে পারে। অনর্থ হয়

এমন কোনো কার্য কখনও ক'রনা, তোমাদের চলন-বলন, আচার-আচরণ এমন হতে হবে যাতে সবাই জিজ্ঞাসা করে তোমরা কোন স্কুলে পড়তে যাও ! সুতরাং সেবা তো হয়েই যাবে, তাই না ! আচ্ছা !

বরদান:- শ্রীমতের লাগাম টাইট করে মনকে নিয়ন্ত্রণ করে বালক তথা মালিক ভব
দুনিয়ার লোকে বলে, মন হলো অতি দ্রুতগামী অশ্বের মতো, কিন্তু তোমাদের মন এদিকে ওদিকে দৌড়ে বেড়াতে পারে না, কারণ শ্রীমতের লাগাম খুব মজবুত । যখন মন-বুদ্ধি সাইডসীন দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন লাগাম আলাগা হয়ে যাওয়ায় মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, সেইজন্য যখনই কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, মন চঞ্চল হয় তখন শ্রীমতের লাগাম টাইট করে নিলে তোমার লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে । আমি বালক তথা মালিক - এই স্মৃতির সাথে অধিকারী হয়ে মনকে নিজের বশে রাখো ।

স্লোগান:- সদা নিশ্চয় থাকতে হবে যে যা হচ্ছে ভালো, আর যা হবে তা' আরও ভালো, তবেই অটল অনড় থাকবে ।